জর্জ বার্নাড শ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

বন্ধুবর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ-রসিকেষু

লেখকের নিবেদন

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সম্পাদক এবং চিন্তানায়ক এইচ, এল, মেনকেন লিখেছেন—"Every habitual writer now before the public, from William Archer and James Huneker to '*Vox Populi*' and '*An Old Subscriber*' has had his say about S H A W."

জর্জ বার্নাড শ'র জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর শত্রু ও মিত্র সকলেই গত ষাট বছর ধরে কিছু না কিছু লিখেছেন। নিজের জীবদ্দশায় আর কোনও লেখকের জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে এত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। বার্নাড শ'র জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কে তাই কোনো কিছুই বিদগ্ধ পাঠকের কাছে অজানা নয়। মেনকেনের উক্তির পঞ্চান্ন বছর পরে এই গ্রন্থ রচনার প্রধানতম কারণ বাংলা ভাষায় একখানি প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ শ-জীবনী রচনা। জর্জ বার্নাড শ'র জীবনী, এই কালের বিস্ময়কর এক প্রতিভার জীবন-সংগ্রাম ও সাহিত্যিক সফলতার ইতিহাস। বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের কাছে বার্নাড শ-সাহিত্য পাঠের আগ্রহ বর্ধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিশ্ব-সাহিত্যের লেখক প্রসঙ্গে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষ্যে বার্নাড শ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাকালে এই জীবনী গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। 'বসুধারা' মাসিক পত্রিকায় এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড (১৩৬৪) এবং 'মাসিক বসুমতী'তে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (১৩৬৫-৬৬) প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রী প্রাণতোষ ঘটকের সক্রিয় সহায়তা ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না।

বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে জীবনী গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্ভব, এই স্বাভাবিক কারণে, বহু গ্রন্থ, পত্র ও পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করেছি, গ্রন্থশেষে সেই সব গ্রন্থের ও পত্রিকার ঋণ স্বীকার করেছি, এবং যাঁরা বিভিন্ন তথ্যাদি ব্যবহারে অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রী হিতেন্দ্রমোহন বসু, শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধ্রুবজ্যোতি সেন ও কবি অসিতকুমার প্রভৃতি বন্ধুগণ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন, তাঁদের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি সনেট 'Bernard Shaw' এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দান করেছেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

'Bernard' কথাটি বাংলায় সাধারণতঃ 'বার্নার্ড' লেখা হয়। 'বারনারড' কথাটির আইরিশ উচ্চারণে কিন্তু শেষের র-টি উচ্চারিত হয় না, সেই কারণে ধ্বন্যাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে 'বা র্না ড' এই বানান লিখেছি।

সাময়িকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশকালে যে সব শুভার্থী বন্ধু-বান্ধব এবং সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থ সম্পর্কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা-৩৪   **ভবানী মুখোপাধ্যায়**
মাঘী পূর্ণিমা—১৩৬৬

BERNARD SHAW

সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্ণার্ড্ শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ !

মানুষেতে ভালোবাসে হ য ব র ল,
তার লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে' যায় দ !

মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো,—
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাসো ॥

হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদঘর্ম্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক !

প্রমথ চৌধুরী

সনেট-পঞ্চাশৎ
ফাল্গুন—১৯১৩

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ঃ এই লেখকের ঃ

উপন্যাস

ছায়ামানবী
স্বর্গ হইতে বিদায়
কালো রাত
একালিনী নায়িকা
অগ্নিরথের সারথি
কান্না হাসির দোলা

গল্প

নির্জন গৃহকোণে
যথাপূর্বং
সেই মেয়েটি
বনহরিণী
চন্দ্রমল্লিকা

অনুবাদ

ওয়ান ওয়ার্ল্ড
মাদার রাশিয়া
রেজর্স এজ
ডোরিয়ান গ্রের ছবি
বিপ্লবী যৌবন
রোমান হলিডে

প্রবন্ধ

বিশ্ব-সাহিত্যের লেখক
বিদেশী-সাহিত্য প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

জনক-জননী

জ র্জ বা র্না ড শ—

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। দীর্ঘকাল ধরে শ তাঁর জীবন ও সাহিত্যে এক নতুন সমাজ ও নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। চেস্টারটন লিখেছিলেন—বার্নাড শ বলতে লোকে বোঝে ছোট নাটকের সুদীর্ঘ ভূমিকার লেখক। কথাটি সত্য, কারণ শ'র চরিত্রেও ভূমিকাই সর্বপ্রধান। ঘটনার পূর্বে তার কৈফিয়ত দিতেই তিনি আগ্রহশীল। চেস্টারটন তাই শ সম্পর্কে তিনটি প্রধান বিষয় নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, এই তিনটিকে তিনি ঐতিহ্য বলে বর্ণনা করেছেন,—'আইরিশ ম্যান', 'পিউরিটান' আর 'প্রগ্রেসিভ'। আইরিশ, নীতিবাগীশ এবং প্রগতিশীল বার্নাড শ'র জীবন তাই বর্তমান কালের বিস্ময়।

ইংরাজরা বলে—বার্নাড শ'কে বুঝি না। এই উক্তির বহুবিধ কারণাবলীর অন্যতম কারণ জর্জ বার্নাড শ ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইংরাজরা কোনদিনই আইরিশদের বোঝার চেষ্টা করেনি। শ'কেও তাই বুঝতে পারেনি। চেস্টারটন বলেছেন—ওরা আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি মহানুভব কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নয়, আয়র্ল্যাণ্ডের কথা তারা বলবে, কিন্তু কিছু শুনতে চায় না। এর জবাব বার্নাড শ দিয়েছিলেন *John Bull's Other Island* নামক নাটকে।

এই ডাবলিনে বিগত শতকের বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ভাস্কর, কবি, অভিনেতা, সাংবাদিক আর সমরনায়ক জন্মগ্রহণ করেছেন। নবযুগস্রষ্টা এই

মনীষীদের কর্মক্ষেত্র কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ড নয়! তবে দেশত্যাগ করলেও তাঁরা যে আইরিশ একথা কোনোদিন ভোলেন নি।

বার্নাড শ ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আয়ার্ল্যাণ্ডে চলেছে দুর্ভিক্ষের কাল, শৈশবের অবস্থা আরো নিদারুণ। লোকে বলত, 'কথার তো কোনো দাম নেই, দাম লাগে রুটি কিনতে।'

কোনো রকম বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য মনে হত মানুষের।

জাহাজঘাটায় আমেরিকা-ফেরত ডাকবাহী জাহাজের অপেক্ষায় লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে থাকত। অশিক্ষিত ছেলেরা যদি কিছু টাকা পয়সা পাঠিয়ে থাকে তাহলে খাদ্য জুটবে, নইলে শুধু আলু। মাছ থাকবে কল্পনায়। দুর্ভিক্ষের সময় এই আলুও মিলতো না, পোকায় ফসল নষ্ট করে দিত।

অসহ্য জমিদারী প্রথায় অভাব আর অনটন বেড়ে চলে। কোনও উপশম নেই, প্রজা যদি জমির উন্নতি করে তাহলে ফলভোগ করে জমিদার। এই জমিদার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ। জমিদারি দেখাশোনা করত নায়েবজাতীয় দালালরা। এমন হারে এই দালাল খাজনা বাড়িয়ে দিত যে, জমি ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। এই পটভূমিতেই হোমরুল আন্দোলন বা সিনফিন বিপ্লবের সূত্রপাত। হোমরুল আন্দোলনের জনক—আইজাক বাটের পর এসেছিলেন পারনেল,—পারনেলকে সরিয়ে দিয়েও আন্দোলন শেষ হল না,—তখন তার সংযোগ ঘটেছে মাটির সঙ্গে। অত্যাচারিতের দিকে ইংরাজ যতই করুণার কৃপাদৃষ্টিতে তাকাতেন, অত্যাচারীর প্রতি তার ঘৃণা ততই বাড়ত। এই অবস্থা নাটকায়িত করা হয়ত সম্ভব নয়, শ কিন্তু তাই করেছেন *John Bull's Other Island* নাটকে। লরেন্স ডয়েল চরিত্রটিতে লেখক স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরের শ পরিবার অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ (যদিচ বার্নাড শ বারবার বলেছেন 'downstart' অর্থাৎ ভুঁইফোড়ের বিপরীত)। সেই বংশের সকলেই নাকি 'arrogant snobs' এবং ম্যাকবেথের অন্যতম চরিত্র ম্যাক্‌ডাফ-বংশোদ্ভূত। সেক্সপীয়র-বর্ণিত চরিত্র যে তাঁর পূর্বপুরুষ একথা মনে ভাবতে শ'র ভালো লাগত।

এই বংশে ধর্মযাজক, শেয়ার-ব্যবসায়ী, মহাজন ও সরকারী কর্মী জন্মেছেন। সকলের মনে প্রবল বংশাভিমান। তাই শ পরিবার সকলের চাইতে স্বতন্ত্র।

জর্জ কার শ কিন্তু তেমন ভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি তাঁর অভাগিনী বিধবা জননীর পনেরটি ছেলেমেয়ের অন্যতম। দুবেলা মুমুঠো আহার জুটতো না। প্রায় এক ডজন খুড়ো আর পিসি পিতৃবংশে, আর মাতামহের পক্ষের সন্তান-সংখ্যা ছিল আটটি। ষাট পাউণ্ড পেনসনে সরকারী চাকুরী শেষ হল। সেই পেনসনবিক্রী করে একত্রে মোট টাকা নিয়ে কার শ ডাবলিন শহরে খুললেন এক পাইকারী ময়দা-ব্যবসা। খুচরা কারবারে শ পরিবারের সম্ভ্রমহানি হয়। কার শ হয়ত আশা করেছিলেন বাকী জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কার শ বা তাঁর অংশীদার উভয়েই ছিলেন ব্যবসা বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং ব্যবসার উন্নতি হল না। তবে কার শ রসিক ব্যক্তি ছিলেন। নিদারুণ দুঃসময়ে চোখের জলের চাইতে মুখের হাসি চাপা তাঁর পক্ষে কঠিন হত। একজন প্রধান খরিদ্দার যখন মোটা টাকা বাকী রেখে দেউলিয়া হলেন তখন তাঁর অপর অংশীদার কাতর হয়ে পড়লেও, কার শ পাশের ঘরে গিয়ে হেসে আকুল হলেন। বার্নাড শ বলেছেন “he found the magnitude of the catastrophe so irresistibly amusing”। পিতার এই গুরুচণ্ডালী মনোভঙ্গী পুত্রের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল।

কার শ সুপুরুষ ছিলেন, শুধু চোখের দৃষ্টি ছিল কিঞ্চিৎ টেরা। স্যার উইলিয়াম ওয়াইল্ড (অসকার ওয়াইলডের পিতৃদেব) অপারেশন দ্বারা এই ক্রটী সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে হিতে বিপরীত হল।

ময়দার কারবার শুরু করে জর্জ কার শ এলিজাবেথ গারলীকে বিবাহের প্রস্তাব জানালেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ, পাত্রীর চাইতে দ্বিগুণ। মিস্ গারলী হয়ত জানতেন যে কার শ বছরে ষাট পাউণ্ড পেনসনের অধিকারী, তাঁর কাছে এই টাকা তখনকার দিনের হিসাবে অনেক বেশী মনে হয়েছিল— তাই এই বিবাহ প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করলেন। বাড়ির সবাই ভীষণ আপত্তি জানালেন, লোকটি যে ‘দুর্দান্ত মাতাল’! তৎক্ষণাৎ মিস্ গারলী কার শ’কে এসে সে কথা জানালেন।

কার শ দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন—তিনি আজীবন মদ্যপানবিরোধী। বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু কার শ সত্যই মন্থপ।

কুজা পিসি তাঁর ভাইঝির এই অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে তাঁর সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলেন। হনিমুন যাপনের সময় লিভারপুলে কী কাণ্ড ঘটেছিল সেকথা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র বার্নাড শ'কে বলেছিলেন। একদিন স্বামীর আলমারি খুলে দেখলেন সেটি শুধু খালি বোতলে পরিপূর্ণ। তিনি বুঝলেন সেই বোতল কে কিভাবে খালি করেছে। মনের দুঃখে তিনি ডকের দিকে ছুটলেন একটা চাকরির সন্ধানে, পরে কয়েকটি মাতাল ডক-কর্মীর উৎপীড়নে আবার ঘরে ফিরে এলেন।

রাস্তার দুর্বৃত্তদের চাইতে ঘরের শান্ত মানুষটি ঢের ভালো।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিন শহরের আপার-সিঙ্গ স্ট্রীটের বাড়িতে এলিজাবেথের একমাত্র পুত্র সন্তান জর্জ বার্নাড শ ভূমিষ্ঠ হলেন। শ বলেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, একটি জর্জ বার্নাড শ'র জন্ম, আর টেনিসন এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত লাইন—*God fulfils Himself in many ways* রচনা করেন।

সন্ধ্যার পর কার শ বাড়ি ফিরলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেন। বয়স বাড়ার পর পারিবারিক জীবনে তাঁর স্নেহ-প্রেমের অভিব্যক্তি তেমন প্রকাশ পায় নি। বার্নাড শ'র জননী ছিলেন স্বাধীনচেতা, কল্পনাকুশলা এবং আত্মমগ্না। এই গুণাবলী পরবর্তীকালে পুত্র বার্নাড শ'র চরিত্রেও প্রতিফলিত হয়েছিল। বার্নাড শ বলেছেন—"ছোটবেলা থেকেই আমি একজন "Free thinker before I knew how to think"—।

এই কারণে অতি শৈশব থেকেই বার্নাড শ'র চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সমাজবাদী মনোভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছিল।

এই শৈশবেই বার্নাড শ'র চরিত্রে সমাজবাদ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বার্নাড শ বলেছেন—"রান্নাঘরেই আমি খেতাম, অধিকাংশ সময় সিদ্ধ মাংস আর আধসিদ্ধ আলু, আর প্রচুর পরিমাণে চা। চিনিটা চুরি করে নিতে হত। ক্ষুধার্ত থাকতে হত না, কারণ বাবার ঐ বিষয়ে ভারী আতঙ্ক ছিল, তাই আমাদের আয়ত্তে রুটি আর মাখন সর্বদাই প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকত। আমি দুষ্টুমি

করলে আমাদের দাসী আমার মাথায় চড় মারত। শেষে একদিন সাহস সঞ্চয় করে তাকে আঘাত করলাম, তার ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

দাসী চাকর আমার পছন্দ হত না। মাকেই বরং বেশী ভালো লাগত, কারণ তিনি মাঝে মাঝে আমার রুটিতে পুরু করে মাখন মাখিয়ে দিতেন। আমার প্রতি তাঁর অবহেলার ফলে আমিই তাঁকে মনে মনে পূজা করতাম, তাঁর সঙ্গে কোথাও যদি যেতে পেতাম বা ভ্রমণে যেতাম তখন আর আমার আনন্দের সীমা থাকতো না।

দারিদ্র্যের প্রতি অসীম ঘৃণা কিভাবে মনে জেগেছে সেই বিষয়ে শ বলেছেন—"খুব ছোটবেলায় খালের ধারে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে দাসী তার সহচরদের বাড়ি বস্তীতে নিয়ে যেত। তাদের পুরুষ বান্ধবরা হয়তো পানশালায় নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করত, আমাকে লেমনেড বা জীঞ্জার বীয়ার দিত। আমার এইসব ভালো লাগত না, কারণ আমার পিতৃদেব মদ্যপানের অপকারিতা আমাকে বুঝিয়েছিলেন। তাই এই সব পানশালা আমার কাছে নোঙরা আড্ডা বলেই মনে হত। এইখানেই দারিদ্র্যের প্রতি আমার আজীবণ ঘৃণার উদ্ভব, আমার সমগ্র জীবন ধরে তাই আমি দারিদ্র্য-নিবারণে ও দরিদ্রের পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হয়ে আছি।"

বার্নাড শ'র জীবনের সর্বপ্রথম নৈতিক শিক্ষালাভ পিতা কার শ'র কাছে। মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে এমন এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তিনি সন্তানের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন যার ফলে শ আজীবন মদ্য স্পর্শ করেন নি।

কার শ নিজে অতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এমন কি একদিন মত্ত অবস্থায় বেড়ানোর সময় বার্নাড শ'কে খালের জলে বিসর্জন দিয়েছিলেন আর কি! বাড়ি ফিরে শিশু বার্নাড তার জননীকে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা চুপি চুপি বললেন "মা. বাবা বোধ হয় মাতাল হয়েছেন!"

জননী বিরক্তিভরে বললেন—"উনি---সর্বদাই অইরকম, সহজ অবস্থায় আবার কখনো থাকেন নাকি?"

এরপর শ' আর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। পিতার এই কু-অভ্যাসের ফলে তাঁদের পারিবারিক জীবনে, আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া কম হল না। তাঁদের সংস্পর্শ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। মাতালকে নিয়ে অনেকে আমোদ পায়, অনেক রঙ্গরস চলে, কিন্তু বার্নাড

শ' বলেছেন—"But a miserable drunkard—and my father, in theory a teetotaller, was racked with shame and remorse even in his cups—is unbearable. We were finally dropped socially."

বার্নাড শ'র জনক-জননীর আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তাঁরা কখনও কোথাও গেলে ছেলেমেয়েরা এমনই বিস্মিত হত যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে।

কার শ কিন্তু অমায়িক এবং ভালোমানুষ ছিলেন। মাতাল বা সুস্থ অবস্থা দুই তাঁর কাছে সমান। এর ফলে মাঝে মাঝে তাঁর পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হত। শুধু একজন এর মধ্যে কোনো রস পেতেন না, তিনি মিসেস এলিজাবেথ শ। তাঁর চরিত্রে রস-রহস্যের অনুভূতির অভাব ছিল।

উঁচুতলার সমাজ-জীবনের উপযোগী করে তাঁকে মানুষ করা হয়েছিল, কিন্তু ত্রিশবছর বয়সেই এক পাঁড়মাতাল স্বামী, তিনটি ছেলেমেয়ে আর অর্থকষ্টে তিনি এমনই বিব্রত ছিলেন যে, হাসির অবকাশ তাঁর জীবনে ছিল না।

তিনি দুর্বল ছিলেন না, সব কিছু সহজে মেনে নিতেন না, প্রতিহিংসা-পরায়ণা ছিলেন না—কিন্তু কখনও ক্ষমা করতে পারেন নি।

বার্নাড শ বলেছেন, "আমার মা যে তাঁর সন্তানদের ঘৃণা বা অবহেলা করেননি এ তাঁর মহত্বের পরিচায়ক। তিনি জীবনে কাউকে ঘৃণা করেন নি, কাউকে ভালোবাসেন নি। আমার যে বোনটি কুড়িবছরে মারা যায় তার প্রতি আমার মার মাতৃসুলভ স্নেহ একটু অধিক পরিমাণে ছিল, কিন্তু তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই মনোভাব প্রকাশ পায়নি।"

পিতার জীবনে সাফল্যের অভাব ছিল, মিসেস শ'কে শান্তিতে রাখার মতো কোন কিছুই তাঁর করার ছিল না। শুধু কল্পনা, আদর্শ, সঙ্গীত-সুধারস, মনোরম সমুদ্র আর সূর্যাস্তের দৃশ্য, আর মানবচরিত্রের স্বাভাবিক করুণা এবং ভব্যতা যদি না থাকত, তাহলে যে কি হত সেকথা মনে করে বার্নাড শ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

বার্নাড শ বলেছেন—"সঙ্গীতের মাধ্যমে আমার মা মোক্ষলাভ করেছেন।" এই কথাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ।

এলিজাবেথ শ'র কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমধুর। জর্জ জন ভ্যাণ্ডালুর লী পাশের বাড়িতে থাকতেন, তিনি হলেন সঙ্গীতশিক্ষক। ডাবলিনে জর্জ লীর সঙ্গীতবিদ্ হিসাবে প্রতিষ্ঠা ছিল। যন্ত্রসঙ্গীতের আসর-সংগঠনে তাঁর কৃতিত্ব ছিল। সৌখীন সম্প্রদায়ের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে যারা পেশাদার তারা তাঁকে দেখতে পারতো না। লী ছিলেন—'a man of mesmeric vitality and force—' এবং তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা।

রক্ষণশীল পেশাদারী শিক্ষকদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং লীর সরল ও সহজ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাঁকে তাই তারা আনাড়ি বলত এবং কুৎসা রটনা করত। মিসেস এলিজাবেথ শ'কে তিনি এমন এক পদ্ধতিতে সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আশী বছর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখনও তাঁর কণ্ঠস্বরে মাধুর্যের অভাব ঘটেনি। শ বলেছেন—শুধু সঙ্গীত শিক্ষা নয়, লী শ'র জননীকে দিয়েছিলেন a Cause and a Creed to live for.

ভাই মারা যাবার পর অকৃতদার জর্জ লী এক-নম্বর হ্যাচ স্ট্রীটে শ পরিবারের অতিথি হয়ে বাস করতে এলেন। এই ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের সুবিধা হল। কারণ ভালো ভাবে সৌখীন সমাজে থাকার ক্ষমতা শ পরিবারের ছিল না, আর লীর পক্ষে নীচুতলায় নেমে এসে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এ-বাড়িতে উঠে এলেন।

জর্জ লী পরে টোরকা হিলের ওপর একটি সুন্দর বাড়ি কিনে মিসেস শ'কে উপহার দেন।

তিনি লাল রুটি খেতেন এবং বলতেন—"জানলা খুলে সকলের শোয়া উচিত।" এইসব আচরণ বার্নাড শ'র মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনিও আজীবন লাল রুটি খেতেন এবং জানালা খুলে শোয়া পছন্দ করতেন।

শ পরিবারে লীর প্রভাব প্রচুর, শ'র জীবনেও। লীর কাছে শ যা শিখেছিলেন, পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শিক্ষালাভ সম্ভব ছিল না।

লী এবং শ পরিবার দীর্ঘদিন হ্যাচ স্ট্রীটের বাসায় একত্রে ছিলেন। অনেক পরে লী তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ডাবলিন ত্যাগ করে লণ্ডনের পার্ক লেনে এসে বাসা নিলেন। 'পেয়িং গেস্ট'-হীন হ্যাচ স্ট্রীটের বাসা আর শ পরিবারের পক্ষে রাখা সম্ভব হল না।

জননী এলিজাবেথ এবং কন্যা লুসী শ দুজনে লণ্ডনে চলে এলেন। লণ্ডনে এসে লীর সঙ্গীত-পদ্ধতি তেমন সাফল্য লাভ করল না। মিসেস এলিজাবেথ শ সৌখীন সুরকারের ভূমিকা ত্যাগ করে অবশেষে পেশাদার সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ শুরু করলেন।

অবস্থা বিবেচনা করে লী শেষ পর্যন্ত 'ভ্যাণ্ডালুর লী' নামটুকু রাখলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চালচলন পরিবর্তন করলেন। মিসেস শ অবস্থা বুঝে অবশেষে তাঁর সংস্রব ত্যাগ করলেন। সঙ্গীত-শিক্ষালয়টি শেষ পর্যন্ত 'নাইট ক্লাবে' রূপান্তরিত করে লী একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। শ পরিবার লীর আর কোনও খবর রাখতেন না, এমন কি তাঁর শবানুগমনও কেউ করেন নি।

শ পরে বলেছেন—"আমার জীবনে তিনজন ব্যক্তি পিতার আসনের অধিকারী—একজন জর্জ কার শ, যিনি জনক, দ্বিতীয় ব্যক্তি মাতুল ওয়ালটার, আর তৃতীয় ব্যক্তি জর্জ লী।"

লীর সঙ্গে শ পরিবারের এই অন্তরঙ্গতার ফলে কিছু পরিমাণ কানাকানি এবং কুৎসা চারদিকে রটেছিল। শ বলেছেন—"with my mother he of course completely sidetracked my father; but this was no substitution whatever, and in the end she was more lenient to the husband than to the hero—"

শেষজীবনে এলিজাবেথ শ পরলোকতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, বিশেষতঃ প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে কাতর হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য তাঁর 'প্রেতচক্রে' এই আগ্রহ হয়েছিল। অবশেষে অবশ্য তিনি এই প্রক্রিয়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ফ্রাঙ্ক হারিস বার্নাড শ'র জীবনীতে লিখেছেন—"শেষবার যখন বার্নাড শ'র মাকে দেখি তখন রাস্তার ওপর ঠেলাগাড়িতে মালপত্র ওঠানো হচ্ছে, পুরাতন বই-এর সংগ্রাহক ড্যান রাইডার চারিদিকে সন্ধান করছেন যদি কিছু পাওয়া যায়, আর সেই নিদারুণ শূন্যতার ভিতর বার্নাড শ'র জননী এলিজাবেথ শ একটি আরাম-কেদারায় নিঃশব্দে বসে আছেন।"

কয়েকবছর পরে যখন তাঁর মৃত্যু হল তখন তাঁর একমাত্র পুত্র বার্নাড শ

সেই শবযাত্রায় এইরকম নিরাসক্ত ভঙ্গীতে যোগদান করেছিলেন। বিপর্যয় এবং বিপত্তিতে তিনি চিরদিনই এমনই শান্ত সমাহিত।

সেদিন সেই শোকযাত্রায় বার্নাড শ'র সঙ্গী ছিলেন গ্রানভিল বার্কার। বার্নাড শ'র জননী কবরস্থ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন—"Shaw! you certainly are a merry soul."

॥ দুই ॥

শিক্ষা-দীক্ষা

শ পরিবারের তিনটি ছেলেমেয়েকে প্রতি রবিবার সান্‌ডে স্কুলে হাজিরা দিতে হত। চার্চের ঘনিষ্ঠ সংযোগে মনে কিঞ্চিৎ ধর্মভাব জাগবে এই হয়ত উদ্দেশ্য ছিল। পরে শ বলেছেন—"ধর্মমন্দির নয়, শয়তানের বৈঠকখানা!"

সান্‌ডে স্কুলের কড়া পাহারায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতি রবিবার সকালটা সান্‌ডে স্কুলের কঠিন আবহাওয়ায় কাটানোর মত বিরক্তিকর আর কিছু নেই। বয়স্কদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ নীরবে বসে থাকা, ওদিকে বাইরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ।

এই সাপ্তাহিক কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এক রাতে শিশু বার্নাড স্বপ্ন দেখলেন তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে এইবার দেখা হবে। চার্চ অব আয়ার্ল্যাণ্ডের কল্যাণে সেই শিশুমনে স্বর্গরাজ্যের একটা ছবি গড়ে উঠেছিল। শ বলেছেন—"যেন এক চমৎকার ওয়েটিং-রুমে বসে আছি। চারিদিকে বেঞ্চ পাতা, একপাশে একটি দরজা, আমার ধারণা এই দুয়ারটুকু পার হলেই বিধাতাপুরুষের দর্শন মিলবে। আমি পায়ের ওপর পা দৃঢ়ভাবে রেখে বসে আছি, এতটুকু না কাঁপে, বয়স্ক লোকজনের সামনে প্রাণপণে ভদ্র হয়ে আছি, এঁরা সবই রবিবারের ধর্মসভায় নিয়মিত হাজিরা দেন, চার্চের বেঞ্চে যেন তাঁরা বসে আছেন বা মৃত অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করছেন। এক পরমা-সুন্দরী রমণী চার্চে আমার কাছাকাছি বসতেন, আমার ধারণা হল বিধতা-পুরুষের ঘরকন্নার সকল সংবাদ ওঁর জানা, উনিই আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পরিচিত করে দেবেন। এই মুহূর্তটির জন্য আশা ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটি চিন্তা করতে আমার মনটা দমে গেল, কারণ সর্বশক্তিমানকে সন্তুষ্ট করবার শক্তি আমার নেই, তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে একমুহূর্তেই তিনি বুঝবেন—ভুল করে আমাকে স্বর্গে আসতে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্বপ্নের পরিণতি ঘটার পূর্বেই

আমার ঘুম ভেঙে গেল বা স্বপ্নান্তরে মগ্ন হয়ে গেলাম, শেষটুকু আর দেখা হল না।"

চার্চ সম্পর্কে সেই শৈশবেই শ'র মনে একটা বিরূপতা জেগেছিল, এবং উত্তরকালে রীতিমত বিরুদ্ধ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। উনিশ শতকে ভগবান ছিলেন যুদ্ধের বা ধ্বংসের দেবতা। সবকিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তাঁকেই মানুষ দায়ী করত। শ কিন্তু এ ধারণা পরিবর্তিত করেন। বাইবেলে আছে, ঈশ্বর আপন আদর্শে মানুষকে গড়েছেন; শ বলেছেন—"না। মানুষ নিজের মতো করে ঈশ্বরকে গড়েছেন।"

চার্চে এবং সান্‌ডে স্কুলে শ'কে বোঝানো হত স্বয়ং বিধাতা প্রোটেস্টান্ট এবং ভদ্রলোক, আর রোমান ক্যাথলিক মাত্রেই নরকে যায়, স্বর্গে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই পরস্পরবিরোধী মন্তব্য তাঁর শিশুমনে রেখাপাত করেছিল।

বাড়িতে শিক্ষার ভার ছিল নার্সের হাতে, সে ছিল রোমান ক্যাথলিক। পিতা কার শ এসব ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, এমন কি নিউ টেস্টামেণ্টের কাহিনী নিয়ে যখন হাসাহাসি হত, তখন শিশু বার্নাডকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হত।

একদিন শ'র মাতুল কথাপ্রসঙ্গে বললেন—"লাজারসের ঘটনা যীশুর একটা চালাকি, লাজারসকে কপট মৃত্যুতে আচ্ছন্ন রেখে যথাকালে জীবনদান করা হয়েছে।"

এই ঘটনাটি শ'র মনে একটা ছাপ রেখে দেয়। কিন্তু চার্চ সম্পর্কে এতখানি লঘু মনোভাব থাকলেও কার শ'র কঠোর দৃষ্টি ছিল সম্ভ্রমরক্ষার দিকে। তাই একদিন পেরেকওয়ালার ছেলের সঙ্গে বার্নাডকে পথে খেলা করতে দেখে তিনি চটে গেলেন। ছেলেটি বার্নাডের সঙ্গে পড়তো। কার শ শিশু বার্নাডকে বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—"খুচরা কারবারীর সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়।" শ পরবর্তীকালে বলেছিলেন—"আমার বাবা জীবনে এই একটি গর্হিত কর্ম করেছেন।"

শ'র প্রথম বিদ্যাশিক্ষা গভর্নেসের হাতে। শ বলেছেন—"আমাকে অক্ষর-পরিচয় করাবার জন্য তাঁর কি চেষ্টা! আমি আশ্চর্য হতাম। কারণ

ছাপার অক্ষর কোনোদিনই আমার কাছে অপরিচিত মনে হয়নি। আমি শিক্ষিত হয়েই জন্মেছি।"

সেই গভর্নেস কবিতা পড়াবার চেষ্টা করতেন, আর দুষ্টামি করলে এমন মৃদু আঘাত করতেন যে সেই আঘাতে মাছিও বোধহয় মরত না। অথচ এমন ভাব দেখাতেন যাতে বার্নাড শ কাঁদেন, অপমানিত বোধ করেন।

সেই গভর্নেস যোগ, বিয়োগ, গুণ সবই শিখিয়েছিলেন, কিন্তু ভাগ করতে শেখাতে পারেন নি। কারণ 'টু ইনটু ফোর', 'থ্রি ইনটু সিক্স' ইত্যাদি কথার 'ই ন্ টু'র অর্থ শিশু বার্নাড বুঝতে পারতেন না। স্কুলে এর অর্থ তিনি প্রথম দিনই বুঝেছিলেন; শ বলেছেন—"স্কুলে এই একটিমাত্র জিনিসই আমি শিখেছি।"

বাড়িতে খুড়োর কাছে ল্যাটিন ব্যাকরণ শিক্ষা করেছিলেন। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ল্যাটিন ছাত্রের চাইতেও তাঁর ল্যাটিন জ্ঞান অনেক বেশী ছিল। ওয়েসলিন কনেকশনাল স্কুলে (পরে ওয়েসলি কলেজ) দশবছর বয়সে শ ভর্তি হয়েছিলেন। এই স্কুলের ছাত্রজীবন তাঁর পক্ষে সফল হয়নি।

শ বলেছেন—"যে বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই তা আমি শিখতে পারি না, আমার স্মৃতিশক্তি নির্বিচারে সবকিছু গ্রহণ করে না, কিছু গ্রহণ করে, কিছু বর্জন করে, সবকিছু নির্বাচনই পাঠক্রমিক নয়। আমার মধ্যে প্রতিযোগীর মনোভাব নেই। প্রাইজ বা বৈশিষ্ট্যলাভের বাসনা নেই, ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমার উৎসাহ নেই। যদি প্রতিযোগিতায় সফল হতাম তাহলে পরাজিতদের দুর্দশায় আমি কাতর হতাম, আনন্দ পেতাম না; আর পরাজিত হলে আমার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হত।··· এমন কোনও স্কুলে পড়িনি যেখানে শিক্ষকরা আমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, বা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। এতসব হাঙ্গাম করার অবসরও তাঁদের ছিল না। তাই স্কুলে আমি কিছুই শিখিনি। আমাকে কিছু শেখানোর চেষ্টাও করা হয়নি, চেষ্টা হলে হয়ত কিছু শিখতে পারতাম। করাতের গুঁড়ার মত অসার পদার্থ যদি কাউকে খাওয়ানো যায়, তার ফল যেমন ভয়ংকর হয়, তেমনই যা মানুষ শিখতে চায় না তা জোর করে শেখাতে গেলে তার ফলও ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়।"

পরবর্তীকালে *Saint Joan* নাটকের অংশবিশেষ স্কুলপাঠ্য পুস্তকে সংকলিত করার অনুরোধ বার্নাড শ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। "এখন

বা পরে যে কেউ আমার রচনা স্কুলপাঠ্য করার চেষ্টা করবেন তাঁর প্রতি আমার অনন্ত অভিশাপ রইল। ছাত্রদের কাছে আমি সেকস্‌পীয়ারের মত ঘৃণ্য হতে চাই না। আমার নাটক মানুষকে যন্ত্রণাদানের উপাদান হিসাবে রচিত হয়নি।" অনেক পরে ভারতীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্য অনুমতি দেন।

অঙ্ক কষতেও পারতেন না শ। "জীবনে কখনো লগারেথিম্‌ করিনি, স্কোয়ার-রুট্‌ও নির্ভয়ে করতে পারবো না। গাণিতিক হিসাব করতে হলে তাই কাগজ পেনসিল নিয়ে ধাপে ধাপে কষে নিই। এমনই আমার অঙ্কের বিদ্যা— দেড়খানি হেরিং-এর দাম যদি সাড়ে তিন পেনি হয় তাহলে এগারো পেন্সে ক'টি হেরিং পাওয়া যাবে, এই অঙ্ক চোদ্দবছর বয়সের আগে শিখতে পারিনি।"

স্কুলটা শ'র কাছে কারাগার মনে হয়েছে। সেখানে জ্ঞান-শিক্ষা সম্ভব নয়, কারাগারের চাইতেও স্কুল আরো খারাপ; কারাগারে ওয়ার্ডার বা জেলার রচিত গ্রন্থবলী পড়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না এবং পড়া মুখস্থ না থাকলে তাকে মার খেতে হয় না। কারাগারে যে যা বোঝে না সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, যা বোঝেনা তা বোঝানোর চেষ্টা করে না। দৈহিক উৎপীড়ন কারাগারে আছে বটে, কিন্তু মানসিক উৎপীড়ন নেই। শ'র ধারণা ছিল অভিভাবকদের প্রয়োজনেই স্কুল। ছেলেরা স্কুলে নিরাপদে বন্দী থাকে; নানাবিধ দুষ্টামি, উৎপাত, উদ্ভট প্রশ্নে বাপ-মাকে বিরক্ত করতে পারে না।

ওয়েসলি কনেকশনাল স্কুলের পর শ আরো দু-তিনটি স্কুলে গেছেন, কিন্তু মত পরিবর্তনের কোনও হেতু খুঁজে পাননি। স্কুলে তিনি শিখেছেন—মিথ্যা কথা বলতে, অত্যাচারে নতিস্বীকার করতে, নোঙরা গল্প শুনেছেন, জেনেছেন প্রেম এবং মাতৃত্বের অশ্লীল রসিকতা, হতাশা, ভীরুতা প্রভৃতি। সমগ্র ছাত্রজীবন সম্পর্কে তাই শ'র উক্তি—"Oh, a devil of a childhood !"

এ কথা বিশেষ অর্থপূর্ণ।

শ'কে অনেকবার প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি কি শিক্ষিত? অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির ছাপ আছে কিনা। শ বলেছেন—"বার বার বলতে পারিনা যে আমার কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্রদের চাইতে আমি উচ্চ শিক্ষিত। বাড়ীতে সাঙ্গীতিক পরিবেশ ছিল, এই সঙ্গীতের

শিক্ষা হয়েছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে। যে-কোনও মৃত ভাষার জ্ঞানের চাইতেও এই শিক্ষা অনেক সংস্কৃতিসম্পন্ন।"

শ'র ত্রয়ী 'পিতা' এবং জননী তাঁর শৈশবটুকু পার হওয়ার পরই শ'কে বয়স্ক হিসাবে প্রমোশন দিয়েছেন। বার্নাড শ'র সামনে তাঁরা অবাধে সব কথা বলতেন, আচরণ বা ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য ছিল না। শিশু শ'র মনে এর কি-যে প্রতিক্রিয়া সে-কথা একবারও ভাবেন নি। মাতুল যখন বেড়াতে নিয়ে যেতেন তখন অশ্রাব্য এবং অকথ্য গল্প শোনাতেন বার্নাডকে, এমনকি রংদার ছড়া পর্যন্ত। শিশু শ যেন জাহাজের একজন নাবিক।

লী অবশ্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ, মার্জিত তাঁর আলাপাচার। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, স্কুলের শিক্ষা কিছু হচ্ছে না। কিন্তু নিজের গানবাজনা শেখানোর কাজ বা কনসার্ট ব্যবস্থায় তাঁর অনেক সময় ব্যয় হত, কাজেই বিশেষ কিছু করার অবসর ছিল না। তিনিও যখনই শিশু শ'র সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, সমবয়সীর ভঙ্গীতেই কথা বলতেন। যে-বাড়িতে শিল্পই একমাত্র ব্যবসা এবং ধর্ম, সেখানে এমনই ঘটে থাকে, সেখানকার আবহাওয়া এমনই খাপছাড়া। নিয়মানুবর্তিতা এই সমাজে নির্বাসিত। স্কুলের কড়া ডিসিপ্লিন তাই বার্নাডের সহ্য হয়নি। স্কুল-মাস্টারদের তাই তিনি সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন নি স্কুলের মাস্টারদের চাইতেও বার্নাডের মানসিক বয়স অনেক বেশী।

সামাজিক জীবনে শ পরিবার প্রায় একঘরে ছিলেন। তাই সমাজ-বিচ্যুত শ বলেছেন—"আমি যেন এই গ্রহের বাসিন্দা নই, একজন যাত্রী মাত্র।"

নিজের সৃষ্টিতেই তাঁর শান্তি, নিজের রচিত সংসার আর নর-নারী তাঁর আত্মীয়, সেই পরিধিতেই তাঁর পদক্ষেপ সীমাবদ্ধ। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে দশবছরেই তাঁর রোমান্টিকত্ব কেটে গিয়েছিল; তিনি বলেছেন—"Your popular novelists are now gravely writing the stories I told myself before I replaced my first set of teeth."

শ তাই জল-বিলাসী হংসের মত সঙ্গীতের জগতে ডুব দিলেন। সঙ্গীত, শিল্পচর্চা প্রভৃতিতে তাঁর আগ্রহ দেখা গেল। পনেরো বছর বয়সে ডাবলিন

গ্যালারীতে রক্ষিত ইতালীয় এবং ফ্লেমিস শিল্পীদের ছবি তিনি একনজরে দেখেই চিনতে পারতেন ; ক্যাটালগের প্রয়োজন হত না।

সঙ্গীত সম্পর্কে শ কোনও শিক্ষালাভ করেন নি ; ছোটবেলায় এক-আঙুলে পিয়ানো বাজাতেন। তারপর লণ্ডনে এসে আবার পিয়ানো ছুঁয়েছিলেন। তবে কোনোদিন পেশাদারী সুরকার হওয়ার বাসনা তাঁর মনে হয়নি। শ'র এক বন্ধু ছিলেন সৌখীন অর্গান-বাদক। তিনি শ'কে এই বাজনা শেখাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। যন্ত্রটির দাম পনেরো গিনি। বার্নাড শ'র পিতৃদেব কিন্তু এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, ওসব পেশাদারী বাদকের কর্ম সম্ভ্রমহানিকর। সামাজিক মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর।

শ'র মা কখনও শ'কে গান শেখাননি। পরে লণ্ডনে এসে তিনি মার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য অনুরোধ জানান, এবং অতি কষ্টে কিছু শিখেছিলেন। শ ইংলণ্ডের ইতিহাস শিখেছিলেন সেক্‌সপীয়ার প'ড়ে আর ডুমা প'ড়ে ফরাসী ইতিহাস। তিনি বলেছেন—"I was saturated with the Bible and with Shakespeare before I was ten years old."

১৯৪৭-এর ৩রা আগস্ট বিরানব্বই বছর বয়সে শ বলেছেন, এখনও আমার শিক্ষা শেষ হয়নি। শ নিজে বলেছেন, ইংরাজী এবং ফরাসী ছাড়া ইতালীয়, স্প্যানিস এবং জার্মান ভাষাও তিনি জানতেন। বিখ্যাত বই, মহৎ শিল্পীর আঁকা ছবি, মহান সঙ্গীত-মাধুরী ছাড়াও শ'র শিক্ষা-দীক্ষার সাফল্যের হেতু দশবছর বয়সে জন্মস্থান ত্যাগ করে ডালকি-হিলে 'Torca Cottage'-এ বাসা বদল। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমুদ্র আর আকাশ বার্নাড শ'র শিক্ষ সম্পূর্ণ করেছে। এতখানি শান্তি ও আনন্দ তিনি আর কোনো বস্তুতে পাননি শ বলেছেন—"সেকস্‌পীয়ারের *This majestical roof fretted with golden fire* পড়ে জানলাম এই আকাশ তিনিও দেয়েছেন, তবে সেই আকাশ এই 'টোরকা কটেজ' থেকে না দেখলে কোথা থেকে দেখেছেন কে জানে। এই আনন্দ আমার সারা জীবন ছেয়ে আছে।"

॥ তিন ॥

ডাবলিনের কেরানী

পারিবারিক অবস্থা ক্রমশঃই অতি দীন হয়ে পড়ছিল। জর্জ কার শ'র ব্যবসা উঠে যাওয়ার অবস্থা। বার্নাড শ'র যখন মাত্র তেরো বছর বয়স, তখনই অর্থ রোজগারের চেষ্টায় তাঁর জন্য কাজ খোঁজা হল। শেকস্‌পীয়ারের চাইতেও কম বয়সে বার্নাড শ কাজে নেমেছেন। মেসার্স স্কট, স্পেন অ্যাণ্ড রুনী কোম্পানির কাপড়ের দোকানে একটা চাকরিও পাওয়া গেল। বালক শ'র বাসনা ছিল স্পেনের সঙ্গে দেখা করার, নামটি বেশ মাদকতাময়, কিন্তু দেখা হল স্কটের সঙ্গে। তিনি শ'র দিকে তাকিয়ে চাকরি দেবেন স্থির করবেন সেই মুহূর্তে রুনী এসে ঘরে ঢুকলেন, তাঁর বয়স অনেক বেশী, তিনি শ'কে কাজে নিতে রাজী হলেন না। এত ছোট ছেলেকে চাকরি দেওয়া যায় না। এই লোকটির প্রতি শ চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

শ পরিবারের কিন্তু এই সহানুভূতি সইলো না। ফ্রেডরিক খুড়োর চেষ্টায় পনেরো বছর বয়সে এক সম্ভ্রান্ত তালুকদারী ব্যবসায় (Land Agents) চাকরি পাওয়া গেল। তখনকার দিনে ডাবলিনে 'ল্যাণ্ড এজেণ্ট' একটি বিশিষ্ট ব্যবসা, আর ফ্রেডরিক খুড়ো ছিলেন ল্যাণ্ড-ভ্যালুয়েশন অফিসের কর্তা। মাসে আঠারো শিলিং মাইনে। শ পরে বলেছেন—"ভদ্র জীবিকার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই আমার পাপকর্ম।"

"—that sin against my nature to earn an honest living"—

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনের ইউনিয়াক টাউনসেণ্ড কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে পাঁচ বছর কাজ করেছিলেন বার্নাড শ। পদের নামকরণ করলেন শ নিজেই—'জুনিয়র ক্লার্ক'। চিঠিপত্রের কপি ফাইল করে রাখতে হত—আর, ডাক টিকিটের হিসাব। টিফিনের জন্য খরচ হত এক পেনি। একপেনি দামের রুটি কিনতে যাওয়ার সময় অফিসের অন্য কর্মচারীদের খাবারও তিনিই কিনে

আনতেন। তখনকার কালে লাঞ্চ মানে সামান্য কিছু জলযোগ। একেবারে পুরা খাবার ছিল না।

স্কুলের মত অফিসেও কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হত না, বুঝতে না পারলে বলা হত—"আগের বার কি করা হয়েছিল দেখে নাও।"

বছরখানেক পর হঠাৎ হেড-কেশিয়ারের পদ খালি হল। পদটা শুধু যে দায়িত্ব-পূর্ণ তা নয়, রীতিমত হাঙ্গামের কাজ। এমনই হঠাৎ কাজটা খালি হয়েছিল যে, একজন পাকা লোক বসানোর আগে শ'কেই ঠিকা কাজ চালানোর জন্য বসিয়ে দেওয়া হল। কাজ করতে শ'র কোনও অসুবিধা হল না, এমন কি এই সূত্রে ছেলেমানুষী হস্তাক্ষরটাও তিনি আগের কেশিয়ারের ধাঁচে গড়ে নিলেন। তারপর মাইনেও ডবল্ হয়ে গেল; তখন পাচ্ছিলেন চব্বিশ পাউণ্ড, হল আটচল্লিশ। নতুন কেশিয়ার নিতে প্রথমটা একটু দেরি হল, পরে সে সিদ্ধান্ত ত্যাগ করা হল। বার্নাড শ উপযুক্ত কেশিয়ার হিসাবে নিযুক্ত হলেন। যদিচ নিজের হিসাব শ কখনও রাখতে পারেননি, অফিসের হিসাব তিনি ঠিকই রাখতেন—এখন তিনি আর সামান্য অফিস বয় নন, একজন পদস্থ, সম্ভ্রান্ত কর্মচারী।

কর্তৃপক্ষরা যখন অফিসে অনুপস্থিত থাকতেন শ তখন তরুণ শিক্ষানবীশদের অপেরার গানের তালিম দিতেন। এই-সব শিক্ষানবীশরা মোটা টাকা প্রিমিয়াম জমা দিয়ে কাজ শেখার জন্য অফিসে আসত। একদিন জনৈক শিক্ষানবীশ বাথরুমে আপনমনে গলা ছেড়ে গান ধরেছেন: *Ah, che la morte*—এমন সময় সিনিয়র পার্টনার চার্লস ইউনিয়াক টাউনসেণ্ড এসে হাজির; এই অবস্থা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

বার্নাড শ কিন্তু অন্যদিক দিয়েও অফিসের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছিলেন। অফিসে প্রবেশ করার কিছুদিন পরেই জানা গেল বার্নাড শ প্রটেস্টাণ্ট-চার্চগামী ধর্মভীরু তরুণ নন, তিনি অবিশ্বাসী নাস্তিক। তর্ক-বিতর্ক হত। বয়সে কম এবং তর্কনিপুণ না হওয়ায় প্রায় পরাজিত হতেন বার্নাড শ। কথাটা ক্রমশঃ সিনিয়র পার্টনার চার্লস টাউনসেণ্ডের কানে গেল, তিনি ডাবলিন চার্চের স্তম্ভস্বরূপ, রয়্যাল ডাবলিন সোসাইটির কর্তা। ডাবলিনের সবকিছু প্রতিষ্ঠানের তিনি পুরোধা। শ'র বিশ্বাসের স্বাধীনতা তিনি ক্ষুন্ন করলেন না; বললেন: অফিসে বসে এসব কথা আলোচনা করা চলবে না।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই আদেশ মেনে নিলেন বার্নাড শ।

যে ছেলেটি গান গেয়েছিল *Ah, che la morte*, তার নাম সি. জে. স্মিথ। তার বয়স শ'র চাইতে কিছু বেশী। সাংসারিক জ্ঞানও শ'র চাইতে বেশী। সে একদিন হঠাৎ বলল—"তরুণ বয়সে সবাই ভাবে একদিন সে বড় হবে, মহৎ হবে।"

শ বলেছেন—"I never thought of myself as destined to become what is called a great man ; indeed I was diffident to the most distressing degree ; and I was ridiculously credulous as to the claims of others to superior knowledge and authority."

কিন্তু স্মিথের এই কথায় যেন বার্নাড শ'র চৈতন্য হল। এই কথা কটি সাধারণ মানুষের কাছে তেমন কিছু নয়, কিন্তু বার্নাড শ'র মনে এর একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল।

এর কিছু পরেই শ ডাবলিন ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। "আমার জীবনের সাধনা শুধু আয়ার্ল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা সম্বল করে ডাবলিনে বসে সম্পন্ন হবে না। আমাকে লণ্ডন যেতে হবে, বাবা যেমন ময়দার ব্যবসা করেছিলেন। লণ্ডন ইংরাজী ভাষার সাহিত্যকেন্দ্র। তখনকার কালে গেলিক ভাষা ছিল না, আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না। ফলে, যে-কোনো আইরিশ-ম্যান, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যিনি উন্নতির আশা রাখতেন, তিনিই আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি এবং সার্বভৌম শহরের নাগরিকত্বের চেষ্টা করতেন, অর্থাৎ তাঁরা জানতেন আয়ার্ল্যাণ্ড ত্যাগ করে যাওয়াটাই সর্বপ্রধান কর্ম। আমার মনেও সেই ধরণা হল।"

অফিসে আলোচনা এবং তর্ক বন্ধ হলেও, শ'র মন কিন্তু চঞ্চল ছিল। ডাবলিনে সেই সময় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 'মুডি এবং শ্যাঙ্কি' নামক এক প্রতিষ্ঠান এসেছিল। প্রথম ব্যক্তি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও গরিমা দেখিয়ে জনসাধারণকে ভগবানের দিকে টানতেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গান করে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতেন। শ এই অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দিকে তাঁকে টানা গেল না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল *Public Opinion*

নামক পত্রিকায় বার্নাড শ'র নামাঙ্কিত একটি চিঠি প্রকাশিত হল। তিনি বললেন—এই দুজনের সাফল্যের কারণ ধর্মবিশ্বাসের পুনরুত্থান নয়; প্রচার, কৌতূহল, নূতনত্ব এবং উত্তেজনাই এর মূল কারণ।

শ'র এই চিঠিখানি তাঁর সর্বপ্রথম সাহিত্যিক রচনা নয়। দশ-বছর বয়সের আগেই তিনি ছোট গল্প লিখেছিলেন: বন্দুক হাতে একজন আরেকজনকে আক্রমণ করছে। সম্ভবতঃ অপর ব্যক্তির বন্দুক ছিল না। অনেক লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। আর চাকরি-জীবনের সুদীর্ঘ কালটিতে এডওয়ার্ড মাক্নালটি নামক এক স্কুলের সহপাঠীকে রোমাণ্টিক ধরনে অসংখ্য চিঠি পত্র লিখেছেন।

শ যেমন বলেছেন—"Like all Irishman, I dislike the Irish, on principle", তেমনই আবার অন্যত্র বলেছেন—"I am a typical Irishman; my family came from Yorkshire."

চেস্টারটন তাঁর বার্নাড শ সম্পর্কিত গ্রন্থে প্রশ্ন করেছেন, "তাহলে, বার্নাড শ যে-আইরিশ সমাজের একটি মূল চরিত্র, সেই সমাজের আসল মত কি? আয়ার্ল্যাণ্ডের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে, সে দেশকে 'land of saints' বলা চলে?" শ'র নাটক পড়লে শ'কে চেনা যায়। আসল মানুষ সেইখানে ধরা দিয়েছে।

চেস্টারটন বলছেন—"There existed by accident an early and beardless portrait of him (শ) which really suggests in the severity and purity of its lines some of the ascetic pictures of the beardless Christ."

চেস্টারটনের মনে হয়েছে মধুরতর সভ্যতার পরিবেশে বার্নাড শ হয়ত মহৎ চরিত্রের সন্ত মানব হিসাবে স্বীকৃত হতেন। "Shaw is like the Venus of Milo; all that there is of him is admirable."

চার বছর কেশিয়ারী করার পর শ তাঁর মনিবদের মার্চ ১৮৭৬ তারিখে এক মাসের নোটিশ দিলেন, চাকরি ছেড়ে দিতে চাই। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন বোধহয়

মাইনে বেশী চায়। তাঁরা বার্নাড শ'র বেতন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চাইলেন। শ কিন্তু দৃঢ়সংকল্প,—কিন্তু এই সংকল্পের কোনো হেতুই দিতে পারতেন না সেদিন।

কর্তৃপক্ষ ব্যথিত হলেন। তাঁরা শ'র খুড়াকে জানালেন যে তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন। শ কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন।

ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে শ'র পিতৃদেব একখানা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন, শ কিন্তু সে কথা শুনে চটে গেলেন।

পরে অবশ্য বলছেন—"I am proud of this document."

কয়েকদিন বিশ্রাম করে অবশেষে একদিন পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে জর্জ বার্নাড শ ইংলণ্ডের জাহাজে উঠলেন। সেদিন তাঁর মনে কোনো অনুতাপ, কোনো অভিমান, কোনো জ্বালা ছিল না।

চেস্টারটন বলেছেন—"Bernard Shaw entered England as an alien, as an invader, as a conquerer. In other words, he entered England as an Irishman."

॥ চার ॥

জীবন-সংগ্রাম

শীতের অবসানে এক মনোরম প্রভাতে লণ্ডনের ইউস্টন স্টেশনের প্লাটফরমে জর্জ বার্নাড শ সর্বপ্রথম ডিকেন্সীয় ভঙ্গীতে রেল-কুলীর কণ্ঠে প্রশ্ন শুনলেন—"গা ড়ি চা ই ? চা র-চা কা ?"

সেই অচেনা শহরে চার-চাকার গাড়িতেই উঠলেন বার্নাড শ। ডিকেন্সের মৃত্যু ঘটেছে এরই দু'বছর আগে, কিন্তু এই শহর আর তার অলিগলি যেন ডিকেন্সের নভেলের পাতা থেকেই বেরিয়ে এসেছে মনে হল তাঁর। তখন পর্যন্ত শ'র মনে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালাভের কোনো অভিলাষ জাগেনি, তবু তিনি সাহিত্যের বড়বাজার লণ্ডনে এসে পৌছলেন।

নিঃসঙ্গ শ' ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়হীন, নির্বান্ধব। স্বপ্নের জগতে তাঁর বিচরণ, শৈশব থেকেই তিনি কল্পলোকের অধিবাসী।

কুড়িবছর বয়স, শৈশব কবে অতিক্রান্ত। এর মধ্যে চার বছর কেটেছে পদস্থ কর্মচারী হিসাবে। 'আরব্য-রজনী' থেকে 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' পড়া শেষ হয়েছে; ডিকেন্স, বায়রন, মার্ক টোয়েন, ডারউইন, জর্জ এলিয়ট, জন স্টুয়ার্ট মিল—কিছু আর বাকী নেই। 'রয়্যাল ডাবলিন সোসাইটি'র আর্ট স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা এবং সঙ্গীত সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান জর্জ বার্নাড শ'র কর্মজীবনে কাজে লাগেনি।

শ লিখেছেন—"আমার অবস্থাটা বিবেচনা করো—লণ্ডনে সে কী অদ্ভুত অবস্থা! আমি বিদেশী আইরিশম্যান, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁতাকলের ছাপ না থাকায় আর-সব বিদেশীর চাইতেও বিদেশীতম।···

লণ্ডন কোনো মতেই আমাকে গ্রহণ করতে চায় না। পনেরো শিলিংএ একটিমাত্র প্রবন্ধ বিক্রি হল। একজন প্রকাশক কয়েকটি পুরাতন ব্লক কিনেছিলেন—স্কুলের প্রাইজ-বই এর উপযোগী কয়েকটি ছড়া চাই। রহস্য করে আমি একটি 'প্যারডি' লিখে পাঠালাম। আশ্চর্য, তিনি ধন্যবাদ সহ পাঁচ শিলিং

পাঠালেন। আমি এই ব্যবহারে অভিভূত হয়ে আর একটি ভালো কবিতা লিখে পাঠালাম। এইবার তিনি মনে করলেন ঠাট্টা, আমারও পদ্য-লেখকের ভূমিকার অবসান ঘটলো।

একবার পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছিলাম, প্রকাশকের কাছ থেকে নয়, এক পরিচিত উকিলের অনুরোধে পেটেণ্ট ওষুধের ওপর ডাক্তারী প্রবন্ধ লিখেছিলাম, কিন্তু সেটিও সাফল্যলাভ করলো না।—ন'বছরে মোট ছ' পাউণ্ড আয়, তবু লোকে আমাকে বলে—ভুঁইফোঁড়—আপস্টার্ট।"

আশা এবং বিশ্বাসহীন বার্নাড শ প্রাণপণে লিখতে শুরু করলেন—১৮৭৯ থেকে পাঁচ বছরে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস শেষ হল, কিন্তু নিজের কৃতিত্বে নিজেই তিনি লজ্জিত। শুধু কিছু করা প্রয়োজন এই কারণে শ লিখেছেন। আর কিই-বা করবেন! অর্থহীন, কর্মহীন, নিদারুণ সংকটময় দিন।

বার্নাড শ-কে যে এইভাবে বুভুক্ষিত দিন কাটতে হয়েছে এই কথা ভেবে চেস্টারটন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এতদিনের চেষ্টার ফলে স্বীকৃতিলাভ এ যেন আশ্চর্য কাণ্ড! শ'র লেখা তো সম্পাদকদের লুফে নেবার কথা। তবু লণ্ডনের অনেকগুলি বছর কপর্দকহীন অবস্থায় কাটাতে হয়েছে শ'কে। কখনো বিজ্ঞাপন লিখে, কখনো ফরমায়েসী ছড়া লিখে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া গ্রোভে মা আর বড়বোনের বাসায় উঠে শ দেখলেন, মা সঙ্গীত-শিক্ষাদান ক'রে আর বোন গান গেয়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করছেন। পিতা কার শ তখনো ডাবলিনেই পড়ে আছেন, সপ্তাহে এক পাউণ্ড কোনোরকমে পাঠান, দিন কায়ক্লেশে চলে।

শ'র আগমনে দিন চলা আরও শক্ত হয়ে উঠল। শ প্রথমেই মাকে বললেন, আমাকে গান শেখাও। তাতে কোন লাভ হল না, কোনোরকমে বোনের সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সুরের স্বরলিপি বাজাতে শিখলেন।

শ'র কিন্তু উপার্জনের নাম নেই, কিছু করবার ইচ্ছাও নেই। লী তখন গোঁফ ছেঁটে পেশাদারী হাতুড়ে সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবে পার্ক লেনে এক স্কুল খুলেছেন। বারোদিনের শিক্ষায় একেবারে সঙ্গীত-বিশারদ বানিয়ে দিচ্ছেন। শ তাঁকে সাহায্য করেন।

The Hornet নামক পত্রিকায় লী ছিলেন সঙ্গীত-সমালোচক। লী শ'কে

দিয়ে সমালোচনা লেখাতেন এবং পারিশ্রমিকও তাঁকেই দিতেন। শ কিন্তু এমন সব স্পষ্টকথা লিখতে শুরু করলেন যে শেষ পর্যন্ত সেই পত্রিকার পাস বন্ধ হল, বিজ্ঞাপন বন্ধ হল, এবং পত্রিকাটি ক্রমে উঠে গেল।

এই সময়েই শ উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। ডাবলিনে তাঁর মনে সঙ্কল্প জেগেছিল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে বড় হতে হবে, এবং সেই বিশ্বাসের ফলেই তিনি মনে করেছিলেন তাঁর উপন্যাস প্রকাশকরা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে, বেশ মোটা পারশ্রমিক পাওয়া যাবে, বেকারি এবং দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে।

প্রতিদিন সকালে একসারসাইজ-বুকের পূর্ণ পাঁচপৃষ্ঠা তিনি নিয়ম করে লিখতেন—উপন্যাসের নাম *Immaturity*। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শুরু করে সেপ্টেম্বরের শেষে উপন্যাসটির প্রাথমিক খসড়া শেষ হয়; ৫ই নভেম্বরের ভিতর পরিমার্জন সমাপ্ত হল। তাড়াতাড়ি লেখা, যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। সুতরাং তিনি যে অলস ছিলেন, এ কথা বলা ঠিক হবে না।

এই উপন্যাসের অদৃষ্ট কিন্তু মন্দ। ১৯২১-এর পূর্বে সেটি প্রকাশিত হয়নি, তাও আমেরিকায় এক প্রকাশক না জানিয়ে ছেপেছিল। গ্রেট ব্রিটেনে প্রকাশিত হয় উনিশশো ত্রিশে।

এদিকে অভাব বেড়ে চলেছে। ভগিনী লুসী বার্নাড শ'র প্রতি তেমন সদয় ছিলেন না। যত বয়স বাড়তে লাগল তিনি ততই বার্নাডের প্রতি অকরুণ হয়ে উঠতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত মাকে বললেন, সানি যদি চাকরি না করে তো ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও।

লুসীর আদর ছিল সংসারে। তাকে দেখতে সুন্দরী। কণ্ঠস্বর সুন্দর। সবাই তাকে পছন্দ করত। অস্‌কার ওয়াইলড এবং তাঁর ভাই উইলি দুজনেই তার প্রেমে পড়েছিলেন; এই সূত্রেই অস্‌কার ওয়াইল্‌ড-এর সঙ্গে বার্নাড শ'র পরিচয় হয়।

মাকে জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে হয়, ভাই বসে-বসে খায় আর মনে-মনে লেখক হওয়ার বাসনা রাখে--এ এক অদ্ভুত অবস্থা। মাকে তাই উত্ত্যক্ত করে লুসী—'সানি'কে (বার্নাডের ডাক নাম) তাড়াও।

পরিচিতদের বলে, ওর একটা চাকরি করা উচিত। ব্যাঙ্কেই চেষ্টা করুক-না কেন ?

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে লিখিত শ'র একটি চিঠি পাওয়া যায়, এই চিঠিখানি কাকে যে লেখা এবং কেন যে শেষ পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি তা জানা যায় না। এই চিঠিটিতে বার্নাড শ'র তখনকার মানসিক অবস্থা এবং চাকরির জন্য আকুলতা প্রকাশ পায়।

"কোনো একটা চাকরির জন্য আমার এই চেষ্টার কারণটা সম্পূর্ণ অর্থকরী। সাহিত্যে সফলতার জন্য কিভাবে অপেক্ষা করতে হয় তা আমি জানি, কিন্তু অন্তবর্তীকালটুকু কিভাবে শুধু মাত্র বায়ুসেবনে বাঁচা যায় তা আমার জানা নেই। আমাদের সংসারে বিশেষ টানাটানি ও অর্থকষ্ট…"

এই চিঠি লেখার সময় বার্নড শ'র বয়স মাত্র তেইশ বছর। অথচ চিঠিতে একটি পরিণর্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন দেখে তিনি চাকরির দরখাস্ত পাঠান, উত্তর আসে না। এক ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে এমনই জ'মে গেল যে, তিনি শ'র মতো ব্যক্তিকে কেরানীর চাকরী দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন।

শ'র এক সম্পর্কিতা ভগিনী ফ্যানী জনস্টোনের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার এজেন্ট-জেনারেল ক্যাসেল হোরের বিবাহ হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল। লণ্ডনস্থ এডিসন টেলিফোন কোম্পানির ম্যানেজার এবং সেক্রেটারি আরনল্ড হোয়াইট-এর সঙ্গে জি. বি. এস.-কে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। ১৮৭৯, ১৪ই অক্টোবরে বাৎসরিক আটচল্লিশ পাউণ্ড মাহিনা আর কমিশনে শ চাকরি পেলেন।

শ বলেছেন—"কোম্পানিতে আমিই একমাত্র প্রাণী যে টেলিফোনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানতো।" কিন্তু কাজ অন্য রকম, বাড়ি বাড়ি ঘুরে টেলি-ফোন কোম্পানির তার এবং পোস্ট বসানোর অনুমতি প্রার্থনা করতে হত। লাজুক লোকের পক্ষে কাজটি কঠিন। জি. বি. এস. ভারী লাজুক ছিলেন। ছ'সপ্তাহ পরে তিনি পদত্যাগ করলেন : যে কমিশন পেতেন তা অতি কম। কর্তৃপক্ষ কমিশনের হার বৃদ্ধি করে তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন।

যতই অপছন্দ হোক, শ যে কাজ যখন গ্রহণ করছেন তা ভালোভাবেই করেছেন, দক্ষতা এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাই তিনি ছাড়তে চাইলেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়তে চাননি।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই কোম্পানি উঠে গেল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এত হৈ-চৈ করে কথা বলা পছন্দ করলেন না, ন্যাশনাল টেলিফোন কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসাটি সংযুক্ত হল। শ'র পক্ষে কাজটি অসার্থক হয়নি, কারণ তিনি কয়েকমাস বেকারি থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং আমেরিকান সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার স্থযোগ পেয়েছেন। তারা সব সময় ভাবাবেগপ্রবণ অপ্রচলিত গান গাইত এবং ফল যতটুকুই হোক, খাটতো তার চেয়ে অনেক বেশী।

টেলিফোন কোম্পানির কাজটা ছেড়ে জি. বি. এস. কিন্তু স্থবিবেচনার পরিচয় দেননি, আরো কিছুকাল থাকলেই পারতেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেটব্রিটেনে নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, ইতিহাসে এই সংকটকালটি চিহ্নিত হয়ে আছে। পরে ১৯৩১-এ আবার একবার এই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বার্নাড শ'র চাইতে কিঞ্চিৎ কম দৃঢ়চেতা মানুষ হলে এই-জাতীয় চাকরি 'প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পাপকর্ম' বলে তিনি ত্যাগ করতেন না। পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য-সাধনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করতে চান।

কেরানী জীবন সম্বন্ধে শ'র ঘৃণা তাঁর প্রথম উপন্যাস *Immaturity*-র নায়ক স্মিথের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে "I wonder, is there any profession in the world so contemptible as that of a clerk." এই স্মিথ চরিত্রে ডাবলিনের কেশিয়ারী চাকরির জীবনের কিছু প্রতিফলন আছে।

শ' যা উচিত বিবেচনা করতেন তা যে-কোনো মূল্যে পালন করতেন। শারীরিক শক্তি তাঁর কম ছিল, কিন্তু মানসিক সাহস ও 'নৈতিক শক্তি' (moral courage) ছিল অসীম।

Man and Superman নাটকের অন্যতম চরিত্র Tanner তাই বলে:
"The true artist will let his wife starve, his children go barefoot, his mother drudge for his living at seventy, sooner than work at anything but his art."

নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে শ কাজ করেছেন ; তিনি লিখেছেন—"আমি সুস্থ সবল, সক্ষম-যৌবনের সামর্থ্য-সম্পন্ন মানুষ, আমার পরিবারবর্গের তখন সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন, আর আমিই তাদের গলগ্রহ হলাম। এ এক ভীষণ অবস্থা। লজ্জা-হীনের মতো আমি সেই গর্হিত কর্মই করলাম। আমি জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লাম না, সেই ভার দিলাম আমার বৃদ্ধা জননীর ওপর, আমি আমার বৃদ্ধ পিতার নির্ভরশীল যষ্টি না হয়ে তাঁরই জামা ধরে ঝুলে রইলাম—"

অথচ এই বিপর্যয়ের মুখে অসীম নিষ্ঠা সহকারে জি. বি. এস. প্রতিদিন নিয়ম করে পূর্ণ পাঁচপৃষ্ঠা সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। টমাস ম্যানের উক্তি তাই এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য—

"Art is consuming, killing, but it is great, because it is driven with a painful insistence to orient everything around it, to express and bring it to consciousness."

॥ পাঁচ ॥

পাঁচফুলের সাজি

কোনোরকম একটা চাকরি না করার জন্য আজীবন শ'কে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে এবং জীবনীকাররাও অনেক অনুদার মন্তব্য করেছেন।

প্রথম উপন্যাস *Immaturity* যখন প্রকাশকদের দোর থেকে ফিরে এল তখন তিনি আহত হলেন। কেন যে উপন্যাস রচনায় মন দিয়েছিলেন, তার কোনো কারণ জানা যায় না। ডাব্‌লিন পরিত্যাগের সময় লেখক হওয়ার বাসনা তাঁর মনের কোণে সুপ্ত ছিল না। শিশুসুলভ প্রচেষ্টা হিসাবে বাল্যে আর পাঁচজনের মতো অল্পসল্প লিখেছেন। সহচর ম্যাক্‌নালিটির সহযোগে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর গল্প লিখেছেন, কিন্তু তার কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই। *Sixteen Self Sketches*-এর পৃষ্ঠায় শ বলেছেন—"I never felt inclined to write, any more than to br eathe. It never occurred to me that my literary sense was exceptional."

প্রকাশকের উপেক্ষা এবং ভগিনীর গঞ্জনা সত্ত্বেও শ প্রতিদিন পাঁচপৃষ্ঠা লিখে যেতে লাগলেন। পঞ্চম নভেল যখন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হল তখন শ তাঁর ষষ্ঠ নভেল (সবে শুরু করেছিলেন) লেখা বন্ধ করলেন, ঔপন্যাসিক হওয়ার বাসনাও বোধকরি ত্যাগ করলেন। হয়ত, এই পথে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা কঠিন, কিন্তু সংগ্রামটা মন্দ নয়! জীবনযুদ্ধের সৈনিক বার্নাড শ পশ্চাদপসরণ করলেন শুধু উপযুক্ত কৌশল সহকারে পুনরায় আক্রমণ করার সুযোগ নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

পরাজিত শ সেদিন রণক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেও, পরে আবার যখন আসরে নামলেন তখন তাঁর হাতে সুনিপুণ অস্ত্র, রচনার আঙ্গিক তখন তাঁর করায়ত্ত ; আগে কিন্তু এই জিনিসটির অভাব ছিল।

প্রথম গ্রন্থের নাম *Immaturity*—লেখকও অপরিণতবুদ্ধি; অসংলগ্ন রচনা, আঙ্গিকও পরিচ্ছন্ন নয়। চরিত্রগুলি যেন অকারণে এসে হাজির হয়েছে, আবার অকারণেই চলে যায়, পারস্পরিক সম্বন্ধও তেমন নেই। যেন ভিড়ে বোঝাই যাত্রীবাহী গাড়ি।

জীবনীকার সেণ্ট জন আরভিন বলেছেন—"বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লিখিত ডিকেন্সের প্রথম নভেল 'পিকউইক পেপারস'এর মধ্যে লেখকের শক্তির পরিচয় আছে, সেকস্‌পীয়র বা ডিকেন্সের তুলনায় জি. বি. এস. স্বয়ংসৃষ্ট সাহিত্যিক, নিজস্ব চেষ্টা এবং শক্তিতে তৈরি সাহিত্যিক।"

শ নিজে ৭ই আগস্ট ১৯১৯-এ প্রফেসর ও'বোলগারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"I have 'risen' by sheer gravitation and the accident of possessing a lucrative talent"

Immaturity উপন্যাসের মাধ্যমে শ'র তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। অসুখী তরুণ—গৃহসুখহীন, অপরিচিত পরিবেশ, মানসিক নিঃসঙ্গতা প্রভৃতির জন্য শ'র মনে যে হতাশা জেগেছিল তার ছাপ এই উপন্যাসে স্পষ্ট। উপন্যাসের নায়ক রবার্ট স্মিথ (চরিত্রে শ'র নিজস্ব প্রকৃতির প্রতিফলন আছে) নারী বান্ধবীর সাহায্য কামনা করে, সত্যের জন্য যে-সংগ্রামে সে লিপ্ত—সেই সংগ্রামে প্রেরণা দেবে এই বান্ধবী, হতাশায় দেবে সান্ত্বনা। এরকম কাউকে পাওয়া গেল না। নিদারুণ নিঃসঙ্গতার দুঃসহ দুঃখের মুখে একলা দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করা অনেক গৌরবময়।

এই কথাগুলি শ'র ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তাঁর প্রয়োজনের এক চরম অভিব্যক্তি। এতদ্বারা তাঁর চরিত্রের অনেক অসঙ্গতি অনেক বৈচিত্র্যের অর্থ পাওয়া যাবে। এলেন টেরী ও প্যাট্রিক ক্যামবেলের সঙ্গে পত্রালোচনার অন্তর্নিহিত অর্থও পাওয়া যাবে।

Immaturity উপন্যাসের আরম্ভ কিঞ্চিৎ আকস্মিক এবং শেষটা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পরিণতিহীন। স্মিথ চরিত্রের উপযুক্ত স্ফুটন হয়নি; তার দু'বছরের জীবন-সম্পর্কিত ইতিহাস পাঠ করেও পাঠককে তার চরিত্র সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকতে হয়।

নাটকে এবং অন্য ক্ষেত্রে লেখক বার্নাড শ'র প্রতিভা যেভাবে বিকশিত,

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সেই প্রতিভা মোটেই কার্যকরী হয়নি। প্রচুর পরিশ্রম প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্ত হলেও, তাঁর সেই প্রচেষ্টা যে সার্থক হয়নি তার প্রমাণ পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে লিখিত *An Unsocial Socialist*, অসফল ঔপন্যাসিকের চূড়ান্ত নিদর্শন।

শ'র পাঁচফুলের সাজি পাঁচখানি উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনার তাই তেমনি প্রয়োজন নেই।

রবার্ট লুই স্টীভেনসন স্যামোয়ায় যখন শেষজীবন কাটাচ্ছেন, বার্নাড শ'র বন্ধু উইলিয়ম আর্চার তাঁর মতামতের জন্য *Cashel Byron's Profession* পাঠিয়েছিলেন। স্টীভেনসন উপন্যাসটি পড়ে আনন্দ পেয়ে লিখেছিলেন—"I say Archer, my God, what women !"

বার্নাড শ'র উপন্যাসগুলিতে রোমান্স এবং ভাবাবেগকে সতর্ক ভঙ্গীতে কঠোর হস্তে বর্জন করা হয়েছে। প্রথম উপন্যাস *Immarurity*-র ধারাই সর্বত্র অব্যাহত।

Love Among Artists উপন্যাসের নায়ক ওয়েন জ্যাককে বীটোফনের আদর্শে নাকি গড়া হয়েছে। এই চরিত্রের রূঢ় রুক্ষ স্বভাবও নাকি বিটোফেনের আদর্শে রচিত। এই উপন্যাসে এড্রিয়ান হারবার্টের জননী চরিত্রটি সম্ভবতঃ শ তাঁর মার আদর্শে এঁকেছেন।

এড্রিয়ান হারবার্ট তার মাকে ঘৃণা করে। পিয়ানো-বাদিকা আরলি সিম্পলিকাকে এলবার্ট তার মার সম্পর্কে বলছে—She taught me to do without her consideration, and I learned my lesson. My friends will tell you that I am a bad son—never that she is a bad mother, or rather no mother···This is why I wish I were wholly orphan."

এ কান্না এড্রিয়ানের নয়, লেখক বার্নাড শ'র আত্ম-বিলাপ।

শ আজীবন চেষ্টা করেছেন আপনাকে কঠোর এবং কঠিন প্রমাণ করার, কিন্তু আসলে তিনি দুর্বল ছিলেন, ভাবাবেগবর্জিত ছিলেন না। বার্নাড শ

মানবিক অনুভূতি-মুক্ত নন। বন্ধুজনের বেদনাভরা মুহূর্তে ভাবাবেগকে চাপতে গিয়েই শ অনেক সময় অনেক বেয়াড়া কাণ্ড করে বসেছেন। নিবিড় বেদনার মধ্যে এমন রসিকতা বা মন্তব্য করেছেন যাতে অপরে ব্যথিত হয়েছেন। আসলে কিন্তু নিজের ব্যথা চাপতে গিয়েই এমন কাণ্ড করে বসেছেন।

বাড়িতে এতটুকু শান্তি নেই। সর্বদাই পরিহাস আর উপেক্ষা। তাই বার্নাড শ জাতিচ্যুতের মতো সমাজ থেকে আপনাকে একঘরে করে রাখলেন। যতই দুঃখ বাড়তে থাকে, শ'র দৃঢ়তা ততই বেড়ে ওটে। লেখক হিসাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাই বার্নাড শ দৃঢ়সঙ্কল্প। *Immaturity*-র অসাফল্যে না দমে তাই লিখলেন দ্বিতীয় উপন্যাস—*The Irrational Knot* এই উপন্যাস 'এডিসন টেলিফোন কোম্পানি'র কাজের ফাঁকে লিখিত। উইলিয়ম আর্চার এই উপন্যাস পুর্নমুদ্রণ না করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

এতদিনে শ'র মন অনেক বিকশিত; পেশাদারী কলাবিদ-দের সঙ্গে মেলামেশা তিনি বন্ধ করে দিলেন। জননী এবং ভগিনীর তাঁরা বন্ধু, কিন্তু শ তাঁদের চরিত্রের অগভীরতা বুঝে নিয়েছেন।

জননী এবং ভগিনীর সঙ্গী হিসাবে কোনো পার্টিতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন। সাধারণ ধারণা এবং মূল্যবোধকে অতিক্রম করে শ জীবনের নব মূল্যায়ন করতে শিখেছেন, তখনো পুরোপুরি সোশ্যালিস্ট না হলেও, সোশ্যালিজম-এর পথেই তাঁর পদক্ষেপ। নিজস্ব ধ্যানধারণা যে ধনতান্ত্রিক সমাজে অচল, এ তত্ত্বটুকু তিনি ততদিনে বুঝেছেন।

Irrational Knot-এ শ বলেছেন—"ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলেই নর-নারীর স্বাভাবিক মিলন-ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হয়েছে।"

এই উপন্যাসের নায়িকা মারিয়ান লিন্‌ড তাই এডওয়ার্ড কনোলিকে বিয়ে করল, কারণ সে বুঝেছিল আত্মীয় পরিজনের চাইতেও এই মানুষটির রক্তমাংসে বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য আছে। কনোলি ইলেকট্রিকের মিস্ত্রী, নিজেকে শ্রমিক বলত, মারিয়ানকে বিবাহ করার পর সে বলত—নীচকুলে তাকে বিয়ে করতে হয়েছে, কারণ মারিয়ান বৈদগ্ধে তার চেয়েও নিকৃষ্ট।

এই উপন্যাসের একটি দৃশ্য বার্নাড-শ তাঁর *The Apple Cart* নাটকে পুনরাবৃত্তি করেছেন। ওয়াইল্‌ডের মতো বার্নাড শ যেখান থেকে যা পেয়েছেন তা নাটকের মধ্যে চালিয়েছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে *Irrational Knot* নামক

উপন্যাসটি লিখিত হয়। এই সময়েই তাঁর মানসিক নিঃসঙ্গতার অবসান। পরিণত, সার্থকতর জর্জ বার্নাড শ'র বিকশিত জীবনের এই সূচনা।

১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত শ'র জীবনের অতি সংকটময় কাল। তখন তিনি 'as timid as a mouse'; পোশাকের অভাবে কোথাও বেরোন না, এক-পোশাকেই দিনরাত কাটে। রহস্য করে পরে বলেছেন—"My main reason for adopting literature as a profession was, that as the author is never seen by his clients, he need not dress respectably." অভাবের তাড়নায় লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁর আর-কিছু করার ছিলনা। তখন বার্নাড শ'র বয়স চব্বিশ বছর। তিনি দেখলেন এ ছাড়াও মানসিক দৃষ্টিকোণের প্রসারতার আরো অনেক পথ আছে। মানুষ হিসাবে তিনি অসার্থক—মা অবহেলা করেন, বোন ঘৃণা করে, বন্ধুরা উপেক্ষা করে। শ ছিলেন লম্বায় প্রায় ছ' ফুট; মাথার চুল লাল, তার জন্য মুখখানা আরো সাদা দেখায়; চুলের মধ্যে সিঁথি, দু'পাশে ভাগকরা চুল; মুখে অযত্ন-বর্ধিত দাড়ি; কান এবং চোখ বেশ বড়ো। শ'র মুখের মধ্যে তাঁর চোখদুটি বৈশিষ্ট্যময়।

১৮৭৯-৮০'র শীতকালে বার্নাড শ'র সঙ্গে পরিচয় হল জেম্‌স লেকি-র। সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। এই ভদ্রলোকের জ্ঞানের পরিধি অসীম—সব বিষয়েই তাঁর অধিকার ছিল; তাঁর সংস্পর্শে যে-কেউ আসত সে মোহিত হত। লেকির মারফত শ হেনরি সুইট-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি এবং আলেকজাণ্ডার এলিস দুজনেই ধ্বনিতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন। এঁদের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে শ'র জীবনে অনেক অপূর্ণতা থেকে যেত।

এই লেকি-ই শ'কে Zetetical Society নামক বিতর্ক-সভায় নিয়ে যান। 'জেটেটিকাল' কথার মানে অনুসন্ধান—সত্যানুসন্ধানই হয়তো উদ্দেশ্য। এই সোসাইটির-ই এক সভায় ১৮৭৯-র ডিসেম্বর মাসের শেষে বার্নাড শ সর্বপ্রথম বক্তৃতাদান করলেন। এই সমিতিটি বিখ্যাত Dialectical Society-র অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সমিতির আদর্শ-দেবতারা ছিলেন—জন স্টুয়ার্ট মিল, চার্লস ডারউইন, হারবার্ট স্পেনসার, হাক্সলি, মালথস এবং ইনগারসল। উভয় সমিতির সভ্যবৃন্দ বিশেষ 'উন্নতশ্রেণীর' মানুষ, এবং কয়েকজন বিশেষ ছিটগ্রস্ত; কিন্তু এই ছিটগ্রস্তরাই সর্বকালে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বার্নাড শ এঁদের মতো সভ্য না হলেও, একটি সভায় কিছু বলার জন্য তাঁর প্রবল বাসনা হল—বেশ সহজেই বললেন, কিন্তু হাত পা বুক যেন কাঁপতে লাগল।

সেদিনের সেই লজ্জার ফলেই, আরো বক্তৃতা দিতে হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে বার্নাড শ পুরোপুরিভাবে সেই সমিতির সদস্য হলেন। বহুকাল পরে অধ্যাপক আর্চিবাল্ড হেণ্ডারসনকে তিনি বলেছিলেন—"বক্তৃতা দেওয়ার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগল। যেন সদ্য-নিযুক্ত সৈনিককে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হচ্ছে। আমার যে-সব নোট লেখা ছিল তা পড়তে পারলাম না, যে চারটি পয়েণ্ট ঠিক করেছিলাম তার তিনটিই ভুলে গেলাম। সেই তিনটাই কিন্তু আসল পয়েণ্ট।"

এই Zetetical Society-র একজন তরুণ সদস্য ছিলেন সিড্‌নি জেম্‌স ওয়েব। জর্জ বার্নাড শ'র চাইতে তিন বছরের ছোট; কলোনিয়াল অফিসের কেরানী ছিলেন তিনি। আর একজন তাঁর সমবয়সী সিড্‌নি ওলিভিয়ার। এই তিনজন পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন, পৃথিবীর চিন্তাজগতে এঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পর্যন্ত সে প্রভাব বহুলাংশে কার্যকরী হল। ওয়েব এবং ওলিভিয়ার দুজনেই পরে পীয়রত্ব লাভ করে লর্ড-সভার সদস্য হয়েছিলেন। জ্যামাইকার গভর্নর হিসাবে ওলিভিয়ার বিশেষ সাফল্যলাভ করেন।

এতদিনে জর্জ বার্নাড শ'র জীবনে একটি নূতন ও উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ শুরু হল।

॥ ছয় ॥

দুই বন্ধু

শ বলেছেন—"আমরা উভয়ে ছিলাম পরস্পরের পরিপূরক। আমি যা জানতাম না, ওয়েব তা জানতেন, আমি যেটুকু জানতাম সে তাঁর অজানা, আমি অতি সামান্যই জানতাম। ওয়েব ছিলেন সুদক্ষ, আমি অক্ষম। তিনি ইংরাজ, আমি আইরিশ। রাজনীতি এবং শাসন-ব্যবস্থায় তিনি অভিজ্ঞ, আমি অনভিজ্ঞ। তিনি অসীম দক্ষতা-সম্পন্ন এবং সম্ভ্রান্ত, আমি বাউণ্ডুলে··· এইরকম সহযোগীরই আমার প্রয়োজন ছিল, আমি তাঁকে টেনে নিলাম।"

শ এবং ওয়েবের মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈপরীত্য ছিল। উভয়ের মধ্যে কোথাও মিল না থাকলেও এই বন্ধুত্ব সফল হ'ল। শ বলেছেন—'fruitful friendship'। শ ছিলেন রোগা এবং লম্বা, ওয়েব ছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি। দুজনের মাথার আকার ছিল অদ্ভুত। শ'র মাথা লম্বা ধরনের পিছন দিকটা সমতল; ওয়েবের মাথা গোলাকার এবং বিরাট। দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেমানান, দেহের চাইতে মাথাটাই বড়।

তাঁর হাত-দুটি সুন্দর, আর পা-দুটি ছিল অতি ছোট—যেন ছোট ছেলের পা। বার্নাড শ রসিক কিন্তু রসজ্ঞান কম, ওয়েবের সরসত্ব কম কিন্তু রসবোধ অসীম।

জি. বি. এস. আবেগপ্রবণ, প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করতে উপযুক্ত উদ্ধৃতি এবং তথ্য তাঁর কণ্ঠস্থ থাকত। বার্নাড শ একটা যুৎসই কথা মনে এলে না-বলে থাকতে পারতেন না, অনেক সময় শ্রোতাকে অকারণে আঘাত করতেন স্বমতে আনার জন্য।

ওয়েবের পদ্ধতি বিভিন্ন; তিনি ধীর-স্থির, তথ্য এবং পরিসংখ্যান তাঁর নখাগ্রে। তাঁর বক্তৃতায় হাসির কারণ থাকত না, করতালি পাওয়া যেত না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনতে হত, সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রোতারা শুনতো। উভয়েই ছিলেন অদ্ভুত পরিশ্রমী। উভয়ের ছিল নিষ্ঠা আর আত্মসংযম, বিশেষতঃ

সংকটময় মুহূর্তে। শ্রম করার শক্তি ওয়েবেরই ছিল বেশী, শ মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়তেন। ওয়েব কখনও আলস্যে সময় নষ্ট করেননি। ওয়েবকে অনেকাংশে যান্ত্রিক মনে হলেও তিনি মানবিক আবেগ ও অনুভূতিতে শ'র চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শ ওয়েবকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ওয়েব বোধকরি শ'কে ততখানি শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। ওয়েব মাঝে মাঝে শ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে কথা বলেছেন। শ কিন্তু সর্বদা অসীম শ্রদ্ধাভরে ওয়েবের উল্লেখ করেছেন।

ওয়েব পড়েছেন প্রচুর, এক নজরে এক পাতা পড়তে পারতেন; পাঠক হিসাবে শ অতি শ্লথগতি। শ এবং ওয়েব একবার জার্মানি বেড়াতে গিয়েছিলেন, শ'র সঙ্গে একখানি বই ছিল, যতদিন বাইরে ছিলেন সেই একখানি মাত্র বই পড়েছিলেন শ, আর একদিন শ যখন চিঠি লিখছিলেন সেই সময়ের মধ্যেই ওয়েব সমস্ত বইটি পড়ে ফেললেন। ওয়েব অনেক উপন্যাস পড়েছেন, বলতেন সচিত্র সমাজতত্ত্ব। শ পড়েছেন কদাচিৎ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতির বিরোধী হলেও শ আর্ট ভালোবাসতেন; গভীরভাবে; শ'র মতে আর্টিস্টের উপলক্ষ্য জীবন নয়, সংস্কার। ওয়েব-দম্পতি সময়-বিশেষে শিল্প সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু পরিসংখ্যানের কাছে আর্ট তুচ্ছ মনে করতেন।

স্বভাবে ওয়েব ছিলেন রক্ষণশীল, কিন্তু শ শিশুর মতো যে-কোনো নতুন জিনিস নিয়ে মেতে উঠতেন। ওয়েব টাইপরাইটারের চাইতে ফাউণ্টেন পেন পছন্দ করতেন, শ ভালোবাসতেন ফাউণ্টেন পেনের চাইতে সাধারণ কলম। ইংলণ্ডে যাঁরা সর্বপ্রথম মোটর-বাইক ব্যবহার করেছেন শ তাঁদের অন্যতম, সমর্থ হওয়ামাত্রই তিনি মোটর কিনেছিলেন। নিজেই চালাতেন। ওয়েব বাইসিকল চালিয়েছেন, কিন্তু মোটর চালানোর চেষ্টা করেননি কখনও।

ওয়েব এবং তাঁর স্ত্রী বিয়েট্রিস উভয়েই ধূমপান করতেন; শ এবং তাঁর স্ত্রী শার্লোটের তামাকের গন্ধ সইত না, কিন্তু অতিথির জন্য সিগারেট মজুত থাকতো।

শ ছিলেন ধর্মশীল, খ্রীষ্টান ধর্মনীতির নিন্দা করলেও মনেপ্রাণে তিনি খৃষ্টীয় নীতির পরিপোষক, আর ওয়েবের ধর্ম সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ ছিল না।

এই বৈপরীত্য সত্ত্বেও উভয়ে ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বিশিষ্ট সমালোচক

Desmond MacCarthy বলেছেন—"Next to his wife his closest friendship was probably with the Webbs"।

মিসেস ওয়েব বার্নাড শ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিরূপ ছিলেন, তার কারণ বোধ হয় বার্নাড শ'র নিয়মনীতির প্রতি উপেক্ষা এবং হয়তো রচনায় ও ব্যবহারে শ ছিলেন দুর্বোধ্য। ঠিক সময়ে কোনো কাজ শ'কে দিয়ে করানো যেত না তাতে বিয়েট্রিস ওয়েব বিরক্তি বোধ করতেন। অথচ সিডনী ওয়েবের সমস্ত কাজকর্ম ছিল হিসাবমতো ছকে বাঁধা।

শার্লোট শ এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। বিয়েট্রিসের ধমনীতে ইহুদী কিংবা বেদিয়া রক্ত ছিল, মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনে তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলতেন। একঘর অতিথির সামনে স্বামীকে চুম্বন এবং আলিঙ্গনে আকুল করে তুলতেন। ওয়েব চেয়ারে পরিসংখ্যানের কাগজ পত্র নিয়ে কাজ করতেন, আর শ্রীমতী বিয়েট্রিস কোলে শুয়ে থাকতেন।

বার্নাড শ'র প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কোনো বাহ্যিক অভিব্যক্তি শার্লোট শ'র ব্যবহারে কখনও প্রকাশ পায়নি।

তবু ওয়েবের বন্ধুত্ব শ'র জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শ বলেছেন —"But I was and am an incorrigible histrionic mountebank, and Webb was the simplest of geniuses, I was often in the centre of the Stage whilst he was invisible in the prompter's Box."

সিডনী ওয়েব (পরবর্তীকালে ব্যারন প্যাসফীল্ড) পরে একজন বিশিষ্ট শাসক এবং ঐতিহাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। বার্নাড শ'র চেষ্টায় সিডনী ওয়েবকে ওয়েস্ট-মিনিস্টার অ্যাবিতে কবরস্থ করা হয়।

॥ সাত ॥

প্রগতি ও দুর্গতি

Cashel Byron's Profession রচিত হয়েছিল ওসনাবার্গ স্ট্রীটে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। শ'র মতে কিন্তু সেই বছরের স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে ৫ই সেপ্টেম্বর ফ্যারিংডন স্ট্রীটে। সেদিন মেমোরিয়াল হলে *Progress and Poverty*-র মার্কিন লেখক হেনরী জর্জ বক্তৃতা করছিলেন জমি-জমা জাতীয়-করণের দাবি জানিয়ে। জমির ওপর নির্ধারিত কর হ্রাস করলে মানুষের দারিদ্র্য এবং কষ্ট কমানো যায়, এই তাঁর বক্তব্য।

মার্কিন চিন্তানায়ক ইংলণ্ডে আগুন ধরানোর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করছিলেন, কিন্তু আগুন জ্বলে উঠলো ছাব্বিশ বছরের তরুণ জর্জ বার্নাড শ'র মনে। সভাগৃহ থেকে বেরিয়েই তিনি ছ' পেনি খরচ করে জর্জ-রচিত *Progress and Poverty* একখণ্ড পড়লেন।

শ বলেছেন—"সেই রাত্রে জর্জের বক্তৃতা শোনার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। জর্জ আমার চিন্তাধারাকে করলেন অর্থনীতির পথে চালিত। ছ' পেনি দিয়ে *Progress and Poverty* কিনে নিলাম, পড়ে ভীষণ উত্তেজিত হলাম। উত্তেজনার বশে হিন্ডম্যানের ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের এক সভায় এই প্রসঙ্গ তুললাম। শুনলাম, যে মার্কস পড়েনি সে এই আলোচনায় অধিকারী নয়।

তখনই ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে গিয়ে স্তেভিলের ফরাসী অনুবাদে কার্ল মার্কাসের *Das Kapital* পড়ে নিলাম। আমার জীবনের সে এক বিরাট পরিবর্তন। মার্কস আমার কাছে অপরূপ রূপে প্রকাশিত হলেন। পরে অবশ্য জেনেছি মার্কসের এই সংক্ষিপ্ত অর্থনীতি ভ্রান্ত, কিন্তু তিনিই তো অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছেন।"

হেনরী জর্জ সমকালীন ইংলণ্ডকেও জয় করেছিলেন। জে. এল. গার্ভিন *Life of Joseph Chamberline* গ্রন্থে বলেছেন—"that passionate and

ingenious work *Progress and Poverty* went like wild fire, Joseph Chamberline read it electrified ; the effect on Morley was the same."

এই প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের নিম্নলিখিত উধৃতি উল্লেখযোগ্য—"To understand Shaw's career as a dramatist is impossible unless you know a bit of his social philosophy. His socialism has coloured all his work. He is sincere in his opinions."

মার্কসের 'ক্যাপিটালের' ফরাসী অনুবাদ ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে পড়ার সময় ভাগ্‌নারের *Tristan and Isolde*-এর স্বরলিপিও পড়তেন বার্নাড শ। এই বিচিত্র কাণ্ড লক্ষ্য করলেন একজন তরুণ স্কচম্যান, তাঁর নাম উইলিয়াম আর্চার। বয়সে শ'র চাইতে দু'মাসের ছোট।

শ'র জীবনে এই ঘটনাও বিশেষ মূল্যবান। আরো কয়েক মাস পরে এক পার্টিতে পরিচয়ের পর উভয়ের মধ্যে প্রাগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।

হেনরী জর্জ তরুণ বার্নাড শ'কে শুধু সমাজ-সচেতন করেননি, বার্নাড শ'র রচনা-পদ্ধতিও জর্জের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কার্ল মার্কস কিন্তু বিপ্লব সৃষ্টি করলেন শ'র মনে।

বার্নাড শ'র কাছে ইতিহাস, মানবসভ্যতা এবং বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে এক নূতন স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলে দিলেন মার্কস। এতদিনে জীবনের একটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। মার্কসবাদ শ'র কাছে এল এক নতুন ধর্মের রূপে, সেই ধর্মে দীক্ষিত হলেন শ। ধর্মান্তরিত শ বলছেন—"মার্কসবাদ আমাকে মানুষ করেছে।" শ'র শিল্প-মানসের বিকাশ ঘটেছে মার্কসীয় দর্শনের রবি-রশ্মি প্রভাবে।

নতুন উৎসাহ নিয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনে ফিরে বার্নাড শ আবিষ্কার করলেন—মার্কস পড়া ছিলনা বলে সেদিন অপদস্থ হলেও হিনড্‌ম্যান ব্যতীত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কার্ল মার্কসের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে।

কার্ল মার্কস সম্পর্কে মজার কথা এই যে, তাঁর মতাবলম্বীদের মধ্যে অধিকাংশেরই তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় নেই। সামাজিক বিবর্তনের আর কোনো চিন্তানায়কের কিন্তু এই সৌভাগ্য ঘটেনি।

এতদিনে শ'র বন্ধুসংখ্যা অনেক বেড়েছে। সিডনী ওয়েব এবং সিডনী অলিভিয়ার দুজনেই সদাসর্বদা কাছে থাকেন। অস্কার ওয়াইল্ড একবার বলেছিলেন—বার্নাড শ'র শত্রু নেই; কেউ তাকে কিন্তু ভালবাসে না, সবাই অপছন্দ করে। চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য শ'র অনেক শত্রু ছিল, অনেকের সঙ্গে কোনোদিন আর মিলন হয়নি, কিন্তু তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। শ'র এমন অনেক বন্ধু ছিলেন যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

শ জীবনে অনেকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁদের জ্ঞান পুঁথিগত নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁদের সংস্পর্শে এসে বার্নাড শ'র মানসিক উন্নয়ন এবং প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হল। তখনও কিন্তু কোন্ পথে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হবে তা আবিষ্কৃত হয়নি। দুঃখের দিন প্রায় অবসান হয়ে এল।

এই সময় একদিন হাতে এল একটি ছোট্ট পুস্তিকা—*Why Are the Many Poor?* ফেবিয়ান সোসাইটি এই পুস্তিকার প্রকাশক। পুস্তিকাটিতে ঠিকানা দেওয়া ছিল—১৭, অসনাবার্গ স্ট্রীট। শ যে বাড়িতে থাকতেন ঠিক তার বিপরীত দিকের বাড়ি, বাড়ির মালিকের নাম ঈ. আর. পীস। বইটি শ'র ভালো লাগল। ফেবিয়ান সোসাইটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমিতি। সোশ্যালিজমের ব্রিটিশ নামান্তর 'ফেবিয়ানইজম্'।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন জর্জ বার্নাড শ। ৫ই সেপ্টেম্বর, সমিতির যখন আট মাস বয়স, তখন তার সদস্যভুক্ত হলেন শ, আর তিন মাস পরে একেবারে কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটি সামাজিক কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হ্যাভলক এলিস, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি ছিলেন তার সদস্য।

সামাজিক জীবনধারা নৈতিক ভিত্তিতে চালিত করাই তাঁদের লক্ষ্য। ফেবিয়ানরা সকলেই ছিলেন চিন্তাশীল, চতুর, বিদগ্ধ, বিশ্লেষক এবং সমাজবাদী মতবাদে দীক্ষিত। এঁদের সঙ্গে কাজ করা শ্রেয় এবং সঙ্গত মনে করলেন শ।

ফেবিয়ানদের প্রচার-পদ্ধতির সাহিত্যিক উচ্ছ্বাস তেমন ভালো লাগেনি বার্নাড শ'র। তিনি বুঝেছিলেন এই কাজে উচ্ছ্বাসের চাইতে প্রয়োজন তথ্য ও

পরিসংখ্যানের এবং একমাত্র সিডনী ওয়েব সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারেন। তাই একদিন তাঁকে ফেবিয়ান সোসাইটিতে টেনে নিয়ে এলেন বার্নাড শ।

১৮৮৫-র জানুয়ারি মাসে শ 'ইনডাস্ট্রিয়াল রেমুনারেশন কন্‌ফারেন্সে' প্রথম বক্তৃতা করেন। ড্রয়িংরুম-রাজনীতিক অপবাদমুক্ত হওয়ার জন্য সেই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষে বক্তৃতা দিতে উঠে বার্নাড শ বললেন :

"সভাপতির ইচ্ছা বক্তৃতায় এমন কোনো কথা না থাকে যা কোনো শ্রেণী বিশেষকে আহত করতে পারে। আমি এক আধুনিক শ্রেণীর কথা বলব, তাদের নাম 'তস্কর সম্প্রদায়'। যদি এই সভায় সেই সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ উপস্থিত থাকেন তাহলে নিবেদন করি সেই সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করা আমার অভিপ্রেত নয়। তস্করদের কৌশল এবং শ্রমনিষ্ঠার প্রতি আমি উদাসীন নই, ফাটকাবাজ-পুঁজিবাদীর চাইতে তস্করদের দায়-দায়িত্ব কিসে কম?..."

একটানা বারো বছর ধরে সপ্তাহে তিন দিন তিনি পথের ধারে, হাটে বাজারে, পার্কে, শহরের টাউন-হলে—অর্থাৎ যেখানে সুযোগ মিলেছে সেখানেই বক্তৃতা করেছেন।

জনসেবার কাজ বার্নাড শ অবৈতনিক ভাবেই করেছেন। কোনও বক্তৃতার জন্য তিনি কখনও অর্থ গ্রহণ করেননি, তরুণ বয়সে যখন অর্থের একান্ত প্রয়োজন এবং বিশেষ অভাব তখন যাতায়াতের খরচ পর্যন্ত তিনি নেননি। যদি ভাড়া খুব বেশী হত যা তাঁর পক্ষে বহন করা কঠিন, তাহলে মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিতেন। অনেক সময় পেশাদার বক্তাদের খাতিরে তিনি বক্তৃতার ফী গ্রহণ করলেও, সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থ চাঁদা হিসাবে ফেরত দিতেন। ফলে, বক্তৃতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর থাকতো।

পরে সব আমন্ত্রণ রক্ষা আর সম্ভব হত না। চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছে শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রচার-কর্মে ছেদ পড়ে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর বক্তা হিসাবে শ অবসর গ্রহণ করলেন, বিশেষ কোনো উপলক্ষ ভিন্ন আর বক্তৃতা করেননি। শ বলেছেন—"১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমার আশী বছর বয়স তখন পর্যন্ত আমি আমার বিশেষ ধরনে মঞ্চ-বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেছি, আমার বক্তৃতা-কৌশল আমি ভুলিনি।"

বক্তা হিসাবে বার্নাড শ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন অসীম। যখনই বক্তৃতা করতেন, সভাগৃহ ভরে যেত শ্রোতার ভিড়ে। সাধারণ মানুষ গলফ্ বা টেনিস খেলায় যে আনন্দ পায়, বক্তৃতাদানে সেই আনন্দ ছিল বার্নাড শ'র।

চেস্টারটন বলেছেন—"Shaw the humanitarian was like Voltaire the humanitarin, a man whose satire was like steel, the hardest and coolest of fighters, upon whose piercing point the wretched defenders of a masculine brutality wriggled like worms."

॥ আট ॥

প্রথম প্রেম

সুদিনের সুপ্রভাত হওয়ার আগে কিন্তু প্রেমে পড়লেন বার্নাড শ। জীবনের এই প্রথম প্রেম। হাসপাতালের নার্স তরুণী এলিস লকেট। মেয়েটি শ'র মার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করতেন। বার্নাড শ এলিসের প্রেমে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখিত একটি চব্বিশ লাইনের কবিতা পাওয়া যায়। লকেটকে বার্নাড শ 'স্প্রকেট' করে কবিতাটি রচনা করেন; সেই দুষ্প্রাপ্য কবিতার শেষ ক'টি চরণ—

Said Love, 'She knows thou art not zealous,
And that thy life's light in its Socket,
Wasting, makes thee unworthy Alice,—
Thou art despised by Alice Sprockett'.

"The youth was shamed ; but Love was callous
Took wing, and vanished like a rocket,
Leaving the swain to mourn for Alice,
To sigh in vain for Alice Sprockett."

মিস লকেট ১৮৮৩-র ৯ই সেপ্টেম্বরে অসনাবার্গ স্ট্রীটে সম্ভবতঃ সঙ্গীত-শিক্ষা বা আর কোনও উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। ফেরবার সময় শ তাঁকে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে পৌঁছে দেন, ট্রেন ধরার দরকার ছিল মিস লকেটের। প্ল্যাটফরমে কি যে ঘটেছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না, কিন্তু তরুণ বার্নাড শ দুঃখিত চিত্তে লিখেছিলেন এলিসকে :

"....ক্ষমা করো! সত্যি বলছি, কারণ জানি না, গতরাত্রে আমার মনোহরা সহচরীকে হয়তো আহত করেছি—অন্ততঃ তিনি যদি ছলনা না করে

থাকেন, তাহলে এই রকমই মনে হয়। সেই থেকে মানসিক কষ্টে আছি। আর সেই সহচরী হয়তো সারাদিন আত্মধিক্কার দিচ্ছেন—স্বেচ্ছায় ট্রেন ফেল করার অনুশোচনা। হা ভগবান! সদয় এবং স্পষ্ট হওয়ার জন্য আবার আক্ষেপ! * * *

"তোমাকে চিঠি লেখার আবেগ সংবরণ করতে পারছি না (হয়তো করা উচিতও নয়)। আমি যা বলি তার কিছু বিশ্বাস করো। না, আমার জিভ বড় দুষ্টু, কলম মারাত্মক, আর হৃদয় অতি শীতল। তোমাকে এই চিঠিখানি পাঠানোর জন্য আগামী কাল নিজের ওপর রাগ হবে আমার, কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার দেখা হলে নতুন করে রাগার কারণ হয়ত খুঁজে নেব।

"বিদায় প্রিয়তমে এ····। বড় বাড়াবাড়ি হল, না? পুড়িয়ে ফেলো এই চিঠি। না হয় পোড়ো না। হায়! বড় দেরি হয়ে গেল; এতক্ষণে সব পড়ে নিয়েছ।—জি. বি. এস."

চিঠিখানি অসংলগ্ন। প্রেমে পাগল মানুষের কি আর কোনো হিসাব থাকে!

তরুণীকে কিভাবে চিঠি লিখতে হয় এই পত্রলেখকের তা জানা আছে। যদিও মেয়েটি চিঠিগুলি রেখেছিল বার্নাড শ কোনও চিঠি-পত্র রেখে দেননি। এলিস নিশ্চয়ই সোমবার চিঠির জবাব দিয়েছিল। কারণ ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ এক দীর্ঘপত্রে তার জবাব দিয়েছেন—

"চিঠিতে যা বলেছ তাই যদি তোমার মনের কথা হয়, তাহলে চলে এসো। চিঠির কি প্রয়োজন! আমার কাছে যখন থাকো তখন তুমি উদারতায় উদ্বুদ্ধ থাকো, সেই আবেগ দমন করার চেষ্টা করো, একটা দুষ্টামিভরা চিঠি লিখে সেই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছ। এ চিঠিও যে উদারতার ফলেই লিখিত। আমাকে চিঠি লেখার মধ্যে দুর্বলতা নেই?—মোটেই নয়, বেশ দৃঢ়তা আছে···"

তার পর বার্নাড শ এক দ্বৈত সত্তার কথা লিখেছেন, "মিস লকেট দৃঢ়তার ভান করে কিন্তু আসলে সে দুর্বল আর মিস এ···দুর্বলতার ভান করে কিন্তু আসলে সে সুদৃঢ়।"

এই প্রেম অবশ্য সার্থক হল না। মিস লকেট হয়তো বার্নাড শ'র চমৎকার কথার বন্যায় আকুল হয়ে উঠলেন। কিঞ্চিৎ বিমূঢ়! তাঁর অভিযোগ শ তেমন

সিরিয়স নন। শ জবাবে বলেন কিছু কম সিরিয়স হয়েই বোধকরি তিনি মিস লকেটকে বেশী খুশি করেন।

"আমার চেয়ে তোমার কাছে কে বেশী সিরিয়স? আমাকে তুমি অনুভব করতে শিখিয়েছ, আমি কি চিন্তা করতে শিখাই নি?"

মিস লকেটকে শ লিখেছেন—"তোমার দ্বৈত সত্তা (dual entity) আমার নতুন গ্রন্থের এক আবেগময় অংশ।" (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শ *The Unsocial Socialist* উপন্যাসটি লিখছিলেন।)

আগাথা ওয়াইলি সম্পর্কে শ বলেছেন—"ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে এক তরুণীকে দেখতাম। তাঁর মুখভঙ্গি আমার ভালো লাগত। তৎক্ষণাৎ আগাথা ওয়াইলি চরিত্রটির কথা আমার মনে হয়, আমি তাই লিখে ফেলি।"

এই প্রেমলীলা কিন্তু ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল; অনেক চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল। অবশেষে প্রেমের অবসান ঘটলো। বার্নাড শ'র মন থেকে ঘটনাটি কিছুকাল পরে মুছে গেলেও মিস লকেটের মনে দীর্ঘ ছাপ রেখেছিল। এমন কি বিবাহের পর বয়েস অনেক বাড়ার পরও বার্নাড শ সম্পর্কে এলিসের মনে ভাবাবেগ ছিল, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনো বিদগ্ধ সংযোগ ছিল না। এলিসের জীবনাদর্শ বিভিন্ন। বার্নাড শ তার মনে দোলা দিলেও, মনে হয় তাঁর সম্পর্কে এলিসের মনে একটু সংশয় ছিল।

শ'র আয় তখন অনিশ্চিত এবং অল্প, কোনো প্রকাশক তাঁর উপন্যাস ছাপতে রাজী নন, এমন অবস্থায় মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির মেয়ের পক্ষে তাঁকে বিবাহ করা কঠিন। এই সংসারে উভয়ের মন কিছুতেই একসূত্রে বাঁধা যেত না—শ'র মনে কোনো ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারতো না এলিস। পরে যখন দেখা হয়েছিল, তখন কোনো ভাবান্তর ঘটেনি বার্নাড শ'র মনে। ডাঃ সালিসবারি শার্প নামক জনৈক ডাক্তারকে বিবাহ করে অনেকগুলি ছেলে-মেয়ের জননী হয়ে এলিস সুখী হয়েছিল। এক হিসাবে উভয়ের প্রেমলীলা যে পর্যায়ে পৌঁছে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল তা সৌভাগ্যের কথা। এমন এক জায়গায় এসে যবনিকা পড়েছিল যে, সে যবনিকা আর নতুন করে ওঠানো যায় না।

প্রেমলীলার অবসান ঘটলেও শ-পরিবারের সঙ্গে এলিসের বিচ্ছেদ ঘটেনি।

সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য লুসিণ্ডা এলিজাবেথের কাছে এলিস নিয়মিত আসত, সামাজিক আমন্ত্রণেও আসা যাওয়া করত।

১৮৮৭-র মে মাসে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের দেখা হয়, তখন এলিস বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে, শ তার সঙ্গে কর্মস্থল হাসপাতাল পর্যন্ত গেলেন। "We got on the old terms in less than five minutes—" কিন্তু এ শুধু পুরাতন প্রেমের নিছক সাময়িক পুনরুজ্জীবন। বার্নাড শ'র জীবনের আরো অনেক রমণীয় রমণীর মতো এলিস তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু শ'র যোগ্য জীবনসঙ্গিনী এলিস নয়।

মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা হত, পত্রালাপ হত—নিতান্ত বন্ধুভাবেই। জর্জ বার্নাড শ'র জীবনে কোনও ঘটনার যখন অবসান ঘটেছে তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তবে প্রেমের মৃত্যু ঘটলেও বন্ধুত্বের অপমৃত্যু হয়নি।

এলিস কিন্তু বার্নাড শ'কে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ একদিন শ'র মার বাসায় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এলিস এসে হাজির। এলিসের ধারণা শ'র টিউবারকুলেসিস হয়েছে, ডাক্তার স্বামীকে দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করাতেই হবে। ডাঃ শার্প স্ত্রীর অনুরোধে বিশেষ-ভাবে বার্নাড শ'কে পরীক্ষা করলেন, কিছুই পেলেন না।

বার্নাড শ'র জীবনে এলিস লকেট প্রথমতম প্রেম—হয়তো তাঁর জীবনের এই একমাত্র রোমান্টিক প্রেম। রোমান্টিক প্রেমের চিরদিন এমনই অপমৃত্যু ঘটেছে। তাই প্রথম প্রেম এত মধুর।

॥ নয় ॥

নবজীবন

মাঝে মাঝে খুচরা কাজকর্ম করে কিছু যে রোজগার হয়নি তা নয়, তবু সাহিত্যকর্ম বাবদ বার্নাড শ সেই সময় ছ'পাউণ্ডের বেশী মূল্য পাননি। সবে কিছু আয় হতে সুরু হয়েছে—প্রচারধর্মী পত্রিকা এবং সাময়িকপত্রে যে-সব রচনা প্রকাশিত হত তার সম্মানমূল্য কিছু পাওয়া যেত। হেনরি হাইণ্ড চ্যামপিয়ন নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী ছিলেন *To-day* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। বার্নাড শ'র উপন্যাস *An Unsocial Socialist* এই পত্রিকায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, একবছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'ল। এই ধরনের পত্রিকা প্রধানতঃ লেখকদের বিনামূল্যে প্রদত্ত গল্প ও প্রবন্ধে পরিপুষ্ট, তাই উপন্যাস প্রকাশের ফলে বার্নাড শ'র আর্থিক অবস্থার কিছুই উন্নতি হ'ল না। সংসারে অর্থ সব নয়, বার্নাড শ'র বন্ধুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।

উইলিয়াম মরিস প্রতিটি সংখ্যায় শ'র উপন্যাস মন দিয়ে পড়তেন, লেখকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ হ'ল। একটি উৎসাহী প্রকাশক সোনার জলে নাম লিখে, লাল কাপড়ে বাঁধিয়ে উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন; সমালোচকবৃন্দ বেশ চটকদার 'রিভিয়্যু' লিখলেন, কিন্তু জনসাধারণ বা পাঠাগার-কর্ত্তৃপক্ষ এই নবীন লেখক সম্পর্কে উদাসীন হয়ে রইলেন।

বার্নাড শ খুব খুশিমনে আছেন; পরে বলেছেন (১৮৯২ খ্রীঃ) আমার উপন্যাসটির সাংঘাতিক সাফল্য হয়েছে।

উপন্যাসের সাফল্য যাই হোক, শ'র জীবনের স্মরণীয় কাল ১৮৯২। টমাস ডেভিডসন নামক জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী কানাডা, য়ুনাইটেড স্টেট্স প্রভৃতি ঘুরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে ফিরে এক উন্নয়ন-সমিতি স্থাপনা করলেন—তার নাম 'The Fellowship of the New Life'। এই সমিতির চেলসিয়াস্থ ভবনে বহু উন্নতমনা নর-নারী সমবেত হয়ে সকল রকম আলোচ্য

এবং অনালোচ্য বিষয় সমালোচনা করতেন। সহজ, সাধারণ, সরল, প্রগতিশীল সাম্যবাদী জীবনধারণ করাই তাঁদের বাসনা।

ডেভিডসন এবারডিন য়ুনিভার্সিটির একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি এমন এক বিদগ্ধ সম্প্রদায় গড়ে তুলবেন যাঁরা সারা পৃথিবীতে একটা মহৎ আদর্শ স্থাপন করবেন। সাধারণের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী এমন এক জীবন যাপন করবেন যার ফলে অপেক্ষাকৃত ইতরজন কিভাবে সামান্যতম চেষ্টায় তাদের জীবনধারা উন্নত করা যায় তার শিক্ষা লাভ করবে।

ডেভিডসনের পরিকল্পনা কিন্তু সফল হ'ল না, হতাশ হয়ে তিনি আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলেন। তারপর আর তাঁর কোনও উল্লেখযোগ্য সংবাদ নেই। ডেভিডসনের শিষ্যদলে হ্যাভলক এলিস প্রভৃতি মনীষীরা ছিলেন। উন্নতিশীল আদর্শমনা মানব-হিসাবে জীবনযাপনে তাঁরা সকলেই অভিলাষী ছিলেন।

সেই সময় বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষ জটিল হয়ে উঠেছিল। চিন্তাশীল বিদগ্ধজনেরা সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। জড়বাদী এবং যান্ত্রিক জগতের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সমর্থনে আন্দোলন সুরু করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি, যুদ্ধ, হত্যা, আধ্যাত্মিক বিক্ষোভ প্রভৃতি নানাবিধ গোলযোগ। ব্রিটেনে ভীতিজনক বেকারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে : শহরাঞ্চলে বস্তীতে অসংখ্য নর-নারীর সংকটময় অবস্থা। মড়ক, মহামারী ইত্যাদি আনুষঙ্গিক দুর্বিপাকের অভাব নেই।

ডেভিডসনের শিষ্যবৃন্দ ভাবলেন, এই সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্পর্শমুক্ত হয়ে নীরবে বসে থাকলে কিছু হবে না,—ব্যবহারিক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষণীয় নয়। আরাম-কেদারায় বসে শুধু চিন্তার দ্বারা সামাজিক ব্যাধি এবং সংকট দূর করা যাবে না। ধৈর্য, সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

ডেভিডসনের ন্যু ইয়র্ক যাত্রার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ইংরাজ শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল।

ডেভিডসনের শিষ্যবৃন্দের কিছু অংশ এডওয়ার্ড রেনল্ডস পীসের ওসনাবার্গ

স্ট্রীটের বাড়িতে সমবেত হয়ে পাক্ষিক সভা করতেন। সভ্যদের মধ্যে তুরীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং লৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী—দুই অংশে বিভেদ সৃষ্টি হল তুরীয়বাদীরা বললেন, লণ্ডন শহরের কোলাহল থেকে দূরে সরে সুদূর ব্রেজিলে বসে আদর্শ জীবনযাপন করা কর্তব্য।

ফলে 'ফেবিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল।

একদলে রইলেন হ্যাভলক এলিস, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার প্রভৃতি। তাঁরা নবজীবন সম্প্রদায়ের পক্ষে *Vita Nouva* নামক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন; তাঁদের ধারণা সর্বহারার দল তৈল-তণ্ডুলের চিন্তা সত্ত্বেও এই ইস্তাহারে আকৃষ্ট হবে। পনেরো বছর এই সমিতির সদস্যগণ নিয়মিত মিলিত হয়েছিলেন, তার পর একদা নিঃশব্দে তার দরজা বন্ধ হ'ল।

দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত উন্নতি নয়। তাঁরা ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড পীসের বাড়ীতে The Fabian Society প্রতিষ্ঠা করলেন। এই দলের নেতা ফ্রাঙ্ক পডমোর প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেবিয়াস কনকটেটর-এর নামানুসারে সমিতির নামকরণ করলেন।*

ফেবিয়ানরা বুঝেছিলেন অন্নহীনকে উন্নতির চাঁদ হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা নিরর্থক; সর্বপ্রথম তাদের অন্ন দিতে হবে, তার পর বিশ্বের পুনর্গঠন প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

'দি ফেবিয়ান সোসাইটি'র আর আজ কোনও অস্তিত্ব বা প্রতিপত্তি নেই; কিন্তু একদা শুধু ব্রিটিশ রাজনীতি নয়, য়ুরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফেবিয়ান প্রভাব পৌছেছিল। সদস্য-সংখ্যা যখন অল্প ছিল তখনই এই সমিতির প্রভাব ছিল অসীম। ব্রিটিশ লেবার-পার্টি মূলতঃ এই ফেবিয়ান সোসাইটির উত্তরসাধক। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রধানতম সার্থকতা মার্কসীয় দর্শনে প্রচারিত অর্থনৈতিক মতবাদের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতা।

বার্নাড শ বলতেন, ফেবিয়ানরা *Das Kapital* পাঠের যন্ত্রণা থেকে সাধারণকে মুক্তি দিয়েছে। অনেকের মতে এই মন্তব্য যথার্থ। ফেবিয়ান

---

* প্রচলিত ধারণা—ফেবিয়ান কনকটেটর নিম্নলিখিত সামরিক উক্তির জনক: **"For the right moment you must wait, as Fabius did most patiently, when warring against Hannibal, though many censured his delays; but when the time comes, you must strike hard, as Fabius did, or your waiting will be in vain and fruitless."**

সোসাইটিতে যোগ দেওয়ার পূর্বেই কিন্তু শ *Das Kapital* পড়ে সাম্যবাদী মতবাতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং আমরণ কম্যুনিস্ট ছিলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Fabian Essays* (১৮৮৯ খ্রীঃ) বিশেষ সাফল্যলাভ করে, তখন কিন্তু সমিতির সদস্য-সংখ্যা ১৫০টি মাত্র। এত কমসংখ্যক সদস্য-বিশিষ্ট সমিতি আর কোনোকালে সমসাময়িক রাজনীতিতে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সমিতির প্রধানতম সদস্য হয়ে উঠলেন বার্নাড শ, সিডনী ওয়েব আর এডওয়ার্ড পীস।

কি ভাবে বার্নাড শ একদা ফেবিয়ান সোসাইটির প্রচারিত পুস্তিকা '*Why Are the Many Poor ?*' পাঠ করে তাঁর বাড়ির অপর ধারে প্রতিষ্ঠিত ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন সে-কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এসেছেন সীডনী ওয়েব, এপ্রিল মাসে মিসেস অ্যানী বেসাণ্ট, পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাসে উইলিয়াম ক্লার্ক।

চিন্তাশীল, শক্তিমান এবং বিদগ্ধ এই গোষ্ঠীতে তরুণ বার্নাড শ'র বিচরণ-ক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত হ'ল, তাঁর শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভের নতুন সুযোগ মিলল। তাই নবজীবন সম্প্রদায় বার্নড শ'র জীবনেও নবজীবনের আনন্দ ও প্রেরণা এনেছেন বলা যায়।

ফেবিয়ান সোসাইটির প্রারম্ভিক যুগে বার্নাড শ যেভাবে কাজ করেছেন তা শুধু যে বৈচিত্র্যে বিস্ময়কর তা নয়, তার সবটুকুই চমৎকার।

চেস্টারটন বলেছেন, "নতুন কোনও দল বা সম্প্রদায় সম্পর্কে সবচেয়ে যা বিরক্তিকর তা এই যে, পুরাতন যুক্তি দিয়ে নতুনকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বার্নাড শ'র যুক্তি নতুন এবং চমকপ্রদ। পরিকল্পনা এবং মতবাদকে যুক্তিদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নব্যদর্শন সম্পর্কে নতুন যুক্তি প্রদর্শনে বার্নাড শ'র যে অনন্যসাধারণ শক্তি, তার কাছাকাছি আর কেউ পৌঁছাতে পারেনি।"

অবৈতনিক জনসেবার কাজে জর্জ বার্নাড শ একটা আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। অথচ সেই সময় তাঁর অর্থের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। বার্নাড শ'র এই আর্থিক অবস্থার কথা জানতেন শুধু মিসেস বেসাণ্ট।

মিসেস বেসাণ্টও গরীব ঘরের মেয়ে, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে

তাঁকে। *Our Corner* নামক মাসিকপত্রিকায় বার্নাড শ'র দুটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, বার্নাড শ'র আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে মিসেস বেসাণ্ট শ'কে টাকা দিতেন; সোজাসুজি দিলে শ আহত হতে পারেন তাঁর এই ধারণা ছিল।

শ যেদিন জানতে পারলেন মিসেস বেসাণ্ট টাকাটা নিজের পকেট থেকে দিচ্ছেন, সেদিন থেকে তিনি আর টাকা নিলেন না; বললেন—"আমিও তোমার মাসিকপত্রিকার বিনামূল্যের লেখক।"

॥ দশ ॥

অবাধ বিবাহের চুক্তি

অ্যানী বেসাণ্টের জীবন অতি বিচিত্র।

আয়ার্লাণ্ডের এই মেয়েটির চরিত্রে ছিল অপূর্ব দৃঢ়তা এবং বৈশিষ্ট্য। অ্যানীর পিতৃদেব উইলিয়াম বার্টন পার্শী উড ধর্ম-সম্বন্ধে সংশয়বাদী ছিলেন। অ্যানীর পিতৃ এবং মাতৃ-কুলের আত্মীয়বর্গে উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন; কেউ বিশিষ্ট রাজনীতি-বিশারদ, কেউ-বা পীয়র-বংশোদ্ভূত। রীতিমতো সুশিক্ষা এবং সংস্কৃতিময় পরিবেশে অ্যানীর বাল্যাবস্থা কেটেছে; কিন্তু পাঁচবছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হল। মিঃ উড ডাক্তারী পাশ করে লণ্ডনে এসেছিলেন। বিধবা জননী নিদারুণ অর্থসংকটের আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠলেন। অনেক চিন্তা করে পুত্রের সুশিক্ষার আশায় হ্যারো অঞ্চলে একটি বাসা নিলেন; নিজে একটি পাঠশালা খুললেন। ভবিষ্যতের জন্য তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁর উকিল তা আত্মসাৎ করলো। এর ফলে তিনিও আশাহত হয়ে অ্যানীর জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে মারা গেলেন।

এই জনক-জননীর তনয়া অ্যানী ছিলেন রোমাণ্টিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন উৎকট কল্পনাবিলাসীনি তরুণী। অতি সুন্দরী, চিন্তাশীলা, তেজস্বী, দৃঢ়চিত্ত অ্যানীর বিষয়বুদ্ধির কলাকৌশল জানা ছিল না। মিসেস উডকে অতিশয় ভালোবাসতেন অ্যানী, কিন্তু তিনি মেয়ের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেননি, মেয়েদের লেখাপড়া সেকালে না হলেও চলত। সৎশিক্ষার জন্য জনৈকা বিত্তশালিনী চিরকুমারীর কাছে অ্যানীকে রাখা হয়েছিল। এই মহিলাটির নাম মিস ম্যারিয়ট। তিনি অ্যানীকে ভালোবাসতেন বিদেশ-ভ্রমণ ইত্যাদির সুযোগ দিয়ে তিনি অ্যানীর রুচিগঠনে সাহায্য করেছেন।

মিসেস বেসাণ্টের রূপলাবণ্য বাল্য-কৈশোর-যৌবন এবং বার্ধক্যেও অসামান্য ছিল। স্বভাবে শান্ত এবং প্রকৃতিতে ধর্মনিষ্ঠ এই মেয়েটির সঙ্গে একদা ফ্রাঙ্ক বেসাণ্ট নামক জনৈক তরুণ পাদরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর

বড়ো ভাই স্যার ওয়ালটার বেসান্ট ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। অ্যানী মহিলাদের চাইতে পুরুষের সাহচর্য পছন্দ করতেন। কুড়ি বছর বয়সে অ্যানীর বিবাহ হয়েছিল; বিবাহের পর দুটি সন্তান হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর জড়ত্ব অ্যানীকে উৎপীড়িত করে তুলল। উইলিয়াম স্টেড বলেছেন—"She could not be the bride of Heaven, and therefore became the bride of Frank Besant, who was hardly an adequate substitute."

ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে অন্ধকারময় হতাশায় একদিন সহসা অ্যানী আবিষ্কার করলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, বক্তৃতাদানে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা এবং স্বতোৎসারিত গতি আছে। চার্চ এবং স্বামী সম্পর্কে হতাশা-ভরা মনে আনন্দ সঞ্চারিত হল। স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে অ্যানী মার কাছে ফিরে এসেছেন—স্বামী যে সামান্য অর্থ সাহায্য করেন তাতে অ্যানীর নিঃস্ব জননী এবং কন্যার খরচ চলে না, ফলে দাতব্য সমিতির জন্য সূচীকর্ম করে ৪ শিলিং ৬ পেন্স সাপ্তাহিক রোজগার করতে লাগলেন। এমন কি পেনসিল, থালা বাসন প্রভৃতি দোরে দোরে ফেরি করতেও হয়েছে। এই দুঃসময়ে চার্লস ব্রাড্‌লোর সঙ্গে পরিচয় হল; শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত এই মানুষটির প্রভাবশালী বক্তা হিসাবে খ্যাতি ছিল; খ্রীষ্টধর্ম এবং দেবত্বের বিরুদ্ধে ব্রাড্‌লো তখন জেহাদ ঘোষণা করেছেন। অ্যানীর মনে তিনি গভীর রেখাপাত করলেন।

ব্রাড্‌লোর মতো বক্তা ক্বচিৎ দেখা যায়; শ্রমিক-শ্রেণীর উপর তাঁর প্রভাব অসীম। তখনও মানুষ বাইবেলে শ্রদ্ধা হারায়নি, সে-যুগ গ্লাডস্টোন-ডিজ্‌রেলীর যুগ। *The National Reformer* নামক একটি পত্রিকা কিনে মিসেস বেসান্ট দেখলেন 'ন্যাশনাল সেকুলার সোসাইটি'র বিজ্ঞপ্তি। সেই সভায় গিয়ে ব্রাড্‌লোর বক্তৃতা শুনলেন অ্যানী, এবং সভান্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। উভয়ের সেই সখ্যতা আমরণ স্থায়ী হয়েছিল।

সুন্দরী অ্যানীর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ, ব্রাড্‌লোর সমকক্ষ। মঞ্চ-বক্তৃতায় এতদিনে পুরোপুরি মেতে উঠলেন অ্যানী বেসান্ট। স্ত্রী নিরীশ্বরবাদ

সম্পর্কে চতুর্দিকে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন আর গীর্জাঘরে স্বামী নাস্তিকের জন্য অনন্ত-নরক বর্ণনা করছেন!

ব্রাড্‌লোর মতো অ্যানীকে ও নির্যাতন সইতে হয়েছে অনেক, সাতাশ বছর বয়সে সভাঘর থেকে বক্তৃতা দিয়ে বেরোবার পর বিরোধী দল এসে তাঁকে লাথি মেরে পদদলিত করে। মিঃ বেসাণ্ট রেগে লণ্ডনে ছুটে এলেন—স্ত্রীর সঙ্গে কলহ হল, এবং স্ত্রীকে নাকি দু' চার ঘা মেরেও ছিলেন। রাগেরই কথা—যে ধর্ম-ব্যবসায়ে কর্ম করে তিনি জীবিকা অর্জন করেন, স্ত্রী সেই ধর্মবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করছেন, একি সহ্য হয়! বিচ্ছেদ ঘটল; স্থির হল, কন্যা মেবেল জননীর কাছেই থাকবে। ছেলে বাপের কাছেই থাকবে। এই ব্যবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

এর পর ব্রাড্‌লো এবং বেসাণ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আন্দোলন সুরু করলেন—দারিদ্র্য-নিবারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সর্বাধিক। এর ফলে নিজেদের দলে ভাঙন লাগলো।

Fruits of Philosophy নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত পুস্তিকা উভয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে লাগল, একদিন উভয়কেই আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল; বিচারক যদিও সুবিবেচনা করলেন, জুরীরা একমত হয়ে ওঁদের দোষী সাব্যস্ত করলেন। আপীলে অবশ্য উভয়ে মুক্তি পেলেন। একটা নৈতিক জয়লাভ ঘটল। এসেক্স-এর এক সংবাদপত্র কিন্তু লিখলেন—"That bestial man and woman, earning a livelihood by corrupting the young of England."

ফ্রাঙ্ক বেসাণ্ট ভাবলেন, এমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর কাছে কন্যা মেবেলকে রাখা আর ঠিক নয়; বিচারে মিসেস বেসাণ্টের পরাজয় হল। মিসেস বেসাণ্টের সমর্থক সংখ্যা কম নয়, তাঁরা মামলা চালানোর খরচ হিসাবে ২,০০০ পাউণ্ড চাঁদা তুলেছিলেন, তবু একদিন ক্রন্দনাতুর কন্যা মেবেলকে জরাক্রান্ত অবস্থায় পিতৃগৃহের নিরাপদ ও পবিত্র আশ্রয়ে নিয়ে গেল আদালতের পেয়াদারা।

ফ্রাঙ্ক এবং অ্যানীর জীবনে আর কোনও সংযোগ রইল না, দেখাও হয়নি আর কোনোদিন।

এই বিপ্লবী মহিলার সংস্পর্শে এলেন জর্জ বার্নাড শ। শ'র জীবনে লণ্ডনের প্রথম ন'বছরের দুঃখের দিন প্রায় অবসান হ'য়ে এসেছে। অর্থের অভাব তখনও প্রবল। বার্নাড শ'র জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে মিসেস বেসাণ্ট তাঁকে অর্থসাহায্য করতে চেষ্টা করেন। মিঃ ব্রাড্‌লোর মতো মিসেস বেসাণ্টও সোশ্যালিস্ট নন। কিন্তু উভয়েই ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বিপ্লবী; সুদৃঢ় মতের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ফেবিয়ান সোসাইটিতে মিসেস বেসাণ্ট যখন যোগ দিলেন তখন তাঁর খ্যাতি অসীম। মিসেস বেসাণ্টের এই সোশ্যালিস্ট রূপান্তরে বার্নাড শ খুশি হ'লেন।

প্রথম যখন উভয়ের দেখা হয়েছিল তখন শ'র প্রতি অ্যানী বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ শ নাকি উইলিয়াম মরিসের 'Parents are worst possible guardians of any child' এই উক্তির প্রতিধ্বনি করে মেবেলকে জননীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুকূলে মন্তব্য করেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে কিন্তু মিসেস বেসাণ্ট এবং বার্নাড শ'র মধ্যে নিবিড় অনুরাগ সঞ্চারিত হল। মিসেস্ বেসাণ্টের অ্যাভিনু-রোডের বাসায় বার্নাড শ প্রতি সন্ধ্যায় এসে উভয়ে একত্রে পিয়ানো বাজাতেন। একত্রে একই মঞ্চে দুজনে বক্তৃতা করতেন। বাড়ি পৌঁছানোর পথে মিসেস্ বেসাণ্টের ভারী ভ্যানিটি-ব্যাগটি বহন করে শ তাঁকে বড়ো উত্ত্যক্ত করতেন। শ'র হাতে থেকে ভারী বলে, কেড়ে নিতে চেষ্টা করতেন মিসেস বেসাণ্ট, শ কিছুতেই দিতেন না। শ'র জীবনের এই হেঁয়ালিপূর্ণ আচরণ প্রথমটা তেমন বুঝতেন না মিসেস বেসাণ্ট, পরে অবশ্য বুঝেছিলেন।

সাধারণ রসবোধ কম ছিল মিসেস বেসাণ্টের, শ্রোতা না পেলে তিনি কার সঙ্গে কথা বলবেন—এবং সেই কথাও তেমন ছোট কথা নয়। ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাড্‌লোও ছিলেন নিষ্প্রভ, আলাপ-আলোচনায় অতিশয় জোলো, কিন্তু মিসেস বেসাণ্ট আলোচনাকালে হয় মঠের 'মাতাজী', নয়—'কিছু নয়'।

পরিচয় নিবিড়তর হয়ে উঠলো। অবশেষে দেখা গেল প্রতি সন্ধ্যায় মিসেস বেসাণ্ট বার্নাড শ'র পথ চেয়ে বসে থাকেন। অ্যানী সোজা সাধারণ মেয়ে নয়, তার মতো নারীর সঙ্গ-পরশ-সুখ উপেক্ষণীয় নয়। তাই শ একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে আগ্রহান্বিত হলেন। আরো ঘনিষ্ঠ, আরো অন্তরঙ্গভাবে অ্যানীকে চাই।

শ'র ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ডায়েরিতে আছে—

"ফেবিয়ান সমিতির কর্মসূত্রে এই বছর মিসেস বেসান্টের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, এবং বছরের শেষের দিকে সেই সংযোগ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত সখ্যতা—সখ্যতার সীমা অতিক্রম করেনি।"

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ডায়েরিতে বার্নাড শ'র আত্মগ্লানি পরিস্ফুট—

"....গত বছরের ডায়েরিতে উল্লিখিত মিসেস বেসান্টের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একটা কুৎসিত চক্রান্তে পরিণত হতে বসেছিল, প্রধানতঃ আমারই দোষে। আমি কিন্তু যথাসময়ে সচেতন হয়ে বিপদ এড়িয়ে এসেছি। আমি নিয়মিতভাবে প্রতি সোমবার তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে একত্রে পিয়ানো বাজাতাম। বড়দিনের সময় আমি তাঁর লেখা সব চিঠি ফেরত দিয়ে দিলাম, তিনিও আমার লেখা চিঠিগুলি ফেরত দিলেন। চিঠিগুলি নষ্ট করার আগে আর একবার পড়ে মনে বিরক্তি এলো। গত দু'বছর ধরে এইভাবে অকারণে নারী-সংসর্গে কাটানো অকিঞ্চিৎকর।..."

বার্নাড শ কিন্তু অ্যানীকে বৈবাহিক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন; স্বামী জীবিত, বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয়নি। কী-জাতীয় বিবাহ হবে? তাই—মিসেস বেসান্ট একটি চুক্তিপত্র তৈরি করলেন—তার নাম Free-marriage 'অবাধ বিবাহের চুক্তি'। সেই চুক্তি অনুসারে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে পারবেন। সই করতে বললেন শ'কে।

এই চুক্তিটি পাঠ করে বার্নাড শ'র চোখ কপালে উঠল! তিনি বললেন—"সর্বনাশ! এ যে পৃথিবীর সমস্ত চার্চের প্রতিজ্ঞার চেয়েও নিকৃষ্ট। এর চেয়ে বরং আমি তোমাকে দশ বার বিয়ে করতে পারি।

মিসেস বেসান্ট দৃঢ়চিত্ত রমণী। চুক্তিপত্রে সই করা চাই। তাঁর মনে বড়ো আশা ছিল এই নিবিড় প্রেমের ফলে শ হয়তো হৃদয়ের রক্ত দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করবেন।

শ'র হাসিতে কিন্তু বিদ্রূপের সুর ধ্বনিত হল। এই প্রত্যাখ্যান মিসেস বেসান্টের মনে নিদারুণ আঘাত হয়ে বাজলো; তিনি বললেন—"আমার চিঠিপত্র ফেরত দাও, আর এই নাও তোমার লেখা চিঠি।"

বিস্মিত শ বললেন—"এই চিঠিগুলি রাখতে চাওনা! আশ্চর্য! আমার কি প্রয়োজন এই চিঠির?"

এতদিন পত্র-বিনিময়ের মধ্যে উভয়ের যে- মন-দেয়া-নেয়া চলছিল, এই একদিনে তার অবসান ঘটল।

আর একটি প্রেমলীলার এই পরিসমাপ্তি।

বিবাহ সম্পর্কে জর্জ বার্নাড শ'র মত শুধু যে—"The essential function of marriage is the continuance of the race"—তা নয়, এর চাইতে আরো কঠোর এবং উৎকট উক্তিও আছে। অ্যানী একাই শুধু যে দৃঢ়চেতা রমণী তা নয়, তরুণ বার্নাড শ আবেগে ভেসে যাওয়ার মানুষ নন। তবু এই ঘটনার এইখানেই শেষ নয়। "When G. B S. had finished with an affair, it was finished and there could be no revival"—অ্যানীর ব্যাপারে এই মন্তব্য কিন্তু খাটেনি।

এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অ্যানী বেসাণ্ট একেবারে ভেঙে পড়লেন, তাঁর মাথার চুল সাদা হয়ে গেল; আত্মহত্যা করার বাসনাও একবার মনে জাগল। কিন্তু এই বেদনা নিতান্ত ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত ব্যাপার দীর্ঘকাল অ্যানীকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি আবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ব্রাড্‌লোর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর অ্যানীর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হয়ে পড়েছিল, শ'কে তিনি অনুরোধ করলেন *Pall Mall Gazette*-এর সম্পাদক উইলিয়ম স্টেডকে বলে কিছু পুস্তক-সমালোচনার কাজ দেওয়ার জন্য।

শ সাহায্য করলেন। মাদাম হেলেনা ব্লাভাট্‌স্‌কি-রচিত *The Secret Doctrine* নামক একটি বিরাট গ্রন্থ হাতের কাছে ছিল, অ্যানীকে দিয়ে তিনি সমালোচনা করতে বললেন।

এই গ্রন্থ অ্যানীর মানসিক যন্ত্রণা দূর করল, এতদিন তো এই তিনি চাইছিলেন—ব্রহ্মবিদ্যার (Theosophy) মধ্যেই রয়েছে মুক্তি। এই নব্যধর্মের তিনিই তো উপযুক্ত নেত্রী।

এর পর ফেবিয়ান সোসাইটি ত্যাগ করলেন মিসেস বেসাণ্ট। শুধু বক্তৃতা

করা ছাড়া ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃ-চতুষ্টয়ের অতিরিক্ত পঞ্চম শক্তি হিসাবে ছিল অ্যানীর স্থান। *Fabian Essays* নামক পত্রিকায় তাঁর একটিমাত্র প্রবন্ধ আছে, প্রবন্ধটি অপরিণত হাতের লেখা, সম্পাদন-কালে তিনি বার্নাড শ'কে একটি 'কমা' পর্যন্ত বদলাতে দেননি। এই তাঁর ফেবিয়ান-সংযোগের একমাত্র চিহ্ন।

The Star পত্রিকার সম্পাদকীয় কক্ষে একদিন বসে আছেন জর্জ বার্নাড শ। হাতের কাছে একতাড়া প্রুফ পড়ে আছে, কৌতূহলবশে প্রুফটি তুলে নিলেন। প্রবন্ধটির নাম—*Why I Became a Theosophist* ; পাতা উলটিয়ে দেখতে লাগলেন, এই প্রবন্ধ লিখেছে কে ?

কী সর্বনাশ! লেখিকার নাম লেখা রয়েছে—'অ্যানী বেসাণ্ট'।

তখনই শ ছুটলেন ফ্লীট্-স্ট্রীটে মিসেস বেসাণ্টের অফিসে। বললেন—"তুমি জানো না, মাদাম ব্লাভাট্‌স্‌কির সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়েছে। সাইকিক্যাল সোসাইটির মিটিংএ আমি উপস্থিত ছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটি সস্তার ইন্দ্রজাল। যে-কোনও ম্যাজিশিয়ান পারে ও-কায়দা করতে।"

অ্যানী বেসাণ্ট বললেন—"জানি। কিন্তু এই ফাঁকি যদি ধরা পড়েই থাকে, তাতে ব্রহ্মবিদ্যার অসারত্ব প্রমাণিত হয় কি ?"

হতাশ হয়ে শ বললেন—"মহাত্মার সন্ধানে তুমি তিব্বতে কেন যাবে? এই তো আমিই তোমার সেই মহাত্মা। (Why need you go to Tibet for a Mahatma ? Here and now is your Mahatma. I am your Mahatma.)"…

কিন্তু এতদিনে স্বপ্ন শেষ হয়েছে, প্রেমের সেই নীলাঞ্জন আর অ্যানীর চোখে নেই। বার্নাড শ'র এই আকুলতায় মিসেস বেসাণ্ট আর বিচলিত হলেন না।

উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য থাকলেও প্রেমের বাঁধন রইলো না।

মিসেস বেসাণ্টের শ-হীন জীবন সম্পর্কে ভারতবাসীর যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই মহীয়সী মহিলা ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় রমণী। *

---

* পঁচাশী বছর বয়সে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস বেসাণ্টের মৃত্যু হয়। তার ষোলো বছর আগে ফ্রাঙ্ক বেসাণ্টের হতাশাময় জীবনের অবসান ঘটেছিল।

॥ এগারো ॥

আদিম পাপ

২০শে জুন ১৯৩০ তারিখের একখানি চিঠিতে শ লিখেছেন—

"আমার কোনো প্রেমলীলা নেই। মাঝে মাঝে মেয়েরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, আমিও প্রাচীন আইরিশ ভঙ্গীতে তাদের যথারীতি অনুরাগ প্রদর্শন করেছি। এইসব ব্যাপারে আমার তরফে কিন্তু বিশেষ কিছু ঘটেনি।

অতএব হে জীবনীকার, তুমি জেনো যে উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছবি, গান, অপেরা এবং গল্পের মধ্যে জীবন কাটিয়েছি এবং প্রলোভন-মুক্ত থেকেছি। এই উনত্রিংশ বছরে আমার মার এক বিধবা ছাত্রী আমার মনে কৌতূহল উদ্রেক করতে সাফল্যলাভ করেন। সে ঘটনাটি কেমন যদি জানার আগ্রহ থাকে তাহ'লে আমার *Philanderer* গ্রন্থটি পাঠ কোরো—সেই মহিলাটি 'জুলিয়া' আর আমি 'চারটারিস'—আমি আজন্ম Philanderer,—সে চরিত্র বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি পাকা সেক্স্পীয়রিয় টাইপ, সবাইকে এবং সবকিছু বুঝি, আর স্বয়ং আমি কেউ বা কিছু নয়।—ইতি তোমার জি. বি. এস."

এই সূত্রে শ বলেছেন—"Also I was entirely free from the neurosis (as I class it) of *Original Sin.*"

শ'র মার ছাত্রীদের মধ্যে মিসেস জেনী প্যাটারসন অত্যন্ত মেজাজী এবং উদ্দাম প্রকৃতির রমণী ছিলেন, *Widower's House*-এ ব্লাঞ্চি সারটোরিয়াস এবং *The Philanderer* নাটকের জুলিয়া ক্রাভেনের চরিত্রে এই মহিলাটিকে শ রূপায়িত করেছেন।

মিসেস প্যাটারসনকে যাঁরা জানতেন তাঁদের মতে বার্নাড শ'র চাইতে তাঁর বয়স পনেরো বা ততোধিক ছিল। লণ্ডনে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। যে সম্পন্ন ভদ্রলোকের তিনি বিধবা ছিলেন তিনি তাঁর জন্য প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন।

জেনীর চুলের রঙ ছিল ঘন বাদামী, গায়ের রঙ সুন্দর, এবং ঘন কালো চোখ। কথায় বা গানে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তা ছাড়া তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর সব চেয়ে বড় দোষ ছিল তাঁর উগ্র মেজাজ।

এই উগ্র প্রকৃতি সত্ত্বেও জেনীকে শ'র ভালো লেগেছিল। একমাত্র বদমেজাজ ছাড়া জেনীর আর কোনো দোষ ছিল না। যাই হোক, জেনী বেশ সংস্কৃতি-সম্পন্ন মহিলা। পুরুষের কাছে জেনীর আকর্ষণ প্রচণ্ড, বিশেষতঃ যে পুরুষ নারী-সঙ্গ-বঞ্চিত। জেনী পুরোপুরি মেয়েলী প্রকৃতির, মেয়ে এবং পুরুষ সকলেই তাঁকে ভালবাসে। লুসিণ্ডা এলিজাবেথ আর লুসিও তাঁকে ভালোবাসতেন, মনে মনে হয়ত আশা প্রকাশ করতেন যে জর্জ বার্নাড শ এই ধনী বিধবাটিকে বিয়ে করবেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে শ'র নিরাপত্তা লাভ হবে।

জেনীর সঙ্গে শ'র বিচ্ছেদের পরও কিন্তু বন্ধুত্বের অবসান ঘটেনি,—অবশেষে যখন জেনী শ'র মা বা বোনের কাছে শ সম্পর্কে নিন্দা এবং গালাগাল সুরু করলেন তখন আর বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব হল না। জেনী প্যাটারসন শ'কে ভালোবেসেছিলেন অতি নিবিড়ভাবে নিশ্চয়ই, সঙ্গসুখ উপভোগ করলেও শ কিন্তু তাঁকে ভালোবাসতে পারেননি।

যে সময় জেনীর সঙ্গে শ'র ঘনিষ্ঠতা হয় তখন বয়স হিসাবে তিনি যৌন-বুভুক্ষু—নারী-সংসর্গ-বিহীন নিষ্পাপ মানুষ। উনত্রিশ বছর বয়সেও শ প্রকৃত কৌমার্য রক্ষা করে চলেছেন। পুরুষ এবং নারী বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, কিন্তু দারিদ্র্যের দুঃখরজনীর অবসান আসন্ন হলেও শ'র স্বাভাবিক লজ্জা তখনও কাটেনি।

উইলিয়াম আর্চার *The Dramatic Review* পত্রিকায় সঙ্গীত-সমালোচকের পদ সংগ্রহ করে দিয়েছেন, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ তারিখের পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ'র প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রথম প্রথম নামসই-যুক্ত প্রবন্ধ লিখলেও পরে বেনামা প্যারাগ্রাফ-ও লিখতেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পত্রিকা লেখকদের টাকা দেওয়া বন্ধ করলো, শ কিন্তু বিনামূল্যের লেখক হিসাবেই তাঁর মন্তব্য লিখতে লাগলেন। আর্চার ইতিমধ্যে *The Pall Mall Gazette*-এ আর একটি কাজ যোগাড় করে দিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম স্টেড।

উইলিয়াম আর্চার খুব কায়দা করে এই কর্মটি সংগ্রহ করে দিলেন। স্টেডকে বললেন, "আমি বড় ব্যস্ত, তাই এই বইটির সমালোচনা লেখার ভার বার্নাড শ'কে দিয়েছি।"

শ'র সমালোচনা এত সুন্দর হল যে, অতঃপর তাঁর ইচ্ছামতো যত-খুশি বই তাঁকে সমালোচনার জন্য দেওয়া হতে লাগল।

এই সমালোচনা কর্ম ছাড়াও তিনি নানাবিধ খুচরা সাংবাদিকতাও করতে লাগলেন। *The Magazine of Music*-এ ১৮৮৫-র শেষের দিকে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

বার্নাড শ ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত ডায়েরি রেখেছেন। এই ডায়েরিতে এই কালের মোটামুটি সকল খুঁটিনাটি বিষয় শ লিখে রেখেছেন।

জেনী প্যাটারসনের সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘদিনের হলেও ডায়েরিতে তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। এই ডায়েরিতে শ তাঁকে জে. পি. বা মিসেস প্যাটারসন বলে সর্বত্র উল্লেখ করেছেন, কোথাও জেনী বলে উল্লেখ নেই। জেনী সুন্দরী ছিলেন সে কথা আগে বলা হয়েছে; এই সৌন্দর্য-চটুলতা, সুমধুর বাচনভঙ্গী যে-কোনো যৌন-বুভুক্ষু তরুণের কাছে দুর্দমনীয় আকর্ষণ। ফলে ডায়েরিতে বার বার জে. পি.'র কথা লিখিত হয়েছে।

ডায়েরিতে দেখা যায় এই কালটিতে উভয়ের বার বার দেখা হয়েছে, একত্রে আহারাদি হয়েছে, গানের মজলিসে সময় কেটেছে এবং মাঝে মাঝে মধ্যরাতে জে পি.'র বাড়ি থেকে ফিরতে হয়েছে।

৪ঠা জুলাই তারিখে লেখা আছে—"৮-২০ মিনিটে জে. পি.'র বাড়িতে গিয়ে দেখি সে নেই। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, এদের অনেককাল দেখিনি। ঘণ্টাখানেক তাদের সঙ্গে কাটিয়ে মিসেস প্যাটারসনের বাড়ি গেলাম—রাত প্রায় একটা পর্যন্ত ছিলাম। অতি সাহসিক আলাপাচার চলল।"

এক সপ্তাহ পরে—

"মার কাছে মিসেস প্যাটারসনকে দেখলাম, পার্কের পথ ধরে ওর বাড়ি গেলাম, একত্রে 'সাপার' খেলাম, অদ্ভুত কথাবার্তা, প্রেম-নিবেদন।...রাত তিনটেয় বাড়ি ফিরলাম, এখনও কৌমার্য অক্ষত।"

এই ঘটনা দীর্ঘ-বিলম্বিত,—একতরফা, এবং বার্নাড শ'কে রীতিমতো বিহ্বল করে তুলেছিল। কামোন্মাদিনী বিধবার কাছে আত্মসমর্পণে তাঁর

হয়ত দ্বিধা ছিল, রাত তিনটার পর এই রমণীর বাড়ি থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসার অর্থ সুস্পষ্ট। এই দৃঢ়তা বজায় রইল না,—২৬শে জুলাই তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে: "রাত তিনটা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম, নূতন অভিজ্ঞতায় ২৯তম জন্মদিবস পালিত হল।"

দীর্ঘদিনের চেষ্টায় জেনীর বাসনা সাফল্য লাভ করল। "বাড়ি ফেরার সময় দ্বারপ্রান্তে যখন বিদায়-সম্ভাষণের পালা চলছিল—আমাদের আলাপচারে পাশের বাড়ির বৃদ্ধার ঘুম ভেঙে যায়, তাঁর উপস্থিতিতে আমরা রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। গভীর রাতের এই অভিসারের অসৎ উদ্দেশ্যই তিনি বুঝবেন।"

মিসেস প্যাটারসনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার ফলে বার্নাড শ'র মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আত্মগ্লানি। এই নর্মলীলা কিন্তু কিছুকাল নিয়মিতভাবে চলল। জেনীর পক্ষ থেকে আকুলতা ও আগ্রহ থাকলেও এই ব্যাপারে শ ছিলেন নিরাসক্ত অথচ তিনি সঙ্গসুখে পরিতৃপ্ত।

এইজাতীয় প্রেমের এই পরিণতি। প্রেমিকা মধ্যবয়সী বিধবা আর তার তরুণ প্রণয়ী, সে প্রেম সার্থক হয় না।

স্বভাবতই অন্যদিকে শ'র আগ্রহ দেখা গেল, অন্য রমণীর মধ্যে তরুণ শ বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন। মিসেস প্যাটারসন কিন্তু শ'কে সহজে ছাড়ার পাত্রী নন, তিনি নিয়মিত শ'র মার কাছে যাতায়াত করেন, মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়।

নববর্ষের প্রথমভাগে শ একদিন জে. পি.'র বাড়ি গিয়ে যে অবস্থায় পড়লেন তা এককথায় ব্যক্ত করেছেন—'Revulsion'।

তিনদিন পরে আবার গেলেন; দেখলেন মিসেস প্যাটারসনের সঙ্গে একজন পুরুষ, লোকটার উদ্দেশ্য ভালো নয়—কে কাকে তাড়ায়, শেষ পর্যন্ত লোকটাই চলে গেল—ট্রেন ধরতে হবে।

জেনী কিন্তু ক্রমেই মাথায় চড়তে থাকেন; শ লিখেছেন—"There was a violent scene at the square. Wrote to J. P. on my return that our intercourse must be platonic."

এই জাতীয় রমণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ নয়। জেনী হয়ত বুঝেছিলেন যে তাঁর রাগ এবং হল্লার ফলেই হয়ত

সম্পর্ক নষ্ট হতে চলেছে, তাই তিনি কয়েক সপ্তাহ সংযত রইলেন। জেনী কিছুদিনের জন্য অন্যত্র চলে গেলেন, ফেরার দিন বার্নাড শ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলেন, আর ওঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা অসম্ভব।

তিন সপ্তাহ পরে ওঁর দোরগোড়া পর্যন্ত গেলেন, পরে বাড়িতেও প্রবেশ করলেন, কিছুই জমলো না, কিছুই ভালো লাগলো না। প্লেটনিক ব্যবস্থা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে,—শ'র প্রচণ্ড উদাসীনতাই এর প্রধানতম কারণ।

শ'র ডায়েরিতে আরও কয়েকটি নতুন নাম পাওয়া যায়, ফেবিয়ান-সোসাইটির গ্রেস গিলক্রাইস্ট, আর একটি সুন্দরী মেয়ে জেরালডাইন স্পুনার; শ বলেছেন—"Rather in love with Geraldine."

এই জেরালডাইনের সঙ্গে যদিও শ'র বিবাহ হতে পারত, তবু সেই প্রেম স্থায়ী হয়নি, ধীরে ধীরে ডায়েরির পাতায় তাঁর নাম মুছে গেছে। এলিস, জেন, গ্রেস, জেরালডাইন, অ্যানী বেসাণ্ট একে একে শ'র জীবনে এসেছেন, নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের মতো স্বীয় ভূমিকায় অভিনয় করে আবার মিলিয়ে গেছেন।

এই ভাবেই আবির্ভাব ঘটলো বিদগ্ধ অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স ফার-এর। হামারস্মিথে উইলিয়াম মরিসের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা। ডাঃ উইলিয়াম ফারের মেয়ে ফ্লোরেন্স। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর। অনেক টাকা তাঁর নষ্ট হলেও, যে পরিমাণ অর্থ মেয়ের জন্য রেখেছিলেন তাতে বেশ আরামে কেটে যায়। এই অর্থই মেয়ের অনর্থের মূল, কারণ ফ্লোরেন্স আজীবন শৌখিন নাট্যাভিনেত্রী হিসাবেই কাটিয়েছেন। জীবিকার জন্য কর্ম করতে না হওয়ায় তাঁর অধিকতর উন্নতি সম্ভব হয়নি।

শ'র ভগিনী লুসির মতো এই রমণী বিশেষ চতুরা ছিলেন, তিনি এমেরি নামধারী জনৈক অভিনেতাকে বিয়ে করেছিলেন, লোকটি অবশ্য বেশীদিন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে পারেননি, মানে মানে সরে পড়েছিলেন। ফ্লোরেন্স এমেরি—(শ ডায়েরিতে লিখেছেন F. E.) পরমানন্দে কলাচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মে আত্মোৎসর্গ করলেন। একটু চেষ্টাতেই চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন ফ্লোরেন্স।

জি. বি. এস.-এর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হওয়ার পর ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স-এর সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, ইয়েট্স সঙ্গীত অপছন্দ করলেও ফ্লোরেন্সের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনতে ভালোবাসতেন।

এই ফ্লোরেন্স এমেরি ১৮৯৪-এ আভিন্যু থিয়েটারে *Arms and the Man* প্রদর্শন করেন, জি. বি. এস-এর নাটকের এই প্রথম রীতিমতো অভিনয়। অবশ্য ১৮৯২-এ রয়্যাল থিয়েটারে ফ্লোরেন্স 'ব্লাঞ্চি সারটোরিয়াস'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ব্লাঞ্চি অর্থাৎ জেনীর চরিত্রাভিনয়ে ফ্লোরেন্স হয়ত বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন, কারণ জেনী প্যাটারসনের হাত থেকে বার্নাড. শ'কে তিনিই মুক্তিদান করেছেন। শ'র জীবনেও এই প্রথম নিবিড় অনুরাগের সূচনা, এলিস লকেটের প্রেম বাল্যপ্রণয়, জেনী প্যাটারসন বিরক্তিকর; ফ্লোরেন্স ফার বৈশাখী ঝড়ের প্রচণ্ড উদ্দামতায় কাগজের টুকরোর মতো জেনী, গ্রেস, জেরালডাইন প্রভৃতিকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

শ এতদিনে *The Star* পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচকের কাজটি পেয়েছেন। ফ্লোরেন্স সঙ্গীত ভালোবাসেন, উভয়ে একত্রে বহু কনসার্ট ও সঙ্গীত-সভায় উপস্থিত থাকতেন, জেনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য শ যেন এমনই কিছুর সন্ধানে ছিলেন। জেনী দিনরাত শ'র মার কাছে আসতেন, যখন তখন শ'র ঘরে হানা দিতেন, ওর চিঠিপত্র পড়তেন—কাজ-কর্মের ব্যাঘাত হত। *Pall Mall Gazette*-এর জন্য প্রাপ্ত পুস্তক-সমালোচনা লেখা নিয়মমতো হত না, তার ফলে মিঃ স্টেড তাগিদ দিয়ে পত্র দিতেন।

শ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—"জে. পি. এখানে ছিল, কিছু কাজ করা কঠিন করে তুলেছে।"...

"জে. পি. সারাদিন এ বাড়িতে ছিল।"

একদা সন্ধ্যায় "জে. পি. এসেছিল, রাগ করলো, কাঁদলো, আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা বই ছুঁড়ে মারলো" ইত্যাদি।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩—এই বিচিত্র প্রেমলীলার অবসান ঘটলো। ডায়েরিতে লেখা আছে—"সন্ধ্যায় আমি এফ. ই.'র কাছে গিছলাম, অনেক পরে জেনী এসে হাজির। অতি কুৎসিত নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করলো, ক্ষিপ্ত জে. পি. অতি বীভৎস ভাষায় আমাদের আক্রমণ করলো। অবশেষে আমি এফ. ই.-কে ঘর থেকে সরিয়ে দিলাম। বলপ্রয়োগ করে জে. পি.-কে

নিরস্ত করলাম, নইলে সে তাকে আঘাত করতো। বাড়ি থেকে ওকে বিদায় করতে দুটি ঘণ্টা লাগলো। ব্রমটন স্কোয়ারে ওর বাড়িতে একটার আগে পৌঁছাতে পারিনি, আর সেখান থেকে আমার বাড়ি ফিরেছি রাত তিনটার পর। ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ধৈর্য হারাইনি, আচরণেও এতটুকু অভব্যতা প্রকাশ করিনি। ৪টার আগে শোয়া হল না। অতি অশান্ত রজনী।

জে. পি.-কে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখিয়েছি। সে আর কখনো এমন বিরক্ত করবে না। এফ. ই.-কে এই চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম, সান্ত্বনার জন্য।"

এই শেষ, এর পর কয়েকবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে, কয়েকখানি পত্র-বিনিময় ঘটেছে। অবশেষে সেই বীভৎস প্রেমলীলার অবসান ঘটেছে। বার্নাড শ'কে জে. পি. ক্ষমা করেননি, কিন্তু ১৯২৪-এ মৃত্যুর সময় তাঁর বিষয়-সম্পত্তি নিজের ভাইপোকে না দিয়ে শ'র আত্মীয়কে দান করেছেন।

জে. পি. শ'কে নাটক-রচনার বিষয়-বস্তু দান করেছেন। হেসকেথ পীয়ারসনকে শ বলেছেন—"মিসেস প্যাটারসন আমার 'জুলিয়া'র মডেল, *The Philanderer*-এর প্রথম অঙ্ক জে. পি. আর ফ্লোরেন্স ফারের সেই বীভৎস দ্বন্দ্বের দৃশ্য। আমি কিন্তু সেই সময় রাগিনি।....এর পর আমাকে জে. পি. যে পত্রধারা ও টেলিগ্রাম বর্ষণ করেছে তার উত্তর দিইনি। আমার উইলে ওর নামে একশো পাউণ্ড রেখেছিলাম, ও সে টাকা গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ আমার অনেক আগেই সে দেহরক্ষা করেছে।"

শ অতঃপর "amiable woman with semi-circular eyebrows" ফ্লোরেন্স ফারের প্রেমে আকুল হলেন। তাঁকে চিঠিতে লিখেছেন—"This is to certify that you are my best and dearest love, the regenerator of my heart, the holiest joy of my soul, my treasure, my salvation, my rest, my reward, my darling youngest child, my secret glimpse of heaven, my angel of Anunciation...."

এই চিঠির মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা আছে বলা কঠিন, কারণ শ এই একই চিঠি অন্য কোনো মেয়েকেও পাঠাতে পারতেন। শ'র বন্ধু হেসকেথ পীয়ারসনের এই ধারণা।

মিসেস প্যাটারসনের মতো ফ্লোরেন্স ফারের সঙ্গে বার্নাড শ'র প্রেম বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ফ্লোরেন্সের প্রেম এমনই ক্ষণস্থায়ী, ইয়েট্‌সের সঙ্গেও দীর্ঘস্থায়ী প্রেম হয়নি, ইয়েট্‌সের বিধবা স্ত্রীর মতে বরং আরো কম সময় উভয়ের মধ্যে প্রেমলীলা চলেছে। তবে ফ্লোরেন্সের একটি গুণ—প্রেমলীলার অবসান ঘটলেও বন্ধুত্বের অবসান ঘটেনি, বার্নাড শ বা ইয়েট্‌সের সঙ্গে অনেক দিন পর্যন্ত বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

সিংহলের এক 'বেদান্ত আশ্রমে' ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ক্লিফোর্ড ব্যাক্‌স-এর সঙ্গে ফ্লোরেন্স চলে যান, সেখানেই ১৯১৭ এর ২৯শে এপ্রিল ক্যানসারে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্লোরেন্স মিঃ ব্যাক্‌সকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"G. B. S. had been most faithful friend to me...."।

যতগুলি রমণী শ'র প্রেমে পড়েছেন তাঁরা সকলেই হয় বিশেষ সুন্দরী, নয় অতিশয় বুদ্ধিমতী, কিংবা উভয়বিধ গুণের অধিকারী। শ বলেছেন—"As soon as I could afford to dress presentably, I became accustomed to women falling in love with me, I did not pursue women ; I was pursued by them."

একটি ঘটনা কিন্তু সব-কিছুই ছাড়িয়ে গিয়েছে, হয়ত সেই সময় শ'র তেমন অর্থ-সামর্থ্য থাকলে এই প্রেমের পরিণতি ঘটতো পরিণয়ে।

সেই মেয়েটির নাম মে মরিস, কবি উইলিয়াম মরিসের মেয়ে।

॥ বারো ॥

সুবর্ণ সোপান

মে মরিস অতি সুন্দরী ছিলেন।

উইলিয়াম মরিস আরো অনেক কবির মতো অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর স্ত্রীও সুন্দরী ছিলেন। মরিস শ'র চাইতে বাইশ বছরের বড়ো হলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। উইলিয়াম শ'কে বিশেষ ভালোবাসতেন। *William Morris—as I knew him* নামক সুন্দর প্রবন্ধে শ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। উইলিয়াম মরিস আজ বিস্মৃত, সোশ্যালিস্ট মহলেও তাঁর কথা আজ কেউ জানে না, অথচ একদা তাঁর *News from Nowhere* গ্রন্থের বিশেষ প্রচার ছিল। তাঁর কম্যুনিজম কার্ল মার্কস-অনুপ্রাণিত নয়, —অতি প্রাচীন।

উইলিয়াম মরিস ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সংস্কৃতিবান মানুষ। তিনি তেমন চতুর ছিলেন না, কিন্তু মহৎ ছিলেন। Aesthetic রুচির জন্য মরিসের খ্যাতি প্রচণ্ড, শ নিজেও একজন আজন্ম æsthete, সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল।

শ'র পঞ্চম এবং শেষ উপন্যাস *Unsocial Socialist*-এর প্রথমাংশ পড়ে মরিস বিশেষ প্রীত হন এবং সেই কারণেই পরিচয়ের জন্য আগ্রহান্বিত হন। শ দেখলেন হাইণ্ডম্যানের চাইতে মরিস উঁচুদরের মানুষ! হাইণ্ডম্যান আর মরিসে তুমুল কলহের সূত্রপাত হল। কলহের কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু ফেডারেশনে প্রায় এই ধরনের ঝগড়া চলল।

সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও মরিস দলবল নিয়ে ফেডারেশন ছেড়ে দিয়ে The Socialist League স্থাপন করলেন। সেখানেও কলহের শান্তি হল না, —মরিসের অনেক অর্থ নষ্ট হল। মরিস অবশেষে আরো কম সভ্য নিয়ে Hammersmith Socialist Society স্থাপন করলেন। ১৮৯৬-এ মরিসের মৃত্যু হয়, সেই সময় পর্যন্ত এই সভায় খাঁটি সাম্যবাদ আলোচিত হতে

লাগল। হাইণ্ডম্যান তাঁর ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনে রূপান্তরিত করলেন।

শ এবং মরিসের বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় হল 'নরদ্যু' সংক্রান্ত আলোচনার পর। নরদ্যু ছিলেন আমেরিকা এবং য়ুরোপের সংবাদপত্রের মতে বিখ্যাত কলা-সমালোচক। আধুনিক শিল্পের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় শিল্পীকে তিনি নস্যাৎ করে দিতেন। মরিসকে বলতেন 'morbid degenerate'। শ এবং মরিস জানতেন নরদ্যু 'আর্ট' বোঝেন কম। নরদ্যুর *Entratung* (অবক্ষয়) নামক গ্রন্থ (বর্তমানে এর নাম *The Sanity of Art*) সমালোচনাকালে শ তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে তাকে ছিন্নভিন্ন করলেন। ফলে মরিস অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, এবং মরিসের অন্তরঙ্গ মহলে শ প্রবেশ করলেন। মরিস অতিশয় গোঁড়া মানুষ, চসারের পরবর্তী সাহিত্য তিনি গ্রাহ্য করতেন না, আর ভালোবাসতেন বার্ন জোন্সের ছবি। বার্ন জোন্স তাঁর বন্ধু, এই প্রীতির সম্পর্ক উভয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অটুট ছিল।

মরিসের সংসারে তাই বার্নাড শ'র অবাধ প্রবেশ, আর সকলে শুধু রবিবার আসেন, শ'কে সব সময়েই আসার অধিকার দেওয়া হল। শ বলছেন, Shavian কথাটি উইলিয়াম মরিসের তৈরি। একটি মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপিতে তিনি এই প্রয়োগ দেখেছিলেন। এই বিশেষণটি বার্নাড শ'র মনঃপুত হল। তিনি বলেছেন—"It provided a much needed adjective ; for Shawian is obviously impossible and unbearable."

'কেমসকট হাউস মিটিং'-এ উভয়ে বক্তৃতা দিতেন, তখনকার কালের চিন্তাশীল যুবকরা দলে দলে এই সভায় যোগ দিতেন। এইরকম এক সভায় বার্নাড শ'কে দেখে একজন চিন্তাশীল যুবক বলেছিলেন—"a raw aggressive Dubliner, with a thin flame-coloured beard beneath his white illuminated face"।

তার নাম এইচ. জি. ওয়েলস।

মিসেস মরিস রবিবারের সাম্যবাদী সম্মেলনে যোগ দিতেন না, বা সভান্তে যে ভোজসভা বসতো তাতেও উপস্থিত থাকতেন না, বড় মেয়ে জেনী মরিস

অদৃশ্য থাকতেন—শ তাঁকে অনেক পরে দেখেছেন। ছোট মেয়ে মে মরিস কিন্তু এইসব সভায় উপস্থিত থাকতেন, ভোজসভায় তিনিই গৃহস্বামিনীর ভূমিকা নিতেন। তাঁর সৌন্দর্য এবং রসেটীয় ভঙ্গীতে পোশাক-পরা আকৃতি শ'র মনে একটা অতীন্দ্রিয় প্রেরণা সঞ্চার করে। শ'র জীবনে ইতিমধ্যে যে যৌন-সম্পর্কিত প্রেম ঘটেছে তার সঙ্গে এই আকর্ষণ তুলনীয় নয়।

উভয়েই যখন প্রাচীন তখন মরিসের গ্রন্থাবলীর শেষখণ্ডে একটি পরিচ্ছেদ লিখে দেওয়ার জন্য মে মরিস অনুরোধ করলেন। সেই অনুরোধ শ রক্ষা করেন এবং এই সূত্রে উভয়ের পুরাতন প্রেমের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেন। শ'র প্রবন্ধ পড়ে মে মরিস বলেছেন—"Really, 'Shaw !" বন্ধুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই অংশ কিন্তু তিনি বর্জন করেননি, কারণ পরে একদিন কেউ হয়ত এ বিষয়ে লিখতে পারে, সেই লেখা বার্নাড শ'র স্বহস্তে লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই বিচিত্র প্রবন্ধে বার্নাড শ লিখেছেন :

"এক রবিবার সন্ধ্যায় বক্তৃতা এবং ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পর হ্যামারস্মিথ ভবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বিদায়-সম্ভাষণ জানানোর উদ্দেশ্যে পিছনে তাকালাম, ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে হল-এ এসে দাঁড়ালো মে মরিস। আমি ওর দিকে তাকালাম, তার সুন্দর পোশাক এবং মনোরম আকৃতির দিকে চেয়ে রইলাম ; মে আমার দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে রইল, বেশ সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার সে নীরব দৃষ্টিতে যেন সম্মতির ইঙ্গিত।

তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল স্বর্গলোকে এক অতীন্দ্রিয় বাগদান (mystic betrothal) লিপিবদ্ধ হল, জড় বাধা-বিঘ্ন দূর হওয়ার পর এই মিলন সার্থক হবে। অসাফল্য, দারিদ্র্য এবং দুর্দশার সংকট থেকে আমার নিষ্কৃতির শুভলগ্ন সমাগত।

আমার প্রতিভা সম্পর্কে আমার অবচেতন মনে এতটুকু সংশয় ছিল না। কিঞ্চিৎ অযৌক্তিকভাবেই আমার মনে হল যে তার স্বীয় মূল্য সম্পর্কে সচেতন।"...

এই সেই দিব্যলোকবাসিনী সুন্দরী, মে মরিস। উইলিয়াম মরিসের শিল্পীবন্ধু বার্ন জোন্স-এর পৃথিবীখ্যাত চিত্র 'স্বর্ণ সোপান'-এর কেন্দ্রীয় মূর্তি এই মে মরিস। শ বলেছেন "then in the flower of her youth, you can see her in Burne-Jones's picture coming down *The Golden Stairs*, the central figure"। প্রথম দর্শনেই প্রেম, এ আর বিচিত্র কি? দিব্য-বাগ্‌দান সম্পর্কে সচেতন হলেও শ'র কিন্তু মনে হল—"এই দিব্য-বাগ্‌দানের পবিত্রতা অপর রমণীদের সঙ্গে আমার সাধারণ সংযোগে ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। আমার সন্দেহ রইলো না যে স্বর্লোকে আমাদের বাগ্‌দানের কথা লিখিতে হ'য়ে গেল।"

নিছক শ-জাতীয় উক্তি, এই ধরনের উক্তির জন্য শ'র অত্যন্ত অনুরাগী ভক্তরাও মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন। কেবল নিজের কথা চিন্তা করতেই তাঁর আগ্রহ। অপর কারও মনোভাব বোঝার চেষ্টা তিনি করতেন না।

মে মরিসের প্রতি নিজের প্রেমের কথা সম্বন্ধে তিনি সচেতন, কিন্তু মে মরিসের প্রেমের পরিমাপ তিনি করেননি। একজন পরিপূর্ণ মানুষ এই ধরনের একটি ঘটনার মুখোমুখি হলে কি করত? হিসাব-নিকাশ না করেই অনন্তের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রেমের গভীরতা প্রদর্শনে আকুল হয়ে প্রিয়তমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতো। এই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষটির নাম জর্জ বার্নাড শ, তাই তিনি নিজের দারিদ্র্যের কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করলেন, যেন এই সাময়িক অভাবটাই সবচেয়ে বড়ো কথা, মে মরিসের যে অর্থসামর্থ্য ছিল তাতে উভয়েরই ভালোভাবে কেটে যেতে পারতো। তা ছাড়া সংবাদিক-সমালোচক হিসাবে শ'র বাৎসরিক আয় তখন প্রায় চারশো পাউণ্ড। শ কিন্তু এ কথা জানতেন, মরিসের পরিবারে প্রতিপালিত প্রাণীর পক্ষে চারশো পাউণ্ড অতি তুচ্ছ।

সুতরাং শ দিব্য-বাগদানের পবিত্রতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন, এদিকে একদা মে মরিস এক অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এনগেজ্‌মেণ্ট ঘোষণা করলেন। লোকটা এপাশে ওপাশে ঘুরে বেড়াত—যদি কেউ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এই তার মনোগত অভিপ্রায়। অতি-সাধারণ এই কমরেডের নাম এইচ. হ্যালিডে স্পারলিং। শ বলেছেন—"Suddenly, to my utter stupefaction, and, I suspect, that

of Morris also the beautiful daughter married one of the Comrades."

এতদিনে শ বুঝলেন—"এই তো স্বাভাবিক পরিণতি, দিব্য-বাগ্‌দানকে কায়েমী স্বত্ব মনে করা ভুল হয়েছে। কিন্তু রোমান্সের ইতিহাসে এ এক নিদারুণ বিশ্বাস-ভঙ্গের ব্যাপার বলে মনে করি। আমার চাইতেও কমরেড অনেক অযোগ্য, আর্থিক সঙ্গতি তার ভালো ছিল না, আর (যদিচ তখন জানা সম্ভব ছিল না) ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা তার পক্ষে অতি ক্ষীণ।"

মিস মরিস হয়ত শ'র উদাসীনতায় বিরক্ত হয়েছিলেন, আর তা ছাড়া দেখা যায় সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়েরা অনেক সময় প্রেমিকের কাছ থেকে সরে এসে এই ধরনের অযোগ্য ছন্নছাড়া মানুষের প্রতিই ঝুঁকে পড়ে।

সেণ্ট জন আর্ভিনের মতে এই রোমান্সের উপসংহার প্রায় কমিক্। নিজের নির্বুদ্ধিতার জবাবদিহি করতে গিয়ে শ বলেছেন, এই সময় তাঁর অতিশয় স্নায়বিক ক্লেশ ঘটেছিল, অতিরিক্ত খাটুনি এবং অনিয়মিত অভ্যাসাদি তার হেতু। বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যথারীতি বায়ু-পরিবর্তনের ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত ছিল।

শ বলেছেন—"এই নবদম্পতি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর জন্য, আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, এবং পরমানন্দে কিছুকাল ওদের বাড়িতে বিশ্রামসুখ উপভোগ করলাম, এ বাড়িতে 'মরিসীয় মাধুরী' মেশানো ছিল। মে তার পিতার সৌন্দর্যবোধ এবং সাহিত্যিক গুণাবলী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। ওদের সেই নূতন সংসারে চমৎকার কাটতে লাগলো। আমাকে অতিথি হিসাবে পেয়ে মে খুশী, আর স্পারলিং খুশী হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি তার স্ত্রীকে মনোরম মেজাজে রেখেছিলাম, কোনো স্বামীই স্ত্রীকে অমন আনন্দে রাখতে পারতো না। ত্রয়ীর মধ্যে আমিই হয়তো আনন্দময় পক্ষ।"

এইভাব কিন্তু বেশীদিন রইল না, শ যে সময়টিকে মনে করেছেন বন্দরের বন্ধনের কাল শেষ হল ঠিক সেই সময়েই এই আইনসঙ্গত বিবাহে বিচ্ছেদ ঘটলো। শ দেখলেন মহা বিপদ, ওদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, এই মুহূর্তে: "I had to consumate it or vanish."

অর্থাৎ শ'র পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই ঘটলো, তিনি এই সংকটময় মুহূর্তে অদৃশ্য হলেন।

মে মরিসকে আর একবার বঞ্চিত করলেন বার্নাড শ। তিনি বলেছেন—"মের স্বামী আমার বন্ধুজন, আমার প্রতি তার ব্যবহার অতি মনোহর। তার আতিথ্য স্বীকার করে তারই স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়া আমার সম্মানে বাধে, এ কর্ম সামাজিক দিক থেকে অমার্জনীয়। যদিচ যৌন এবং ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে আমি স্বাধীন মতবাদ পোষণ করতাম, কিন্তু সাহিত্যিক ও সামাজিক মহলে এই সম্পর্কে যে বাউণ্ডুলে নৈরাজ্যনীতি প্রচলিত আমি তার সমর্থক নই। আমি জানতাম একটি কলঙ্ক রটিত হলে আমাদের উভয়েরই ক্ষতি হবে। যতই যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করলাম ততই ঘটনাটির অন্ধকার দিকটি আমার মনে এল, সুতরাং এই বিষয়ে আর কোনোরূপ বিতর্ক মনে আনলাম না। আমি অদৃশ্য হলাম।"

প্রহসন জমলো যখন স্পারলিংও অদৃশ্য হল। কন্টিনেন্টে চলে গিয়ে ডিভোর্সের সুযোগ দিল মে-কে। আরেক জনকে বিয়ে করল, হয়ত সেই তার যোগ্য সহচরী। আর, মে মরিস নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলো। মের দেহে স্বর্গীয় লাবণ্য অটুট রইল।

সূচীকর্মের একটি শিক্ষণালয় পরিচালনা করে মে মরিসের দিন কাটে। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস—ফ্লোরেন্স ফার এই সূচীশিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্যতমা ছাত্রী ছিলেন।

পরবর্তীকালে স্পারলিং অবশ্য বার্নাড শ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর জন্যই ওঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি।

শ লিখেছেন :

"চল্লিশ বছর পর একদিন গ্লস্টার অঞ্চলে মোটরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কেমস্‌কট ম্যানর হাউসের কাছে পৌছালাম। উইলিয়াম আর জেন মরিসের সমাধি আমি আগে দেখিনি। এই বাগানবাড়ির প্রাচীন দরজার দিকে অগ্রসর হতে এক তরুণীকে দেখে আতঙ্কিত হলাম। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারিণী

তিনি, আমার দিকে কঠোর ভঙ্গিতে তাকিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সবিনয়ে জবাব দিলাম।

সেই দিব্য-বাগদান আজও যেন অম্লান, তরুণীটি দরজা উন্মুক্ত করে দিল, যেন এ বাড়ির অধিকারী আমি, তারপর সে দশমিনিট কাল অদৃশ্য হয়ে রইল।

ক্ষণপরে এই বাড়ির সেদিনের সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আবার আমার দেখা হল, এখন আমরা উভয়েই প্রাচীন, উত্তাপহীন জীবন। মনে হল যেন আমাদের জীবনে কখনো কিছুই ঘটেনি।"

এই নাটকের এইখানেই যবনিকা।

বার্নার্ড শ'র জীবনের স্বর্ণ-সোপান এইভাবেই দিবাস্বপ্নের মতো ছায়ায় লীন হয়ে গেছে।

॥ তেরো ॥

প্রথম নাটক

প্রসঙ্গতঃ আগে বলা হয়েছে কি ভাবে উইলিয়াম আর্চারের সঙ্গে বার্নাড শ'র প্রথম দেখা হয়। এই সুদর্শন স্কচ যুবক ব্রিটিশ ম্যুজিয়মে *Tristan Und Isolde*-এর স্বরলিপি এবং *Das Kapital*-এর ফরাসী অনুবাদ বার্নাড শ'কে একই সঙ্গে পড়তে দেখে চমকিত হয়েছিলেন। চরিত্রে এবং স্বভাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক, দুজনে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ, তবু উভয়ের বন্ধুত্ব অভেদ্য, গভীর এবং নিবিড়। আর্চার মাঝে মাঝে বিহ্বল হয়ে পড়তেন এই বিচিত্র বন্ধুর ব্যবহারে, শ'র অনেক কিছু সমর্থনযোগ্য নয়, এমন কি তাঁর ধারণানুসারে বার্নাড শ'কে নাট্যকার হিসাবেও গ্রহণ করেননি—তবু বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

চরিত্রে এবং মানসিকতায়-উভয়ের অনেক পার্থক্য। বার্নাড শ' নীতিবাগীশ পিউরিটান, আর্চার লঘুচিত্ত—অথচ উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ব্লাঙ্কি সারটোরিয়াস চরিত্রটি *Widower's Hoases* নাটকে দেখে আর্চার বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন একটি উগ্র নারীচরিত্র হতে পারে তিনি বিশ্বাস করেননি। উভয়ের মধ্যে ঠিক যে-সময় বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে সেই সময়েই বার্নাড শ'র সঙ্গে জেনী প্যাটারসনের প্রেমলীলা চলছে। আর্চার বুঝতেও পারেননি যে এই নিরীহ, শান্ত, নার্ভাস-প্রকৃতির মানুষটির ওপর দিয়ে এমন ঝড় বয়ে চলেছে। এই ছিন্নমলিন বেশ এবং রাঙা দাড়িওলা ব্যক্তিটির জীবনে যে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তা অবিশ্বাস্য।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৬, তারিখে পার্থ শহরে উইলিয়াম আর্চারের জন্ম। বয়সে তিনি বার্নাড শ'র চাইতে দু'মাসের ছোট। অত্যন্ত মনোহর চরিত্র এই স্কচ মানুষটির। অনেকের ধারণা তাঁর রসবোধ কম ছিল, কিংবা ইবসেন-এর নীচে তিনি নামতে চাইতেন না। সে ধারণা কিন্তু ভুল।

জর্জ বার্নাড শ'র জীবনে তিনটি ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সিডনি ওয়েব, গীলবার্ট কীথ চেস্টারটন এবং উইলিয়াম আর্চার—একমাত্র পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া এঁদের কারও মধ্যে সমান যোগসূত্র ছিল না। উইলিয়াম আর্চারকে শ ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশী।

ব্রিটিশ ম্যুজিয়মের সাক্ষাৎকারের ফলে তখনই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। আর্চার বলেছেন--"কি ভাবে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল ভুলে গেছি, তবে জর্জ বার্নাড শ যে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেটুকু বোঝার জন্য তাঁকে দুবার দেখার প্রয়োজন হয় না....যাই হোক, আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলাম।"

সেই সময় আর্চার রঙ্গমঞ্চ-সম্পর্কিত আলোচনার লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করছেন, *English Dramatists of To-day* নামক গ্রন্থ রচনার পর তিনি নাট্য-সমালোচকের কাজটি প্রথম পেয়েছিলেন। *The World* পত্রিকার সম্পাদক এডমণ্ড ইয়েট্স-কে তিনি ইবসেন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ দেন, ইয়েট্স সেই প্রবন্ধটি ফেরত দিলেন, কিন্তু সপ্তাহে তিন গিনি মাহিনা হিসাবে নাট্য-সমালোচকের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন—"My dear Sir, Ibsen won't do, but—if I am addressing the author of *English Dramatists of To day*—You will."

আর্চার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

The World পত্রিকায় নাট্য সমালোচনা করা ছাড়াও *The Pall Mall Gazette*-এ তিনি গ্রন্থ-সমালোচনা করতেন, এবং অন্যান্য বহু পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। কোনো সম্পাদক কিন্তু তাঁকে কোনো বিষয় লিখতে বা ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি সবিনয়ে তাঁর অযোগ্যতা প্রকাশ করতেন, সেই বিষয়ে স্বীয় অজ্ঞতার কথা বলতেন, কিংবা বলতেন হাতে এমন অনেক কাজ রয়েছে যে এই কর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তবে—

এই 'তবে'টাই মারাত্মক।

"আমার এক বন্ধু আছে, লাল চুল, লাল দাড়ি, অদ্ভুত আইরিশ-ম্যান, আপনি কিন্তু যেমনটি চান তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ভারী চতুর, প্রচুর রস এবং

বিচিত্র আইডিয়ায় তার রচনাভঙ্গি অতি মূল্যবান। যে বিষয়ে তার যত কম জ্ঞান, সেই বিষয়টাই সব চাইতে ভালো লেখে।"

এই ভাবে *The Pall Mall Gazette*-এর সম্পাদককে বাধ্য করেছিলেন শ'কে পুস্তক-সমালোচনার কাজ দিতে। অল্পদিনের মধ্যে ইয়েটসকেও এই-ভাবে বাধ্য করলেন। ইয়েট্সের একজন আর্ট-ক্রিটিকের প্রয়োজন ছিল, আর্চার বললেন, আমি ছবির কিছুই জানি না, কি লিখব?

সম্পাদক কিন্তু বললেন—না-জানাটাই তো সমালোচকের সবচেয়ে বড় গুণ।

কথাটা শুনে আহত ও বিস্মিত আর্চার যখন শ'কে ইয়েট্সের উক্তি বললেন তখন বার্নাড শ সেই কথা সমর্থন করে বললেন—ঠিক তো! না-জানাটাই তো বড় গুণ। ছবি দেখলেই কী লিখতে হবে বুঝতে পারবে।

স্থতরাং উভয়ে চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে লাগলেন এবং সমালোচনা যুক্তভাবে লিখিত হতে লাগল। আর্চার এই রচনার সম্মানমূল্য অর্ধেক বার্নাড শ'কে পাঠিয়ে দিলেন, শ ফেরত দিলেন।

শ'র ডায়েরিতে লেখা আছে—"*The World*-এর সমালোচনার দরুন আর্চার আজ এক পাউণ্ড ছ'শিলিং আট পেন্সের এক চেক পাঠিয়েছিল, ফেরত দিলাম।"

আর্চার আবার পাঠালেন চেক—

এইবার বার্নাড শ আর্চারকে লিখলেন—"I re-return the cheque, if you re-re-return it, I will re-re-re-return it again.

আর্চারও কম নয়, সোজা ইয়েট্সের কাছে গিয়ে বললেন—"আমি যে কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সে কাজ চালানো আর সম্ভব নয়।" এইভাবে ইস্তফা দেওয়ায় ইয়েট্স শ'কে ডেকে পাঠালেন। প্রতি লাইন পাঁচ পেন্স হিসাবে বার্নাড শ *The World*-পত্রিকার আর্ট-ক্রিটিক বা কলা-সমালোচক নিযুক্ত হলেন। আর্চার হয়ত ভেবেছিলেন ছবি সম্বন্ধে শ'র জ্ঞানও তাঁরই মতো—শ কিন্তু ডাবলিনের ন্যাশানাল গ্যালারিতে বৃথাই সময় কাটাননি, তৎকালে লণ্ডনে বার্নাড শ'র মতো শিল্প-সম্পর্কে জ্ঞান অতি অল্প লোকেরই ছিল।

আর্চার এর চেয়ে বড় কাজ করলেন, বার্নাড শ'কে নাট্যরচনায় তিনিই

উৎসাহিত করলেন। আর্চার বললেন—আমি প্লট দিতে পারি প্রচুর, কিন্তু সংলাপ-রচনায় আমি একেবারে আনাড়ী।

শ বললেন—আমিও দিস্তে দিস্তে সংলাপ লিখে দিতে পারি, কিন্তু প্লট-রচনা আমার সাধ্যাতীত।

সুতরাং স্থির হল আর্চার যোগাবেন প্লট আর বার্নাড শ তাকে রূপায়িত করবেন—সংলাপ দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন।

আর্চার-প্রদত্ত প্লট তৎকালীন রীতি-মাফিক ছকবাঁধা। আর্চার ফরাসী রীতি-মাফিক একটি নাটকের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা স্থির করলেন। শ সেটি নিয়ে দুটি অঙ্ক রচনা করলেন, কিন্তু সেই নাটক বাঁধাধরা রীতি-বিরোধী এবং আর্চারের কল্পনাতীত। আর্চার নাটক পাঠ করে আশাহত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন। আর বার্নাড শ রচিত সেই দুটি অঙ্ক ছ'-সাত বছর চাপা পড়ে পড়ে রইল।

সেই সময় হেনরি আর্থার জোন্‌সের নাট্যকার হিসাবে খুব নাম। তাঁকে এই দুটি অঙ্ক পড়ে শোনালেন বার্নাড শ।

জোন্‌স মন্তব্য করলেন—"কই হে, খুন-জখম কই?"

ইঙ্গ-ওলন্দাজ ইবসেন-রসিক যেকব টমাস গ্রেইন ছিলেন চা-বেপারী। তা ছাড়া কঙ্গো এবং লাইবেরিয়ার কন্‌সালও ছিলেন। ভদ্রলোকের কিন্তু ব্যবসা বা কূটনীতির চাইতে নাট্য-আন্দোলনে আগ্রহ অনেক বেশী। প্যারিতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আঁতোয়ান থিয়েটর লিবরে প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ধরনের একটি নাট্যশালা খোলার জন্য গ্রেইন আগ্রহান্বিত হলেন। গ্রেইন আজীবন লাভ-ক্ষতির দিকে লক্ষ্য না রেখে এই ধরনের নাট্যশালার উন্নতির জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করলেন তার নাম—The Independent Theatre। টটেনহাম কোর্টে একটি সাধারণ হল ভাড়া নিয়ে তিনি *Genganere*-এর ইংরাজী অনুবাদ *Ghosts* অভিনয় করবেন বলে বিজ্ঞাপন দিলেন। এমনই টিকিটের চাহিদা হল যে, টটেনহাম কোর্ট ছেড়ে গ্রেইন সোহো অঞ্চলে 'রয়্যালটি থিয়েটার' ভাড়া করলেন।

ভদ্রলোক দুঃসাহসী এবং নির্ভীক মানুষ। *Ghosts* অভিনয় ব্যাপারে যে

তাঁকে কি পরিমাণ অপমান এবং অত্যাচার সহ্য করতে হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ শুক্রবার তাঁর নাটকের অভিনয়-রজনী। নাটক দেখে কিন্তু সমগ্র সংবাদপত্র তাঁকে প্রচুর গালিবর্ষণ করল। ক্লিমেণ্ট স্কট লিখলেন—"ইবসেনের এই জঘন্য নাটক *Ghosts* একটি উন্মুক্ত নর্দমা, আবরণহীন বিশ্রী ক্ষত, প্রকাশ্য স্থানে কুৎসিত কর্মের মতো বীভৎস।" তিনি আরো লিখলেন, "পুলিশ কি করছে, তারা কি ঘুমিয়েছে?"

ক্লিমেণ্ট স্কট জাতীয় প্রাণীদের অর্বাচীনের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির প্রতিরোধে আর্চার, ওয়েকলি এবং বার্নাড শ সচেষ্ট হলেন। ওয়েকলি *The Star* পত্রিকায় অত্যন্ত সাহসিকতা সহকারে লিখলেন—"গতকাল একটি থিয়েটার দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, ব্যাপারটি কিন্তু এত সাধারণ নয়, যা দেখেছি তাতে মনে হয় ইংরাজী রঙ্গমঞ্চে একটি নূতন যুগ সূচিত হল।" ওয়েকলির এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

Ghosts মঞ্চস্থ হওয়ার পর ইংরাজী থিয়েটারের অনেক পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটল। ব্রিটিশ সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য হে-মার্কেট থিয়েটারে *Ghosts* অভিনীত হয়েছিল।

Gnosts সংক্রান্ত হৈ-হল্লার অবসান ঘটবার পর গ্রেইন ঘোষণা করলেন—ইংলণ্ডে শত শত মহৎ নাটক লিখিত হয়ে পড়ে আছে, ব্যবসাদার রঙ্গমঞ্চ-মালিকরা সেগুলি মঞ্চস্থ করতে সাহসী নয়।

একদিন মধ্যরাত্রে হ্যামারস্মিথ রোড থেকে হাঁটতে সুরু করলেন বার্নাড শ আর গ্রেইন। প্রায় ভোর পর্যন্ত সেইভাবে পথ চলতে চলতে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হল।

গ্রেইন অনুযোগ করলেন—"আমার আবেদনের জবাবে একখানিও নাটক তো আমাকে কেউ পাঠাল না।"

সেই রাত্রিশেষে বার্নাড শ সহসা বলে বসলেন—"আপনি ঘোষণা করে দিন আপনার পরবর্তী নাটকের নাট্যকার **জ র্জ বা র্না ড শ**।"

অত্যন্ত খুশি হলেন গ্রেইন; বললেন—"বেশ, এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম।"

আর্চারের সহযোগিতায় যে-অসম্পূর্ণ নাটকের দুটি অঙ্ক লেখা হয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে আর একটি অঙ্ক জুড়ে দিলেন বার্নাড শ, নামকরণ করলেন—*The Widower's Houses*; তারপর পাণ্ডুলিপি গ্রেইনকে পাঠিয়ে দিলেন।

৮'/১৮৯২, ৯ই ডিসেম্বর রয়্যালটি থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হল। ব্লাঞ্চি সারটোরিয়াসের ভূমিকায় ফ্লোরেন্স ফার অভিনয় করলেন। জেনী প্যাটারসন এই অভিনয়-রজনীর অন্যতম দর্শক ছিলেন, সুতরাং ফ্লোরেন্স মনের সুখে তাঁর অনুকৃতি করে অভিনয় করেছেন।

লিক্‌চিসের ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্য নট অনুসন্ধানে স্বয়ং গ্রেইন, প্রযোজক হারবার্ট স্ব লান্‌জ এবং বার্নাড শ গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন—বেডফোর্ড হোটেলে রিহার্সেল চলছে—এমন সময় বিশ্রী মুখ, লাল চুল, বামনাকৃতি জনৈক যুবক ভুল করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ভুল করে এলেও, ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দেখলেন এই তো লিক্‌চিস সশরীরে উপস্থিত! সঙ্গে সঙ্গে তাকে লিক্‌চিসের পার্ট পড়তে বলা হল, লোকটি এমন সুন্দর আবৃত্তি করল যে তৎক্ষণাৎ তাকেই সেই ভূমিকায় বাহাল করা হল। এই লোকটির নাম জেম্‌স ওয়েল্‌চ, তখন অখ্যাত হলেও, পরবর্তী কালে হাস্যরসিক অভিনেতা হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এই নাটকটি মাত্র দু'রাত্রি অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু সংবাদপত্রের নজর এড়িয়ে যায়নি, কেউ কেউ দীর্ঘ সমালোচনা এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এক সপ্তাহ ধরে এই বিতর্ক চালু ছিল। তবে এই আলোচনা *Ghosts* সংক্রান্ত আলোচনার মতো গালিগালাজপূর্ণ নয়। অনেক সমালোচক মন্তব্য করলেন, এই নাটক ইবসেনের পদাঙ্কানুসরণে রচিত। কিন্তু এই নাটকের প্রথম দুটি অঙ্ক যখন রচিত হয় তখন বার্নাড শ ইবসেনের নামও জানতেন না।

তখনকার কালে মঞ্চে বস্তি-জীবনের কথা উল্লেখ করা অতি কদর্য রুচির পরিচায়ক ছিল। এই অভিনয়কালে গ্যালারিতে উপবিষ্ট সোশ্যালিস্টরা প্রচুর

হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন, মূল্যবান আসনের রক্ষণশীল দর্শকরা কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন।

এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অত্যন্ত দ্রুত লিখিত, তা ছাড়া প্রথম দুটি অঙ্কের সাত বছর পরে রচিত হওয়ায় সুরসঙ্গতি-হীন। উনত্রিশ বছরের মন আর ছত্রিশের মনে অনেক প্রভেদ। নাটকটি তাই অসংলগ্ন। এই নাটক পড়লে বোঝা যাবে কেন আর্চার নাট্যকার হিসাবে বার্নাড শ'কে সমর্থন করতে পারেননি।

মতান্তর হলেও, কিন্তু মনান্তর ঘটেনি দুই বন্ধুর মধ্যে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম আর্চারের চেষ্টায় বার্নাড শ ১১৭ পাউণ্ড রোজগার করেছিলেন। নাটক-রচনায় মন দিয়েছিলেন শুধু এই আর্চারের প্রেরণায়।

নাটক-রচনায় সহযোগিতা করতে গিয়ে উভয়ের যখন মতবিরোধ ঘটল, আর্চার সরে গেলেন সেদিন বার্নাড শ মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলেন। উপন্যাস রচনার বিফলতার জ্বালা তখনও কমেনি, নাটক-রচনাও অসফল, তাহলে কি কোনোদিন তিনি কোনো কিছু করতে পারবেন না?

জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে আর্চার এসেছিলেন দেবদূত রূপে—ঘরে উৎসাহ নেই, বাইরে অসাফল্য—বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে জড়িত এক যুবকের কাছে সামান্য উৎসাহ, সামান্যতম প্রশংসার মূল্য সেদিন অনেক। তাই সেদিন নাটকের দুটি অঙ্ক একপাশে সরিয়ে রেখে বার্নাড শ সাংবাদিকতার কর্মে মন দিয়েছিলেন।

চেস্টারসন বলেছেন—"The fame of having first offerred shaw to the public upon a platform worthy of him belongs, like many other public services to Mr. William Archer."

॥ চৌদ্দ ॥

সাংবাদিক এবং সমালোচক

অধ্যাপক হেনরী সিজউইক-এর দর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বার্নাড শ'কে সমালোচনার্থে সম্পাদক দিয়েছিলেন। একবছর শেষ হয়ে গেল, তবু সমালোচনা প্রকাশিত হয় না, প্রকাশকরা সম্পাদকের কাছে নালিশ জানালেন। পল-মল গেজেটের সম্পাদক বিরক্ত হয়ে বার্নাড শ'কে বই পাঠানো বন্ধ করলেন।

এই বিলম্বের হেতু কিন্তু অপূর্ব। শ বইটি নিয়ে দেখলেন, যোগ্য সমালোচনা করার মতো পাণ্ডিত্য তাঁর নেই, তাই একবছর ধরে তিনি সেই সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ পাঠ করলেন। সান্ধ্য পত্রিকায় ছোট্ট একটি সমালোচনা লেখার জন্য এতখানি সততা এবং নিষ্ঠা যেন অবিশ্বাসযোগ্য। সাংবাদিক মহলে বার্নাড শ জাতীয় মানুষ তাই অচল।

বার্নাড শ'র সাপ্তাহিক আয় তখন মাত্র দু-পাউণ্ড। সুতরাং এই কাজটুকু চলে যাওয়ায় তাঁর অসুবিধা হল অনেক, তখনও ফেবিয়ান সোসাইটির অনেক অবৈতনিক কর্ম করতে হয়।

এই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দেই শ'র পিতৃবিয়োগ হল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, তখন একত্রিশ বছর বয়স বার্নাড শ'র—ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হচ্ছে, অনুরাগীর সংখ্যা বাড়ছে। এক শিলিং মূল্যে *Cashel Byron's Profession* পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

রবার্ট লুই স্টিভেনসনকে উইলিয়াম আর্চার সামোয়ায় যখন অভিমতের জন্য এই গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি লিখেছিলেন—"I say, Archer,—my God, what women!" কিন্তু স্টিভেনসনের প্রশংসা পেলেও বইটি বিক্রি হয়নি।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্রকাশক *An Unsocial Socialist* উপন্যাসটি প্রকাশ করলেন, এই উপন্যাসের জন্য প্রকাশক কিন্তু লাভবান হলেন না। ১৮৮৭-র ডিসেম্বর মাসে এই প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান থেকেই জনৈক কর্মী বার্নাড

শ'কে চিঠি লিখে জানালেন—"আমাদের প্রকাশিত উপন্যাসটি চমকপ্রদ, কিন্তু আমার মতে আপনি যদি নাটক লেখেন সেই আপনার কলমের উপযুক্ত কর্ম হবে।"

বার্নাড শ'র কাছে তখন এই উৎসাহ-বাক্যের প্রয়োজন ছিল, তা ছাড়া এই ভদ্রলোক নাটক-রচনার যে প্রস্তাবটি জানিয়েছিলেন, সেই প্রস্তাব বার্নাড শ'র জীবনে নিঃসন্দেহে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

১৮৮৮-র গোড়ার দিকে বার্নাড শ আবার একটি নিয়মিত কাজ পেলেন। আইরিশ সাংবাদিক এবং পার্লামেন্টের সদস্য টি. পি. ও'কনর একটি সান্ধ্য দৈনিকপত্র প্রকাশের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করে *The Star* প্রকাশ করলেন। পত্রিকার মতবাদ উদারনীতিক, তা ছাড়া আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনও তার অন্যতম দাবি। এই হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসনের দাবিটুকু ছাড়া টি. পি.-র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ প্রাচীন। তাঁর সহযোগী সম্পাদক এইচ. ডব্লু. ম্যাসিংহাম ছিলেন বয়সে তরুণ, কর্মে সুনিপুণ এবং মতবাদে ফেবিয়ান। অনেক পরে তিনি ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাপ্তাহিকপত্র *The Nation* পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। ম্যাসিংহাম একদিন ও'কনরকে বললেন—অবিলম্বে জর্জ বার্নাড শ'কে সম্পাদকীয় বিভাগে নেওয়া হোক।

ও'কনর কখনও বার্নাড শ'র নামও শোনেনি; প্রশ্ন করলেন—সে আবার কে?

ম্যাসিংহাম বার্নাড শ সম্পর্কে টি. পি.-কে অবহিত করলেন। *The Star* পত্রিকার দ্বিতীয় দিন থেকে সাপ্তাহিক দু-পাউণ্ড দশ শিলিং বেতনে জর্জ বার্নাড শ যোগদান করলেন।

The Star পত্রিকায় তখন ম্যাসিংহাম, বার্নাড শ, ওয়েকলি এবং যোশেফ পেনেল—তখনকার কালে কোনো সংবাদপত্রের এতগুলি সুদক্ষ লেখকের সম্মিলন সম্ভব হয়নি। ওয়েকলি ছিলেন নাট্য-সমালোচক আর যোশেফ পেনেল কলা-সমালোচক।

গোল বাধলো কিন্তু বার্নাড শ'কে নিয়ে। তিনি এই উদারনীতিক সংবাদপত্রে এমন সুরে সম্পাদকীয় লিখলেন যা ফেবিয়ান সংবাদপত্রের উপযোগী। সাম্যবাদী প্রচারে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্য পরিপূর্ণ। উদারনীতিক নেতা জন মরলি সংবাদপত্র পাঠ করে তো হতবাক্। তাঁর আশা ছিল যে,

তিনি দেখবেন তাঁদের প্রশংসায় পত্রিকাটি মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে লিখিত হয়েছে যে তাঁরাই দেশের সর্বনাশের অন্যতম কারণ! টি. পি.-কে ধরে তিনি বললেন—"এসব কী কাণ্ড!"

জন মরলির কথায় টি. পি. ওঠেন-বসেন। তিনি দেখলেন এই জাতীয় সম্পাদকীয় আগামী পঞ্চাশ বছরেও ছাপা যায় না।

ম্যাসিংহাম আর মরলির মাঝে বার্নাড শ। ফলে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই বার্নাড শ পদত্যাগ করলেন। টি. পি.-কে বার্নাড শ এক দীর্ঘ পত্র লিখে বললেন—"অষ্টাদশ শতকের নিদ্রাঘোর কাটিয়ে উঠুন!"

পরদিন সকালে হাতের বাকী কাজকর্ম সেরে নেবার জন্য বার্নাড শ অফিসে এলেন।

টি. পি. অতি ভালোমানুষ। বার্নাড শ ছেড়ে যাবেন এ তাঁর ভালো লাগছে না। বার্নাড শ-ই তাঁকে তাঁর এই দ্বিধা থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন—"আমি বরং প্রতি সপ্তাহে সঙ্গীত সম্পর্কে দু'কলম লিখব—এই অ-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কোনো হাঙ্গাম হবে না।"

টি. পি. তৎক্ষণাৎ বললেন—"চমৎকার! সেই ভালো। আপনার যা খুশি লিখবেন, তবে অসম্ভব কিছু লিখবেন না।"

১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত সপ্তাহে দু-গিনির বিনিময়ে বার্নাড শ বহু বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করলেন *The Star* পত্রিকায়। সেইসব বিষয়াবলীর মধ্যে অবশ্য সঙ্গীত অন্যতম। বার্নাড শ এই সময় *Corno di Bassetto* এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। শিঙা-জাতীয় প্রাচীন ইতালীয় বাদ্যযন্ত্রের নাম *Bassetto*। শবযাত্রার সময় বিষাদের সুর এই যন্ত্রে ধ্বনিত হত। বার্নাড শ এই নামটিই তাঁর উপযুক্ত হিসাবে গ্রহণ করলেন।

বার্নাড শ স্বয়ং লিখেছেন, এই *Corno di Bassetto* নামাঙ্কিত কলমটি সাফল্যলাভ করলো।

The World পত্রিকায় উইলিয়াম আর্চারের সহযোগী ছিলেন লুই এঙ্গেল, সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবে এঁর বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে তাঁকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করতে হয়, আর্চার

তখনই সম্পাদক এডমণ্ড ইয়েট্সকে গিয়ে জানালেন, এক্লেলের যোগ্য উত্তরাধিকারী *Corno di Bassetto*। ফলে বার্নাড শ *The Star* পত্রিকা ত্যাগ করে *The World* পত্রিকায় যোগদান করলেন। প্রতি সপ্তাহে জি. বি, এস. নামে একপৃষ্ঠা করে লিখতেন। ১৮৯৪-এ এডমণ্ড ইয়েট্সের মৃত্যু হয়, বার্নাড শ ততদিন পর্যন্ত এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন।

বার্নাড শ ইয়েট্সকে অতিশয় পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন—"আমার মনে হল, ইয়েট্সের মতো সদ্গুণসম্পন্ন একজন সম্পাদক পেলে তবে আবার লেখা যাবে। ইয়েট্স ছিলেন নির্ভীক, অসাধারণ—কিছুতে ভয় পেতেন না, কতদূর পর্যন্ত যাওয়া চলে তা তিনি বুঝতেন। তার ফলে, সমালোচনা পাঠযোগ্য হত। আমি পদত্যাগ করে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে *The Saturday Review*-র সম্পাদক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের নাট্য-সমালোচক হিসাবে যোগ দিলাম।"

প্রথম প্রকাশের চল্লিশ বছর পরে যখন বার্নাড শ লিখিত এইসব (*The Star* এবং *The World* পত্রিকায় প্রকাশিত) সঙ্গীত-সমালোচনা চারখণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, তখন সঙ্গীতবিদ্ এবং সমালোচকরা সেই গ্রন্থ পাঠ করে বিস্মিত হলেন। শুধু যে রস এবং রঙ্গে সেই রচনাগুলি ভরপুর তা নয়, সঙ্গীত-সম্পর্কে লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের একটু সুদীর্ঘ পরিচয় প্রয়োজন। তিনি বার্নাড শ'র যে জীবনী লিখেছিলেন, স্বয়ং বার্নাড শ'কে তা সম্পাদনা করতে হয়েছে। হ্যারিসের জীবদ্দশায় সে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

হ্যারিসের সব-কিছুই বিচিত্র। তাঁর আকৃতি অদ্ভুত। পেশীবহুল সুদৃঢ় বাহু শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে, কিন্তু দৈর্ঘ্য মাত্র পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। জুতার গোড়ালি খুব উঁচু, আর গলা-বন্ধ কলারের জন্য তাঁকে দীর্ঘ দেখাতো। কালো ঘনচুল কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে, প্রকাণ্ড কাইজারী-গোঁফ আর সুদীর্ঘ কানের জন্য দেখলে মনে হবে জার্মান সম্রাটের আত্মীয়।

জমকালো পোশাক, হাতে আঙটি, গায়ে ফার-কোট, মাথায় হামবুর্গ-টুপী, চোখ-দুটি যেন ইলেকট্রিক বাল্বের মতো জ্বলছে। অপূর্ব সম্মোহনী দৃষ্টি; গলার স্বর গম্ভীর, চড়া পর্দায় বাঁধা।

যে ইংরাজী স্কুলে তাঁকে পাঠানো হয় সেটি মনোমত না হওয়ায়, চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি আমেরিকায় পালিয়ে যান। ন্যু ইয়র্কে তিনি জুতা পালিশ করেছেন। কিছুকাল ব্রু ক লি ন ব্রি জে র ঝাড়ুদারও ছিলেন।

১৮৭৮-এ লণ্ডনে ফিরে এসে একেবারে *Spectator* পত্রিকায় যোগ দিলেন। কয়েকমাস পরেই *The Evening News*-এর সম্পাদক হলেন। রসালো গালগল্প এবং চটুল ব্যানার-হেডলাইন দিয়ে তিনি বেশ জমিয়েছিলেন। পত্রিকার অন্যতম অংশীদারের কিন্তু এইসব ভালো লাগছিল না। একজন টোরী নেতার বিরুদ্ধে জনৈক অভিনেত্রী বিশ্বাসভঙ্গের মামলা এনেছিল। ফ্রাঙ্ক স্বয়ং এই মামলার বিবরণ লিখতেন। এমনসব হেডলাইন দিলেন যে, মালিক তাঁকে সেই দিনই বরখাস্ত করলেন।

অতঃপর ফ্রাঙ্ক *Fortnightly Review* নামক এক অভিজাত পত্রিকার সম্পাদক হলেন। সেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পদচ্যুত করলেন।

প্রথম দিকে দমে গেলেও, ফ্রাঙ্ক আবার উঠে দাঁড়ালেন। সেই বছর (১৮৯৪) সেপ্টেম্বর মাসেই *Saturday Review*-এর মালিকানা স্বত্ব কিনে নিলেন।

শ বলেছেন—"আমি বুঝেছিলাম এই ব্যক্তি আমার যোগ্য সম্পাদক এবং আমিও তার যোগ্য লেখক। ভেবে দেখলাম, একটু মুরুব্বিয়ানা চাল না রাখলে লোকটি আমাকে দাবিয়ে রাখবে, তাই ইয়েট্সকে যেভাবে দেখতাম সেই ভঙ্গিতে কথা বললাম।"

এই সময় শ'র বয়স ঊনচল্লিশ। পাতলা, দীর্ঘ চেহারা; লাল দাড়ি। টুইডের পোশাকে অসতর্কভাবে সজ্জিত। লোকটির মুখ-চোখের আকৃতি দেখে তার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

ফ্রাঙ্ক বললেন—"আমি চাই অন্ততঃ জন-ছয়েক সুদক্ষ লেখক আমার পত্রিকায় নিয়মিত লিখবেন। তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনটি প্রবন্ধ পাব। প্রতিটির মধ্যে মৌলিকত্ব থাকবে।"

শ প্রশ্ন করলেন—"এই ছ'জন প্রতিভাধর ব্যক্তির নাম কি?"

ফ্রাঙ্ক জবাব দিলেন—"এইচ. জি. ওয়েলস—নভেল সমালোচনা করবেন ডি. এস. ম্যাক্‌কল (পরে লণ্ডনের 'টেট-গ্যালারি'র প্রধান হয়েছিলেন), বর্তমানে লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ কলা-সমালোচক, আমার পত্রিকায় যোগ দেবেন। চ্যামার্স মিচেল (পরে 'রয়্যাল জুওলজিক্যাল সোসাইটি'র প্রধান) বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনা লিখবেন। আমার মনে হয়—কানিংহাম গ্রেহাম, আর্থার সিমন্‌স, ওয়ালটার পেটার, ওসকার ওয়াইল্‌ড প্রভৃতি লেখক যাঁরা মাঝে মাঝে আমার পত্রিকায় লিখবেন, তাঁদের সংস্পর্শ আপনার ভালো লাগবে।"

শ বললেন—"বেশ, কিন্তু দুটি শর্তে।"

—"কী সেই শর্ত?"

—"প্রথমতঃ, প্রাচীন রীতিতে সম্পাদকীয় 'আমরা' বর্জন করতে হবে। 'আমরা' স্থলে 'আমি' চালাতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, আমার বেতন হবে সপ্তাহে ছ-পাউণ্ড।"

—"তথাস্তু।" সহাস্যে বললেন ফ্রাঙ্ক।

ফ্রাঙ্ক লিখেছেন—"চমৎকার কাজ করেছিলেন বার্নাড শ। সাংবাদিক হিসাবে বোধকরি এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, এবং বৃত্তি হিসাবে নিয়মিত সাংবাদিক জীবনের এই শেষ।"

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস সেই সময়কার কথা আরো লিখেছেন। সাংবাদিক বার্নাড শ'র পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে হ্যারিসের কথায়:

"শ ছিলেন লেখক হিসাবে চমৎকার। সর্বদা ঠিক সময়ে লেখা দিতেন, নেহাত কোনো কারণ না থাকলে দেরি হত না। সর্বদা বিচারশীল, নিজে প্রুফ সংশোধন করতেন, সর্বদা ভালো কাজই করতেন। আমি বুঝেছিলাম, সমসাময়িক নাটক এমন তীক্ষ্ণভাবে আর কেউ সমালোচনা করেননি। লেসিং-রচিত *Dramaturige*-এর সঙ্গে শ'র প্রবন্ধগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করে দেখেছি, শ জিতেছেন। শ'র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ যেন তাঁর সঙ্গে বসে মুখোমুখি কথা কওয়া, পরবর্তীকালে নাটক-রচনায় এই ভঙ্গি তিনি গ্রহণ করেছিলেন।···মাঝে মাঝে বার্নাড শ'কে অনুরোধ করতাম প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য কমাতে। কয়েকমাস ধরে আমি মনে

মনে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি শ'র মতো লোককে আমার পত্রিকায় পেয়েছি বলে।"

Saturday Review অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একজন লেখক লিখেছিলেন—"প্রতি সপ্তাহে আমরা এই পত্রিকা ভিক্ষা করে, চুরি করে, ধার করেও সংগ্রহ করতাম।"

শ মনে করতেন, সমালোচকের কর্তব্য মানুষের চেতনাকে বিচলিত করা,—তাদের মনে চিন্তা, ভাবনা এবং বেদনা সৃষ্টি করা, এবং তাঁর সব সমালোচনার মূলে একটি বিশিষ্ট ধারণা বা বিশ্বাস ছিল। মধ্যযুগে চার্চের যে ভূমিকা ছিল, সমসাময়িক কালে থিয়েটারেরও সেই ভূমিকা।

Saturday Review-এর সঙ্গে বার্নাড শ'র সংযোগের শেষের দিকে তিনি কয়েকটি নাটকের সাফল্যের ফসল ভোগ করতে শুরু করেছেন,—সীগফ্রীড ট্রেবিট্‌স জার্মান ভাষায় তাঁর নাটক অনুবাদ করে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান থিয়েটারে মঞ্চস্থ করছিলেন; এদিকে রিচার্ড ম্যানস্‌ফীল্ড *The Devil's Disciple* নাটক আমেরিকায় মঞ্চস্থ করে সাফল্যলাভ করেছিলেন। তবে সীগফ্রীড ছিলেন শ'র ভক্ত, ম্যানস্‌ফীল্ড কিন্তু তা নয়।

ম্যানস্‌ফীল্ড বলেছেন—"প্রতি রাত্রে আমি আমার শয্যাপ্রান্তে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাই নাটকের সাফল্যের জন্য, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও বলি, এ-নাটক বার্নাড শ'র লেখা কেন হল?"

ম্যানস্‌ফীল্ড কিন্তু বার্নাড শ'র দ্বারাই ব্রডওয়েতে প্রতিষ্ঠিত হলেন, তবে শ'র আর কোনো নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেননি। শ কিন্তু এক চোখ ম্যানস্‌-ফীল্ডের দিকে আর এক চোখ এলেন টেরীর দিকে রেখে *The Man of Destiny* লিখেছিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বার্নাড শ ফ্রাঙ্ককে বললেন—"সাংবাদিকতা করে আমি আর্থিক দিক থেকে ঠকছি, যে সময় সাংবাদিকতায় ব্যয় করি, সেই সময় কমেডি রচনা করলে তার দশগুণ আয় হয়।"

ফ্রাঙ্ক বললেন—"তাহলে আপনি আমার কাগজে লেখা বন্ধ করুন।

আমিও এই কাগজ বিক্রি করে দেব মনে করছি, যদি আর মাস দুই চালাতে পারেন, অন্ততঃ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তাহলে আমি খুশি হই।"

বার্নাড শ জবাবে বললেন—"আর কিছু বলতে হবে না, আপনার রাজত্বের অবসান না ঘটা পর্যন্ত আমি আছি।"

—"ভালো কথা, কিন্তু আমার জন্য আপনার এই ত্যাগ-স্বীকার কি রকম লাগছে—"

—"ত্যাগ-স্বীকার নয়, এই-ই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। *Saturday Review*-তে আপনি আমাকে নাট্য-সমালোচনা লিখতে বলায় আমার অনেক দিক থেকে সুবিধা হয়েছে, থিয়েটার এবং তার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আমার সাফল্যের সহায়ক আপনার পত্রিকা। আজ এই সাফল্যের মূলে আপনি যা করেছেন, আমি অন্ততঃ তার আংশিক ঋণ পরিশোধ করি।"

—"আপনি যদি এই কথা বলেন, আমার কিছু বলার নেই। নাটকে তাহলে অনেক আয় হচ্ছে ?"

—"হ্যাঁ, ইংলণ্ডে নয়, আমেরিকা প্রচুর টাকা দিচ্ছে। এত টাকা যে, খরচ করতে পারি না। ব্যাঙ্কে একটা হিসাব খুলেছি, আমার ব্যাঙ্কার এখন আমাকে দেখে হাসেন—লেখক শুধু টাকা রোজগার করছে না, আবার জমাচ্ছে, এ যে দারুণ বিস্ময়।"

এইভাবে বার্নাড শ'র জীবনের সাংবাদিক ও সমালোচক পর্ব শেষ হয়ে এল।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস ১৯৩১-এ বার্নাড শ'র জীবনী রচনার কালে মারা যান। সেই গ্রন্থ শেষ করেন বার্নাড শ স্বয়ং। ফ্রাঙ্কের বিধবাকে সাহায্য করার জন্যই তিনি তা করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিস সম্পর্কে শ বলেছেন—"**He is neither first rate, nor second rate, nor tenth rate. He is just his horrible unique self.**"

সাংবাদিক সততায় বার্নাড শ অতুলনীয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ এবং আর্চার *Dorothy* নামক গীতিনাট্য একত্রে দেখেছিলেন। ইংরাজী রঙ্গমঞ্চে এই জাতীয় গীতি-নাট্য কদাচিৎ মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাটকে অভিনয় করে মেরী টেমপেস্ট রাতারাতি তারকা-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ওয়েস্ট-এণ্ডে এই নাটক

সহস্রাধিক রজনীর গৌরব অর্জন করেছে। শ এবং আর্চার ৭৮৮-তম অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত ছিলেন; নাটক তাঁদের তেমন ভালো লাগেনি, তাই দুটি অঙ্ক দেখেই উঠে আসেন।

এই নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বার্নাড শ'র বড় বোন লুসী। তবু শ এই নাটকের বা অভিনেত্রীর প্রশংসা করতে পারেননি; বলেছেন—"artistic gifts wasting in complacent abeyance—"। আর, গায়ক ওয়াইলডারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন লুসীর স্বামী চার্লস বাটারফীল্ড; তাঁর সম্পর্কে শ বলেছেন—"counting the days until death should release him from the part of Wilder…"।

সাংবাদিকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন বার্নাড শ, তাই তিনি *The World* পত্রিকার কলা-সমালোচকের পদ ত্যাগ করেন। পত্রিকার স্বত্বাধিকারিণী তাঁর বান্ধব-বান্ধবীদের আঁকা ছবির অকুণ্ঠিত প্রংশসা করতে নির্দেশ দেন, বিনিময়ে বার্নাড শ ইচ্ছা করলে তাঁর বন্ধুজনের প্রশংসাও *The World* পত্রিকায় করতে পারবেন।

সাংবাদিক স্বাধীনতায় এই জাতীয় হস্তক্ষেপ শ পছন্দ করেননি। বিশেষতঃ তাঁর স্বাক্ষরিত রচনার ভিতর পত্রিকাধিকারিণীর দু-চারটি মন্তব্যের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে নিজেই পদত্যাগ করলেন। যে-মানুষ সহোদরার *Dorothy*-র ভূমিকায় অভিনয় সম্পর্কে এমন সোজা এবং তীক্ষ্ণ মন্তব্য করতে পারেন, তিনি যে পত্রিকাধিকারিণীর কলা-সম্পর্কিত অত্যাচার সহ্য করবেন না, এ আর বিচিত্র কি।

পরে অবশ্য সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবে এই পত্রিকায় ফিরে এসেছিলেন। তাঁর এই সমালোচনাগুলি *The Music in London*—1890-94 এই নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবে বার্নাড শ আপনাকে 'The Perfect Wagnerite' এই বিশেষণে যুক্ত করেছেন। চেস্টারটন বলেছেন—"সঙ্গীতে বার্নাড শ *The Perfect Wagnerite*, চিত্রে *Perfect Whistlerite* এবং নাট্যে *Perfect Ibsenite*"।

সমালোচক এবং সাংবাদিক জীবনের এই অভিজ্ঞতা বার্নাড শ'র জীবনে বিশেষ সহায়তা করেছে, এক হিসাবে তাঁর এইসব ছোটোখাটো কাজ এবং বিবিধ-বিষয়ক রচনা এবং সমালোচনা ভবিষ্যৎ জর্জ বার্নাড শ'র অনুশীলন-ক্ষেত্র।

চেস্টারটন তাই লিখেছেন—"When Mr. William Archer got him established as a dramatic critic of *The Saturday Review*, he became for the first time 'a star of the stage'; a shooting star and sometimes a destroying comet."

সামান্য ক'টি কথায় বার্নাড শ'র সাহিত্য-জীবন ও মানসিকতা সম্পর্কে সুগভীর ইঙ্গিত করেছেন তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধু চেস্টারটন।

॥ পনেরো ॥

পাদপ্রদীপ

জ্যানেট আচার্চ আর তাঁর স্বামী চার্লস চ্যারিংটনের নাম এ-যুগের মানুষ স্মরণে রাখবে না, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বার্নাড শ'র নাটক মঞ্চস্থ করতে যাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, শ'র জীবনেতিহাসে তাঁদের স্থান সম্মানের স্বর্ণ-সিংহাসনে। স্বয়ং শ এইকালের নাটকীয় এবং সামাজিক ইতিহাস অনেক বলেছেন, কিন্তু ইব্‌সেনাইট নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস আজও অলিখিত।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে *A Doll's House* সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হ'লেও, ইব্‌সেনের *Ghosts*-এর অদৃষ্টে যে সমাদর ঘটেছিল তা গ্লানিকর। *Widowers' Houses* নাটকের অদৃষ্টে নিন্দা এবং প্রশংসা দুই মিলেছিল। প্রায় পক্ষাধিককাল ধরে সংবাদপত্রে আন্দোলন চলে। *Mrs. Warren's Profession* নিষিদ্ধ হল, কিন্তু যে-সব প্রগতিশীল নাট্যরসিক এইসব নাটক মঞ্চস্থ করার দুঃসাহস সার্থক করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের ভূমিকাও অকিঞ্চিৎকর নয়। নাট্যকারদের চাইতেও তাঁদের অবস্থা কাহিল—কারণ নাট্যাভিনয় তাঁদের পেশা, প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্যসংহারে তাঁরা কালাপাহাড়।

Plays Unpleasant-এর ভূমিকায় শ লিখেছেন—"১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ জ্যানেট আচার্চ এবং মিঃ চ্যারিংটনের প্রযোজনায় *A Doll's House* মঞ্চস্থ হওয়ায় প্রচলিত রঙ্গমঞ্চে প্রথম সার্থক আঘাত হানা হ'ল। এই যুগান্তকারী নাটক পৃথিবীর চারদিকে তাঁরা প্রচার করলেন আর এদিকে মিঃ গ্রেইন Independent Theatre-এর মাধ্যমে লণ্ডন শহরে নব-নাট্য-আন্দোলন সুরু করলেন। এই Independent Theatre-এ বার্নাড শ'র *Widowers' Houses* অভিনীত হয়, কিন্তু প্রথম রজনীর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তখন অস্ট্রেলিয়ায় ইব্‌সেনীয় নাটক প্রদর্শন ক'রে পর্যটন করছেন।

জ্যানেট (জন্ম ১৮৬৪ খ্রীঃ) মিঃ এবং মিসেস্ আচার্চ ওয়ার্ডের দৌহিত্রী।

ওয়ার্ড 'ম্যাঞ্চেস্টার থিয়েটার রয়্যাল'-এর ম্যানেজার ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হেনরিক ইবসেন ম্যুনিক থেকে চ্যারিংটনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্র দিলেন। জ্যানেট *A Doll's House*-এ নোরার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সময়টিতে মিস্ জ্যানেট আচার্চ ও মিঃ চ্যারিংটন নব-নাট্য-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চার্লস চ্যারিংটন চিন্তাশীল এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ফেবিয়ান সোসাইটির গোড়ার যুগে তার সদস্য ছিলেন, আর ছিলেন সুদক্ষ নট। তিনি স্টেজ-সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই স্টেজ-সোসাইটির প্রথম নাটক *You Never Can Tell*। এই সময় বার্নাড শ *Saturday Review*-এর নাট্য-সমালোচক, বয়স চল্লিশ; সমালোচক হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জ্যানেটের অভিনয় প্রসঙ্গে অনেক কথা তাঁর *Dramatic Opinion and Essays* নামক গ্রন্থে পরে সংকলিত হয়েছে।

ইব্‌সেনের নাটকের সাফল্যের পর জ্যানেট, চ্যারিংটন এবং শ'র অন্তরঙ্গতা গভীর হল। জ্যানেটের মেয়ে নোরাকে পালিত-কন্যার মতো স্নেহ করতেন শ, এই মেয়েটিও ভালো অভিনেত্রী হয়েছিল, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-বছর বয়সে সে মারা যায়।

বার্নাড শ'র *Candida*-র অভিনয় কয়েক-বছর পিছিয়ে গেল শুধু জ্যানেটকে দিয়ে নাম-ভূমিকা অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যে। এলিজাবেথ রবিন্‌স, মিসেস্ প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল, এমন কি সিবিল থর্নডাইক কাউকে ও-পার্ট দেওয়া হল না, কারণ জ্যানেট নাকি বলেছিলেন—"I could be that woman—for two hours", অবশেষে যখন জ্যানেট এই পার্ট করলেন তখন শ বলেছিলেন—"ও অভিনয় করেনি, স্টেজের ওপর চরিত্রটি ছুঁড়ে দিয়েছে, তবে দ্বিতীয় অঙ্ক অপূর্ব।"

এই জ্যানেটকে বার্নাড শ কয়েকখানি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন; তার একটিতে আছে—"You cannot be an artist until you have contracted yourself within the limits of your Art."

ইতিমধ্যে বার্নাড শ তিনখানি নাটক লিখে ফেললেও, তার দরুন একটি পয়সাও তাঁর পকেটে যায়নি। *Widowers' Houses* সম্পর্কে সংবাদপত্রে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে, এই পর্যন্ত। শ'র নাটক সম্পর্কে কোনো থিয়েটার-কর্তৃপক্ষই তেমন উৎসাহিত বোধ করেননি।

দুটি রজনীর অভিনয়ের পর *Widowers' Houses* বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল, *The Philanderer* তো মঞ্চস্থ হল না, আর *Mrs. Warren's Profession* সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হল। গ্রেইন এই নাটকের কোনো গোপন প্রদর্শনের পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

নাট্যশালাকে যিনি জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করবেন তাঁর পক্ষে এই অবস্থা মোটেই আশাজনক নয়, শ ভাবলেন তাঁর নাটকাবলীর অবস্থা বোধহয় তাঁর উপন্যাসের মতোই হল, বিকশিত হওয়ার সুযোগ বুঝি কোনোদিন আর পাওয়া যাবে না। বার্নাড শ'র কিন্তু মনে কোনও উদ্বেগ নেই, সমাজ-বাদী প্রচারক হিসাবে তিনি তাঁর কাজ সানন্দে করে চলেছেন, সে কাজ তাঁর ভালো লাগে। পয়সাটাই তো সংসারে সব নয়? মানসিক আনন্দই প্রধান বস্তু।

শ প্রথম যখন লণ্ডনে আসেন তখন টটেনহাম-কোর্টে টি. ডব্‌লু. রবার্টসনের *Ours* নামক কমেডিতে সর্বপ্রথম এলেন টেরীকে দেখেন, তখন কিন্তু অভিনেত্রী হিসাবে এলেন টেরী শ'র মনে এতটুকু রেখাপাত করেননি। তারপর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দেখলেন এলেনকে *New Men and Old Acres* নামক নাটকে। এই নাটক এলেনের জন্য স্মরণীয়। শ এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে লিখলেন—"I was completely conquered and convinced that here was the woman for the new drama which was still in the womb of time, waiting for Ibsen to impregnate it."

এলেন টেরী শ'র চাইতে বয়সে আট-বছরের বড়ো, ষোলো-বছর বয়সে তাঁর প্রথমবার বিবাহ হয় বিখ্যাত শিল্পী ওয়াট্‌স-এর সঙ্গে। পরে এই স্বামীকে ছেড়েছিলেন উইলিয়াম গডউইনের জন্য। যে-বছর শ লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন সেই বছর এলেন বিয়ে করলেন চার্লস ওয়ার্ডেলকে।

এলেন টেরীর অভিনয়ে মুগ্ধ হলেন শ, তাঁর মধ্যে পেলেন অপূর্ব সম্ভাবনার ইঙ্গিত, তিনি লিখলেন—"জীর্ণ অতীতকে পরিহার করে নতুন নাট্যজগৎ যে শিল্পীরা সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা হলেন—এলেন টেরী আর হেনরি আর্ভিং। প্রকৃতি তাঁদের সেই উদ্দেশ্যেই গড়েছেন।"

Lyceum Theatre-এ স্যার হেনরি আর্ভিং অভিনয় করতেন। তখনকার কালে এই থিয়েটারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত। বার্নাড শ নিয়মিতভাবে এই

থিয়েটারে দর্শকহিসাবে উপস্থিত হতেন—হেনরি আর্ভিং এবং এলেন টেরীর অভিনয় মুগ্ধনয়নে দেখতেন। লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় মিস্ টেরীকে দেখে শ বলেছেন—"What a Lady Macbeth Miss Terry is! I would trust my life in her hands." আবার *Romeo and Juliet*-এ অলিন্দ-দৃশ্য দেখে বলেছেন—"এই দৃশ্য দেখার আগে 'good night' কথাটি যে এমন্-ভাবে উচ্চারিত হতে পারে জানতাম না।"

এক সভায় আর্ভিংকে তিনি প্রশংসা করলেন। আর্ভিং বলেছিলেন, ফ্রান্সের মতো ইংলণ্ডেও বক্তৃতাদানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের তরফে ধন্যবাদ দিতে উঠে বার্নাড শ বললেন—"এই-রকম দুটি প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে আছে, তার একটি নিঃসন্দেহে 'লাইসিয়াম'।" আর্ভিং এতটা আশা করেননি, এ কথায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হ'ল। শ বললেন, "আর অপরটি হল—হাইড পার্ক।" আর্ভিং এইটুকু শুনে স্তিমিত হয়ে পড়লেন এবং শ'র প্রতি অতিশয় বিরূপ হলেন।

তরুণ বার্নাড শ ব্রিটিশ স্টেজের সম্রাজ্ঞী এলেন টেরীকে চিঠি লিখবেন—কিন্তু কি লিখবেন, কিভাবে লিখবেন?

শ তখন *World* পত্রিকার সঙ্গীত-সমালোচক, প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চিৎকর সামান্য প্রাণী, আর এলেন টেরী তখন প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চশিখরে।

এডমণ্ড ইয়েট্স *World* পত্রিকার সম্পাদক, তাঁকেই চিঠিটা লিখেছিলেন শ্রীমতী এলেন টেরী—চিঠিটা একজন নবীন সঙ্গীত-রচয়িতার কিভাবে লণ্ডন শহরে প্রতিষ্ঠা সম্ভব সেই বিষয়ে লেখা। সম্পাদক চিঠিখানি সঙ্গীত-সমালোচক বার্নাড শ'কে দিয়েছেন জবাব দেওয়ার জন্য—তরুণ সমালোচক ভাবছেন কি লেখা যায়!

জর্জ বার্নাড শ প্রকৃতিতে ছিলেন লাজুক, এই লাজুক স্বভাব তাঁর সহায় হল। তিনি অত্যন্ত নিস্পৃহ নিরাসক্তিতে যেটুকু সংবাদ দেওয়া সম্ভব তাই লিখে পাঠালেন, চিঠিতে এতটুকু ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই। এই চিঠির জবাব আর এল না।

দ্বিতীয় পত্রে এলেন টেরী লিখেছিলেন—"আপনি আমাকে প্রথম যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই চিঠি পড়ে আপনাকে আমার ভালো লাগেনি। আমি ভেবেছিলাম আপনি অকরুণ, অত্যন্ত কঠিন এবং কঠোরস্বভাব।"

এইভাবে যে চিঠিপত্রের সূত্রপাত তা সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে অব্যাহত গতিতে চলেছে। এলেন টেরীর মৃত্যুর পর এইসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, উভয়পক্ষ তাঁদের চিঠিগুলি সযত্নে রেখেছিলেন। এই চিঠি পড়ে অনেকের সন্দেহ হয় যে, এঁরা দুজনে ব্যক্তিগত সম্পর্কে হয়ত অপাপবিদ্ধ ছিলেন না। প্রশ্ন হতে পারে, আসল তথ্য কি? কতটুকু সত্য আছে এর মূলে?

এর উত্তর—উভয়ের মধ্যে যে-প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা দেহাতীত। চিঠিগুলি পড়ে বোঝা যায়, দুটি বিদগ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব চিঠিপত্রের মাধ্যমে কী সুন্দর গতিতে চলেছে, উভয়ে স্বেচ্ছায় দেখা পর্যন্ত করেননি, পাছে বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে এই রোমান্সটুকু নষ্ট হয়।

উভয়ের প্রথম যখন দেখা হ'ল তখন চিঠির পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একবার রঙ্গমঞ্চের অলিন্দে উভয়ের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল, কিন্তু টেরী জানতেন না সেই অপরিচিত মানুষটি কে। কে এমন সৌজন্য প্রকাশ করলে। অনেক পরে বার্নাড শ একটি পত্রে এই ছোট্ট ঘটনাটির উল্লেখ করেন।

একবার কথা উঠেছিল এলেন টেরী 'ক্যান্‌ডিডা'য় অভিনয় করবেন—তিনি অবশ্য তা করেননি। তখন চোখের অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন এলেন টেরী, বার্নাড শ বললেন, "আমি কিছুতেই আপনাকে পড়তে দেব না। যদি প্রয়োজন হয়, দরজার আড়ালে বসে পড়ে শোনাবো, কিন্তু তা হবে না, আমার হৃদয়ের যা-কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতি, আমাদের এই সুমধুর সখ্যতার অবসান ঘটবে সাক্ষাৎ সন্দর্শনের বাস্তব স্পর্শে।"

শ টেরীকে রবার্টসনের কমেডি *Ours*-এ প্রথম দেখলেও, টেরী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বার্নাড শ'কে সামান্য দেখার সুযোগ পান। লাইসিয়াম থিয়েটারের যবনিকার ফাঁক থেকে শ'কে দেখেছিলেন, লিখেছিলেন—"I've seen you at last. You are a Boy! And a Duck!…How deadly delicate you look."।

জর্জ বার্নাড শ এবং এলেন টেরীর চিঠিপত্র প্রথম চারবছরের পর দীপ্তিহীন এবং নিষ্প্রাণ হয়ে এলেও, পত্র-সাহিত্যের এক চমৎকার উদাহরণ এই চিঠিগুলি।

জীবনের শেষের দিকে এলেন টেরী এক বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত হয়েছেন—স্থবির, দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত—বার্নাড শ'র বক্তৃতা তিনি শুনতে এসেছেন।

বক্তৃতান্তে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে পথ সন্ধান করে বার্নাড শ'র সামনে এসে পৌছলেন এলেন টেরী, একদা যে রমণী ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের অধীশ্বরী ছিলেন তাঁর এই দুর্দশা দেখে শ'র চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তাঁর মুখে নিবিড় বেদনার ছাপ ফুটে উঠল।

উভয়ের এই শেষ দেখা।

শ-টেরী-পত্রাবলী পড়ে মনে হ'তে পারে যে বার্নাড শ হয়তো টেরীর সাহায্যে হেনরি আর্ভিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চান, এলেন টেরী হবেন সেই মিলনের সেতু। বার্নাড শ'র মনোভাব কিন্তু তা নয়, তিনি আর্ভিং-এর কাছে সোজা আত্মসমর্পণের মানুষ নন।

শ-আর্ভিং-বিরোধ সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আসলে দুটি মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, একজন বলেছেন—আর্ভিং রোমান্টিক অহংবাদী, আর শ বাস্তবাশ্রিত অহংবাদী।

জর্জ বার্নাড শ তাঁর সমালোচনার মাধ্যমে অভিযোগ করতেন—সার হেনরি আর্ভিং লেখকদের, বিশেষতঃ শেক্সপীয়র এবং তাঁর সহকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের—(বিশেষতঃ এলেন টেরীকে) হতাদর করেন, শুধুমাত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অপরের বলিদানে তাঁর প্রতিষ্ঠা। সার হেনরি আর্ভিং আধুনিক নাটককে অশ্রদ্ধা করেন। আধুনিক নাটকের নাট্যকারদের মধ্যে জর্জ বার্নাড শ যে অন্যতম, এ কথা বলা বাহুল্য।

উভয়ের মধ্যে যখন প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন আর্ভিং পৃথিবীর অভিনেতা-মণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। বার্নাড শ'র মতোই স্বীয় প্রতিভাবলে এবং সাহসিকতায় এই সম্মান তিনি অর্জন করেছেন।

দৈহিক বৈচিত্র্য এবং বাচনভঙ্গির ত্রুটির জন্য আজীবন আর্ভিংকে কটূক্তি শুনতে হয়েছে। এডিনবরার দর্শকরা তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে, লিভারপুলে অর্ধাশনে-অনশনে দিন কেটেছে—লণ্ডন শহরের প্রথম অভিনয়ের পরিসমাপ্তি হট্টগোলের মধ্যে। হতাশ হয়ে পল্লী-অঞ্চলে অভিনয় করতেন হেনরি আর্ভিং।

এই মানুষ যখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, *Saturday Review* পত্রিকায় এক অর্বাচীন লেখক তাঁকে ব্যঙ্গ,

উপহাস এবং শ্লেষে কণ্টকিত করেছেন, লেখকটি বয়সে তাঁর চেয়ে আঠারো বছরের ছোট।

আর্ভিং-এর দিন শেষ হয়ে আসছিল, বার্নাড শ তখন উদীয়মান। তবু সাধারণ মানুষ মনে করল, বামন হয়ে চাঁদে হাত—সমালোচকের ধৃষ্টতা অসীম।

ইতিমধ্যে বার্নাড শ নেপোলিয়ানকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর *The Mau of Destiny* নামক নাটকটি লাইসিয়াম থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁর ইচ্ছা আর্ভিং নেপোলিয়ান এবং এলেন 'লেডী'র ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

আর্ভিং-এর সেইকালে অখ্যাতি ছিল—তিনি নাকি কিছু আগাম দিয়ে বিবিধ সমালোচক লিখিত নাটকের পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে রাখতেন। কোনো-দিন সে-সব নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আশা থাকতো না, এদিকে সমালোচকও মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'ত সুদিনের আশায়।

জর্জ বার্নাড শ এই অবস্থার কথা জানতেন, বিশ্বাসও করেছিলেন। বার্নাড শ তাই *The Man of Destiny* আর্ভিং-এর কাছে পাঠিয়ে সতর্ক ছিলেন যে, আর্ভিং ঘুষ দিয়ে তাঁকে হস্তগত না করে। তিনি তাই সর্বাগ্রে জানিয়ে দিলেন—"সম্মান-মূল্যের জন্য আমি তেমন উদ্‌গ্রীব নই, নাটকটির অবিলম্বে অভিনয় হওয়াই প্রয়োজন।"

নাটক মঞ্চস্থ-হওয়া সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা কিন্তু অতি ঢিমে তালে চলতে থাকে। আর্ভিং-এর নাটক পছন্দ হয়নি। নাট্যকারকে তো নয়ই। তিনি ভাবলেন নাটকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, নেপোলিয়ানকে ব্যঙ্গ করা বার্নাড শ'র আসল উদ্দেশ্য নয়, তাঁর লক্ষ্য হেনরি আর্ভিং।

তারপর শ আগাম টাকা নিতে চান না, এ এক বিপদ। আর-সব লেখক কিছু টাকা পেলেই খুশী, এ লোকটা যেন কেমনতরো।

অবশেষে আর্ভিং লাইসিয়াম থিয়েটারে শ'কে ডাকলেন এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল। আর্ভিং শেক্সপীয়রের *Cymbeline* অভিনয়

করলেন। শ নতুন করে *Cymbeline* পড়লেন, এলেন টেরীকে লিখলেন কি ভাবে *Imogen*-এর ভূমিকায় অভিনয় করা উচিত।

আর্ভিং-প্রযোজিত *Cymbeline*-এর তীব্র সমালোচনা করলেন বার্নাড শ।

হেনরি আর্ভিং শ'কে আলোচনার জন্য ডেকেছেন সেই সকালে, যেদিন *Saturday Review* পত্রিকায় *Cymbeline*-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

শ এলেন টেরীকে লিখলেন—"আমি শনিবাবের প্রবন্ধ হাতে নিয়ে (সকাল পাঁচটায় উঠে সেটা নিশ্চয়ই পড়বেন আর্ভিং) ওঁর সঙ্গে দেখা করবো, এ প্রবন্ধ একেবারে বুকে বাজবে।"

যাই হোক, আর্ভিং সমালোচকের চাইতেও কিঞ্চিৎ ভালো অবস্থায় ছিলেন, কারণ ছুরি যে বসিয়েছে সে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হবেই।

উভয়ের সাক্ষাৎকার বিনা ঝঞ্ঝাটেই কাটলো, এলেন টেরীর ধারণা বার্নাড শ আর্ভিং-এর উপস্থিতিতে কিঞ্চিৎ ত্রস্ত ছিলেন। এলেন অফিসের দোরগড়া পর্যন্ত এসেছিলেন, শ'র কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু আবার পা টিপে ফিরে গেলেন। এলেন লিখেছেন—"হাসি পাচ্ছিল, আমি ভেতরে আসতে পারলাম না; সহসা মনে হ'ল, এমন এক কৌতুককর অবস্থায় হয়তো ভাবাবেগ সংযত রাখতে পারবো না। আপনাকে দেখলে হয়তো দুটি হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরতাম, আলিঙ্গন করতাম,—ঈশ্বর জানেন, কি করতাম, আর কি করতাম না। মনে হয়, এইচ. আই. কিন্তু আসল রহস্য বুঝতো না।"

একবছর পরে এই ঘটনার উল্লেখ করে এলেন লিখেছেন—"কি জানি কেমন আপনার কণ্ঠস্বর? যেদিন সকালে লাইসিয়াম থিয়েটারের অফিসে আমি আড়ি পেতেছিলাম সেদিন আপনার গলা অতি অল্প শোনা গেছে।"

শ লিখেছেন—"আর্ভিংকে আমার ভালো লাগে, তবে এমন নির্বোধ লোক আমি আর দেখিনি। লোকটার মস্তিষ্কের বালাই নেই,—শুধু চরিত্র এবং মেজাজ।"

হেস্‌কেথ পীয়ারসনকে শ লিখেছেন—"আমাদের সেদিনের কথোপকথন এই ধরনের হয়েছিল :

"শ ॥ কত তাড়াতাড়ি আপনি নাটক মঞ্চস্থ করবেন, সেইটিই প্রশ্ন।

আর্ভিং ॥ কোনো তারিখ বলা শক্ত। আমার অনেক কাজ, হয়তো

আমেরিকা থেকে ফেরার পর···ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে আপনি যদি কিছু টাকা আগাম চান—

শ ॥ (পঞ্চাশ পাউণ্ড আগাম-প্রাপ্তির সম্ভাবনায় মুগ্ধ) ধন্যবাদ! কিন্তু সেটা আমার সমস্যা নয়, যে-নাটক আজ লিখেছি, পঁচিশবছর পরে সেটি আমার সাম্প্রতিক নাটক হিসাবে অভিনীত হোক, এ আমি চাই না।

আর্ভিং ॥ (শৃগালের মতো ভঙ্গি) সে ব্যবস্থা করা যাবে, সংবাদপত্রকে বোঝানোর ব্যবস্থা আছে। বেনডল বলে একজন আছেন—

শ ॥ ধন্যবাদ, আপনার ভালো হোক, বেনডল সম্পর্কে আমি সব জানি, আমি নিজেই প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটা প্রশ্ন আপনাকে করি, হয়তো আপনার তেইশ বছর বয়সে আপনি হ্যামলেট অভিনয় করেছেন চমৎকার, কিন্তু এখন যখন আপনি শক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায়, তখনও কি সেই অভিনয় আপনার শ্রেষ্ঠ বলবেন? আমি আশা রাখি, *The Man of Destiny*-র চাইতে অনেক ভালো লিখবো, এক কিংবা দুটি সিজনের বেশী আমি এর প্রযোজনার অপেক্ষায় থাকবো না।"

এই কথার সঙ্গেই আলোচনার সমাপ্তি ঘটে।

কোনোরকম অসাধুতার কথা পাছে ওঠে তাই লাইসিয়াম থিয়েটারের সমালোচনায় শ আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁদের নীতি এবং প্রযোজিত নাটকের অতি তীব্র সমালোচনা হতে লাগল।

তারপর এল চরম সংঘর্ষ। আর্ভিং হঠাৎ একদিন *Richard III* পুনরাভিনয় করলেন।

প্রথম রজনীতে আর্ভিং বরাবরই সুবিধা করতে পারতেন না, তার ওপরে সেই সময় এলেন টেরী অনুপস্থিত, লাইসিয়ামের আর্থিক অবস্থাও সঙীন।

এই অভিনয়-রজনীতে আর্ভিং দু-একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন, শেষ পর্যন্ত পড়ে গেলেন এবং হাঁটুতে আঘাত লাগলো। শ একেবারে যথাযথ বর্ণনা লিখলেন এই ঘটনার।

শ বলেছেন—"আমার কাজটা নির্বোধের মতো হয়েছিল, কারণ আর্ভিং যে সেই রাত্রে একটু অধিক পরিমাণে মদ্যপান করেছেন, এই কথা আমার মাথায় আসেনি। দুঃখের বিষয় আর্ভিং কিন্তু আমাকে এতটা নির্দোষ মনে

করলেন না, তিনি মনে করলেন আমার এই মন্তব্য তাঁর মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ। তৎক্ষণাৎ *The Man of Destiny* এবং সেই সঙ্গে আমিও তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলাম।"

অথচ দর্শকরা বুঝেছিল কারণটা কী।

স্টেজ থেকে ফিরে আর্ভিং অভ্যাসমতো স্নানের উদ্যোগ করছিলেন, সহসা একটা সিন্দুক পায়ে লেগে পড়ে যান, বেদনা সত্ত্বেও বিছানায় শুয়ে পড়েন, কিন্তু সকালে আর পা নাড়তে পারলেন না, কয়েক সপ্তাহের মত পা-নাড়ার শক্তি রইলো না।

এই ঘটনা সব দিক দিয়ে সর্বনাশ সূচিত করল। থিয়েটার কিছুদিনের মতো বন্ধ রইল, পরে কয়েকটা পুরানো নাটক অভিনীত হ'ল। সেই সিজনে ১০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতি হ'ল আর্ভিং-এর।

এই অবস্থার মধ্যে বার্নাড শ'র লেখা সমালোচনা প্রকাশিত হ'ল। আর্ভি এবং আর্ভিং-এর বন্ধুরা চটলেন। আর্ভিং ঠাণ্ডা মাথার লোক ছিলেন, তিনও রেগে অগ্নিশর্মা।

বিরোধ সম্পূর্ণ হ'ল। এঁদের মধ্যে আর মিলন সম্ভব নয়। অথচ দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকলে কত ভালো হ'ত। এলেন টেরী ভীষণ দুঃখিত হলেন। এই দুই প্রতিভাধর মানুষের মধ্যে একটা মিলন ঘটানোর জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এলেন হতাশ হলেন। লিখলেন—"Oh Dear, Oh Dear, My Dear, this vexes me very much. My friends to fight. And I love both of them and want each to win."

এলেন এই চিঠি লিখেছিলেন শ'র নিম্নলিখিত যুদ্ধঘোষণার জবাবে:

"Dearest Ellen, look out for squalls. I have just received a cool official intimation that Sir H. has changed his mind about producing *The Man of Destiny*....I am in ecstasies. I have been spoiling for a row....Kiss me good speed."

The Man of Destiny প্রত্যাখ্যাত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে বার্নাড শ এবং সিরিল মত স্থির করলেন *You Never Can Tell* নাটকাভিনয় বন্ধ করা হবে। হে-মার্কেট থিয়েটারে তখন তার রিহার্সেল চলছিল। যাঁদের মধ্যে

ভূমিকা বণ্টন করা হয়েছিল তাঁরা 'পার্ট' করতে রাজী হ'লেন না, কারণ নাটকে 'no loughs and no exits',—নাট্যকার বিস্মৃতির অতলে নিমগ্ন হ'লেন।

এলেন টেরী ছোট্ট চিঠিতে লিখলেন—"Do not let anything put that play off. I'm your loving old friend and I know it will hurt your success."

সত্যই তাই হ'ল, আটবছর কেটে গেল—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে Royal Court Theatre-এ জর্জ বার্নাড শ সর্বপ্রথম স্বীয় নাট্য-প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন।

আর্ভিং-এর এই উপেক্ষা এবং ব্যক্তিগত অসাফল্যের হতাশার ফলে বার্নাড শ হয়তো কোথায় মিলিয়ে যেতেন। এলেন টেরীকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে সেই হতাশার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, শ এইসময় চিন্তা করতেন যে হয়তো রাজনৈতিক জীবনই তাঁর আসল ক্ষেত্র—কিন্তু সে বিপদ কেটে গেল।

এলেন অবশ্য এতদিনে বুঝেছিলেন আর্ভিং বার্নাড শ'র কোনো নাটক কোনোদিন অভিনয় করবেন না; শ জবাবে বলেছিলেন—"আর্ভিং আমার নাটক হয়তো অভিনয় করবে না, আর তুমি ছাড়া সে-সুযোগও তার মিলবে না।"

আর্ভিং-এর জীবনে দুঃখের দিন ঘনিয়ে এল। লাইসিয়াম থিয়েটারের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটলো, কোম্পানি এক লিমিটেড-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'ল।

এলেন টেরীও গতগৌরব, যুবতী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার আর দিন নেই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর এলেন বার্নাড শ'কে লিখলেন—"Ah, I feel so certain Henry hates me. I can only guess at it···All my own fault. It is I am changed not he."

আর্ভিং-এর জীবনের শেষাংশ বড় করুণ। এদিকে বার্নাড শ'র জয়যাত্রা সুরু হ'ল আর আর্ভিং দরিদ্র, হতগৌরব, ক্লান্ত। পল্লী-অঞ্চলে জীর্ণ দেহখানি টেনে নিয়ে অভিনয় করছেন। কিন্তু সে-অভিনয় দেখার আগ্রহ আর দর্শকের নেই।

ব্রাডফোর্ডের এক রঙ্গমঞ্চ থেকে কোনোক্রমে একদিন বেরিয়ে এসে হোটেলের অলিন্দে প্রাণত্যাগ করলেন স্যার হেনরি আর্ভিং। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে আর্ভিংকে কবরস্থ করার জন্য কয়েকজন চেষ্টা করলেন। আর্ভিং-এর স্ত্রী কিন্তু বিরোধিতা করলেন, বার্নাড শ'কে অনুরোধ করলেন এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য। শ জবাবে সমবেদনা জানালেন আর বললেন—"আমি আপনার আইন-উপদেষ্টা হ'লে কিন্তু আপনার এ-প্রচেষ্টা নিবারণ করতাম, কারণ যাঁকে ওয়েস্ট-মিনিস্টারে কবরস্থ করা হয়েছে সেই প্রখ্যাত নটের স্ত্রী হিসাবে আপনি কিছু সরকারী পেনশন পেতে পারেন।"

লেডী আর্ভিং শ'র পরামর্শ গ্রহণ করলেন, সেই সঙ্গে পেনশন।

নাট্যকার হিসাবে শ এই অন্ত্যেষ্টি-উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন—"আমি এই প্রবেশপত্র ফেরত পাঠালাম। আর্ভিং-এর মৃত্যুর সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই, যেমন সম্পর্ক ছিলনা তাঁর জীবনে। আমি যদি যাই কফিনের মধ্যে আর্ভিং নড়ে উঠবেন—যেমন আর্ভিং-এর আগমনে কফিনের ভিতর শেক্সপীয়র চঞ্চল হতেন।"

॥ ষোলো ॥

বিচিত্র বিবাহ

এলেন টেরীকে ১৮৯৬-এর আটাশে আগস্ট একটি চিঠিতে লিখলেন বার্নাড শ :

"এক ধনবতী আইরিশ মহিলা আমাদের দলে এসেছেন, মেয়েটি চতুরা এবং চরিত্রে দৃঢ়তা আছে,—…তাঁর প্রেমে পড়ে হৃদয়কে সঞ্জীবিত করতে চাই। আমি শুধু প্রেমে পড়তেই ভালোবাসি, মনে রেখো তাঁর অর্থসম্পদকে নয়, সুতরাং আর কেউ তাঁকে হয়ত বিবাহ করবে, অবশ্য আমার পরে, যদি ওঁর সয়।"

চিঠিখানি সার্টফোর্ডের সেণ্ট এনড্রু রেক্টরি থেকে লেখা।

সেই বছর গ্রীষ্মান্তে স্টার্টফোর্ডে ফেবিয়ানদের এক ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিল। ওয়েব-দম্পতিরা কয়েক সপ্তাহের জন্য St. Andrew Rectory-তে বাসা বেঁধেছেন। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে তাঁরা এইরকম পল্লীআবাসে কিছুকাল কাটান। কয়েকজন ফেবিয়ান বান্ধব-বান্ধবীও আসেন। এইবার এসেছেন ট্রেভেলিয়ান, গ্রাহাম ওয়ালাস, বার্নাড শ, শার্লোট পারকিন্‌স স্টেটসন আর শার্লোট পেইন টাউনসেণ্ড। স্থানটি মনোরম, অজস্র সবুজ গাছপালা আর শৈলশ্রেণী বেষ্টিত এই শান্তিকুঞ্জে সমাজসেবী-সংস্কারকদের বৈঠক বসেছে। শার্লোট পারকিন্‌স স্টেটসনের পল্লীপ্রকৃতির এই মনোরম পরিবেশ কিন্তু সইলো না। শ্রীমতী ওয়েব এবং পেইন-টাউনসেণ্ডের হাতে অতিথিসেবার ভার দিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন।

ফেবিয়ানদের কিন্তু বেশ সইলো। প্রাতে চারঘণ্টা কাজ, অপরাহ্নে চারঘণ্টা সাইকেলে ভ্রমণ, মাঝে মাঝে ভোজনান্তিক সোশ্যালিজম-চর্চা এবং সন্ধ্যায় পড়াশোনা।

এই সুমধুর পরিবেশেই রোমান্সের সুযোগ এল। বার্নাড শ শ্রীমতী

টাউনসেণ্ডের প্রেমে পড়ে গেলেন। তাঁর পিতৃদেব হোরেস পেইন-টাউনসেণ্ডের খ্যাতি আইরিশ ব্যারিস্টার হিসাবে। এঁদের পারিবারিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানেই বার্নাড শ একদা কর্মচারী ছিলেন, আর শার্লোটের জননী মেরী কিরবি ধনবতী ইংরাজ-মহিলা। শার্লোটও যথেষ্ট বিত্তশালিনী। অসংখ্য পাণিপ্রার্থীদের উপেক্ষা করে তিনি সোশ্যালিজমের আকর্ষণে আকণ্ঠ ডুবে রইলেন। মিসেস ওয়েবের সঙ্গে এইসূত্রে পরিচয়।

একদিন মিসেস ওয়েব বললেন—"লণ্ডন স্কুল অব একনমিক্স-এর একটা নিজস্ব বাড়ি চাই।"

মিস্ টাউনসেণ্ড বললেন—"বেশ তো, আমি একহাজার পাউণ্ড চাঁদা দেব।"

এমনই নানা সূত্রে উভয়ের মধ্যে যখন গভীর অন্তরঙ্গতা—একদিন শার্লোট বললেন—"পল্লী-অঞ্চলে আমার একটি বাসা আছে, কয়েকজন ফেবিয়ানকে নিমন্ত্রণ করে কয়েকদিন সেখানে কাটালে কেমন হয়?"

মিসেস ওয়েব বললেন—"মন্দ কি, তবে প্রতিবছর গ্রীষ্মে আমি পল্লীগ্রামে একটা বাসা নিই, প্রতিবছরই দুজন ফেবিয়ান নেতা অতিথি হয়ে আসেন—একজন গ্রাহাম ওয়ালাস, অপর ব্যক্তি জর্জ বার্নাড শ। এই ব্যবস্থায় আপত্তি না থাকে তো তুমিও চলো।"

—"না, আপত্তি আর কি? যাওয়া যাবে।"

মিসেস বিয়েট্রিস ওয়েব লিখেছেন তাঁর *Our Partnership* গ্রন্থে:

"মেয়েটি রোমান্টিক, নিজেকে সিনিক্যাল মনে করে। মেয়েটি একাধারে সোশ্যালিস্ট এবং র‍্যাডিক্যাল। সমষ্টিবাদ যে সে বেশ বোঝে তা নয়, আসলে প্রকৃতিতে সে বিপ্লবী। তার মধ্যে উন্নাসিকতা বা গোঁড়ামি নেই। ইতিমধ্যে সে 'swallowed all formulus' (সব পদ্ধতি-প্রকরণ গিলে ফেলেছে), কিন্তু নিজের মতবাদ স্থির করতে পারেনি। পুরুষদের সে ভালো-বাসে, কিন্তু অধিকাংশ মেয়েদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু। এই বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্যে তার ঘোরতর আপত্তি, কিন্তু আবার সাদাসিধে বিবাহের সে পক্ষপাতী নয়। মেয়েটি মধুরস্বভাবা, সহানুভূতিশীলা এবং পৃথিবীর বেদনা বিদূরিত কল্পে আনন্দের ফসল বৃদ্ধি করতে তার প্রকৃত আগ্রহ, আছে।...

…আমি ভেবেছিলুম গ্রাহাম ওয়ালাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর মানাবে, কিন্তু তার সঙ্গে ওর বনলো না; কয়েকদিনের ভিতর সে বার্নার্ড শ'র নিত্যসহচরী হয়ে উঠলো।”

এই সময় শ তাঁর *You Never Can Tell* নাটক শেষ করছেন। সাইকেলের টিউবের ফুটো মেরামত করছেন আর বন্ধুজনের কাছে নিজের নাটক পাঠ করে শোনাচ্ছেন। এরই অবসরে কিন্তু মিস্ টাউনসেণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘপথ সাইকেলে ভ্রমণ করছেন, বা পায়ে হাঁটছেন।

এইভাবে উভয়ের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হল।

শ'র মানসিক স্থৈর্য এবং প্রশান্তির পরিচায়ক তাঁর এই কালে রচিত নাটক *You Never Can Tell*। যাঁরা বাহ্যতঃ উভয়কে জানতেন তাঁরা এই পারস্পরিক প্রীতির অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন। শ'র মানসিক অবস্থা এই সময় প্রেমেপড়ার অনুকূল নয়, মেয়েদের মহিমায় তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম উপভোগ করবেন মনে করেছিলেন।

শার্লোটি কিন্তু তাঁর কাছে নতুন ধরনের স্ত্রীলোক। শ ভেবেছিলেন, আরো পাঁচরকমের মেয়েদের মতোই এঁর স্বভাব হবে, কিন্তু দেখলেন মানবীয় বহু সদ্‌গুণের তিনি অধিকারিণী। বার্নার্ড শ সেই বছর অক্টোবরে এলেন টেরীকে লিখেছেন :

“আমার এই আইরিশ বিত্তশালিনীকে কি বিয়ে করব? মেয়েটি…… স্বাতন্ত্র্য বিশ্বাস করে, বিবাহে বিশ্বাসী নয়। তবে আমার ধারণা, অমি তাকে রাজী করাতে পারি। তার পর শত শত মাস বিনাখরচে চালাবো। মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি, সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু তুমি কি অন্তর থেকে আমাকে ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখতে পারবে? পারবে না।”

বিয়েট্রিস ওয়েব বলতেন, শার্লোটের চরিত্রে ‘volcanic tendencies’ আছে। মেয়েটি অতিমাত্রায় কেতাদুরস্ত এবং সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে বেশ বিচার-বিবেচনা করে চলে।

পরদিনই শ আবার এলেনকে লিখলেন :

“ও আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে না। আসলে ও অতি চতুরা। তার

এই স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মূল্য সে বোঝে। বাঁধাধরা পদ্ধতির জীবন নিয়ে মার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও বিশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেছে। সব-কিছু জানার পূর্বে বিবাহের শৃঙ্খলে জীবনকে বাঁধার চেষ্টা যেন অতিমাত্রায় মূর্খতা। কয়েকবছর আগে ও প্রেমের ব্যাপারে আঘাত পেয়েছে*, সেই আঘাতে সে জর্জরিত হয়েছিল (মেয়েটি অতিশয় ভাবালু), তার পর হাতে পড়ল আমার *The Quintessensce of Ibsenism*—তার মধ্যে পেল জীবন-বেদ, মুক্তি, সিদ্ধি, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি। তারও অনেক পরে দেখলো গ্রন্থকারকে। তুমি তো জানো, পত্রলেখক হিসাবে সেই ব্যক্তিটি সহনীয়। শুধু তাই নয়, বাইসিকেল নিয়ে ভ্রমণেও সহনযোগ্য সহচর। পল্লীপথে ভ্রমণের আর সঙ্গী কোথায়! মেয়েটির আমাকে ভালো লেগেছে, প্রকৃতিতে সে ছলনাময়ী নয় যে বিপরীত ভান করবে। আমিও তার অনুরাগী হয়ে পড়েছি। এই অঞ্চলে সে আমার স্বস্তি ও সান্ত্বনা। তুমি আমার অন্তরে উত্তাপ এনেছ, যার ফলে আমি সকলের অনুরাগী হয়ে পড়েছি। মেয়েটি আমার কাছাকাছি আছে এবং নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট। এইতো অবস্থা। তোমার প্রেমময় দিব্যজ্ঞান এই বিষয়ে কি বলে?"

উত্তরে এলেন লিখেছিলেন—"আমি চতুরা নই। কোনোদিন ছিলাম না। আর, তোমাদের সকলকে দেখে মনে হয়—চতুর না হওয়াই বরং ভালো। যদি কাউকে ভালো না বাসো অথচ বিবাহ করো, তাহলে তোমার সবটাই হবে অসৎ, তোমার সদ্‌বস্তু কিছু থাকবে না। বিবাহের পূর্বে নারী হয়তো ভালো-বাসতে না পারে, সে ভালোবাসে উত্তরকালে (যদি অবশ্য আগে কখনো ভালোবেসে না থাকে)।"

শ এবং শার্লোটের প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য ছিল, রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না, কিন্তু 'লণ্ডন স্কুল অব একনমিকস'-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ছিল অসীম উৎসাহ। সর্বহারারাই যে সর্ববিধ সদ্‌গুণের অধিকারী, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। বনেদী, মার্জিতরুচির বুদ্ধিমান মানুষ তিনি

* *The Story of San Michele* রচয়িতা Axel Munthe-এর সঙ্গে শার্লোটের প্রথম প্রেম সঞ্চারিত হয়, এবং পরে বিচ্ছেদ ঘটে।

পছন্দ করতেন। সব বিষয়ে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতেন। এক-হিসাবে তাঁকে 'স্নব' বলা চলে, কিন্তু সেই হিসাবে বার্নাড শ, বিয়েট্রিস ওয়েব এবং ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সকলেই তাই। একমাত্র সিডনি ওয়েবকেই 'স্নব' আখ্যা দেওয়া যায় না।

শার্লোট ভূ-পর্যটনে উৎসাহী, কিন্তু দর্শনীয় স্থান দেখার কৌতূহল নেই; আর বার্নাড শ কিন্তু বিপরীত। সম্ভব হলে তিনি কোনোদিন লণ্ডন ত্যাগ করতেন না, অথচ বিদেশে পদার্পণ করে দর্শনীয় স্থান দেখতে ছুটতেন, একমুহূর্ত দেরি সইতো না। এর কারণ নাকি বিদেশী ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা, জার্মান ভাষা-শিক্ষার চেষ্টা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ডিকস্‌নারি দেখে কোনোমতে কাজ চালাতেন, ফরাসী জানতেন কিন্তু বলতে পারতেন না।

শার্লোট প্রকৃতিতে অমায়িক, করুণাময়ী, মহানুভব। মানুষকে আপন করার তাঁর অসীম ক্ষমতা ছিল। পড়তে ভালোবাসতেন, শ এবং তিনি যে-সব সন্ধ্যায় একা থাকতেন তখন শ পাঠ করতেন, আর সেলাই করার অবসরে তিনি শুনতেন। আদর্শ পল্লী-জীবন।

বয়সের সঙ্গে ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়েছিল, বাল্যে এবং মধ্যবয়সে ধর্মের কিছু আকর্ষণ মনে ছিল, পরিণত বয়সে বেশী সময় সৌখিন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লোট *Knowledge in the Door: a Forerunner* সংক্রান্ত ধর্মবিষয়ক পুস্তিকা রচনা করেন। বার্নাড শ'র মতো তিনি সঙ্গীত-রসিকা ছিলেন না; এমন কি, থিয়েটারেও তেমন আগ্রহ ছিল না। আর সবচেয়ে বিরাগ ছিল শ'র অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তদের প্রতি। বীরপূজার এই আগ্রহে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করতেন। বার্নাড শ'র বাড়িতে ভক্তরা প্রবেশ করলে তারা শ্রীমতী শার্লোট শ'কেই অনাহূত বলে মনে করত। আর সবচেয়ে বিপদ হত, তাদের হাত থেকে বার্নাড শ'কে ত্রাণ করা। শ'র নির্দেশ ছিল এই বিপদে উদ্ধার করা। শার্লোট প্রচার-বিমুখ ছিলেন, কিন্তু বার্নাড শ প্রচার পছন্দ করতেন। এমন কি ফটোগ্রাফ তোলাতেও সহজে রাজী হ'তেন না।

স্বামীর রচনার তীব্র সমালোচনা করতেও শার্লোটের বাধতো না। যে বই সকলে প্রশংসা করছে, শার্লোট তার নিন্দা করেছেন। দাম্পত্য আলোচনায়

শ্লেষ থাকতো, অবশ্য সেই বিষয়ে বার্নাড শ'র প্রাধান্য বেশী। অথচ উভয়ের মধ্যে সার্থক সখ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৮৯৭-এর বসন্তকাল।

ওয়েব-দম্পতিরা তখন Tower Hill, Dorking-এ সাময়িকভাবে বাস করছেন, সঙ্গে আছেন মিস্ পেইন-টাউনসেণ্ড। বার্নাড শ যদিচ এই পরিবারের স্থায়ী অতিথি, নিয়মিত-ভাবে মাঝে মাঝে লণ্ডনে যাতায়াত করতেন। রাত্রে ট্রেনে বসে এলেন টেরীকে চিঠি লিখতেন :

"মিস পি.টি. আমাকে ধরে ফেলেছেন। বলেছেন, আমি নাকি তাঁর দেখা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি। তোমাকে যদি এইখানে আনতে পারতাম, মিসেস ওয়েব, মিস্ পি.টি, বিয়েট্রিস (লণ্ডনের বিশপের কন্যা), ওয়েব আর আমি—হায়রে, চারজন অনেকজন! জানি না তুমি কি মনে করতে,—আমাদের এ চিরন্তন রাজনৈতিক হাট। প্রাতে আমরা লিখি, প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন কক্ষ আছে, সহজ সাদাসিধে আহার। তারপর বাইসিকেলে ভ্রমণ। শ্রমিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানে ওয়েব-দম্পতির অদম্য উৎসাহ—। মিস্ পি.টি.—এই নীলনয়না আইরিশ মেয়েটির কাছে সবকিছু 'ভেরী ইন্‌টারেস্টিং'—আমি সর্বদা ক্লান্ত, শ্রান্ত। সর্বদাই এলেনকে নাকি পত্র লিখছি। তিনঘণ্টা এইভাবে থাকলে তুমি হয়তো মারা পড়বে। যদি—যদি..."

এই বছর শরৎকালের মধ্যে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হয়ে উঠল। মনমাউথে ওয়েব-দম্পতির অতিথি হিসাবে দু'জনে দিন কাটাচ্ছেন, শ তাঁর সরস এবং বিরস নাটক (*Plays—Pleasant and Unpleasant*) প্রকাশ-ব্যবস্থায় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মিস্ টাউনসেণ্ড বলেন—"What an utter brute you are—"। শ এলেনকে এক পত্রে লিখছেন—"তোমার সম্বন্ধে ও বিশেষ আগ্রহশীল, তোমার জনপ্রিয়তা কিন্তু এর কারণ নয়, সে এতদিনে আবিষ্কার করেছে যে আমার 'কাজ আছে' বা 'বিশেষ দরকারের' হেতু অনেকক্ষেত্রে তোমাকে চিঠিলেখা।"

১৮৯৮-এর গোড়ায় মিস্ টাউনসেণ্ড শ'র সেক্রেটারি হয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত

হলে সেবা করছেন। লণ্ডন স্কুল অব একনমিক্‌স-এর ওপরকার ফ্লাটে মিস্‌ টাউনসেণ্ড থাকতেন। শ'র সন্ধ্যাটা অনেকসময় সেখানেই কাটতো। একসঙ্গে পায়ে হেঁটে বেড়ান। শ লিখেছেন—"মিস্‌ পি.টি.-র নিউরালজিয়া ছিল, এখন আর তেমন নেই। আগে আমার সঙ্গে হাঁটতে পাঁচ মিনিট পরে হাঁপিয়ে বলত—'আমি এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ছুটতে পারি না'; এখন দীর্ঘপথ বিনা ক্লান্তিতে আমার সঙ্গে চলতে পারে।"

এইভাবে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চললো, এক্সেল মন্‌থের প্রেমের আঘাত এতদিনে শার্লোটের মন থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল। এডেলফী টেরাসের ওপরতলায় শ'র নিয়মিত উপস্থিতি সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ ওঠেনি।

এলেনের চোখে কিন্তু আসল ব্যাপার ধরা পড়েছে। এলেন লিখেছেন—"তোমাদের দুজনকে দেখতে পাচ্ছি,—চমৎকার কুয়াশা, তোমাদের পদধ্বনিতে আলোক বিচ্ছুরিত—এ আমার ঈর্ষা নয়, কিন্তু আমার চোখ সজল হয়ে উঠেছে, তোমাদের মধ্যে একজন হতে ইচ্ছে হয়, যে-কোনো জন হলেই হয়....কিন্তু প্রিয়তম, তুমি যদি ওর মতো সুখী না হয়ে থাকো তাহলে বলব, অকারণ কালহরণ করছ। তুমি সুখী হয়েছ? হওনি? আমাকে জানিয়ো।"

এই চিঠি লেখার কিছু পরেই লাইসিয়াম থিয়েটারের পর্দার ফাঁক দিয়ে বার্নাড শ'কে দেখেছিলেন এলেন। এই বছরেই ডিসেম্বরে *Cymbeline* অভিনয়ের শেষে গ্রীনরুমে মিস্‌ টাউনসেণ্ডকে নিয়ে আসার জন্য এলেন টেরী শ'কে চিঠি দেন,—উত্তরে শ লিখলেন—

"মুশকিল এই যে, মিস্‌ টি. স্বয়ং তোমাকে না দেখলে, তাঁকে দেখতে পাবে না। সাধারণতঃ তিনি ভদ্রমহিলা-জাতীয় প্রাণী, তাঁর দিকে হয়তো কেউ একাধিকবার তাকাবে না, নিজের ক্ষেত্রে এইভাবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। শান্ত, মধুর তাঁর প্রকৃতি। তার বেশী কিছু হতে চান না। একবার ঘনিষ্ঠতা ঘটলে, এইসব মুখোসের মতো মন থেকে সরিয়ে নেবেন। তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখানোর মতো সুলভ সংস্করণের মেয়ে নয়। মেয়েটি একটি সাধারণ বোঝা মাত্র নয়, ব্যক্তিত্বে মহীয়ান।"

এলেন লিখেছেন—"আমার প্রিয়বন্ধুর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি। ওহে চতুরপ্রবর, তাঁর প্রতি আমার মনোভঙ্গি হয়তো তুমি বুঝবে না। আমার হৃদয় তাঁর জন্য অবনত হয়ে আছে—"

শ কিন্তু চান না যে বিখ্যাত নটী এবং মুগ্ধ দর্শকের মতো এঁরা দুজনে পরিচিত হবেন, সহজ সাধারণ ভাবে পরস্পরের পরিচয় হওয়া উচিত। এই চিঠিতে এলেন বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং এর পরের চিঠিতে শ যেভাবে এলেনকে অনুনয় করেছিলেন তা উপভোগ্য। বার্নাড শ মিস্ টাউনসেণ্ডকে কী চোখে দেখেছেন তা এই চিঠিগুলিতে সহজে বোঝা যায়।

শ যে-ঘরটিতে কাজ করতেন সেটি অতি ছোটো, অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা। কি শীতে কি গ্রীষ্মে দিবারাত্র জানলা খোলা থাকতো, ঘরের আসবাব বা বইপত্রে অজস্র ধুলা জমতো। টেবিলের ওপর প্রচুর চিঠিপত্র, রচনার পাণ্ডুলিপি, বই, খাম, চিঠিলেখার কাগজ, সাময়িকপত্রাদি, মাখন, চিনি, আপেল, ছুরি, কাঁটা, চামচ, এমন কি অর্ধপীত কোকোর কাপ পর্যন্ত জমানো। সব-কিছুর ওপর ধুলা জমছে। কোনো কিছু স্পর্শ করার উপায় নেই। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করার ঝোঁক চাপতো, তাতে হয়তো দু'দিন লেগে যেত। সে কাজ করতে বার্নাড শ'র ভালো লাগতো। শ'র জননী কোনোদিন এখানে আসেননি, ভগিনী লুসী অন্যত্র থাকেন, তিনিও আসেন না। মাঝে মাঝে সেই ডাক্তার মাতুলটি দু'চারটি টাকার জন্য আসেন, রঙ্গ-তামাসা করে চলে যান। এই নোংরা ঘরটিতেই বার্নাড শ'র দিন কেটে যায়।

এমন সময় সহসা তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। জুতার ফিতা খুব টান করে বাঁধার ফলে পায়ে ঘা হয়, কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ঘিঞ্জী পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য এই অসুস্থতা আরো বেড়ে ওঠে। মিটিং, থিয়েটার, কমিটি ইত্যাদিতে অধিকাংশ সময় কেটে যায়—প্রচণ্ড পরিশ্রম।

পায়ের ঘা পরীক্ষা ক'রে অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেল 'নেক্রসিস অব বোন' (অস্থিক্ষয়) হয়েছে, পায়ের হাড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তখনকার প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কিছুতেই ঘা আর শুকায় না। আঠারো মাস কাল বার্নাড শ 'ক্রাচেস্' ধরে চলাফেরা করেছেন। এলেন টেরী লিখলেন—"পায়ের জন্য

আমি শঙ্কিত হচ্ছি, তুমি বরং মিস পি. টি.-কে বলো, তিনি এসে তোমার দেখাশোনা করুন।"

শার্লোটকে অনুরোধ জানানোর প্রয়োজন হল না, তিনি সংবাদ পেয়ে বার্নাড শ'র ফিটজরয়-স্কোয়ারস্থ ভবনে ছুটে এলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন, শার্লোট তখনই তাঁকে পল্লী-ভবনে নিয়ে গিয়ে পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে চান।

বিবাহ সম্পর্কে শ'র মতামত অতি বিচিত্র এবং মূল্যবান।

শ বলেছেন—"যে কারণে বিবাহ স্থির করলাম, কোনোদিন ভাবিনি এই কারণে আমি বিবাহ করব। আমার চাইতে অপর এক প্রাণীর কথাই বেশী ভাবতে হয়েছে। এখন আমরা পরস্পর নির্ভরশীল।"

ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে তখন কুইন ভিক্টোরিয়া আসীন। অকৃতদার পুরুষ এবং ব্রহ্মচারিণী রমণী একত্রে দিন কাটাবেন, এ ব্যবস্থা সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু এবং অসহনীয়। সেবাব্রতের সাধু উদ্দেশ্য কেউ বুঝবে না। তিনি বললেন—"তোমার বাড়ি যদি নিয়ে যেতে চাও তাহলে সোজা ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিবাহের নোটিশ পেশ করো।"

আপত্তি না জানিয়ে শার্লোট টাউনসেণ্ড বিবাহের জন্য আবেদন করলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন, লণ্ডনকাউন্টির স্ট্র্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্টের রেজিস্ট্রারের অফিসে আইন-সিদ্ধ বিবাহ হবে।

বিবাহসভায় সাক্ষী হিসাবে গ্রাহাম ওয়ালাস আর হেনরি সল্ট উপস্থিত। পাত্র জর্জ বার্নাড শ দুটি ক্রাচেসে ভর দিয়ে এসে হাজির হয়েছেন, পাত্রী মিস্ শার্লোট পেইন-টাউনসেণ্ড-ও উপস্থিত।

শ বলেছেন: "রেজিস্ট্রার স্বপ্নেও ভাবেননি আমিই পাত্র, ভেবেছিলেন এইজাতীয় বিবাহের শোভাযাত্রার অংশগ্রহণকারী ভিক্ষুক মাত্র। ওয়ালাস প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সুতরাং এই উৎসবের নায়ক হিসাবে রেজিস্ট্রার তাঁর সঙ্গে আমার বাগ্‌দত্তার বিয়ে দিচ্ছিলেন আর কি! ওয়ালাস বেচারী দেখলেন সাক্ষীর পক্ষে এই ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ কঠোর, শেষমুহূর্তে ইতস্তত ক'রে, পুরস্কার আমার জন্যই রাখলেন।"

রেজিস্ট্রারের অপরাধ নেই, বার্নাড শ এইদিন একটি পুরাতন শতছিন্ন জামা গায়ে দিয়ে বিয়ে করতে এসেছিলেন, বন্ধুরা সকলেই কিন্তু উত্তম সাজসজ্জা করেছিলেন।

বিবাহের পর নবদম্পতি পিটফোর্ড-হাসলমেয়ারের পল্লীভবনে গেলেন। মিসেস শ অসুস্থ স্বামীর ভগ্নস্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সুরু করলেন। বিচিত্র বিবাহের বিচিত্র মধুযামিনীর এই সূচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

মনোরম মধুযামিনী

১৮৯৮, ১৯শে জুন তারিখে শ লিখেছেন—"আমার স্ত্রীর পক্ষে এ এক মনোরম মধুযামিনী, আমার পায়ের সেবা চলছিল, বেশ সেরে উঠছিল, কিন্তু আমি এইবার পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা ভেঙেছি, ঠিক কবজির কাছে।"

পিটফোলডে একটি বাসা নিয়ে মিসেস শ বার্নাড শ'র শরীর সারাবার চেষ্টা করছিলেন, বিয়ের পরই ওঁরা এখানে চলে এসেছিলেন। শার্লোট শকে এই কাজে সাহায্য করছিলেন দুজন নার্স। এইভাবে পড়ে যাওয়ায় শ একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন, এই সময় ভাগনার সম্পর্কে একটি বই লিখছিলেন, সেই কাজও বন্ধ রইলো। তিন সপ্তাহের ভিতর আবার কিন্তু কাজ সুরু করলেন এবং আগস্ট মাসের মধ্যে বই শেষ হল। প্রকাশককে নির্দেশ দিলেন এমন ভাবে বইটা ছাপা এবং বাঁধাই হবে যে ধর্মগ্রন্থের মতো পকেটে রাখা যায়, নীরস গবেষণা গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থটি বার্নাড শ'র বিশেষ প্রিয়, গ্রন্থের নাম *The Perfect Wagnerite*। শ এই গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভাগনারও একজন সেভিয়ান ছিলেন।

পা ক্রমশঃ সেরে আসছিল, ডাক্তাররা প্রস্তাব করলেন সমুদ্রতীরে ভ্রমণের। সেপ্টেম্বর মাসে আইল অব ওয়াইটের এক হোটেলে গিয়ে উঠলেন স্বামি-স্ত্রী। এইখানেই বার্নাড শ তাঁর নতুন নাটক *Caesar and Cleopatra* রচনা সুরু করলেন।

পক্ষকাল পরে ওঁরা আবার পিটফোলডে ফিরে এলেন, শ এক পায়ে সাইকেল চড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার পা ভাঙলেন। শ বলেছেন—"এইবারকার যন্ত্রণা দশটা অপারেশন বা দু'বার হাতভাঙার চাইতেও যন্ত্রণাদায়ক।" ডাক্তাররা হতাশ হয়ে তাঁর আহারের ব্যবস্থা পরিবর্তনের

জন্য বললেন। শ নিরামিষাশী, তিনি বললেন—death is better than Canibalism.

১৮৮১ জানুয়ারী মাস থেকে বার্নাড শ নিরামিষাশী। জনশ্রুতি, শেলীর আদর্শে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কারণ সেই কালে তাঁর ওপর শেলীর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটি কারণ আছে, এই সময় মাসে একবার করে শ'র ভীষণ মাথা ধরতো। শ শুনেছিলেন নিরামিষ আহারে মাথা ধরা সারে। জবাই করা প্রাণীর প্রতি করুণাবশতঃ শ এই ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, তাঁর মতে জীবিত প্রাণীর দেহে মৃতদেহ কবরস্থ করা অনুচিত ও অশোভন। এ কথা অনুমান করা যায় যে হয়ত রান্নার দোষে বাড়ির খাবার রুচিকর হত না, এবং সেইকালে লণ্ডনে অনেক নিরামিষ ভোজনালয় গড়ে উঠেছিল, অল্পব্যয়ে সেখানে উত্তম আহার পাওয়া যেত।

১৮৮১'র মে মাসের শেষের দিকে বার্নাড শ স্মল পকসে আক্রান্ত হন, এবং বসন্তরোগের জন্য প্রায় তিন সপ্তাহ ঘরে আটক থাকতে হয়। অসুখ সম্পর্কে শ কোথাও কিছু গোপন রাখেন নি, কিন্তু এই অসুখটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। টিকা না নেওয়ার কারণ হিসাবে এই স্মল পকসের উল্লেখ ছাড়া আর কখনও কিন্তু তিনি এই রোগের কথা বলতেন না। তিনি বার বার এই কথাই বলতে চাইতেন যে মাংসাশী প্রাণীর চাইতেও তিনি স্বাস্থ্যবান, এবং তাদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন। এর কোনোটি কিন্তু সত্য নয়।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে শ জুন মাসে লেটনে তাঁর ডাক্তার মাতুল ওয়ালটারের কাছে চলে যান, এখানে তিনি কিছুকাল আমিষ ভোজন করেছিলেন, কিন্তু আবার অকটোবর মাস থেকে পুরোপুরি নিরামিষাশী হলেন, এবং এই অভ্যাস থেকে বিচ্যুত হননি, নিরামিষ আহারের অনটন ঘটলে অবশ্য কখনও কখনও মাছ খেতেন।

আশী বছর বয়সে যখন রক্তশূন্যতায় ভুগছিলেন বার্নাড শ, তখন তাঁকে কিন্তু লিভার ইনজেকসন দিয়ে বাঁচানো হয়েছে।

শ রসিকতা করে বলেছেন—"আমার উইলে আমার শবযাত্রা সম্পর্কে নির্দেশ আছে, সেই শবযাত্রায় শোকযাত্রীর গাড়ির ভিড় থাকবে না, থাকবে ষাঁড়, ভেঁড়া, শূকর, হাঁস-মুরগী এমন কি মাছের দল, তারা গলায় শাদা চাদর

পরে আমার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে আসবে, আমি মৃত্যু বরণ করলেও তাদের স্বজাতিকে ভক্ষণ করিনি। 'নোয়াস আর্কের' ঘটনা ছাড়া এমন বিচিত্র শোভাযাত্রা আর কেউ কখনো দেখেনি।"

এই বছর নভেম্বর মাসেই ওঁরা হাইণ্ড-হেডে একটি নতুন বাড়িতে উঠে যান, বাড়িটির নাম ব্লেন্-কাথরা, এটি এখন একটি কলেজে পরিণত। শ লিখেছেন—"এই জায়গাটা পিটফোলডের চাইতে মনোরম, তাকে হারিয়ে দিয়েছে। এখানে এসে অবধি নতুন মানুষ হয়ে গেছি, এখানকার জলবাতাস এমন কি (কার কথা বলব?) সবাইকে নাট্যকার করে তুলবে।" সুতরাং তিনি *Caesar and Cleopatra* লিখতে লাগলেন।

শ'র বিবাহ প্রসঙ্গে নানা কথা এবং প্রশ্ন উঠে। শার্লোট এবং শ'র মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উভয়ের বিবাহের কথা পাকা হতে এত দেরী হল কেন। শ'র জীবনীকাররা বলেন দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক এত সুদৃঢ় হয়েছে।

অনেকে আবার বলেন এর কারণ বহুবিধ, তবে এমন একজন গুণবতী মহিলাকে বিয়ে করলে লোকে বলতে পারে বার্নাড শ ভাগ্যান্বেষী, স্ত্রীর সম্পত্তিটাই তাঁর কাছে প্রধান আকর্ষণ, প্রেম নয়, এই কারণে শার্লোটকে 'নীল-নয়না আইরিশ ধনকুবের রমণী' প্রভৃতি বলার প্রকৃত অর্থ বার্নাড শ'র আন্তরিক অস্বস্তি।

এই কালে অবশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা শ উপার্জন করতেন, এবং প্রচার সভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট না করলে আরো অনেক অর্থ পেতেন, অনেক অবৈতনিক কর্মে শ'র সময় কাটতো। এই সময় থেকে শ দু'চার জনকে কিছু কিছু সাহায্য করতেন, বয়সের সঙ্গে এই সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

শ নিজেও জানতেন সুসময় আসন্ন, তাঁর প্রতিভার মূল্য তিনি পাবেনই, তবে হয়ত দেরী হবে। মানসিক দৃঢ়তা দিয়ে শ নিজেকে বেঁধেছিলেন, সাফল্য তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। একদা যে ভাবে অসাফল্যের ভার বহন করেছেন তেমনই নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সাফল্যের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

শ'র খরচা ছিল যৎসামান্য, নিরামিষ ভোজনে দশ পেনস থেকে এক শিলিং

দু' পেনস খরচা পড়ত। রাত্রে এক কাপ কোকো আর দুটি ডিম খেতেন। বন্ধুজনেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর আহারে অরুচি দেখে বিস্মিত হতেন। সকলের মনে হত পুষ্টির অভাবে শ'র শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। শ'র নিজেরই সন্দেহ ছিল হয়ত লাংসটা খারাপ হয়েছে, তাই সকালে উঠে উচ্চৈঃস্বরে গলা সাধতেন, ধারণা, এই জাতীয় পরিশ্রমে লাংস ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বেড়াতেন, সঙ্গে থাকতেন উইলিয়াম আর্চার, গ্রাহাম ওয়ালাস, বা সিডনী ওলিভিয়ার। স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় ভ্রমণ একেবারে অন্তিমকাল পর্যন্ত করেছেন, একেবারে অথর্ব না হয়ে পড়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় সাদা কোটপরা জর্জ বার্নাড শ মোটর যাত্রীদের বিপন্ন করে তুলেছিলেন। শ পায়ে হাঁটতে ভালোবাসতেন, বার বার পড়ে গেছেন এবং গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তবু এই অভ্যাস ত্যাগ করেন নি।

এই সমস্ত ব্যাপারে বার্নাড শ'র খরচ ছিল যৎসামান্য, তাঁর ব্যয়সাধ্য অভ্যাস মোটেই ছিল না। শার্লোটের সঙ্গে যখন শ'র পরিচয় হল তখন তাঁর হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ। *The Devil's Disciple* শেষ করার পরে এলেন টেরীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন শ—"এখন থেকে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করব, প্রয়োজন আছে বলে নয়, তবে বরাবরই আমি এতই দরিদ্র যে দেউলিয়া ছিলাম না, একথা কিছুতেই বলা যায় না।"

শার্লোটের সঙ্গে পরিচয় কালে অর্থসামর্থ্যে সচ্ছল হলেও আর সব লেখকের মতই লেখকের ভাগ্য সর্বদাই পাঠক সম্প্রদায়ের রুচির উপর নির্ভরশীল, সুতরাং কিঞ্চিত অনিশ্চিত। পায়ের অসুখের জন্য দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকায় বার্নাড শ হয়ত আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন, অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় জাগলো মনে। শ'র সঞ্চয়ী প্রকৃতি, সাংবাদিকতা এবং আমেরিকান রঙ্গমঞ্চে নাটকের সাফল্যের ফলে এই কাল মোটামুটি সচ্ছল কেটেছে, নইলে তাঁকে এক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হত।

এই সব ছাড়াও বিবাহে বিলম্ব ঘটার কিন্তু অন্য কারণ ছিল। যৌন-সম্পর্ক বিষয়ে শার্লোটের মনে একটা আতঙ্ক ছিল। একসেল মনথের সঙ্গে অসফল প্রণয় এর আর একটি কারণ হতে পারে। মাতৃত্ববিরোধী শার্লোটকে অনেকে

ভুল বুঝেছেন, মনে করতেন তিনি বোধ হয় শিশুদের অপছন্দ করেন, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। শ সম্পর্কেও এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, কিন্তু তাঁকে শিশুদের মধ্যে যাঁরা দেখেছেন তারাই জানতেন যে তিনি ছোটদের কত ভালোবাসতেন। পরিণত বয়সে শ' দুঃখ করতেন সন্তানহীনতার জন্য। বলেছেন, শার্লোটের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল বিবাহের ফলে সন্তান না হওয়া, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল।

শার্লোট অত্যন্ত দৃঢ়চেতা রমণী ছিলেন, অন্যথায় তিনি হয়ত বিবাহে রাজী হতেন না। বিবাহের ফলে যে রমণী যৌন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বিরোধী, স্বামীর পরকীয়া প্রীতিতে তাঁর কিঞ্চিৎ উদার হওয়া প্রয়োজন। শার্লোট কিন্তু সেই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, স্বামীর এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সইতে পারতেন না। শ'কে যাঁরা অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন তারা বলেন শুধু চিঠিপত্র লেখা ছাড়া শ'র এই বিষয়ে বিশেষ বাড়াবাড়ি ছিল না।

মিসেস শ বিশেষ করে প্যাট্রিক ক্যাম্‌বেলের সঙ্গে বার্নাড শ'র ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করতেন না। প্যাট্রিক ক্যাম্‌বেল এবং শ'র মধ্যে যে সব চিঠিপত্র বিনিময় ঘটেছিল তার কিছু উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে।

শ ছিলেন অতিশয় কোমল প্রকৃতির মানুষ। মহিলাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। নিজের মত বা ইচ্ছা তিনি জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন না। উভয়ের বিবাহে বিলম্বের এটি অন্যতম কারণ হতে পারে।

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অতিশয় মধুর সম্পর্ক ছিল। বন্ধুজনেরা এঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরতায় অতিশয় আনন্দবোধ করতেন। শ স্ত্রীর সম্পর্কে সচেতন, তুচ্ছতম প্রতিজ্ঞা পালনেও ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। শার্লোট একবার ম্যাকস বীরবোহমের সামনেই তাঁর আঁকা বার্নাড শ'র ব্যঙ্গচিত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিলেন। শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এই ঘটনাটি শার্লোটের প্রেমের গভীরতার একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। বার্নাড শ'র কোনো রকম ব্যঙ্গ-চিত্র মিসেস শ' সহ্য করতে পারতেন না।

ফিটজরয় স্কোয়ারে অপরিচ্ছন্ন বাসায় বার্নাড শ যখন প্রায় খঞ্জ হয়ে পড়ে আছেন তখন শার্লোট ছুটে এসেছিলেন সেবার ভার নিতে। সেই সময় শ'কে হাইণ্ড হেডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কোনো দিনই উভয়ের মধ্যে এই বিবাহ বন্ধন ঘটতো না।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে লিখিত এক পত্রে (১৯৩০) শ লিখেছিলেন—"চল্লিশ পার হওয়ার আগে আমার হাতে এমন টাকা ছিল না যে বিবাহ করলে নিছক অর্থের লোভে বিবাহ করছি না এই কথা মনে হত, আর সেই বয়সে (স্ত্রীর বয়সও চল্লিশ) আমার স্ত্রীর মনে যে যৌন ক্ষুধা ছিল এই সন্দেহ করার কারণ নেই। আমাদের উভয়ের মধ্যে সেইকালে উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমলীলা প্রভৃতির অবসান ঘটেছিল।"

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্লেন-ক্যাথারা' থেকে বার্নাড শ সর্বপ্রথম প্যাট্রিক-ক্যামবেলকে পত্র লিখেছিলেন। শ লিখেছিলেন তাঁর শরীর ক্রমশঃ সেরে উঠছে,—তখনও উভয়ের মধ্যে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এই চিঠিতে শ তাঁকে মিসেস প্যাট্রিক-ক্যাম্বেল বলেই সম্বোধন করেছিলেন।

॥ দুই ॥

রোমাণ্টিক অভিনয়

শ'র পরাজয় ঘটেছিল মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের সংস্পর্শে। বার্নাড শ তাঁর নিজস্ব প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এই অভিনেত্রীর ইন্দ্রজাল স্পর্শে তাঁর কৌশল ও ব্যক্তিত্ব প্রায় পরাভূত হয়েছিল।

প্রাথমিক সংযোগ ব্যবসায়সূত্রে। কিন্তু ক্রমশঃ তা নিবিড়তর হয়ে উঠল। এই সংযোগের ফলে বার্নাড শ'র দাম্পত্য জীবনেও একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছিল। শ লিখেছিলেন—"I am deeply, deeply wounded"—

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার আগে অসংখ্য পত্র বিনিময় ঘটেছিল। সেই সব চিঠিপত্র মূলতঃ নূতন নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে, পত্রের মধ্যে দীর্ঘ বিরতিও ছিল।

Pygmalion নাটক মিসেস ক্যামবেলের জন্যই রচিত হয়। 'পিগ্‌ম্যালিয়ন' লেখা শেষ হওয়ার পর এই নাটক সম্পর্কে মিসেস ক্যামবেলকে আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে শ কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লেখেন। অভিনেত্রীদের নিজের নাটকে আগ্রহান্বিত করার জন্য শ সাধারণতঃ এই কৌশলটি প্রয়োগ করতেন।

একটি চিঠিতে তাঁকে শ লিখছেন—"শুক্রবারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, স্বপ্নভরা শনিবারের জন্যও। জানতাম না আমার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। এখন আমি অনেক ভালো, আবার মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছি, আমার খোল-করতাল নিয়ে নেমে এসেছি। এ আমার ভীরুতা এবং নীচতার পরিচায়ক হবে যদি না স্বীকার করি তুমি পরমা রমণী, তোমার স্পর্শের ঐন্দ্রজালিক আবেশ আমার ওপর বারো ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল।"

এই রোমাণ্টিক অভিনয় কিন্তু নিছক ব্যবসাদারী। নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে তাই অভিনেত্রীকে হাতে রাখা।

মিসেস ক্যামবেলও যে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তা নয়। শ হয়ত বিবেক দংশনের প্রভাবে লিখেছিলেন—"আমার মত আইরিশ

মিথ্যাবাদী এবং অভিনেতা সম্পর্কে সতর্ক থেকো, হৃদয়-রক্তে লেখনী পূর্ণ করে তোমার পবিত্র আবেগ ও অনুভূতি হয়ত মঞ্চে পরিবেশন করবো একদিন!"

মিসেস ক্যামবেল জবাবে লিখেছিলেন—'তুমি কি সত্যই মনে করো আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? আমি জানতাম লিজাই তোমার লক্ষ্য (পিগ্‌ম্যালিয়ন নাটকের ফুলওয়ালী), তোমার এই মনোহর ব্যবসাদারী ভঙ্গিতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।"

এই অন্তরঙ্গতার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, সূচনায় যা ছিল খেলা মাত্র তা একদা হৃদয়দাহন সত্যে পরিণত হল। বণিকের মানদণ্ড যেমন শর্বরী শেষে রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছিল, তেমনই কৌতুকবশে যে প্রেমাভিনয়ের সূত্রপাত তা অবশেষে প্রকৃত প্রেমের পর্যায়ে পৌছল।

শ যেখানে যেতেন কেবল প্যাট্রিক ক্যামবেলের গল্প বলতেন, শ্রোতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিডনী ওয়েব বুঝতে পারতেন না এই রমণীর ভেতর শ কি পেয়েছেন, অন্য বন্ধুরাও বুঝতেন না। বার্নাড শ'র এই মাত্রাতিরিক্ত প্রেমাবেগকে ওয়েব বলতেন, "a clear case of sexual senility", যৌনবিকার মাত্র।

মিসেস শার্লোট শ ক্রমশঃই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এদিকে মিসেস ক্যামবেল তাঁর প্রতি শার্লোটের উপেক্ষা লক্ষ্য করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

পরিকল্পনানুসারে না হলেও একদিন ঘটনাচক্রে উভয়ের দেখা হয়ে গেল। শার্লোট কিন্তু অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে মিসেস ক্যাম্পবেলের সঙ্গে আলাপ করলেন।

শ লিখেছেন—"শার্লোট তার শান্ত ভঙ্গিতে জানে আমাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কোনো নারীর নেই—স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ নেই—তোমাকে সে এখনও বোধ করি ধরতে পারেনি।"

এর পরের বছর শ এবং মিসেস ক্যামবেলের মধ্যে একটি টেলিফোন-আলোচনা সহসা শার্লোটের কানে যায়, সেই আলোচনার খণ্ডিত অংশ তাঁর মনে বিশেষ বেদনা সৃষ্টি করে।

মিসেস ক্যামবেলকে এই ঘটনার উল্লেখ করে শ লিখেছেন—"ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হয়েছে শার্লোটের মনে, সে এমন কষ্ট পাচ্ছে যা আমার কাছে পীড়াদায়ক, এমনভাবে কাউকে যন্ত্রণাভোগ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। মরিয়া হয়ে শূন্যে হাত উঠিয়ে ভাবি আর মনে মনে প্রশ্ন করি একজনকে বলিদান না দিয়ে কি অপরাকে সুখী করা যায় না?"

এ বার্নাড শ'র আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, তিনি মিসেস ক্যামবেলকে ভালোভাবেই জানতেন, সে যে কতখানি হিসাবী, কতদূর যে তার সীমা তা তাঁর অজানা ছিল না। মনে মনে শ জানতেন মিসেস ক্যামবেল নিছক মেকি, লোভের বস্তু, সরল ভালোবাসা বা উদগ্র কামনার উপলক্ষ্য নয়।

এই বিচিত্র প্রেমলীলার যখন পূর্ণ জোয়ার তখন হঠাৎ একদিন মিসেস ক্যামবেল জর্জ-কর্নওয়ালিস ওয়েস্টকে বিয়ে করবেন স্থির করলেন। এই ঘটনার সবচেয়ে হাস্যকর অবস্থা হল যে বার্নাড শ এবং কর্নওয়ালিস ওয়েস্ট পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল।

শ লিখলেন—"স্টেলা, (মিসেস ক্যাম্‌বেলের ডাক নাম) যদিও আমি জর্জকে ভালোবাসি (আমাদের উভয়ের সমান রুচি), আমি বলি সে ত' বয়সে তরুণ আমি প্রৌঢ়, সে বরং কিছুদিন অপেক্ষা করুক অন্ততঃ আমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত।"

বার্নাড শ এবং মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল ডেনমার্ক হিলে ভগিনী লুসীর বাসায় মিলিত হতেন। লুসী এবং মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের মধ্যে মনের মিল ছিল, তাই সহজেই দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। শার্লোট লুসীকে দেখতে পারতেন না, সুতরাং লুসী তাঁকে পছন্দ করতেন, শ এবং মিসেস ক্যামবেলের এই প্রেমলীলায় হয়ত তাঁর জ্বালা নিবারিত হত। হয়ত আনন্দ পেতেন। আর শার্লোট হয়ত মনে করতেন শ' তাঁর রুগ্না ভগ্নীকে দেখতে আসেন, আসলে কিন্তু মিসেস পাট্রিক ক্যামবেলই উপলক্ষ্য। এই প্রেমলীলার পরিণতিও কিন্তু আসন্ন হয়ে এসেছিল, শ'র মত রোমান্টিক মানুষের পক্ষে এমন উদ্দাম এবং হিসেবী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাল রাখা কঠিন।

স্যাণ্ডউইচের গিলডফোরড হোটেলে মিসেস ক্যামবেল উঠেছেন, বার্নাড শ'র সেখানে হাজির হওয়ার বাসনা হল। এই রমণী কিন্তু শ'র প্রেমের অংশ-ভাগিনী হওয়ার উপযুক্ত নন। তার নজর নিজের সুখ-সুবিধার দিকে।

স্যাণ্ডউইচে বার্নাড শ'এর উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল, ভয় হল হয়ত আসন্ন বিবাহটা ভেঙে যায়, সভয়ে বার্নাড শ'কে চিঠি লিখলেন মিসেস ক্যামবেল—"দয়া করে লণ্ডনে ফিরে যাও, কিংবা যেখানে তোমার খুসী, এখানে থেকো না, তুমি যদি না যাও আমিই যাব, আমি বড় ক্লান্ত, আমার অন্য কোথাও যাওয়া চলে না। তোমাকে ঘৃণা করতে হবে এমন কর্ম যেন কোরো না—স্টেলা।"

পরদিন প্রাতে আর একখানি চিঠি এল, স্টেলা পলাতক। সে লিখেছে—"বিদায়, আমি বড়ো ক্লান্ত, তুমি আমার চেয়ে অনেক শক্ত এবং সমর্থ—স্টেলা।"

এর প্রতিক্রিয়া অতিশয় তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। উদ্দাম প্রেমলীলার উদ্ভট পরিণতি। সেদিন বার্নার্ড শ যে চিঠি লিখলেন সে চিঠি মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট—

"তবে তাই হোক, যাও। একটি স্ত্রীলোককে হারানোর অর্থ পৃথিবীর অবসান নয়। সূর্য ওঠে, সাঁতার কাটতে ভালো লাগে, ভালো লাগে কাজ করতে, আমার আত্মার পক্ষে নিরালা সইবে। কিন্তু আমি অতিশয় ব্যথিত ও আহত। আমাকে পরখ করে দেখলে যে আমাকে তোমার সইলো না, আমি তোমার মনে শান্তি এনে দিতে পারিনি, পারিনি স্বস্তি দিতে, কিংবা আনন্দ। আমাদের সখ্যতায় কোথাও এতটুকু স্পষ্টতা নেই। আমি তোমার সঙ্গে একটু বেশী ভালো ব্যবহার করেছি। আমার হৃদয় ও মন তোমাকে সমর্পণ করেছি (যেমন উৎসর্গ করেছি পৃথিবীকে)। তোমাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি—আর তুমি তার বিনিময়ে পালিয়ে গেলে। তবে যাও—"

এই চিঠি পড়ে বোঝা যায়, শ অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সে চিঠির ভাষাও তেমনই তীব্র—তিনি লিখেছেন—"আমার জ্বালা মেটেনি, তোমাকে কটুতম বাক্য প্রয়োগ করা হয়নি। হতভাগ্য রমণী, তুমি কে যে আমার অন্ত্র ছিন্নভিন্ন হবে? সাতান্ন বছর বয়সের মধ্যে কুড়ি বছর আমার কষ্টে কেটেছে, সাঁইত্রিশ বছর কাজ করেছি। তারপর দু'দণ্ড শান্তি পেয়েছিলাম,

রোমান্সের দিকে প্রায় মন দিয়েছিলাম। পবিত্রতম বন্ধন ও গভীরতম মূল ছিন্ন করার বিপজ্জনক দায়িত্ব নিয়েছিলাম, চোরাবালিতে পা রেখে অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে ছুটেছি, প্রাচীনতম মরীচিকার পিছনে ছুটেছে, বাসি ফুলের পাপড়িকে দু'হাতে গ্রহণ করেছি—মনে করেছি, "এ আমার স্বর্গ, এ আমার স্বর্গ—"

এই চিঠিখানি সাহিত্য হিসাবেও অপূর্ব। শুধু অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

তৃতীয় দিবসেও বার্নাড শ'র হৃদয়াবেগ শান্ত হয়নি। তিনি লিখছেন— "তুমি আঘাত করেছ, তাই তোমাকে আঘাত হানতে চাই। দুর্নামভাগিনী, নীচ, হৃদয়হীনা, চপলা, দুষ্টা রমণী। মিথ্যাভাষিণী, সত্যভঙ্গকারিণী, ছলনাময়ী নারী—"

শ'র এই তাচ্ছিল্যময় বক্রোক্তির পালটা জবাব দিলেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোবৃত্তির মানুষ তুমি, আমাকে তুমি হারিয়েছ কারণ আমাকে কখনও তুমি পাওনি, তুচ্ছ দীপাধার এবং অগ্নিশিখা ভিন্ন আমার কি আর আছে, তুমি তোমার উদ্দাম অহমিকার বাতাসে তা নির্বাপিত করতে চাও?—যদি তুমি অন্ধকারে পথ হারাও এই ভয়ে আমি আমার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখবো?"

আগুন নিবিয়ে গিয়েছিল, পড়েছিল ভগ্নাবশেষ, দীপশিখা আর জ্বালানো সম্ভব হয় না। আরো কয়েক বছর ধরে চিঠিপত্র চললো, কিন্তু সেই সব পত্রে উত্তাপ নেই, নাটক আর অভিনয়ের কথা।

শ'র নিদারুণ কশাঘাতে প্রেমের ম্লান দীপশিখা আবার হয়ত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, কিন্তু সেই বহ্নিস্পর্শ দিতে বার্নাড শ'র আর আগ্রহ ছিল না। বার্নাড শ'র খেলা শেষ,—তবু শ কিঞ্চিৎ অভিনয় করেছেন শেষ পর্যন্ত—শার্লোটকে চিন্তিত, বিরক্ত এবং উত্যক্ত করেছেন।

ক্রমে মিসেস ক্যামবেলের দিন শেষ হয়ে এল, এই বদমেজাজি প্রৌঢ়া রমণীকে কে আর অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ করবে!

মিসেস ক্যামবেল কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির জন্য বার্ণাড শ'র পত্রাবলী প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হলেন। শ' অবশ্য মিসেস ক্যামবেল বিপদে পড়লেই অর্থ

সাহায্য করতেন। এ বিপদ কিন্তু অন্য রকম, অর্থ এবং প্রচার দুই চান মিসেস ক্যামবেল। শ তাই জানালেন শার্লোটের জীবদ্দশায় এই পত্রাবলী প্রকাশ করা সংগত হবে না, তবু মিসেস ক্যামবেল ছাড়বার পাত্রী নন।

কর্নওয়ালিস-ওয়েস্টের সঙ্গে বিবাহের অবসান ঘটলো। কর্মহীন হয়ে মিসেস ক্যামবেল, শ এবং আরো অনেকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হলিউডে ছুটলেন মিসেস ক্যামবেল, সেই মেকী আসরে মিসেস ক্যামবেলের কঙ্কালের নৃত্য দেখে কারো মনে আনন্দ জাগলো না।

হলিউড থেকে দেশে ফেরার পথে কাষ্টমস পথ রোধ করলো, মিসেস ক্যামবেলের কুকুর 'মুন বীম'কে দেশে আনায় বাধা। মিসেস ক্যামবেল কনটিনেণ্টে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং শ'র কাছে টাকার জন্য আবেদন পাঠাতে লাগলেন। শ একদিন লিখলেন—"তুমি যদি একটি বই লেখো—যদিও আমি অপূর্ব অভিনেত্রী তবু আমাকে কোনো লেখক বা প্রযোজক কেন তুবার গ্রহণ করবেন না—কেন ?—তাহলে সেই বই বেশী বিক্রী হবে। আর তোমাকে এদেশে আনা ? তার চেয়ে শয়তানকে বরং আনা ভালো। তুমি আমাকে এবং সবাইকে বিপদে ফেলবে। তুমি জানো না তোমার ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমি মনে মনে কতো আশীর্বাদ করেছি।"

১৯৩৯-এর জুন মাসে শেষ চিঠিতে মিসেস ক্যামবেল লিখছেন—"দারিদ্র্য এবং আরামহীনতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, দৈনন্দিন ছোটখাটো কাজের জন্য দাসী নেই, তাও সইছে"—শ কিন্তু অচল, অটল। শেষ পত্রে আরো অনেক কথার সঙ্গে শ লিখেছিলেন—"I am too old, too old, too old."

১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে প্যারীতে পঁচাত্তর বয়সে মিসেস ক্যামবেলের মৃত্যু ঘটে। শ লিখেছেন—"মারা গেছে, সবাই স্বস্তি পেল, বিশেষ করে সে স্বয়ং, তার ইদানীংকার ছবি সুখী রমণীর ছবি নয়। বড় অভিনেত্রী ছিল না সে, তবে সে মোহিনী রমণী ছিল। সে ছিল দুর্দমনীয়। ওরিণথার চরিত্রটি (*The Apple Cart*) ওর নাটকীয় প্রতিরূপ। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

The Apple Cart নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে কিং ম্যাগনাসকে ওরিণথার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয়েছে। এর পটভূমিতে বার্ণাড শ'র জীবনের একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। একদিন মিসেস ক্যামবেলের বাড়িতে সন্ধ্যা

যাপন করছেন শ, বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, শার্লোটকে কথা দেওয়া আছে নির্দিষ্ট সময় ফিরতে হবে।

মিসেস ক্যামবেল এই ঘটনাটি জানতে পেরে শ'কে জব্দ করার জন্য নানা ছল করে তাঁকে আটক রাখার চেষ্টা করলেন, শেষে কিছুতেই আটকাতে না পেরে জড়িয়ে ধরলেন। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন, সেই অবস্থায় দাসী দরজা খুলে এই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

শ এই ঘটনাটি *The Apple Cart*-এ নাটকায়িত করেছেন।

॥ তিন ॥

মিশ্র বীরপুরুষ

অভিনেত্রীদের সঙ্গে বার্নাড শ'র কি ধরনের সম্পর্ক ছিল জানতে চেয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস।

জবাবে শ লিখলেন—

"তুমি ত' ভয়ানক লোক। অভিনেত্রীদের কাহিনী শুনতে চাও?—আমি যাঁদের দেখেছি, মঞ্চের চাইতে মঞ্চের গণ্ডীর বাইরে তাঁরা আরো বড়ো। প্রকাশ্যে কিছু বলা অনুচিত, রঙ্গমঞ্চের আইনানুসারে মঞ্চের অন্তরালে যা ঘটে তা প্রকাশ নিষিদ্ধ।—ট্রি (বীরবোহম) মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়বর্গ একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, আমিও একটি প্রবন্ধ লিখেছি, সেই প্রবন্ধে পর্দার আড়ালের কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি।—ট্রি একবার আমার নিরামিষ ভোজন নিয়ে রহস্য করে মিসেস ক্যামবেলকে বলেছিলেন, ওকে বীফস্টেক দিয়ে দেখা যাক কি হয়। এ কথায় স্টেলা বলেন—'দোহাই আপনার, অমন কর্ম করবেন না, এমনিই মানুষটি যথেষ্ট দুষ্টু, বীফস্টেক খাওয়া শুরু করলে লণ্ডন শহরের মেয়েদের আর নিরাপত্তা থাকবে—না।'

এই ঘটনাটি ছাপা হয়েছে,ছাপা যায়, কারণ এর সঙ্গে রঙ্গজগতের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, আমরা কোনো কালে থিয়েটারে না এলেও এমনটি ঘটা সম্ভব।

নব্বই শতকে এলেন টেরীর সঙ্গে প্রায় আড়াইশো পত্র-বিনিময় ঘটেছে, প্রাচীনপন্থী যে কোনো মানুষের কাছে তা উন্মত্ত প্রেমপত্র মনে হবে, কিন্তু আমাদের উভয়ের বাসস্থানের ব্যবধান মাত্র এক শিলিং গাড়ি ভাড়া,—তবু কোনো দিন আমরা গোপনে মিলিত হইনি।—

প্রথম যুদ্ধের আগে মিসেস ক্যামবেলের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, *The Apple Cart* নাটকের ম্যাগনাস ও ওরিনথার মতো। আমি ছিলাম ম্যাগনাসের মত একনিষ্ঠ স্বামী, তার উক্তি 'Our strangely innocent relations' আমার ক্ষেত্রেও সত্য।"

বার্নাড শ'র বন্ধুজনেরা কিন্তু অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিছক কামগন্ধহীন ছিল একথা বিশ্বাস করতেন না, 'strangely innocent'ও নয়। ম্যাগনাস ও ওরিনথার সংলাপের মধ্যে বার্নাড শ'র জীবনের সংযোগ আছে, নাটকের প্রয়োজনে না হলেও নিজের প্রয়োজনে তাই নাট্যকার এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, নীচের উদ্ধৃতিটুকু অর্থপূর্ণ—

"ম্যাগনাস॥ অসম্ভব প্রিয়তমে, জেসিমা প্রতীক্ষায় বসে থাকতে ভালোবাসে না।

ওরিনথা॥ তার কথা ভোলো, আমাকে ছেড়ে তুমি জেসিমার কাছে যেতে পারবে না। (এমন জোরে ম্যাগনাসকে আকর্ষণ করল যে ম্যাগনাস পাশের আসনে পড়ে গেল।)

ম্যাগনাস॥ প্রিয়ে, আমাকে যে যেতেই হবে।

ওরিনথা॥ অন্ততঃ আজ নয়, শোনো ম্যাগনাস, তোমাকে দু'-একটা কথা বলার আছে।

ম্যাগনাস॥ কিছুই বলার নেই। উদ্দেশ্য আমার স্ত্রীকে বিরক্ত করা, তাই দেরী করিয়ে দিতে চাও। (উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা, ওরিনথা পুনরায় জোর করে বসিয়ে দেয়)—আমাকে যেতে দাও, করুণা করো।"

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল লিখেছেন—"বার্নাড শ যদিও আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতেন যেন আমি ভিন্ন আর কিছুই নেই; রাজনীতি আর সাহিত্য ছাড়া কোনো কিছুতে আগ্রহও ছিল না, তাঁর নিজের পারিবারিক জীবনের স্থান ছিল কিন্তু সবার ওপর। পৃথিবী ধ্বংস হলেও শার্লোটকে দশ মিনিটের জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় বসিয়ে রাখা চলবে না।"

The Appte Cart-এর নিম্নোদ্ধৃত অংশে এই কথাটি আরো স্পষ্ট হবে—

"ম্যাগনাস॥ কিন্তু আমার স্ত্রী? আমার রাণী। জেসিমা বেচারীর কি হবে?

ওরিনথা॥ জলে ডুবিয়ে দাও। গুলী করো, কিংবা মোটরচালককে বলো, সর্পিল পথে ছেড়ে দিয়ে আসুক। এই রমণী তোমাকে পরিহাসের বস্তু করে তুলেছে।

ম্যাগনাস ॥ এসব আমি ভালবাসিনে, লোকেও বলবে এ অতি অভব্যতা!

ওরিনথা ॥ আহা! আমার কথা বুঝছো না, ডিভোর্স করো, তাকেই বরং সুযোগ দাও ডিভোর্স করার, এ তো সোজা! 'রণি' আমাকে এই ভাবেই বিয়ে করেছে। স্বাদ পালটানোর জন্য সবাই তাই করে।

ম্যাগনাস ॥ জোসিমাহীন দিন আমার কল্পনাতীত।

ওরিনথা ॥ আর সে থেকেই বা তোমার কি, তাও কেউ বুঝতে পারে না।"

হাইণ্ডহেডের 'ব্লেন-ক্যাথারা' নামক ভবনে ১৮৮৮-র নভেম্বর মাসে পিট-ফোলড থেকে শরীর সারানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বার্নাড শ! এসেই লিখেছিলেন—"একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছি, এখানকার জল বাতাস, এমন কি—(কার কথা বলব?) সবাইকে নাট্যকার করে তুলবে।"

২রা ডিসেম্বর হেনরী আর্থার জোন্‌সকে লিখলেন—"এখন দেখা যাচ্ছে 'পা'টিকে অচল রাখার যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল—তার ফলে রোগী নিষ্ক্রিয়তার জন্য প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছেছিল। গত সপ্তাহে বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে বললাম, অবিলম্বে পায়ের হাড় এবং আক্রান্ত বুড়ো আঙুলটি কেটে বাদ দিয়ে দিন। দেখলাম একজন সার্জেনের পক্ষে তাঁর জ্ঞান প্রশংসনীয়, বিজ্ঞান ও শুভবোধের মধ্যস্থিত প্রকৃত সম্বন্ধ সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি বললেন—তাঁর বুড়ো আঙুল হলে তিনি কিন্তু ভারমুক্ত হতেন না। তিনি বললেন স্পষ্টতঃ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, একেবারে ভেঙেপড়ার অবস্থা থেকে ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি, এবং কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে হয়ত আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না, খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞানের বলেই সব সেরে যাবে, নয়ত অতি-তুচ্ছ ব্যাধি সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং উপস্থিত সুসময়ের প্রতীক্ষমান,—কিন্তু সখেদে জানাচ্ছি যে শারীরিক উন্নতির সমগ্র উৎসাহ আমি '*Caesar and Cleopatra*' নাটকের চমকপ্রদ চতুর্থ অঙ্কে ব্যয়িত করেছি।"

১৮৯৯-এর জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখে লিখেছেন "ক্লিওপেট্রার ভূমিকা *You Never Can Tell*-এর Doll-র ভূমিকার মতই চমৎকার।" এই চিঠিতেই

তিনি জানিয়েছেন পা থেকে আবার পুঁয গড়াচ্ছে, আর এক টুক্‌রো হাড় কেটে বাদ দিতে হবে।

ফরবেস রবার্টসন ও মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের দিকে লক্ষ্য রেখেই শ এত উৎসাহ নিয়ে নাটকটি রচনা করলেন। এই বছরেই সর্বপ্রথম মিসেস ক্যামবেলকে চিঠি লিখেছিলেন। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা কিছু ব্যয়সাধ্য, তা ছাড়া বার্নাড শ তখনও পিনেরোর মত খ্যাতি অর্জন করেন নি। তাই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হলেও *Caesar and Cleopatra* ১৯১৭ এর আগে লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয়নি। রবার্টসন এবং তার সুন্দরী স্ত্রী গারট্রুড এলিয়ট মূল ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকটি সমালোচকদের মতে বার্নাড শ'র নাটকাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম চমকপ্রদ রচনা।

এর আগে তিনি যে-সব নাটক রচনা করেছেন, সেই নাটকগুলির চরিত্রাবলীর আদর্শ অস্পষ্ট এবং আচ্ছন্ন। সেগুলির উদ্ভব পরিস্থিতি জনিত, পরিস্থিতি তাদের সৃষ্টি করেনি। এই নাটকের নায়ক কিন্তু একটা স্পষ্ট মনোবৃত্তির অধিকারী। আদর্শের তিনিই জনক, তাঁর খেয়াল মত সেই আদর্শের প্রয়োগ ও প্রক্ষেপ।

ঐতিহাসিক নাটকের আঙ্গিক বর্ণাঢ্য জৌলুশ থেকে মুক্ত করে শ তাকে রূপায়িত করলেন পালিশহীন শাদা রঙে। এই কারণে 'Fictional Biography'-র তিনিই প্রবর্তক। এই জাতীয় জীবনীতে পাঠক সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো যে, মহাজনরা আসলে আমাদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষমাত্র। তবে বার্নাড শ'র সব কিছুই অসাধারণ, সস্তার প্যাঁচ বা কৌশলের মোহে তিনি এই আঙ্গিক ব্যবহার করেন নি।

পাদপীঠ থেকে 'বীরপুরুষ'কে মাটিতে নামিয়ে এনে শ দেখিয়েছেন পাথরের মূর্তি বা উপকথার চরিত্রের চেয়ে 'রক্তমাংসের মানুষ' অনেক বড়ো, অনেক মহৎ। শ বলতে চেয়েছেন পাথরের মূর্তিদেরই মহৎ মানব বলা চলে না, আসলে তারা নির্বোধ চরিত্রের অতিরঞ্জন। বার্নাড শ'র প্রতিপাদ্য প্রকৃত মহৎ চরিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি হয়ত তুচ্ছ এবং অতি সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তার অসাধারণত্ব গন্ধময় বাস্তবতায় নির্ভরশীল। বার্নাড শ'র ঈজিপ্সীয় ও অষ্ট্রিয়ান নায়কদের চরিত্রে আছে মেলোড্রামার নায়কের অবাস্তবতা ও সম্ভ্রমবোধ।

শ'র ঐতিহাসিক নাটক তাই অন্তর্মুখী মেলোড্রামা। আবেগপ্রধান, রোমান্টিক, গীতিবহুল বা বিরলগীতি নাটকের নাম মেলোড্রামা, বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে মিলনান্তক নাটক।

সমালোচকরা বলেন *Caesar and Cleopatra* এই জাতীয় মেলোড্রামা। তাঁর নায়ক কিন্তু এই জাতীয় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে উদাসীন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় সে নিরাসক্ত, প্রেমে বীতশ্রদ্ধ। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের নায়ক সেভিয়ান এবং বাদী আর নায়িকা ক্লিওপেট্রা প্রতিবাদী। সীজার ছাত্র, ক্লিওপেট্রা ছাত্রী। যাঁরা শ'র *Candida*, *The Devil's Disciple*, এবং *Captain Brassbound's Conversion* প্রভৃতি পড়েছেন, তাঁদের কাছে এই ব্যাপার বিস্ময়কর নয়। ক্লিওপেট্রা, মার্চ ব্যাঙ্কস, এনডারসন এবং ব্রাসবাউণ্ডের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও, শিশুর মত সুরু করলেও সীজারের প্রভাবে সে নারীত্বের পূর্ণ গরিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। তার শক্তি সীমাবদ্ধ, প্রকৃতিতে দুর্বল, এবং তার বিকাশের গতি নাট্যকারের মতে From a Kitten to Cat.

এই নাটক সম্পর্কে বার্নাড শ তাঁর বন্ধু হেস্‌কেথ পীয়রসনকে লিখেছেন— "এই জাতীয় নাটকই সেক্সপীয়ারের মতে ইতিহাস, ইতিবৃত্তমূলক নাটক। ইতিবৃত্ত অংশটুকু মমসেন থেকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি। অন্য গ্রন্থও পড়েছি, প্লুটার্ক থেকে ওয়ার্ড-ফাউলার। প্লুটার্ক সীজারকে ঘৃণা করতেন। আমি যে ভাবে পরিবেশন করেছি মমসেন সীজারকে সেই ভাবেই রূপায়িত করেছেন। সীজারের মিশর গমন সংক্রান্ত ঘটনা বিশ্বাসীর মন নিয়ে মমসেন লিখেছেন, অন্য ঐতিহাসিকরা তা করেন নি। সেক্সপীয়র যে ভাবে প্লুটার্ক বা হলিনহেডকে আশ্রয় করেছেন, আমি ঠিক সেই ভাবেই মমসেনকে ধরেছি। সীজার-হত্যা যে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড তা গ্যয়টের উক্তি থেকে অনুমান করি, আমার ধারণা তিনিও মমসেন-শ'র দৃষ্টিভঙ্গিতেই সীজারকে বিচার করেছেন। যখন এই নাটক রচনা করেছি তখন আমার বয়স চুয়াল্লিশ বা তার কাছাকাছি, এখন মনে হয়, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সে বয়সটা কিঞ্চিৎ অপরিণত। তবে কাঁচা হাতের লেখা হলেও সাহিত্যকর্ম হিসাবে মন্দ হয়নি।"

স্পষ্ট করে শ বলেছেন '*The Plays for Puritans*' নীতিবাগীশদের জন্য, কারণ এই নাটকগুলীর নীতিগত ভিত্তি মেলোড্রামার বিরোধী, সুতরাং

'anti-erotic'। উইলিয়াম আর্চার অভিযোগ করেছেন, বার্নার্ড শ 'obsessed with sex' (যৌন-প্রভাবে আচ্ছন্ন), কথাটা একেবারে তুচ্ছ নয়। এই তিনটি নাটকেই 'ক্যানডিডা'র মতো একই প্রকৃতির 'Love interest,' বা প্রেম-কৌতূহল বর্তমান। এই নাটকাবলীর কেন্দ্রীভূত উপজীব্য লেডী সিসিলি, ব্রাসবাউণ্ডের প্রেমে পড়ো-পড়ো, জুডিথ, ডিক ডজিয়নের প্রেমে আকুল আর সীজার ও ক্লিওপেট্রার কাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বত্র কানাকানি হচ্ছে। এই তিনটি নাটকেই কিন্তু কামদেবকে স্তম্ভিত করা হয়েছে।

লেডী সিসিলি একটি ঘণ্টার সাহায্যে পরিত্রাণ পেলেন, জুডিথের কামনা অপরিপূর্ণ রইলো, সে অবশ্য কোনো মতে নিষ্কৃতি পেল, আর ক্লিওপেট্রা বোঝে সীজার প্রেমের গণ্ডীর অনেক উর্ধ্বে, প্রেমাতীত।

যাই হোক বার্নার্ড শ'র এই শেষোক্ত নাটকেই রোমাণ্টিক প্রেমের সফল পরিণতির একটা ইঙ্গিত আছে। মার্ক এণ্টনি স্টেজে আবির্ভূত না হলেও নাটকের চার পাশেই বিচরণশীল, সীজারের মৃত্যুর সম্ভাবনাময় ভীষণ ভবিষ্যৎ, আর এণ্টনির রোমান্স, নাটকটিকে সফল করেছে।

রুফিওর হাতে নেতৃত্ব দিয়ে, ক্লিওপেট্রাকে মিশরের রাণী হিসাবে রেখে সীজার যখন চলে গেলেন, তখন তিনি অনুভব করেছিলেন মৃত্যু তাঁর জন্য প্রতীক্ষমান। সীজারের মুখ দিয়ে তাই নাট্যকার বলেছেন—

"To the end of history murder shall breed murder, always in the name of right and honour and peace, until the Gods are tired of blood and create a race that can understand."

এই উপলব্ধিটুকুই নাটকের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি।

গোড়ার দিকের দৃশ্যাবলীতে সীজার 'মিশ্র বীরপুরুষ'। Sphinx-এর মতো 'part-brute, part-woman and part-God—' (অংশতঃ বর্বর, কিঞ্চিৎ স্ত্রী-সুলভ আবার কোথাও দেবতা)। প্রয়োজনের খাতিরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সীজার। পাঠাগার যখন অগ্নিদগ্ধ হল তখন সীজার যে ঔদাসীন্য দেখালেন, তাতে মনে হয়, ইতিহাসের প্রতি ইতিহাসস্রষ্টার নিদারুণ অবজ্ঞা।

দ্বিতীয় অঙ্কে সীজার এবং থিওডেটাসের মধ্যে আবেগময় কথোপকথনের মধ্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দার্শনিক থিওডেটাস সম্রাট সীজারকে অনুরোধ করছেন আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা

করুন। সীজার অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত। থিওডেটাস তবু অনুনয় করছেন—অবনত হয়ে বললেন—সীজার, দশটি জনমে একবার জগৎ একটি মহৎ গ্রন্থ পায়।

অবিচলিত সীজার উত্তরে বললেন—তাতে যদি মানবজাতির আত্মতৃপ্তি না হয় সাধারণ ঘাতক তা পুড়িয়ে ফেলুক।

অনেক যুক্তিতে সাফল্য লাভ না করে বিরক্ত ও হতাশ থিওডেটাস বলেন—যা জ্বলছে তা মানবসমাজের অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

সীজার তেমনই নির্লিপ্ত অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেন—লজ্জাকর স্মৃতি, যা জ্বলছে জ্বলতে দাও।

থিওডেটাস বলেন—তুমি কি অতীত মুছবে?

উত্তরে সীজার বললেন—আর সেই ধ্বংসস্তূপেই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবো।

Man and Superman নাটকের জন ট্যানার কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন প্রকৃতির। এই হয়তো তার স্বাভাবিক চরিত্র নয়, Life-Force-এর প্রভাবেই সে স্তিমিত। তারই নির্দেশে কাজ করে যায়। জুলিয়াস সীজারের একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। পুরুষত্ব তার করায়ত্ত। তার উক্তিও তাই গর্বোদ্ধত।

সীজার সম্পর্কে এইচ, জি, ওয়েলসের ধারণা বিভিন্ন, তাঁর মতে 'Caesar had the megalomania of a common man.'

আর বার্নাড শ'র সীজার বলেছেন—"I am he whose genius you are the symbol : part-brute, part-woman and part-God—nothing of man in me at all. Have I guessed your secret, Sphinx?

ওয়েলস যাই বলুন, বার্নাড শ মমসেনকে আশ্রয় করেছেন। আর মনে হয় সেক্সপীয়ারের *Julius Caesar* তাঁর মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে, তাই শ আপন মনের মাধুরী দিয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার ইতিহাস ও কল্পনার খাদ মিশিয়ে সীজারের ছবি এঁকেছেন।

শ এক জায়গায় বিরক্ত হয়ে বলেছেন—"সেক্সপীয়ার মানব-চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সীজারজাতীয় মানুষের মানবিক শক্তির প্রাচুর্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ।"

পরবর্তী জীবনে বার্নাড শ কিন্তু এ কথাও বলেছেন যে, "Greatest man that ever lived এই নাটকে সেই চরিত্র রূপায়িত করার চেষ্টা

করেছি একথা যদি বলে থাকি, তাহলে তা আমার পক্ষে নির্বোধের মত উক্তি হয়েছে।"

চেস্টারটন বলেছেন শাদা-কালোর রেখাচিত্র হিসাবে জুলিয়াস সীজারের এমন প্রতিকৃতি আর হয়নি।

এই নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে সীজার-চরিত্র ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে আর ক্লিওপেট্রা ধীরে ধীরে প্রাণের ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েছেন। শেষ দুই অঙ্কে ক্লিওপেট্রা রীতিমত পরিণত চরিত্র, বাদী ও প্রতিবাদী মনের সংঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য সে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে।

দু'জন ঘাতককে ভাড়া করে নিজের প্রতিশোধ-প্রবৃত্তির সমর্থনে ক্লিওপেট্রা বলে···"যদি দেখা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়ার একজন মানুষও বলে যে আমি অন্যায় করেছি তাহলে আমার প্রাসাদদ্বারে আমারই ক্রীতদাস দ্বারা আমি ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মরবো।"

উত্তরে সীজার বলেন—"তুমি অন্যায় করেছ, একথা বলার মানুষ যদি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে হয় আমার মত পৃথিবী জয় করতে হবে আর নয় ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে।"

মেলোড্রামা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ঊর্ধ্বে দুটি জিনিস উঠতে পারে—প্রতিহত করার পক্ষে যে মানুষ অত্যন্ত শক্তিধর অথবা যে মানুষ অতি দুর্বল মনোবৃত্তির অধিকারী। হয় সর্বজয়ী শাসক নয় সাধক। যেমন সীজার এবং যীশুখ্রীষ্ট।

সমালোচকদের মতে এই গ্রন্থ তাই এই কাল পর্যন্ত বার্নাড শ'র পক্ষে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

॥ চার ॥

দিন আগত ঐ

১৮৯৯-এর বসন্তকালে বার্নাড শ'র পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা বন্ধ করা হল। আশ্চর্য! ক্ষত ক্রমশঃ সেরে উঠতে লাগল! এই বছরেই ৩রা মে তারিখে এলেন টেরীর উদ্দেশ্যে একটি নাটক রচনা সুরু করলেন।

এত দিন ধরে এলেন যে সব চিঠি লিখেছেন এবং মঞ্চে তাঁর অভিনয়াদি দেখে এলেনের এই চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন শ। বন্ধু হেসকেথ পীয়ারসনকে এই নাটক সম্পর্কে শ লিখেছেন—

—"*Captain Brassbound's Conversion*" আমার "*Blanco Posnet*"-এর মত ধর্মীয় বিষয়বস্তু, এলেন টেরীর জন্য নাটকটি লিখেছিলাম। যখন এলেনের প্রথম দৌহিত্র জন্মাল তখন তিনি বলেছিলেন এখন আমি দিদিমা হলাম, কে আর আমার জন্য নাটক লিখবে? আমি বলেছিলাম আমি লিখব। তারই ফলে *Brassbound* রচিত হয়েছিল।"

সেই কালে নাটকের কপিরাইট সম্পর্কে এক বিচিত্র আইন ছিল। নাট্যসঙ্ঘের অধিকারী হতে হলে নাটকের অভিনয় হওয়া প্রয়োজন, সে অভিনয় রিহার্সেলহীন দ্রুতপঠনও হতে পারে, একজন মাত্র দর্শক যদি এক গিনি মূল্যের টিকিট কিনে সে অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন, তাহলে নাটকের কপিরাইট বজায় থাকতো।

আর্ভিংয়ের সঙ্গে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে এলেন টেরী লিভারপুলের এক রঙ্গমঞ্চে '*Captain Brassbound's Conversion*' নাটকের কপিরাইট মর্যাদা দান করলেন। এই অভিনয়-রজনীতে এলেনের বিশ্বাস হল, এই নাটক অভিনয়যোগ্য, Drinkwater-এর ভূমিকাটি বিশেষ আনন্দদায়ক।

পরে কিন্তু আমেরিকা থেকে চিঠি লিখলেন যে, এখন এই বই করা সম্ভব নয়, মঞ্চ থেকে অবসর নেওয়ার আগে দু'-চারটি জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা চাই। যদি অথর্ব হয়ে পড়ি আমার নাবালক

ছেলে-মেয়েরা আমার এই সামান্য সঞ্চয় নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌বে। দারিদ্র্যে আমার বড় ভয়—।

বার্নাড শ সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন দারিদ্র্য, এই বস্তুটির স্বাদ তাঁর অজানা নয়। তিনি বল্‌লেন—"বেশ *Brassbound* মঞ্চস্থ হবে না, প্রয়োজন উপস্থিত হলেই দেখি তুমি লাইসিয়াম থেকে আর আপনাকে মুক্ত রাখতে পারো না—অনেক স্বপ্ন বাতায়নপথে বিসর্জন দিয়েছি, আর এক-আধ বার তার অপমৃত্যুতে কি এসে যায়?"

কিন্তু দিন আগত ঐ, শ'র নাটক ক্রমশঃ বিদগ্ধজনের চিত্ত জয় করছিল। *Captain Brassbound's Conversion* এবং শ'র অন্যান্য নাটক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে লাগল। অচিরেই পৃথিবীর সর্বত্র নাট্যকার ও সাহিত্যসাধক হিসাবে জর্জ বার্নাড শ'র স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর জীবদ্দশায় এই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অম্লান হয়নি, আজও নয়।

John Bull's Other Island নাটকের অভিনয় দেখে আর্ল বালফুর (তখন মিঃ আর্থার বালফুর) এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে, সমসাময়িক রাজনীতিকদের তিনি এই নাটক দেখতে অনুরোধ করেন। এই নাটকের অভিনয় অজ্ঞাত এক দেশ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করতে উপদেশ দেয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্য একটা বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হল।

এতদিনে বার্নাড শ'র কণ্ঠে বিজয়ীর জয়মাল্য।

আরও একটু চমকপ্রদ মজার ইতিহাস আছে এই নাটকের।

এই বছরের সাতই জুলাই নাটক লেখা শেষ হল, বার্নাড শ নাটকের নাম করলেন—"*The Witch of Atlas*"। বার্নাড শ ব্যস্ত, কপিরাইট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে। শার্লোট ব্যস্ত, বার্নাড শ'র হস্তাক্ষর উদ্ধার করে টাইপ করে নাটকটির কপি করতে হবে, এবং এই মাসের শেষের দিকে এলেন টেরীর হাতে নাটকটি পৌছাল।

পয়লা আগস্ট বার্নাড শ কিঞ্চিৎ কুৎসিত হলেও নাটকটির নাম পরিবর্তন করে স্থির করলেন, "*Captain Brassbound's Conversion*" চমকপ্রদ হবে।

এলেনকে শ জানালেন—"এ তোমার নাটক। আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব তা করেছি।" তার পর জানিয়েছেন—"কিন্তু এই পর্যন্ত। আর নাটক

নয়, শ'র দর্শন, রাজনীতি এবং সমাজনীতির জন্য কিছু কাজ করার সময় এসেছে। প্রিয়তমে এলেন, সাধারণ নাট্যকারের চাইতে কিছু অতিরিক্ত হওয়া উচিত তোমার নাট্যকারের।"

তিন দিন পরে এলেন কিন্তু জানালেন, এ নাটক তাঁর উপযুক্ত নয়, লেডী সিসিলির পার্টটা বরং মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলকে দেওয়া হোক।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন বার্নাড শ। তিনি আশা করেছিলেন, এলেন টেরী এই ভূমিকাটি লুফে নেবেন—চমৎকার মানাবে।

শ' বিরক্ত হয়ে জানালেন, "বোঝা যাচ্ছে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আমার কিছু করণীয় নেই, নতুন সমাজ গড়তে হবে, আমার কলম দিয়ে সমাজ, দর্শক, অভিনেতা সবই সৃষ্টি করতে হবে।"

বিস্মিত এলেন জানালেন—"আমি ত' বুঝিনি তুমি লেডী সিসিলির চরিত্র আমার জন্যই তৈরী করেছ।"

আরো চটলেন বার্নাড শ। দীর্ঘ এক পত্র লিখলেন এলেন টেরীকে, "এই রমণী তুমি ছাড়া আর কে? কে এই নির্বোধ, আত্মসচেতন, তোমার মত গ্রামার বিহীন বালিকা অভিনেত্রী?"

এই চিঠির কঠোর ভাষায় দুঃখিত এলেনের চোখে জল এসেছে। তিনি তখন অসুস্থ। পরে তিনি জানিয়েছেন, "আমার যে দাসীটি নাটকটি পাঠ করে শুনেয়েছিল সে বলেছিল, লেডী সিসিলি এতটুকু আমার মত নয়, একদিন দরিদ্র-পল্লীতে বেড়ানোর সময় দাসীর চোখে এক বিচিত্র ভঙ্গি দেখলাম। ভাবলাম, মজার কিছু দেখেছে। পরের সপ্তাহে এক ধোপদুরস্ত ভদ্র জনতার মধ্যেও আবার সেই দৃষ্টি দাসীর চোখে। প্রশ্ন করলাম—ব্যাপার কি? দাসী অতিকষ্টে হাসি চেপে বলল—মাফ করবেন, লেডী সিসিলি ঠিক আপনার মত!"

এলেন বার্নাড শ'র অনুমতি চাইলেন নাটকটি আর্ভিংকে পড়ানোর জন্য।

শ জানতেন আর্ভিং কিছুতেই এই নাটক পছন্দ করবেন না। তবু এলেনকে খুশি করার জন্য একটি দীর্ঘপত্রে রয়্যালটি, পার্সেণ্টেজ প্রভৃতি লিখলেন। এলেন আর্ভিংকে অনেক অনুরোধ করলেন। আর্ভিং কিন্তু বললেন—"এ যেন কমিক অপেরা।"

এই সময়েও শ অসুস্থ, কর্নওয়ালে রোগশান্তির পর বিশ্রামরত। প্রতিদিন দু'বার স্নান করতেন। সাঁতার কাটতে শ অতিশয় ভালোবাসতেন যেমন ভালোবাসতেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে। শুধু সাঁতার কাটার জন্যই এই ধরনের ব্যায়াম তিনি নির্বাচন করেছিলেন।

এলেন যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন আর্ভিংকে রাজী করানোর, এতদিনে লেডী সিসিলির ভূমিকাটি তাঁর ভারি ভালো লেগেছে। তাই আর্ভিং তাচ্ছিল্যভরে 'কমিক অপেরা' বলায় এলেন স্থির করলেন, নিজেই প্রযোজনা করবেন নাটকটি।

এই বছর শরৎকালে ভূমধ্যসাগরে বেড়ালেন বার্নাড শ, তাঁর এই সব অঞ্চল ভালো লাগেনি—"a brute of a place, morally hideous, physically only pretty-pretty"।

জাহাজের আবদ্ধ আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন শ।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শ লণ্ডনে ফিরে এলেন। এইবার দশ নম্বর এডেলফি টেরাসের বাসা। এই বাসায় ওঁরা আটাশ বছর ছিলেন। এই সময়েই এলেন জানালেন যে-নাটকটির জন্য কিছু করা যায় নি, আর্ভিং-এর সঙ্গে কোনও চুক্তি রয়েছে ইত্যাদি।

এই সংবাদ পেয়েই ক্ষিপ্ত হয়ে বার্নাড শ' লিখলেন—অনেক স্বপ্ন বাতায়ন-পথে বিসর্জন দিয়েছি, আর এক-আধটি স্বপ্নের অপমৃত্যুতে কি আসে যায়?

সত্যি কথা বল্‌তে কি, এইবার এই কার্যে আমি পৈশাচিক আনন্দ পেয়েছি, আর আনন্দ পেলাম লক্ষ্য করে যে, এ আঘাত কত তুচ্ছ, এই বোধ আমার মনে জেগেছে। সুতরাং এইবার বাতায়ন-পথে তোমার বিদায়,—প্রিয়তম এলেন, আর সেই সঙ্গে আমার নাটকও যে সর্বোচ্চ দর দেবে বাজারের সেই দালালের হাতেই ছেড়ে দেব।"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্টেজ সোসাইটি কর্তৃক এই নাটক মঞ্চস্থ করা হল, জ্যানেট আর্চাচ লেডি সিসিলির ভূমিকায় অভিনয় করলেন, অভিনয় তেমন জম্‌লো না।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের অভ্যাস ছিল তাঁর রাঁধুনির কাছে নিজের লেখা সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞাসা করা। শ বলেছেন, তিনিও এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তাঁর দাসীকে অভিনয় সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল জ্যানেটের অভিনয় সম্ভ্রান্ত মহিলার উপযুক্ত হয়নি, ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।

শ' তার যুক্তি গ্রহণ করলেন।

এ দিনই এলেন টেরীর সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি দেখা করলেন বার্নাড শ।

॥ পাঁচ ॥

জীবন বেদ

প্রকাশক ফিসার আনউইন বার্নাড শ'র গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, প্রায়ই তাঁকে অনুরোধ জানাতেন। শ কিন্তু বলতেন *The Star* পত্রিকায় প্রকাশিত সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন, কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare এর মত Tales from Ibsen প্রকাশ করা যেতে পারে। শেষোক্ত গ্রন্থ অন্য প্রকাশক ছাপার জন্য উদ্‌গ্রীব। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ প্রকাশককে একখানি চিঠিতে লিখলেন—

—"আমি ইবসেন সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়েছি, গত সোমবার চৌদ্দ ঘণ্টা এই প্রবন্ধের জন্য খেটেছি। সম্পূর্ণ হলে এর মোট শব্দসংখ্যা হবে ২৫,০০০। স্কট (আর একজন প্রকাশক) অতিশয় আগ্রহান্বিত হয়ে আছেন। এইমাত্র একটি পোস্টকার্ডে জানিয়েছেন আগামী কাল ওঁর প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে আসবেন। আমার মনে হয় ইবসেনের জন্য উনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন সেই বিচারে এই গ্রন্থ আপনার চাইতে তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান হবে। আমার ত' মনে হয় এর ওপর আপনার তেমন বিশেষ আগ্রহ নেই। যদি থাকে পত্রপাঠ মাত্র ৫,০০০ পাউণ্ডের চেক পাঠাবেন, ৬৬⅔% রয়্যালটি হিসাবে একটা চুক্তিপত্র পাঠাবেন, এই রয়্যালটি অবশ্য ষোলোখানি অতিরিক্ত কপির ওপর প্রযোজ্য নয়—জি, বি, এস।"

এই প্রবন্ধটিই বার্নাড শ'র বিখ্যাত আলোচনা গ্রন্থ *The Quintessence of Ibsenism*। প্রথমতঃ ফেবিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সেণ্ট জেমস রেস্তোরাঁয় বিশাল জনতার সামনে ১৮ই জুলাই ১৮৯০ তারিখে তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রোতাদের মনে এই প্রবন্ধ গভীর রেখাপাত করেছিল, এই প্রবন্ধ পরিমার্জিত হয়ে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সেই বছরই আমেরিকায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত

হয়। ইবসেনের মৃত্যুর পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে আরো তথ্যপূর্ণ হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

চেস্টারটন বলেন—"এই চমৎকার গ্রন্থটিকে অনেকে বলেন *The Quintessence of Shaw*। সে যাই হোক, আসলে এই গ্রন্থ সুনীতি সম্পর্কে শ মতবাদের সারমর্ম এবং ইবসেনের সাহিত্যকর্মের প্রচারণা।"

শ'র শৈশব কেটেছে উদার খ্রীষ্ট-নীতির আওতায়, তাকে বরং অত্যন্ত লঘু খ্রীষ্ট-নীতি বলা চলে। বার্নাড শ'র পিতৃদেব বাইবেল পাঠ করে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। বলতেন মিথ্যার ঝুলি।

খ্রীষ্ট-নীতির প্রতি এই তরল আগ্রহের ফলে বার্নাড শ স্বাধীন ভাবে নিজস্ব ধারণায় লালিত হয়েছেন। সেই ভিক্টোরীয় যুগের ধারণার ভিত্তি অবিশ্বাস। ঈশ্বরহীন মুক্তি-ফৌজে বার্নাড শ বিশ্বাসী হলেন। ধর্ম যেখানে নেতিবাচক সেখানে ধর্মকে উপেক্ষা করাটাই সক্রিয় নীতি। এই সূত্রে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বার্নাড শ'র প্রথমতম মুদ্রিত রচনা ধর্ম-প্রচারক স্যাঙ্কি এবং মুডির বিরুদ্ধে লিখিত। প্রথম জীবনের উপন্যাসাবলীর মধ্যে নাস্তিক পরিবেশই প্রধান। তাঁর পঞ্চম উপন্যাসেই যা কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে, সেখানে প্রচার করা হয়েছে সমাজবাদী নীতি। সোশ্যালিজম বা সমাজবাদী নীতি বার্নাড শ'র জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। শুধু তৃতীয় নয় এই হয়ত শেষ অধ্যায়।

অনেকের মতে রাজনীতিক মতবাদে বার্নাড শ'র বিশ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল, তার পরিবর্তে Life Force নামক নতুন জীবনাদর্শ স্থান পেয়েছিল! বার্নাড শ'র জীবনের এই চতুর্থ অধ্যায়। তবে বার্নাড শ কোন দিনই সোশ্যালিজমের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে হয়ত বিশ্বাস কিছু হ্রাস পেয়েছিল।

বার্নাড শ'র কর্ম তাই তাঁর রাজনীতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সহাবস্থান নীতি মেনে নিয়েছে। বার্নাড শ'র তিনটি প্রধানতম প্রবন্ধ পুস্তকে তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে—"*The Quintessence of Ibsenism*", "*The Sanity of Art*" এবং "*The Perfect Wagnerite*".

এই তিনখানি গ্রন্থই নব্বুই দশকে রচিত। ততদিনে জর্জ বার্নাড শ সোস্যালিষ্ট হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক মতবাদই তাঁর ধর্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল—একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে বার্নাড শ'র এই মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

"—সংক্ষেপে এই কথা বলা যায়, সোস্যালিজমকে আমাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।" (*G. B. S. His Life and Works*—A. Henderson).

প্রফেসর আর্কিবাল্ড হেনডারসনের মতে ইবসেন বিষয়ক এই গ্রন্থ Shaws' masterpiece in the field of literary criticism।

ইবসেন সম্পর্কে কোনো ইংরাজী লেখক ইতিপূর্বে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেন নি।

বার্নাড শ প্রথম জীবনে সোস্যালিস্ট এবং পরে কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই বিশ্বাস থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। ইবসেন কিন্তু Individualist বা স্বাতন্ত্র্যবাদী। নিজস্ব বিশ্বাস সম্পর্কে ইবসেনের মনে এতটুকু সংশয় ছিল না। বার্নাড শ'র বন্ধু উইলিয়ম আর্চার ইবসেনের সমগ্র গ্রন্থাবলী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

ইবসেনের *Ghosts* নামক গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় ইবসেন-রচিত (জানুয়ারী ১৮৮২) একখানি পত্র আর্চার উদ্ধৃত করেছেন। এই চিঠির মধ্যে ইবসেনের মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়—

"I, of course foresaw that my new play would call forth a howl from the camp of the stagnationists ; and for this I care no more than for the barking of a pack of chained dogs—I myself responsible for what I write, I and no one else. I can not possibly embarras any party, fcr to no party I do belong." (আমার নতুন নাটক স্থিতিশীল সমাজের কাছ থেকে ধিক্কার লাভ করবে এ আমি জানতাম, কিন্তু তাদের আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের চীৎকার হিসাবে গ্রহণ করব, আমি যা লিখি তার জন্য আমিই দায়ী, আর কেউ নয়। কোনো দলকে আমি বিব্রত করতে পারি না, কারণ আমি কোনো দলের নই)।

এই উক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীর উক্তি।

শ এবং ইবসেনের মধ্যে মৌল প্রভেদও আছে। বার্নাড শ নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সমর্থক, ইবসেনও নারী-সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বীকৃত, তবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে তিনি উদাসীন।

এই ছোট্ট বইখানি রচিত হওয়ার পর প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে, ইবসেন এখন ক্লাসিকের পর্যায়ে পৌঁছেছেন, তবুও *Dolls House*-এর মূল্য আজও অপরিবর্তিত। (আমাদের বাংলা ভাষায় ইবসেনের *Dolls House*-এর চারিখানি অনুবাদ আছে, একটি উপন্যাস ও দুটি নাটক আছে।) যাঁরা বার্নাড শ'র মুখে এই গ্রন্থের সারাংশ সেন্ট জেমস রেস্তোরাঁয় শুনেছিলেন তাঁরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলেন। বার্নাড শ সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত তাঁর পরিচিত মহলে যে ধারণা ছিল সেদিন সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়—সকলে তাঁর মুখে ব্যঙ্গ এবং শ্লেষই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই দিন থেকে বার্নাড শ'র নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ হল।

এলেন টেরীকে একখানি চিঠিতে বার্নাড শ লিখেছিলেন—

"কয়েক বছর আগে শার্লোট অন্তরে আঘাত পেয়েছিল, তাই নিয়েই সে আকুল ছিল (মেয়েটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ) তার পর পড়ল *The Quintessence of Ibsenism*", তার বিশ্বাস এই তার ধর্মগ্রন্থ, এর ভিতরেই সে পেয়েছে মোক্ষ, মুক্তি, স্বাধীনতা, আত্মসম্মান ইত্যাদি। তারপর স্বয়ং গ্রন্থকারের দেখা পেয়েছে, আর সেই ব্যক্তিটি পত্রলেখক হিসাবে যে সংনীয় তা তোমার অজানা নেই।"

এই শার্লোট অবশেষে বার্নাড শকে স্বামিত্বে বরণ করলেন।

॥ ছয় ॥

ঘর ও ঘরণী

শার্লোটের আত্মীয়-পরিজন কিন্তু এই বিবাহ সুনজরে দেখেন নি। শার্লোটের বোন এমনই বিরক্ত হলেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হল। মিসেস মেরী স্টুয়ার্ট চাম্‌লীর (Cholmondley) স্বামী সেনাবিভাগের পদস্থ কর্মী। মিসেস চামলী বার্নাড শ'কে একজন সোস্যালিস্ট হিসাবেই জানতেন। তখন সাধারণতঃ ধারণা ছিল সোস্যালিস্টরা ভদ্রলোকই নয়, তাই মিসেস চামলী ভেবেছিলেন শার্লোট কোনো ভাগ্যান্বেষীর পাল্লায় পড়েছে :

দুই বোনের মধ্যে এই বিভেদ একদিন কিন্তু আশ্চর্য ভাবে মিটে গেল। শার্লোট জানতেন, আলাপাচারে বার্নাড শ কি রকম চমৎকার! একদিন এক নিমন্ত্রণসভায় স্বামী-স্ত্রীতে যোগ দিলেন। সেইখানে মিসেস চামলী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

শার্লোট কৌশলে বার্নাড শ এবং মিসেস চামলী একা রেখে উঠে গেলেন। উভয়ের মধ্যে পরিচয় পর্যন্ত হল না। শার্লোট ফিরে এসে দেখেন দুজনের আলোচনা বেশ জমে উঠেছে।

মিসেস চাম্‌লী এই নবপরিচিত ব্যক্তিটিকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন বোঝা গেল, অবশ্য পরিচয় হওয়ার পর হয়ত ততটা খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সেই ভোজসভায় যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা কোনোদিন অম্লান হয়নি। এই মহিলাই বার্নাড শ'কে অনুরোধ করেছিলেন সোস্যালিজম সম্পর্কে যে মেয়েদের কোনো জ্ঞান নেই তাঁদের জন্য সহজবোধ্য সোস্যালিজম লিখতে। *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism* গ্রন্থটি বার্নাড শ এই আত্মীয়াকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বার্নাড শ'র নিজস্ব বলতে ছিলেন জননী লুসিণ্ডা এলিজাবেথ আর বোন লুসী। বিবাহের পর দেখা গেল শার্লোট তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ন। এর একটি

সম্ভাব্য কারণ বার্নাড শ'র লণ্ডনের প্রথম ন' বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস শার্লোট তাঁর কাছে শুনেছিলেন আর ফ্রিটজরয় স্কোয়ারের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে আহত, অসুস্থ বার্নাড শ'কে দেখে শার্লোটের মনে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল। এর পর বার্নাড শ'র জননী বা ভগিনীকে শার্লোট সুনজরে দেখতে পারেন নি।

বিবাহের পরই দশ নম্বর এডেলফী টেরাসে উঠে এসেছিলেন শ দম্পতি। শার্লোট সুগৃহিণী ছিলেন। সংসার পরিচালনার কৌশল তাঁর আয়ত্ত থাকায়, বার্নাড শ এতদিনে পারিবারিক জীবনে একটা স্বচ্ছন্দ নিরাপত্তা উপভোগ করলেন।

লুসী রীতিমত ঈর্ষ্যা করতেন শার্লোটকে। তাঁর চিঠিপত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্নাড শ যদিচ কর্তব্য হিসাবে তাঁর বোনটিকে প্রতি-পালন করতেন, বোনের প্রতি তাঁর তেমন প্রীতি ছিল না।

লুসীর মৃত্যুর পর বার্নাড শ লিখেছিলেন—ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না। শার্লোট আমার পরিজনবর্গকে ভয় করতো, অপছন্দ করতো, আমিও এজন্য তাকে জোর করিনি।

বিবাহের পর আর্চার, গ্রাহাম ওয়ালাস, ওলিভিয়ার প্রভৃতি বার্নাড শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগও শিথিল হয়ে এসেছিল। বয়সের সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটে, অবিবাহিত জীবনের উদ্দামতা ম্লান হয়ে আসে, বিবাহিত জীবনের আকৃতি বিভিন্ন, তাই বন্ধুজনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

চেস্টারটন বলেছেন—"His enemies have accused Shaw of being anti-domestic, a shaker of the roof-tree, But in this sense Shaw may be called almost madly domestic—"

জীবনে ও সাহিত্যে বার্নাড শ তাই আদর্শ গৃহী, ঘর ছাড়া বৈরাগীর জীবন তাঁর আদর্শ নয়।

॥ সাত ॥

সোনার খাঁচার পাখি

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার হিউ সিসিল চাম্‌লীর (Cholmondley) স্ত্রী লেডী মেরী ষ্টুয়ার্ট চাম্‌লী ভগিনীপতি জর্জ বার্নাড শ'কে শুধু *The Inaelligent Women's Guide to Socialism and Capitalism* লিখতে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তা নয়, বার্নাড শ'র বিখ্যাত নাটক *Captain Brassbovnd's Conversion* লেডী চাম্‌লীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রত্যক্ষ ফল। বার্নাড শ লেডী চামলীর সঙ্গে যখন সৌজন্যসূচক আলাপাচারে ব্যস্ত তখন লেডী চাম্‌লী তাঁর পরিচয় না জেনে অনেক কথাই বলেছিলেন।

উৎকৃষ্ট ভদ্রব্যক্তির মতো বার্নাড শ অতিমধুর ভঙ্গীতে তার উত্তর দিয়েছেন। সামরিক শাস্ত্রে যে তাঁর অসীম জ্ঞান সে পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। লেডী চাম্‌লীকে শ বললেন, সামরিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্য-পুস্তক *Arms and the Man, Man of Destiny* ও *Caeser & Cleopatra*।

শ'র শ্যালিকা লেডী চাম্‌লী কোনোদিন এই সব গ্রন্থের নামও শোনেন নি। বার্নাড শ লেডী চাম্‌লীর ব্যবহারে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষতঃ ব্রিগেডিয়ারের মত দুর্দান্ত ব্যক্তিটিকে পোষমানানো বড় সহজ কথা নয়। এই সাক্ষাৎকারের পর শ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—

"পরাধীন রাষ্ট্র সর্বদাই সেই সব মানুষদের দ্বারা শাসিত হয় যারা প্রভুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। নারীর অধীনতার অর্থ নারী জাতি কর্তৃক ত্রাস সঞ্চার। কোনও সুন্দরী রমণী নারী জাতির স্বাতন্ত্র্য কামনা করেন না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের হাতে প্রচুর ক্ষমতা সঞ্চয় করা, কারণ এ কথা তাঁর অজানা নেই যে সেই পুরুষকে শাসন করবে নারী।

সুচতুরা, সুদর্শনা রমণী তাঁর সমগ্র শক্তি ভীরুতার ছদ্মবেশে গোপন রাখেন, তাঁর অবিবেচনার নাম নারীসুলভ সারল্য, সহায়হীনতা। সরল পুরুষ তাদের দ্বারা প্রতারিত হন।

যাঁরা গর্বিত, যাঁদের মনোভংগী সহজ এবং স্পষ্ট, সোজা পথে যাঁরা চলেন তাঁরাই শাসিত হতে চান না, বাঁধন থেকে মুক্তি কামনা করেন।"

এই আলাপের ফলেই *Captain Brassbound's Conversion* নাটকের নায়িকা লেডী সিসিলির চরিত্রের সৃষ্টি। এই নাটক নিয়ে বার্নাড শ এবং এলেন টেরীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে।

বার বার এইভাবে পরিচিত নর-নারীর চরিত্র নাটকায়িত করেছেন বার্নাড শ। *You Never Can Tell* নাটকের মিসেস ক্লানডন সম্পর্কে মিঃ আর, এফ, র‍্যাটরে বলেছেন—অনেকে বলেন মিসেস ক্লানডন চরিত্রটির ভিত্তি মিসেস এ্যানী বেসাণ্ট, কিন্তু এই চরিত্রে বার্নাড শ'র জননী লুসিণ্ডা এলিজাবেথের ছাপ সুস্পষ্ট। মিসেস বেসাণ্টই হয়ত বার্নাড শ'র আদর্শ, তবে একটি চরিত্র অনেক সময় বহু চরিত্রের সমাবেশে সৃষ্ট হয়, বার্নাড শ'ও তাই করতেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভে গ্লোরিয়া সহসা জননী মিসেস ক্লানডনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আলিঙ্গন করায় জননী বিব্রত ভঙ্গীতে বলেন, My dear you are getting quite sentimental—জননীর এই মৃদু তিরস্কারে কন্যা কুণ্ঠিত হয়। লুসিণ্ডা এলিজাবেথের প্রকৃতির সঙ্গে এই ভঙ্গিটুকু মিলে যায়।

তৃতীয় অঙ্কেও গ্লোরিয়ার প্রেমিক ডেনটিস্ট ভ্যালেনটাইনকে মিসেস ক্লানডন বলেছেন—I am going to speak of a subject of which I know very little—perhaps nothing. I mean love—

বার্নাড শ'র বন্ধু-বান্ধবীরাও তাঁদের আলাপাচারের মধ্যে শ'র নাটকের বহু সংলাপের সূত্র দিয়েছেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার ওয়েব-দম্পতি ও শ-দম্পতি একত্রে নৈশ ভোজ সমাধা করতেন। একদিন শ বললেন, রাম, শ্যাম, যদুর চাইতে আমার জনতার সবাই সীজার হোক, এই আমি চাই।

বিয়েট্রিস ওয়েব প্রতিবাদ করলেন,—বারে তাহলে আমাদের মেয়েদের দল কোথায় থাকবে?

জবাবে শ বললেন,—প্রয়োজন নেই তাদের, ওর বড় কনভেনসন্যাল (কেতাদুরস্ত)।

বিয়েট্রিস মনে করলেন শ এই ভাবে নারী-সমাজকে আক্রমণ করলেন। তাই তিনি সরোষে বলেন,—নিশ্চয়ই আমরা কন্‌ভেনসন্যাল থাকবো, নইলে আমাদের অতি নির্মম, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সবাই ভুল বোঝে। আক্রান্ত না হলে তুমিও ত' মনের কথা বলো না।

সিডনী ওলিভিয়ার দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎকারের পর শ'কে বললেন—তোমাকে ভাই চমৎকার দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ আনন্দে আছো। পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন বার্নাড শ—আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি সুখী মানব নই। হয়ত আমি বিজয়ী, সাফল্যের শিখরে উঠেছি, কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে, সে মূল্য আমার শান্তি। যেদিন আমরা বিবাহ করেছি সেই দিনই বিসর্জন দিয়েছি শান্তিকে।

বার্নাড শ'র এই উক্তি পরিবর্তিত আকারে ট্যানারের মুখে দেওয়া হয়েছে *Man and Superman*-এ।

শার্লোট প্রথমটায় আহত হয়েছিলেন, বিবাহের ফলে সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতে হয়েছে, এ আবার কেমন কথা! পরে ভাবলেন, প্রতিভাধর মানুষদের কাণ্ডই এই রকম। বার্নাড শ'র ধারণা, তিনি যেন সোনার খাঁচায় বন্দী পোষা পাখি, আর শার্লোটের আনন্দ যে গীতিমুখর পাখিটিকে সে পুষছে, তাকে ধরতে পেরেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় শার্লোট বললেন—"প্রধানমন্ত্রী আর্থার বালফুরকে আমার ভালো লাগে, তিনি সামরিক মানুষের চাইতে দার্শনিক মানুষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

স্ত্রীর এই উক্তিতে বার্নাড শ'র মুখখানি আনন্দে ভরে উঠল। লিখলেন—

I sing, not arms and the hero, but the philosophic man: he who seeks in contemplation to discover the inner will of the world, in inventions to discover the means of fulfilling

that will and in action to do that will be the so-discovered means.

শার্লোটের কাছে *Man and Superman* যখন পড়ে শোনানো হল, তিনি বললেন—"এই নাটক *Captain Brassbound's Conversion*-এর মত হয়নি, সেখানে নারী মহীয়সী, শিকারের পাত্রী নয়।"

শার্লোটের এই প্রতিক্রিয়ার কথা নিয়ে শ রহস্য করতেন।

॥ আট ॥

নতুন ঠিকানা

আমাদের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। আমাদেরই এক বন্ধু তাঁর দেউলটির বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করেন—এখানে ম্যালেরিয়া কি রকম? মৃত্যুহার কত?

শরৎচন্দ্র সে প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে তাঁর বৃদ্ধ ভগিনীপতিকে দেখিয়ে বললেন—অতসব জানি না, তবে উনি বলেন এতখানি বয়স হ'ল, বাইরে বসে যে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টান্‌বো সে উপায় নেই।

অর্থাৎ তাঁর চেয়েও বয়স্ক লোক গ্রামে আছে। সুতরাং মৃত্যুহার অনুমেয়।

বার্নাড শ নানা ঠিকানায় থেকেছেন তারপর এক দিন—Ayot-এর এক গির্জা-প্রাঙ্গণে একটি সমাধি-ফলকে দেখলেন—"Jane Eversley (1815-1895)—Her time was short."

বার্নাড শ' ভাবলেন, যে-অঞ্চলের মানুষ আশীবছরের পর মৃত্যুকেও অল্প-জীবীর মৃত্যু বলে মনে করে, সেই দেশের আবহাওয়া নিশ্চয়ই চমৎকার, সুতরাং এইখানেই থাকা যাক।

Ayot-St. Lawrence-এ বাসা বাঁধলেন বার্নাড শ, এবং জীবনের বাকী দিনগুলি সেইখানেই কাটালেন।

শহর থেকে দূরে থেকে নিরালায় সাহিত্যসাধনা করা যায় এমন একটি জায়গা শ-দম্পতি কিছুকাল ধরে খুঁজছিলেন। হাসেলমেয়ারে প্রথম দিকে কিছু-দিন থেকে হাইণ্ডহেডে গেলেন এবং সেখানে রইলেন। সেখান থেকে কর্নওয়াল, আবার ফিরে এলেন হাসেলমেয়ারে, তারপর গিল্ডহেডের সেণ্ট ক্যাথারিনে, তারপর মে বেরীনল, পরে ওয়েলউনে এবং সর্বশেষে এ্যয়ট সেণ্ট লরেন্স।

প্রথমে এই বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল একটা উপযুক্ত বাড়ি সুবিধামত খুজে নেওয়ার জন্য। ক্রমাগত বাড়ি বদল করে বোধকরি ওঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই এই বাড়িতেই রয়ে গেলেন।

বাড়ির আসবাবপত্র পছন্দ করে কিনলেন শার্লোট। বার্নাড শ এ সব বিষয়ে নিস্পৃহ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাড়িওয়ালা জানালেন বাড়ি বিক্রী করা হবে, হয় উঠে চলে যান, নয় বাড়িটা কিনে নিন। শেষ পর্যন্ত বাড়িটা ওঁরা কিনে নিলেন। বার্নাড শ'র অন্তরের মানুষ সংসারানুরাগী গৃহী। এই বাড়ির নামকরণ করা হল 'Shaw's Corner'.

বার্নাড শ'র জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আজীবন কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন। এমন অসাধারণ কর্মদক্ষতা কদাচিৎ চোখে পড়ে। ১৯০০ শতকের গোড়ার দিকে রাস্তাঘাট, আলোর বন্দোবস্ত, জল নিকাশের ব্যবস্থা, ট্যাক্স, বসন্ত রোগের মহামারী নিবারণকল্পে আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাছাড়া ফ্রি ট্রেড, বুয়র ওয়ার সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনাও করেছেন, আর এই কালেই সকালের দিকে লিখেছেন *Man and Superman*—এই নাটকেও বার্নাড শ তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন।

বার্নাড শ কখনও আগে থেকে একটা প্লট ঠিক করে নিয়ে লিখতে বসতেন না। মোটামুটি একটা আইডিয়া ভিত্তি করে লিখতে বসতেন, তারপর প্রেরণা বশে লিখে যেতেন। আগের পাতায় কি লিখেছেন সেটুকুও উলটিয়ে দেখতেন না।

যাঁরা শান্ত দর্শনের নিভৃত অন্তরালে কালযাপন করতে ভালোবাসেন তাঁদের কিন্তু বার্নাড শ'র নব্বুই দশকে রচিত প্রবন্ধের বইগুলি ছাড়া আর কিছু পড়া উচিত নয়।

Man and Superman ১৯০১-এ এবং *Back to Methuselah* ১৯২১এ রচিত; বার্নাড শ এতদিন যাকে বলেছেন, "a passion of which we can give no account whatever" এই নাটকে তারই অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁদের এই রচনা ভাল লাগে তাদের পক্ষে *The Perfect Wagnerite* না পড়ে *Man and Superman*-এর *Don Juan in Hell* পড়া ভালো।

বার্নাড শ'র এই নাটকটিতে প্রথানুসারে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয় তথ্যের

উল্লেখ নেই, সুদীর্ঘ তৃতীয় অঙ্কটি *Don Juan in Hell* নামে খ্যাত। বার্নাড শ'র মতে এই নাটক "a careful attempt to write a new book of Genesis for the Bible of the Evolutionists".

নাট্য-সমালোচক এ, বি, ওয়েকলি একদিন বার্নাড শ'র যৌন সম্পর্কিত গোঁড়ামি নিয়ে রসিকতা করছিলেন, রহস্য করে বললেন—শ, তুমি ডন জুয়ান নিয়ে একটি নাটক লেখ, বেশ হবে।

তৎক্ষণাৎ বার্নাড শ'র মনে পড়ল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লেখা Don Giovanni Explains নামক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে শ লিখেছিলেন যে, ডন এমনই অধ্যাত্মরসে আপ্লুত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে নর্মলীলায় মত্ত থাকা সম্ভব নয়, তিনি বরং কামোন্মাদ রমণীদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। সব উপেক্ষিত রমণীরাই তাঁর দুর্নাম রটিয়েছে।

Man and Superman-এর Don Juan এই জাতীয় প্রাণী। সাম্প্রতিক কিংবদন্তী উপেক্ষা করে শ মধ্যযুগীয় মতবাদ গ্রহণ করেছেন। এই হল শ'র প্রথম রসিকতা।

শ'র দ্বিতীয় রসিকতা—Hell বা নরক। তাঁর বিশ্বাস, অধিকাংশ মানুষ নিঃসন্দেহে 'নরক' ভালোবাসে, বার্নাড শ'র মতে পৃথিবীরই অপর নাম নরক। যে জগৎ আধুনিক মানুষের আত্মিক আবাস বার্নাড শ'র মতে তারই নাম নরক।

ডন জুয়ান সম্পর্কিত বার্নাড শ'র এই সরস কল্পনার ফলে উচ্চতর মানবতার স্বপক্ষে তিনি কিছু বলতে পেরেছেন। আর নরক সম্পর্কিত কল্পনায় বার্নাড শ'র হাতে-গড়া শয়তানদের পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডন জুয়ানের প্রতিবাদী অথচ চরিত্র হিসাবে পরিপূরক একটি নারীচরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, নারী সমাজের তিনি প্রতিনিধি। আর পুরুষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মেয়ের বাপের চরিত্র যথেষ্ট। শয়তানের যুক্তিজালে সে বিচ্ছিন্ন।

এরা তিনজনে মিলে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে, শয়তান এবং জুয়ান দুজনেই পৃথিবীর নিন্দা করে। শয়তান প্রস্তাব করে যে জগতে মানুষের ধারণা তারা বাস করছে সেই জগতের পরিবর্তে যে জগতে তারা যেতে চায় সেখানে তাঁদের পাঠানো হোক, পরিবর্তনের খাতিরে। আর

ডন জুয়ান এক তৃতীয় ভুবনের খবর দেয়, তার নাম স্বর্গরাজ্য, বাস্তবের বাসভূমি।

অর্ধ-তৃপ্ত কামনা-বাসনার কাছে যা কিছু প্রস্তাব রাখা উচিত শয়তান তাই বলে, জুয়ান সব প্রত্যাখ্যান করে, বলে কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিসের প্রচেষ্টা? মানুষ যাকে বলে প্রগতি, বার্নাড শ'র মত, জুয়ানও তাকে উপহাস করে। তবু শ'র মতই জুয়ান এক রকম প্রগতিতে বিশ্বাসী, সে প্রগতির গতি অতি ধীর—সে অতি-মানবিক বিবর্তন। ভবিষ্যতের গর্ভে লালিত Superman নবজন্মের আশায় গর্ভযন্ত্রণায় আকুল।

জুয়ান বলে অতিবিস্ময়কর দেহযন্ত্র হল মানুষের মস্তিষ্ক, যেখানে বিচিত্র চিন্তাধারার জন্মভূমি—এই সৃষ্টির জন্য দায়ী *Life Force*। মানুষের মস্তিষ্কে ভাবধারার উৎপত্তি, জীবনের চেয়ে তা বড়ো। জীবনের এক নতুনতর অতিরিক্ত আকৃতি। মানুষ সাধারণতঃ কাপুরুষ, কিন্তু তার মাথায় একটা কিছু ভাব প্রবেশ করিয়ে দিলে সেই হয়ে উঠবে বীরপুরুষ। উচ্চতর ক্ষেত্রে এর মূল্য আরো বেশী, মনীষীরা এর সাহায্যে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন।

বার্নাড শ'র মতে ঈশ্বর প্রয়োজনসিদ্ধি করেন তাঁর ত্রুটি আর পরীক্ষার মাধ্যমে। যে-ঈশ্বর চার্চ অব ইংলণ্ড পরিকল্পিত, তিনি দেহহীন নিরাকার, ধীশক্তিহীন কামনা-ভাবনা-বাসনাহীন। ঈশ্বর সৃষ্টিশীল প্রয়োজন মাত্র (God is a creative purpose)—তাঁর সেই প্রয়োজনের খাতিরে সকল মানব-শিশুই একটা এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র। এই পরিপাস বা প্রয়োজন ওরফে লাইফ ফোর্স (জীবনী-শক্তি) ওরফে এভল্যুশানারী এপেটাইট (বিবর্তনী বুভুক্ষা) ওরফে গড্—(ঈশ্বর), এত নাম তাঁর এত রূপ, তিনি কিন্তু ভীষণ ভুল করে থাকেন, আর তাঁর সেই সব ভ্রম সংশোধন করতে হয় মানুষকে।

এর ফলে পাপের উদ্ভব, অশুভের উদ্ভব, ঈশ্বর সেই সমস্যার কোনও সমাধান করেন না।

Man and Superman নাটকে জর্জ বার্নাড শ এই সব কথাই বলেছেন। বার্নাড শ'র প্রকৃতি স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্রের মতো। নায়ক জ্যাক ট্যানার নায়িকা ভায়োলেট হোয়াইটফিল্ডের সামনে এগিয়ে এসে তাকে

অভিনন্দিত করে, বলে, জায়া হওয়ার পূর্বেই তুমি জননী হলে, আমার অভিনন্দন নাও।

এই বাণী শোনার পর তরুণ সমাজ নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ'কে বরণ করলেন, তাদের হৃদয়ে শ'র জন্য স্থায়ী আসন পাতা হল। ভায়োলেটের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন লীলা ম্যাককারথি। মেয়েটি শ'র এত ভক্ত হয়েছিল যে আহারেও বার্নাড শ'কে সে অনুকরণ করত।

বিগত ষাট বছরে ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে যত নাটক লিখিত হয়েছে তার তিনটি শ্রেষ্ঠতমের অন্যতম *Man and Superman*। আর দুটি হল *The Importance of Being Earnest* (অস্কার ওয়াইল্ড) এবং *The Circle* (সমরসেট মম)।

এই একখানি মাত্র নাটক শ তাঁর বন্ধুর নামে উৎসর্গ করেছেন, সেই বন্ধুটির নাম এ, বি ওয়েকলি, যিনি এই নাটক রচনায় শ'কে উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রকাশান্তে নাটকটি পাঠানো হল প্রকাশক জন মারেকে। তিনি পুরাতন প্রকাশক, এই নাটক পড়ে লিখলেন—

"আমি প্রাচীনপন্থী, হয়ত কিঞ্চিৎ সেকেলে! এই নাটকের বক্তব্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে আহত, উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করবে, অতএব আমি এই নাটক প্রকাশে অসমর্থ।"

এই চিঠি পেয়ে বার্নাড শ' আহত হলেন।

এর পরই শ' ঠিক করলেন অতঃপর তিনি নিজেই নিজের বই প্রকাশ করবেন, এই সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা অনেক সচ্ছল। শ লিখেছেন, "I took matters into my own hands, and, like Herbert Spencer and Ruskin, manufactured my books myself, and induced Constables to take me on Commisson."

নাটকটির আকৃতি এমন দীর্ঘ যে, নাট্য প্রযোজকদের কাছে নাটকটি তেমন লোভনীয় মনে হল না, তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় করতেই একঘণ্টা লাগে। বার্নাড শ অবস্থাটা অনুভব করে স্থির করলেন তৃতীয় অঙ্ক বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও নাটকের ক্ষতি হবে না। শুধু তৃতীয় অঙ্কটি বাদ দিয়ে যেমন এই

নাটক অভিনীত হয়েছে তেমনই শুধুমাত্র তৃতীয় অঙ্কের দার্শনিক তত্ত্বেরও অভিনয় হয়েছে।

Man and Superman বার্নাড শ'র সাফল্যজনক বিবাহের সুফল। দীর্ঘ ৪২ বৎসর দুঃখদুর্দশায় দিন কাটানোর পর বার্নাড শ এই সর্বপ্রথম নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন, তাছাড়া বার্নাড শ ধনী মহিলার ঘরজামাই নন, রীতিমত উপার্জনশীল খ্যাতিমান সাহিত্যকার, এ তাঁর আত্মতুষ্টির অন্যতম কারণ।

স্টেজ সোসাইটি ২১শে মে ১৯০৫ *Man and Superman* মঞ্চস্থ করলেন। জ্যাক ট্যানারের ভূমিকায় নামলেন গ্রানভিল বার্কার। তিনি তরুণ বার্নাড শ'র মত রূপসজ্জা গ্রহণ করলেন।

দুদিন পরে কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ হল। এই কোর্ট থিয়েটার বার্নাড শ'র জীবনের আর একটি পথচিহ্ন। এই রঙ্গমঞ্চে জর্জ বার্নাড শ নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক সবকিছুই স্বহস্তে নিজের মনের মতো করে সৃষ্টি করলেন।

নাট্যকার বার্নাড শ এত দিনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

॥ নয় ॥

মানব ও অতিমানব

শ'র নাটক কোর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের পর ইংরাজী নাটকের দর্শকরা বার্নাড শ'কে গ্রহণ করলো, তার পর *Man and Superman*-এর অভিনয় দেখার পর বার্নাড শ'র অতি কঠোর সমালোচককেও নাট্যকারের প্রতিভা স্বীকার করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে এই নাটক ও সেই সঙ্গে নাট্যকারের জনপ্রিয়তা বেড়ে চললো, বার্নাড শ'র নাটকে শুধু যে দর্শকের দিকেই নজর থাকে তা নয়, অভিনেতারাও উপেক্ষিত নয়, অতি ক্ষুদ্র ভূমিকাও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

নাট্যকার হিসাবে বার্নাড শ'র কলাকুশলতা সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়নি। সমালোচকেরা সংলাপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি সম্পর্কে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। বার্নাড শ'র সরস উক্তি এবং সাহসিক বক্তব্য সকসকে বিস্মিত করেছে—দৃশ্যাবলী অ-সাধারণ এবং অদ্ভুত, সারা রঙ্গমঞ্চে প্রচণ্ড বর্ণ সমারোহ।

যেখানে বক্তব্য বা যুক্তি কিঞ্চিৎ কঠিন, সেখানে দর্শকের মুখ চেয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হাল্‌কা করার চেষ্টা করেছেন শ।

এই সব ব্যাপারে বার্নাড শ ছিলেন পথিকৃৎ। নাটক লিখেই তিনি শান্ত ছিলেন না, নাটককে পাঠ্য করার জন্যও বার্নাড শ বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৮৯৮-এর গোড়ার দিকে বার্নাড শ'র দুই খণ্ড নাট্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়—Pleasant (সরস) এবং Unpleasant (বিরস)। প্রকাশ করেন গ্রাণ্ট রিচার্ডস।

পাঠক-সাধারণ নাটক পাঠ করা ত্যাগ করেছিল অপাঠ্য হিসাবে, তার আর একটি কারণ নাটক ভালোভাবে ছাপা হত না, বাজে কাগজে অতি সাধারণ অঙ্গসৌষ্ঠবে তা প্রকাশ করা হত, প্রয়োজনের খাতিরে সেই সব নাটক লোকে

হাতে করত, আগ্রহে নয়। তা ছাড়া এই সব নাটকে যে সব নির্দেশ থাকতো তা প্রযোজকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পাঠকের কাছে অর্থহীন।

নাটক পাঠে মানুষের বিরাগের কারণ বার্নাড শ বুঝেছিলেন, মোটা অক্ষরে ছাপা নির্দেশাবলী পাঠকের চোখে লাগে। বার্নাড শ'র *Plays, Pleasant and Unpleasant* তাই উপন্যাস ও নাটকের এক সংমিশ্রণ। সংক্ষিপ্ত মঞ্চ নির্দেশের পরিবর্তে পাঠকের কাছে ঘটনার সুদীর্ঘ বিবরণ এবং চরিত্রের খুঁটিনাটি পরিচয় দেওয়া হল। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্রের ভাবাবেগ সম্পর্কেও বিবরণ দেওয়া হল, কোথায় নারীচরিত্র লজ্জায় লাল হবে কিংবা পুরুষ সাময়িক ভাবে কুণ্ঠিত হবে, এসব খুঁটিনাটি বার্নাড শ বিস্তারিত ভাবে দিলেন। এ ছাড়া সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রতিটি নাটকের মূল বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছেন লেখক, আবার নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন কথাও আছে, এমন কি আত্মজীবনী-মূলক কথারও অভাব নেই। এই ভাবে নাটক প্রকাশন ক্ষেত্রে বার্নাড শ এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন।

শিল্পী পুরুষ আর জননী রমণী। একজন সৃষ্টি ও সংহার করেন, দ্বিতীয়া সংরক্ষণ ও সংবর্ধনে ব্যস্ত, *Man and Superman*-এ এই দুই চরিত্র সংগ্রামরত। সমালোচকরা এর নামকরণ করেছেন—যৌন-দ্বন্দ্বযুদ্ধ (Duel of Sex)।

নর-নারীর মধ্যে উদ্দেশ্য এবং অভীপ্সার পার্থক্য এখানে অবিশ্বাস্য রকমের গভীর। ট্যানার তাই ওকটাভিয়াসকে সতর্ক করে বলে,—সাবধান হও, এ্যান তোমাকে বিয়ে করার মতলব করছে—

"ট্যানার॥ ট্যাভি, স্ত্রীলোকের মনোভঙ্গীর এ এক শয়তানি দিক, ওরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যার ফলে তুমি আত্মসংহারে সচেষ্ট হও।

ওকটাভিয়াস॥ কিন্তু এ তো সংহার নয়, এ যে পরিপূর্তি!

ট্যানার॥ হ্যাঁ, তবে তারই উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি! সেই উদ্দেশ্যের অর্থ তোমার বা তার শান্তি নয়—সে শান্তি প্রকৃতির। নারীর সজীবত্ব সৃষ্টির অন্ধ আক্রোশ। নারী এইখানে আত্মবলিদান দেয়—তোমার কি মনে হয় তোমাকে বলি দিতে তার বাধবে?

ওকটাভিয়াস॥ কেন? আত্মবলিদান দিতে পারে বলেই যাকে সে ভালোবাসে তাকে বলি না দিতেও পারে।

ট্যানার॥ সেইটুকুই নিদারুণতম ভুল, ট্যাভি···”

এই সংলাপ প্রশ্নচিহ্নে পরিপূর্ণ! শ'র মতে নারী প্রকৃতির কাছে আত্মবিক্রয় করে, এমন এক প্রচণ্ড শক্তির কাছে পরাভূত যাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। যে-পুরুষকে নারী ক্রীতদাস করতে চায় সে নিজেও তার মত সহায়হীনা।

আর্টিষ্ট পুরুষও নিজের উদ্দেশ্যসাধনে কিন্তু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হয়ে ওঠে, একথাও ট্যানার বলেছেন—The true artist will let his wife starve, his children go barefoot, his mother drudge for his living at seventy sooner than work at anything but his art.

Man and Superman ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন। দার্শনিক চিন্তাধারা এই সর্বপ্রথম নাটকায়িত হল। এই নাটক পুরুষকে আনন্দ দান করেছে, নারীকে বিরক্ত করেছে।

র‍্যাটরে বলেছেন, এই বিষয়ে তিনি যখন বক্তৃতা করেন তখন উত্তেজিত হয়ে একটি মহিলা বলেছিলেন—“আমরা জানি এ সব সত্য, কিন্তু পুরুষরা এসব জানুক তা আমরা চাই না।”

এই নাটকের ভূমিকায় শ' সর্বপ্রথম তাঁর *Life-Force* সংক্রান্ত মতবাদ প্রচারিত করেন। বেঁর্গস'র *Elan Vital* (সৃজনীমূলক বিবর্তন) মতবাদ থেকেই *Life-Force*-এর উৎপত্তি। এই নাটকের ভূমিকার প্রতিটি লাইন মূল্যবান।

বার্নাড শ'র কাছে এই ধর্ম,—এই ধর্মের তিনি প্রচারক। *Life-Force* বলতে বার্নাড শ কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা সহজ নয়। শ কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তাঁর সমসাময়িকরা বলেছেন, এক অদৃশ্য পরমা শক্তিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থ্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু শ'র *Life-Force*-এর শক্তির পরিমাণ কতটুকু সে সম্পর্কে তিনি নিজে কিছুই বলেননি।

শ'র মতবাদ অনুসারে তাই ঈশ্বর অসৎ শক্তির কাছে পরাভূত, অসতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সর্বগুণান্বিত ন'ন, তবে নিখুঁত হওয়ার জন্য সচেষ্ট।

এ ধরনের নাটক এর আগে আর মঞ্চস্থ হয়নি, দর্শক-সাধারণের পক্ষে এই নাটক বুঝতেও সময় লেগেছে—তারপর যখন মূল বক্তব্য বেশ বোধগম্য হয়েছে, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য মনে লেগেছে, তখন দর্শক নাট্যকারকে অভিনন্দিত করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে বার্নাড শ'ই একমাত্র লেখক—যিনি তাঁর দর্শক, পাঠক, অভিনেতা স্বহস্তে গড়েছেন।

The Devils Disciple-এর মতো বার্নাড শ' তাঁর *Man and Superman* নাটকের জন্য বিশেষ অর্থ লাভ করেছেন আমেরিকা থেকে। এ জন্য বার্নাড শ'র তরুণ ভক্ত রবার্ট লোরেনের কৃতিত্ব সমধিক।

রোমান্টিক ভূমিকায় অভিনেতা হিসাবে লোরেন খ্যাতি লাভ করেছেন, লোরেন ছিলেন সুপুরুষ, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। লোরেনের পিতৃদেবও ছিলেন একজন অভিনেতা। বিচিত্র জীবন ছিল লোরেনের। তিনি বুয়র যুদ্ধ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বৈমানিক হিসাবেও তিনি একজন পথিকৃৎ। আইরিশ সাগরে তাঁর বিমান পড়ে যাওয়ায় একবার জীবন বিপন্ন হয়েছিল।

বুয়র যুদ্ধের শেষে তিনি মার্কিণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অচিরেই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হয়! অবশ্য এই জনপ্রিয়তা এবং আকৃতির প্রশংসা তাঁর আন্তরিক বিরক্তির কারণ হয়।

এমন সময় তাঁর হাতে এল *Man and Superman,*—উত্তেজনায় আকুল হয়ে উঠলেন লোরেন, তিনি লিখেছেন—

"জীবিকার জন্য নতুন কোনও পথ খুঁজছিলাম মরিয়া হয়ে, সেই সময় বোস্টন থেকে ন্যু ইয়র্ক যাচ্ছিলাম ; এমন সময় পড়লাম *Man and Superman*—'ইউরেকা' (পেয়েছি) বলে চীৎকার করেছিলাম কি না জানি না, তবে বুঝলাম এ এক অপরূপ নাটক, রঙ্গমঞ্চে এর সাফল্য হতে বাধ্য। ট্রেনের করিডোরে আমি আনন্দে পদচারণা করে নৃত্য করলাম। নাটকটির চমৎকারিত্বে আমি অভিভূত হলাম—এই মহৎ নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয়

করার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠলাম। বুঝেছিলাম এ নাটকে আমার সৌভাগ্য, সাফল্য এবং যশোলাভ অনিবার্য।"

ন্যু ইয়র্কের থিয়েটার-ম্যানেজাররা কিন্তু এত উৎসাহ বোধ করলেন না, ব্যবসার দিক থেকে এর সাফল্য সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান। তাঁরা লোরেনের প্রস্তাবটিকে বাতুলতা মনে করলেন। এর মধ্যে নাটকীয় বিষয়বস্তু কই? খালি বক্তৃতা।

লোরেনও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন—তাহলে *Arms and the Man* এবং *The Devils Disciple* নাটক নিয়ে ম্যানসফিল্ড কি করে সাফল্য লাভ করলেন?

থিয়েটার-কর্তৃপক্ষরা বললেন, সেটা নাটকের গুণ নয়, ম্যানসফিল্ডের অভিনয়-দক্ষতাই তার জন্য দায়ী।

হতাশ হওয়ার পাত্র নন লোরেন, তিনি পনের জন বিভিন্ন ম্যানেজারকে নাটকটি পড়ে শোনালেন। তাঁরা সকলে অভিনেতা লোরেনকে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত, কিন্তু শ'র নাটক নিয়ে নয়।

লী স্থবার্ট একজন বিখ্যাত স্টেজ-ম্যানেজার, তিনি লোরেনের কাছ থেকে ছ'বার নাটকটি শুনলেন, তার পর বললেন—"বেশ, ছোট শহরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নট-নটী সহযোগে অভিনয় করে দেখা যাক্।"

লোরেন প্রতিবাদ করলেন—"তা হয় না, যদি অভিনয় করতেই হয়, তাহলে শ্রেষ্ঠ মঞ্চে প্রথম শ্রেণীর নট-নটী দিয়েই এই নাটক অভিনয় করতে হবে, দৃশ্যপট পর্যন্ত করতে হবে চমকপ্রদ।"

লী স্থবার্ট শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন না। লোরেন হাল ছাড়লেন না, এই উদ্দেশ্যে ন্যু ইয়র্কে আশানুরূপ অর্থসংগ্রহের সম্ভাবনা না থাকায় লোরেন লণ্ডনে চলে এলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, কোর্ট থিয়েটারের প্রথম অধিবেশনে তখন *Man and Superman* অভিনীত হচ্ছে। লোরেন অভিনয় দেখতে গেলেন। গ্রানভিল বার্কারের প্রযোজনা তাঁর ভালো লাগল না।

বারান্দায় দেখা হল বার্নাড শ'র সঙ্গে।

বার্নাড শ'র সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা অতি চমৎকার ভাবে তিনি লিখেছেন। তিনি বলেছেন—"এই আশ্চর্য মানুষটির প্রচণ্ড প্রাণশক্তি এবং অধ্যাত্মশক্তিতে আমি বিস্মিত হলাম। এমনটি আর দেখিনি।"

এই লণ্ডনেই চার্লস ফ্রোমান নামক জনৈক বৃদ্ধ ইহুদীর সঙ্গে স্যাভয় হোটেলে আলাপ হল রবার্ট লোরেনের। তিনি এমনই সৎ মানুষ ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে কারো চুক্তিপত্র সই করতে হয়নি, তাঁর কথাই ছিল যথেষ্ট।

সেদিন স্যাভয় হোটেল থেকে হাসিমুখে ফিরলেন লোরেন, ফ্রোমান রাজী হলেন ন্যুইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে *Man and Superman* নাটকের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে! অথচ লোরেনকে নাটকটি পড়ে শোনাতে হয়নি ফ্রোমানকে।

মহা উৎসাহে লোরেন নাটকটির প্রযোজনার ব্যবস্থা সুরু করলেন, যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই তাঁর চাই। ভূমিকা বণ্টনের পর বার বার নট-নটী পরিবর্তন করেছেন, কিছুতেই অভিনয় মনঃপূত হয় না, বহু অর্থ ব্যয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নট-নটীকে সংগ্রহ করলেন।

এমন এক আশ্চর্য প্রযোজক ফ্রোমান আর দেখেন নি, তিনি শঙ্কিত হলেন, এইবার অর্থক্ষতি অনিবার্য।

১৯০৫-এর সেপ্টেম্বরে ন্যু ইয়র্কের হাডসন থিয়েটারে *Man and Superman* অভিনীত হ'ল, ট্যানারের ভূমিকায় নামলেন স্বয়ং লোরেন। এই রঙ্গমঞ্চে ন'মাস ধরে নাটকটি অভিনীত হল। প্রথম থেকেই সাফল্যের লক্ষণ দেখা গেল, প্রথম মাসেই যে পরিমাণ অর্থলাভ হল, আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে তা অভূতপূর্ব!

১৯০৬-এর সেপ্টেম্বরে এই নাটক নিয়ে সাত মাস ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে অভিনয় করলেন, তাঁর নিজস্ব লাভ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, ১৯০৭-এর জুন মাসে লণ্ডনে কোর্ট থিয়েটারে লোরেনের প্রযোজনায় এই নাটক অভিনীত হল, সুদীর্ঘ তৃতীয় অঙ্কসহ। লোরেন এইবার ডন জুয়ানের ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

শ্যালিকা লেডী চাম্‌লীর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য এই বিশেষ দিনটিতে বার্নাড শ বার্কার, লোরেন এবং শ্যালিকা সহ বেলুনে উঠলেন।

ওয়ানডস্‌ওয়ার্থ গ্যাস ওয়ার্কস থেকে বেলুন আকাশে উঠল, বৈমানিক বেলুনটিকে এমন টানলেন যে আতঙ্কে বার্নাড শ'র মুখ ম্লান হয়ে গেল। ৯০০০ ফিট ওপরে উঠে হাওয়ার গতিতে এক গৃহস্থের বাগানে গাছের ধাক্কা খেয়ে বেলুন মাটিতে পড়ল। ভদ্রলোকের চমৎকার মাঠটি জনতার ভিড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

বিরক্ত গৃহস্বামীর হাত থেকে লোরেনকে উদ্ধার করলেন বার্নাড শ। মার্জনাভিক্ষার পর বার্নাড শ'কে সদলবলে অতিথি সৎকারে আপ্যায়িত করলেন ভদ্রলোক।

বিপর্যয় এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন বার্নাড শ এবং তাঁর বন্ধুবর্গ।

আর একবার বিপদে পড়েছিলেন এই রবার্ট লোরেনের সহযোগে। সে বারও বিচিত্র অবস্থায় বার্নাড শ'র জীবন রক্ষা হয়েছিল।

মেভাগিসে দু'-বছর গ্রীষ্ম যাপন করেছিলেন শ-দম্পতি। ১৯০৭-এ রবার্ট লোরেন ওঁদের অতিথি হয়েছিলেন। ছোট একটি ম্যাকসওয়েল মোটর গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন বার্নাড শ, শিশুর মতো আনন্দে অসংখ্য ফটো তুল্‌তেন, মহানন্দে দিন কাটতো।

এরই পরের বছর ওয়েলসের লানবেদরে দু'-এক সপ্তাহের জন্য এলেন লোরেন। পাহাড়ে পাহাড়ে সারা দিন ঘুরতেন সবাই। অতি প্রাতে উঠে শ বেড়াতে যেতেন এবং ব্রেকফাস্টের আগে ফিরতেন আর রাত দশটার মধ্যে সবাই শুয়ে পড়তেন।

রাত সাতটায় ডিনার সেরে পড়ার ঘরে বসতেন সবাই, মিসেস শ পড়তেন দর্শনশাস্ত্র, শ এককোণে বসে লিখতেন বা পড়তেন, আর একধারে বসে লোরেন পড়াশোনা করতেন। প্রতিদিন প্রাতে সাড়ে দশটার সময় ওঁরা স্নান করতেন।

একদিন জোয়ার-স্রোতে উভয়েই ভেসে গেলেন, পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে সাঁতার কাটারও আর ক্ষমতা নেই।

পরে লোরেন প্রশ্ন করেছিলেন—"ডুবে যাওয়ার সময় নাকি সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এমনই একটা কুসংস্কার আছে, আপনার কি মনে হল ?"

শ বললেন—"প্রায় হয়ে গিছল আর কি ! এ সব কথা আমার মনেই আসে নি।"

—"বটে ? ঈশ্বর, স্বর্গ বা নরক এমনই কিছু ?"

—"না, মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে কি রূপ-কথার কাহিনী মনে আসে ? আমি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করেছি। যেমন তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আর সাঁতার দিও না। কিন্তু তুমি অনেক দূরে, সমুদ্র-গর্জনে কিছু শুনতে পেলে না। তারপর মনে হল চীৎকার করলেও কি কেউ শুন্‌বে ? কাছাকাছি কেউ নেই। আর মনে হল আমার উইলে আমার গ্রন্থ অনুবাদকদের জন্য কোনো চুক্তির ব্যবস্থা করা হয় নি এবং লাঞ্চের সময় উত্তীর্ণ হলেও ফিরছি না কেন, এই কথা শার্লোট হয়ত চিন্তা করছে। এমন সময় পায়ে একটা পাথর ঠেকল, আমি ঈশ্বরের নাম না করে বললে উঠলাম—ড্যাম্‌। তারপর তুমি নেই, ভাবলাম আমার কর্তব্য তোমাকে উদ্ধার করা, কিন্তু সে শক্তি নেই, একা ফিরলে লোকে কি বলবে—তারপর দেখি তুমি পাশেই দাঁড়িয়ে, যাই হোক, খুব বেঁচে গেছি।"

॥ দশ ॥

হাত ও হাতিয়ার

বার্নাড শ'র সরস নাটকাবলীর মধ্যে *Arms and the Man* প্রথমতম, ১৮৯৩-এ অতি দ্রুত এই নাটকটি রচনা করেন শ। কিন্তু এই নাটকের রঙ্গমঞ্চে তেমন সাফল্য লাভ হল না। ফ্লোরেন্স ফার স্থির করলেন যে *Widowers' Houses* নাটকের পুনরুজ্জীবনের। বার্নাড শ কিন্তু নতুন নাটক লিখতে সুরু করেছেন ইতিমধ্যে। এই নাটকই *Arms and the Man.*

তাড়াতাড়ি মহলা দিয়ে নাটক ২১শে এপ্রিল ১৮৯৪ মঞ্চস্থ করা হল। নট-নটীরা মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝেই অভিনয় করলেন, দর্শক-সাধারণ সব কিছুতেই প্রচুর হাসলেন। অভিনেতারা এই হাসির বন্যায় মনে করলেন নাটকটি প্রসহন মাত্র, তাঁরাও প্রহসনের ভঙ্গীতে অভিনয় করলেন। শ কিন্তু এই ভাবে নাটকের পরিকল্পনা করেন নি, অভিনয়ও প্রহসনের ভঙ্গীতে হওয়ার ফলে নাটকের মূলরস ক্ষুণ্ণ হল।

এই রাত্রেই শ যখন অভিনয়ান্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন তখন গ্যালারী থেকে একজন ব্যঙ্গ করে একটি বিকৃত শব্দ করে ওঠেন—শ অনেক সভায় বক্তৃতা করেছেন, এই সব তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

তিনি বাধা পেয়ে বলে উঠলেন—"হে অচেনা বন্ধু! আপনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু এই হলভতি বিরুদ্ধ মতবাদীদের কাছে শুধু আপনি আর আমি দুজনে কি করতে পারি?"

এই উক্তি কিন্তু সার্থক হল। প্রথম রজনীর হট্টগোলের পর নাটকটি দাঁড়িয়ে গেল। এগার সপ্তাহ ধরে নাটকটি অভিনীত হল, লাভের চেয়ে লোকসান হল অনেক বেশী।

সপ্তম এডওয়ার্ড তখন প্রিন্স অব ওয়েলস, তিনি এই নাটকের অভিনয় দেখে প্রশ্ন করলেন—এই নাটকের নাট্যকারটি কে?

কে একজন বললেন—জর্জ বার্নাড শ।

বার্নাড শ'র নাম তাঁর কাছে অপরিচিত এবং অর্থহীন, তবু তিনি বললেন—লোকটি নিশ্চয়ই পাগল।

Arms and the Man নাটকের প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল Alps and Balkans, এটি বার্নাড শ'র চতুর্থ নাটক। অ্যাভিন্যু থিয়েটারে মিস এ্যানী এলিজাবেথ হরনিম্যান এই নাটকটি প্রযোজনা করেন। বিখ্যাত কোয়েকার পরিবারের মেয়ে মিস হরনিম্যানের বাবা ছিলেন ধনী চা-ব্যবসায়ী, মাতামহের দিক থেকেও তিনি কিছু অর্থলাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

মিস এ্যানী হরনিম্যানই সর্বপ্রথম বার্নাড শ'র নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অর্থব্যয় করেন, তিনি ডব্লু, বি, ইয়েটসের *Kathleen ni Houlihan* নামক একটি ছোট্ট নাটিকাও প্রযোজনা করেন।

ফ্লোরেন্স ফার মিস হরনিম্যানকে এই দিকে আগ্রাহান্বিত করেন। মিস হরনিম্যান নীতিবাগীশ পরিবারের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করে ফ্লোরেন্স ফারকে সাহায্য করতে রাজী হন।

প্রথম নাটক ডাঃ জন টড হনটারের *The Comedy of Sighs*—এই নাটক কিন্তু জমলো না। এই সময় ফ্লোরেন্স বার্নাড শ'কে অনুরোধ করেন *Widowers' Houses* নাটকটি পুনরুজ্জীবনের। শ তাতে রাজী না হয়ে নতুন নাটক লিখেছিলেন *Arms and the Man.*

যদিও এই নাটক সাফল্যলাভ করলো না, বার্নাড শ'র সাফল্যের এই কিন্তু সূচনা। মিস হরনিম্যানের অনেক টাকা নষ্ট হল, শ মাত্র কয়েক পাউণ্ড পেলেন, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ নিজেই এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন—"Startled to find what flimsy, fantastic, unsafe stuff it is"—

অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্নাড শ'র মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের কাছে কিছুই নয়, তিনি এইবার আবার একটি নাটক রচনায় মন দিলেন। এই নাটকের নাম *Candida*—১৮৯৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নাটকটি রচনা শেষ হল।

Arms and the Man সেদিন সাফল্যলাভ না করলেও ১৯২৭-এ নাট্যকার এলফ্রেড সুটরোকে একখানি চিঠিতে শ লিখেছিলেন তাঁর এই নাটক সম্পর্কে—"never had a really whole-hearted success until after the war

when soldiering had come home to the London playgoer's own door—"

এই নাটক উপলক্ষ্যেই বিখ্যাত নট রিচার্ড ম্যান্‌সফীল্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

রিচার্ড ম্যানসফীল্ড সুইস পেশাদার সৈনিক *Bluntschli* চরিত্রটিতে আকৃষ্ট হলেন। তবে দ্বিতীয় অঙ্কে এই সুইস চরিত্রের অনুপস্থিতি তাঁকে কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ করল। তাঁর স্ত্রী কিন্তু এই নাটকটিতে বিশেষ আনন্দ পেলেন, মিসেস ম্যানসফীল্ড তাই স্বামীকে বললেন—'অবিলম্বে মার্কিণী স্বত্ব কিনে নাও।'

দ্বিতীয় অঙ্কে *Bluntschli*র অনুপস্থিতি বার্নাড শ'র স্বকীয় নাট্য রচনা-কৌশলের অন্যতম। আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি রক্ষণশীল ন'ন। লোকে ভাবত মঞ্চপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ, আসলে কিন্তু শ নতুন ধারার প্রবর্তনে সচেষ্ট।

ম্যানসফীল্ড *Arms and the Man* আমেরিকায় প্রযোজনা করলেন, কয়েক বছর ধরে তাঁর প্রযোজিত নাটকাবলীর মধ্যে এই নাটক অন্যতম ছিল, তখনও দীর্ঘদিনস্থায়ী নাট্য প্রদর্শনীর কাল আসেনি, তবু ম্যানসফীল্ডের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল।

এই নাটকের অনুকরণে রচিত হালকা ওপেরা The Chocolate Soldier কিন্তু বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। র‍্যাটরে বলেছেন, এই নাটক বার্নাড শ'র লেখা থেকে নির্লজ্জভাবে চুরী করা হয়েছে।

Candida রচনার পর নাট্যকার বন্ধু হেনরী আর্থার জোনসকে ফোকস্টোন থেকে এক পত্রে বার্নাড শ লিখলেন—

"—My passion, like that of all artists, is for efficiency, which means intensity of life and breadth and variety of experience; and already I find, as a dramatist, that I can go at one stroke to the centre of matters that reduce the purely literary man to colourless platitudes—"

কিন্তু দর্শক-সাধারণ পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন। তদানীন্তন অভিনেতৃবৃন্দ

প্রাচীনপন্থী দর্শক নিয়েই শান্তি ও স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন, নতুন তন্ত্রের দর্শকসৃষ্টির প্রয়োজন তাদের কাছে তখনও তেমন বোধগম্য নয়।

Candida পড়ে শোনানো হল রসিকমহলে। বিদগ্ধ সোশ্যালিস্ট এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার বললেন—No Shaw ; it won't do—"

চার্লস উইন্ডহ্যাম ত' নাটকটির শেষ দৃশ্যে রুমালে চোখ মুছলেন। বললেন—শ, তোমার এই নাটক আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের মানুষের জন্য লেখা, এখন কেউ বুঝবে না।

অদ্ভুত পোষাকে সজ্জিত হয়ে শ উইনড্‌হ্যামের অফিসে পৌঁছে পকেট থেকে একটি ছোট্ট নোট-বই বার করলেন, তারপর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আর একটি নোট-বই টেনে তুললেন, আর একটি পকেট থেকে তৃতীয় নোট-বই, এই ভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম নোট-বইও বেরোল।

বিস্মিত উইনড্‌হ্যাম প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি হে, ম্যাজিক শিখছ নাকি?

শ হেসে বললেন—মজা লাগছে তোমার না? ভাবছ এই সব পকেট-বই কিসের? আসল কথা কি জানো, আমি ত' বাসে বসেই আমার নাটক লিখি কিনা, তাই এত ছোট পকেট-বই প্রয়োজন।

বার্নাড শ এই নাটকটি হাতছাড়া করতেন না সহজে, কাউকে পড়তে দেন নি, নিজেই পড়ে শোনাতেন সবাইকে। এলেন টেরীকে লিখেছিলেন—কাউকে পড়তে দিই না, নিজে পড়ে বরং শোনাই, তাদের চাপাকান্না অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

বার্নাড শ স্বয়ং নাটকটিকে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত বলে মনে করতেন, এলেন টেরীকে তাই লিখেছিলেন—তোমাকেই শুধু বলি, কানডিডা ভার্জিন মেরী ছাড়া আর কেউ নয়।

মিসেস ওয়েব কিন্তু ক্যানডিডাকে বললেন, ভাবালু স্বৈরিণী (a Sentimental prostitute)।

প্রশংসার আতিশয্যে বার্নাড শ একবার বিরক্ত হয়ে বললেন—ওরা সবাই *Candidamaniacs* বেশী বাড়িয়ে বলছে। আমার নতুন নাটক *Devil's Disciple*-এর মত মেলোড্রোমা আর কখনও মঞ্চস্থ হয়নি।

এই চমৎকার কমেডি বার্নাড শ'র পঞ্চম নাটক। ক্যানডিডার রচনারীতিও সুসংবদ্ধ। ১৮৯৭-৯৮-এর আগে কিন্তু এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। তাও লণ্ডনের পল্লী অঞ্চলে প্রথম অভিনয় হল, জ্যানেট আচার্চ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন। জনশ্রুতি, বার্নাড শ নামভূমিকায় জ্যানেট আচার্চকে রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্যই লণ্ডনে বা ন্যু ইয়র্কে *Candida* অভিনয়ের সাফল্যের এত দেরী ঘটেছে।

ম্যান্‌সফীল্ড স্পষ্টই বলেছিলেন—জ্যানেট আচার্চের মত মধ্যবয়সী রমণীকে দিয়ে নামভূমিকায় অভিনয় করানো অর্থহীন।'

১৯০৩-এ আরনল্ড ডালি আমেরিকায় *Candida* সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ন্যু ইয়র্কে এই নাটক ১৫০ বার অভিনীত হওয়ার পর, ভ্রাম্যমান দল বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় করেন। সেই সব প্রদর্শনীও সফল হয়েছিল, বার বার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

বার্নাড শ'কে আমেরিকাই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে, গ্রহণ করেছে।

১৯০৪-এর আগে *Candida* লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়নি, তাও এক হিসাবে আংশিক। সেই বছর ২৬শে এপ্রিল ভেডরেণে-বার্কার সম্প্রদায় রয়্যাল কোর্ট থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে ছ' দিন ম্যাটিনী শো'র ব্যবস্থা করলেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সফল হল, পাঁচটি বিভিন্ন নাটক নিয়ে সাতাশ দিনব্যাপী অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হল। ইউরিপিডাস, মরিস মাতারলিঙ্ক, লরেন্স হাউসম্যান প্রভৃতির নাটকের সঙ্গে *Candida* এবং শ'র অপ্রকাশিত নতুন নাটক *John Bull's Other Island* নাটক অভিনীত হল। এইবারকার প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করল।

ভেডরেণে-বার্কার সম্প্রদায়ে যদি ভেডরেণে না থাকতেন, তাহলে বিপর্যয় ঘটতো। কারণ গ্রাণভিল বার্কার যেমন খেয়ালী, বেহিসাবী এবং কল্পনাবিলাসী ভেডরেণে তেমনই হিসাবী, এক পাউণ্ড খরচ করার প্রয়োজন হলে তিনি পাঁচ শিলিং-এ কাজ সারার চেষ্টা করতেন।

গ্রাণভিল বার্কারের দেহে নাকি কিঞ্চিৎ ইতালীয় রক্ত ছিল, মানুষটি অদ্ভুত কবি-প্রকৃতির। তিনি নিজে ভালো অভিনয় করতেন, অপরকেও কি ভাবে

অভিনয় করতে হবে, তা শিক্ষা দিতে পারতেন। কাব্যধর্মী নাটকের মত বাস্তববাদী নাটক তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারতেন। তাঁর চরিত্রে প্রতিভার স্পর্শ ছিল। নাটকও লিখেছেন লরেন্স হাউসম্যানের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে। বার্নাড শ তাঁর নাটকের প্রশংসা করেছেন। বার্কার বিলাসী ছিলেন, আরামপ্রদ ধনীর জীবনে তাঁর আগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে *Prefaces to Shakespeare* নামক প্রবন্ধাবলী রচনা করেছিলেন বার্কার।

বার্নাড শ বার্কারকে এত স্নেহ করতেন যে, সর্বত্র কানাকানি চলতো বার্কার বার্নাড-শ'র অবৈধ সন্তান। অবশ্য তাঁর জননীর নাম কেউ জানতো না। বার্নাড শ এবং শার্লোট দুজনেই সমভাবে স্নেহ করতেন বার্কারকে। যেন বার্কার তাঁদের পোষ্যপুত্র।

এই প্রীতির সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হল, গ্রাণভিল বার্কার বিবাহ করেছিলেন অভিনেত্রী লীলা ম্যাক্‌কারথীকে। লীলাও বার্নাড শ'র অতিশয় প্রিয়পাত্রী। বার্কার লীলাকে ডিভোর্স করলেন।

বার্নাড শ অতিশয় আধুনিক বা প্রগতিশীল মানুষ হলেও বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করতেন না। তাই এই বিচ্ছেদে তিনি বিশেষ আহত হলেন।

একদিন আর্থার বালফুরের সভাপতিত্বে একটি সভায় গ্রাণভিল বার্কার বক্তৃতা করলেন, সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠলেন বার্নাড শ, সেই ভাষণে তিনি গ্রাণভিল বার্কারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত করে অনেক কটু উক্তি করলেন। সভায় বার্কারের সগুবিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা এমন অবস্থায় পৌছল যে আর্থার বালফুর জোর করে বার্নাড শ'কে চুপ করালেন। সেই দিনই সব বন্ধুত্বের অবসান ঘটলো।

এর পর আর একবার গ্রাণভিল বার্কার শ'র বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলেন, লীলা ম্যাক্‌কারথীর আত্মজীবনীতে ভূমিকা যেন শ না লেখেন।

বার্নাড শ এইবারও রূঢ় ভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর কিছুকাল পরে ১৯৪৬-এর ৩০শে আগস্ট প্যারীতে বার্কারের মৃত্যু হয়। বেতারে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনলেন শ।

মনে মনে বার বার বার্কারকে স্মরণ করেছেন শ, দেখবার বাসনাও হত কিন্তু তা হয়ে উঠেনি।

বার্কারের মৃত্যুর পর *The Times Literary Supplement*-এ একটি করুণ চিঠি লিখেছেন বার্নাড শ—

"The shock the news of his death gave me made me realize how I had cherised the hope that our old intimate relation might revive. But—

'Marriage and death and division

Make barren our lives'

and the elderly professor could have little use for a nonagenarian ex-playwright."

কবি সুইনবার্নের বিখ্যাত কবিতার এই দুটি লাইনে বার্নাড শ'র স্নেহশীল মনের ছাপ সুস্পষ্ট।

॥ এগারো ॥

জনপ্রিয়তার জয়মাল্য

John Bull's Other Island নাটকটি ডব্লু, বি, ইয়েটসের অনুরোধেই বার্নাড শ লিখেছিলেন। ডাবলিনের *Abbey Theatre*-এর জন্য ইয়েটস বার্নাড শ'কে একটি নাটক লিখে দিতে বলেন।

১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে বার্নাড শ এই নাটকটি লিখলেন, কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যে নাটকটি লেখা হল তাঁরা শেষ পর্যন্ত নাটকটি মনোনীত করলেন না। ভদ্রভাবে তাঁরা জানালেন এই নাটক অভিনয় করার মত আইরিশ অভিনেত্রীর অভাব; ইয়েটস কিন্তু বলেছিলেন তিনি এই নাটকের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন নি। পরে অভিনয় দেখে বলেছিলেন—আশাতীত উৎরেছে বটে, তবে হয়ত অভিনয়ের গুণ। নাটকটি অত্যন্ত দীর্ঘ, কুৎসিত এবং কিম্ভূতকিমাকার। তবে দর্শককে খুসি রাখে। আমার এতটুকু ভালো লাগেনি।

ইয়েটসের চরিত্র একটু বিচিত্র। তিনি বার্নাড শ'কে কোনো দিনই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও একদা তিনি কিছু সাহায্য করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা উক্তি করছেন তা অতি ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক।

Man and Superman-এ মতো এই নাটকেও দুটি চরিত্রে শ আপনাকে ধরা দিয়েছেন। *Candida* নাটকেও তাই, তবে *Candida* মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। *John Bull's Other Island*-এ দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোহারিণী রমণী নয়, ইংরাজ। সেভিয়ান ইংরাজ, সেভিয়ান রাজনীতিবিদ্, *Broadbent* চরিত্রটি লক্ষ্য করার মতো। শ স্বয়ং *Larry Doyle* ও *Father Keegan*-এর সমন্বয়। ডয়েল সাংসারিক আইরিশম্যান। বাস্তব প্রেরণার তাগিদে ইংরাজ সেজে ইংরাজের ওপর প্রতিশোধগ্রহণে আগ্রহান্বিত, আর ফাদার কীগান মনে করেন—"**Every jest is an earnest in the womb of time**".

ফাদার কীগান আর ব্রডবেনটের নিম্নলিখিত সংলাপ লক্ষ্য করুন—

ব্রডবেনট ॥ পৃথিবীটা ত' দেখছি আমার কাছে ভালোই, চমৎকার জায়গা।

কীগান ॥ তুমি তাহ'লে এতেই তুষ্ট?

ব্রডবেনট ॥ আমি যুক্তিবাদী মানুষ, সেই হিসাবে বলি হ্যাঁ আমি তুষ্ট। আমি পৃথিবীতে কোনো কিছু অশুভ দেখি না। অবশ্য স্বাভাবিক অশুভবস্তু বাদে। স্বাধীনতার দ্বারা, স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা, তার প্রতিকার সম্ভব নয়। একথা আমি ইংরাজ হিসাবে বলি না, সাধারণ বোধ থেকেই বলছি।

কীগান ॥ তাহলে পৃথিবীটা তোমার কাছে ভালোই লেগেছে?

ব্রডবেনট ॥ নিশ্চয়ই, কেন? তোমার ভালো লাগে না?

কীগান ॥ (স্বাভাবিক গভীরতা বশে)—না।

ব্রডবেনট ॥ বরং ফসফরাস পিল খেয়ে দেখতে পারো। আমার মাথাটা যখন জটিল হয়ে ওঠে আমিও তাই করি। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ঠিকানাটা তোমাকে দেব।"

নাটকের শেষে লারী ডয়েল স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে তার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ঘৃণা শ'র নিজস্ব। তিনি কোনো মায়া বা ভাববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, আর ব্রডবেনট বলেন স্বর্গটা কি ভয়ঙ্কর জায়গা তা আমি স্বপ্নে দেখেছি। আর কীগানের স্বপ্ন বার্নাড শ'র নিজস্ব মনোবিলাস—এটা তাঁর কাছে মায়া বা ভাববাদ নয়।

"স্বপ্নে একটি আমার দেশ চোখে ভাসে, সেখানে রাষ্ট্র হচ্ছে চার্চ, আর চার্চ হচ্ছে জনগণ—একে তিন, তিনে এক। এ এক অদ্ভুত কমনওয়েলথ, এখানে কাজের নাম খেলা এবং খেলার নাম জীবন; একে তিন, তিনে এক। এ এক মন্দির, যেখানে যাজকই যজমান আর যজমানই পূজা পায়—একে তিন, তিনে এক"—

জনবুলের শেষ অঙ্কে বার্নাড শ তাঁর মতবাদ অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ক'টি পৃষ্ঠা সর্বজন-পরিচিত বার্নাড শ'র নিজস্ব মতবাদ।

এই মানুষই একদিন উদ্ধত ভঙ্গীতে লিখেছিলেন, "My heart knows

only its own bitterness"—এই লেখক সম্পর্কেই আইরিশ কবি A. E. বলেছেন—Suffering Sensitive soul".

ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের পক্ষে ১৯০৪ একটি স্মরণীয় বছর। এতদিনে বার্নাড শ স্বীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ভেডরেণে বার্কার সম্প্রদায়ের অভিনয়খ্যাতি ইংলণ্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল—নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হল। এই বছরই স্টেজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের এত দিনে অবসান ঘটলো। কনটিনেণ্টে বার্নাড শ'র খ্যাতি প্রচারিত হল।

কোর্ট থিয়েটারে *John Bull's Other Island* বিশেষ সাফল্যলাভ করল। শিক্ষিত ইংরাজ দর্শক এই নাটকটি গ্রহণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী আর্থার বালফুর (পরে আর্ল বালফুর) চার বার অভিনয় দেখলেন, দুদিন সঙ্গে নিয়ে এলেন বিরোধী দলের ক্যামবেল ব্যানারম্যান এবং অ্যাসকুইথকে।

সবচেয়ে কিন্তু জমলো ১৯০৫-এর ১১ই মার্চ। সেদিন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আদেশে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য অভিনয়। খবরটা পেয়ে বার্নাড শ একটু চিন্তিত হয়ে ভেডরেণেকে লিখলেন—"*short of organising revolution, I have no remedy*—

ভেডরেণে তখন আনন্দে আটখানা। বার্নাড শ'র চিঠি তাঁর কাছে রসিকতা, তিনি রয়্যাল বক্সের জন্য চেয়ার ভাড়া করতে ছুটলেন। সম্রাট আসছেন, তাঁর বসবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড *Arms and the Man* দেখে বলেছিলেন—কে লিখেছে হে? লোকটা পাগল।

কিন্তু *John Bull's Other Island* দেখে এত অট্টহাস্য করলেন যে ভেডরেণের ভাড়া করা চেয়ার ভেঙে পড়ল। কৃপণ ভেডরেণে অম্লানবদনে সেদিন চেয়ারের দাম মিটিয়েছিলেন।

প্রতি রজনীতেই এমনই হাসির রোল উঠত যে দর্শকদের সামলানো দায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হল তখন বাধ্য হয়ে বার্নাড শ দর্শকদের প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, এটা প্রহসন নয়, নাটক। এই সামান্য বিজ্ঞপ্তিরও সাহিত্যিক মূল্য আছে।

জনবুলের সাফল্যের অন্যতম কারণ এই নাটকের ইংরাজ চরিত্র ভাবালু, সরল এবং সফল। এইরূপেই তাঁরা নিজেদের দেখতে ভালোবাসেন, আর আর আইরিশরা চতুর, তবে জীবন-সংগ্রামে অসার্থক।

Saturday Review পত্রিকায় বার্নাড শ'র উত্তরাধিকারী নাট্য-সমালোচক ম্যাকস বীরবোহ্ম লিখলেন—'সম্রাটের আনন্দ নিঃসন্দেহে বার্নাড শ'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে।'

মুখে মুখে বিদগ্ধ সমাজে এই নাটকের খ্যাতি সম্পর্কে আলোচনা চলছিল; সম্রাট অভিনয় দর্শন করার পর সে-খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ম্যাকস বীরবোহ্ম লিখেছেন—"that evening Mr. Shaw became a fashionable craze, and within a few days all London know it,"

॥ বারো ॥

লীলা-শ-বার্কার

৩১শে আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে প্যারীতে গ্রাণভিল বার্কারের মৃত্যুর পর বার্নাড শ লণ্ডনের *Times* পত্রিকায় যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার কথা বলেছি। শ আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধে বার্কার সম্পর্কে লিখেছিলেন, এই প্রবন্ধটি আমেরিকার *Harper's Magazine*-এ জানুয়ারী ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, বার্নাড শ'র এই রচনাটি তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, বা কোনো জীবনী-গ্রন্থে আজ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। রচনাটির মূল্য কিন্তু বার্নাড শর জীবনীকারদের পক্ষে অসীম, কারণ এই প্রবন্ধে শ স্বয়ং তাঁর রঙ্গমঞ্চের জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছেন, যা তাঁর *Sixteen Self Sketches*-এর মধ্যেও নেই। আত্মকথনমূলক এই প্রবন্ধটির কিছু অংশ তাই এইখানে উদ্ধৃত করলাম—

"১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার বয়স প্রায় আটচল্লিশ, কিন্তু লণ্ডনে তখনও আমার কোনো নাটক অভিনীত হয় নি, তবে বিদেশে কিছু কিছু সাফল্য হয়েছে, জার্মাণীতে এগনেস সোরমা অভিনীত *Candida* আর ন্যু ইয়র্কে রিচার্ড ম্যানসফীল্ড অভিনীত *The Devil's Disciple* প্রমাণ করেছে যে, আমার নাটকাবলী গ্রহণীয় এবং সম্ভবতঃ লাভজনক। লণ্ডনের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ কিন্তু (তা ছাড়া তখন আর কিছু ছিল না) এ সব গ্রাহ্য করলেন না, তাঁদের মতে আমার নাটকে নাটকীয়ত্বের অভাব এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের দিক দিয়ে তার প্রযোজনা অসম্ভব।

আমার নাটকে হত্যা, ব্যভিচার, যৌনলীলা কিছুই নেই। যাঁরা নায়িকা তাঁরা সাধারণ স্ত্রীলোকমাত্র, মোটেই নায়িকোচিত নন! মঞ্চের নিয়ম অনুসারে কুড়িটি কথার চাইতে বেশী সংলাপকে অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে করা হত। রাজনীতি এবং ধর্ম সংক্রান্ত কথার উল্লেখ থাকবে না, তার পরিবর্তে রোমান্স, কল্পিত পুলিস-কাহিনী বা ডিভোর্স-কাহিনী থাকতে পারে—

আমার নাটকের চরিত্রদের উক্তি দীর্ঘ এবং তাদের বক্তব্য রাজনীতি এবং ধর্মের বিরোধী।

তা ছাড়া পেশা হিসাবে আমি ছিলাম নাট্য সমালোচক, কোনও থিয়েটার-ম্যানেজারকে আমার নাটক দেওয়ার উপায় ছিল না, দিলে তা উৎকোচ গ্রহণের সমতুল্য বলে বিবেচিত হত।

তাই আমার নাটক প্রকাশ করা ছাড়া তাকে পাঠযোগ্য করে তুলতে হয়েছে। আমার পরিচিত এক প্রখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক একজন জনপ্রিয় নাট্যকারের নাটক প্রকাশ করতেন। তাঁরা লেজার খুলে দেখালেন নাটক বিক্রয়ের হিসাব। এক রকম বিক্রী হয় না বলাই চলে, শুধু শৌখীন সম্প্রদায় রিহার্সেলের খাতিরে মাঝে মাঝে দু'চারখানি কিনে থাকেন।

আমি মঞ্চ-নির্দেশকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য এবং পাঠযোগ্য বিবরণে পূর্ণ করলাম, একখানি নাট্যগ্রন্থকে কিভাবে উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করা যায়, তার ব্যবস্থা করলাম। গ্রাণ্ট রিচার্ডস নামক জনৈক তরুণ প্রকাশক এগিয়ে এলেন—তিনি পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা সার্থক হল—নাটকগুলি প্রকাশকমহলে সাহিত্য-গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হ'ল আর আমার কোন নাটক অভিনীত না হলেও নাট্যকার হিসাবে আমি খ্যাতিলাভ করলাম। আমার নাটকগুলি রিজার্ভ স্টক হিসাবে রইল, কোনও দুঃসাহসিক থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলক ভাবে তা গ্রহণ করতে পারতেন।"

এর পর বার্নাড শ কি ভাবে হারলে গ্রাণভিল বার্কারকে আবিষ্কার করলেন তা লিখেছেন। ক্যানডিডায় কবির ভূমিকা গ্রহণের উপযোগী একজনের তিনি সন্ধান করছিলেন, এমন সময় তেইশ বছরের যুবক গ্রাণভিল বার্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বার্নাড শ বলেছেন—He was self willed restlessly industrious, sober and quite sane. He had Shakespeare and Dickens at his finger ends".

বার্নাড শ মনে করেছিলেন যে এই পরম সংস্কৃতিবান মানুষটি নেহাৎ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে পড়েছেন। বার্নাড শ জার্মাণ নাট্যকার

হপ্তম্যানের 'Fried Ensfest' নাটকে বার্কারকে অভিনয় করতে দেখে অভিভূত হয়ে সেইখানেই তাঁকে নির্বাচিত করলেন ক্যানডিডার 'কবি'র ভূমিকার জন্য।

পরে কি ভাবে ভেডরেনে এবং বার্কার নাট্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা আগে বলা হয়েছে।

এই সময়েই বার্নাড শ আবিষ্কার করেন লীলা ম্যাক্‌কারথিকে। বার্নাড শ'র সমস্যা মেটেনি বার্কারকে পেয়ে। শুধু নায়কেই ত' নাটক হয় না, নায়িকা চাই—শ বলেছেন—"She dropped from heaven on us in the person of Lillah McCarthy—"

ষোল বছর বয়সে এই মেয়ে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে 'The Sign of The Cross'-এর মারসিয়ার ভূমিকা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছিল। তাঁর দিকে নজর পড়তেই বার্নাড শ বুঝলেন—এরই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

তিনি বলেছেন—ওর দিকে একবার তাকিয়েই আমি ওর হাতে '*Man and Superman*' দিয়ে বললাম, তুমি অ্যান হোয়াইটফিল্ডের চরিত্র সার্থক করে দাও।

এই ভাবে বার্নাড শ'কে নাটক লেখা নয়, নাটক প্রকাশ করা, তার প্রযোজনা করা, এমন কি মঞ্চের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এবং বৈষয়িক দিকও দেখতে হয়েছে। বার্কার এবং লীলা ম্যাক্‌কার্থীকে পেয়ে শ ভাবলেন তাঁর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তিনি লিখেছেন—"We are now complete. The Court experiment went through with flying colours."

আর সব দিক দিয়ে সার্থক হলেও কিন্তু আর্থিক সাফল্য সুলভ হল না। বার্কারকে অনেক কাজ করতে হত, শ'র নাটক ছাড়া আর সব নাটকের প্রযোজনার ভার তাঁর, অন্য সব শিল্পীদের তালিম দেওয়ার কাজও তাঁর—পরে অভিনয় করা ছেড়ে প্রযোজনার কাজেই বার্কার অধিক ভাবে মন দিলেন, নাটকও লিখলেন।

কোর্ট থিয়েটার ছাড়তে হল। বার্নাড শ বলেছেন—The place grew hotter and hotter; the prestige was immense." বক্স-অফিসের পাওনা দিয়ে কোনো রকমে চলে গেলেও মজুত টাকা কিছু থাকতো না, আর থিয়েটারে সঞ্চিত ভাণ্ডার না থাকলে নতুন নাটক বা নতুন নাট্যকারকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে ঋণ হতে লাগল এবং এক দিন থিয়েটারের দরজা বন্ধ করতে হল।

ভেডরেণের সর্বনাশ করে তাকে ঋণশোধ করতে বলা অনুচিত, তাই বার্কার তাঁর যা ছিল সব দিলেন এবং বাকী টাকা দিলেন বার্নাড শ স্বয়ং। বার্নাড শ বলেছেন—"So the firm went down with its colour flying."

বার্নাড শ বলেছেন, এর জন্য লণ্ডনের অতিরিক্ত ভাড়া এবং ট্যাক্সই দায়ী। এই সূত্রে লীলা-বার্কার-বার্নাড শ সহযোগে যে সম্মিলিত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তা কিন্তু অটুট রইল। তার সঙ্গে সেক্সপীয়র যুক্ত হল, কেন-না বার্কার এর পর লণ্ডনে সেক্সপীয়রীয় নাটক প্রযোজনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বার্কার হিসাবী মানুষ ছিলেন না, এই সব প্রচেষ্টায় ভেডরেণে না থাকায় তিনি আরো বে-পরোয়া হয়ে টাকা নিয়ে প্রায় ছিনিমিনি খেলেছেন। নাটকের আর্থিক লাভ না হলেও তার পরিপূর্ণ শিল্প-মর্যাদা দিয়েছেন বার্কার। সেই হিসাবে তিনি মহৎ।

বার্নাড শ এই প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "এই ইতিহাসের সূচনাতেই লীলা এবং বার্কারের বিয়ে হয়ে গেল, আমি জানতাম কাজটা ভুল হবে, জানতাম এই বিবাহ মণিকাঞ্চন সংযোগ, আর জানতাম এ বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিন্তু যার উপায় নেই তা মেনে নিতে হয়। সাময়িক ভাবে অবশ্য এই বিবাহ আদর্শ বিবাহ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল—এ যে সফল বিবাহ সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন।—পেশা হিসাবে নটজীবন ভ্যাগাবণ্ডের জীবন হলেও বার্কার-চরিত্রে বোহিমিয় উদ্দামতা ছিল না—তাই সুরু থেকেই বিবাহ যথোচিত মর্যাদামণ্ডিত মনে হল, বার্কারের পক্ষে ভালোও হল। আমি বিস্মিত হলাম, ভাবলাম যে এই ব্যবস্থা উভয়পক্ষের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়েছে—কিন্তু আমার আশঙ্কা একটা পারিবারিক বিপর্যয়ে অবশেষে সত্যে পরিণত হল!

উচ্চমানের সাংস্কৃতিক নাট্যানুষ্ঠানের যে পরীক্ষা লীলা-শ এবং বার্কার-গোষ্ঠী সুরু করেছিলেন তা একদিন গণেশ ওল্‌টালো—দেউলিয়া হয়ে কোম্পানি লাল বাতি জ্বাললো, বার্কার এক রকম রিক্ত হয়ে পড়লেন।

ন্যু ইয়র্কে নবগঠিত মিলওনেয়ার থিয়েটারে ডিরেক্টার হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য বার্কার সেখানে গেলেন কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চ তাঁর কাছে অযোগ্য মনে হল, তাই তিনি সেই কর্ম প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে যোগ দিলেন। ততদিনে ১৯১৪-১৮'র যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

এইখানেই সেই ধনী মার্কিন রমণীর প্রেমে পড়ে বার্নাড শ'কে চিঠি দিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে লীলার সঙ্গে ডিভোর্স ব্যবস্থা করে দিতে।

বার্নাড শ বলেছেন—"আমি বুঝিনি যে আমি পাগলকে নিয়ে পড়েছি (I was dealing with a lunatic), স্বভাবতঃই ভেবেছিলাম লীলাও এর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, হয়ত আমেরিকা-যাত্রার আগে সব ঠিক-ঠাক হয়েছে। ওদের বিবাহের স্থায়িত্ব সম্ভব এ কথা আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করিনি, তাই ভেবেছিলাম ডিভোর্স টাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং মঙ্গলকর।"

লীলাকে ডিভোর্সের কথা বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হলেন বার্নাড শ। সে এই প্রস্তাবে অতিশয় অপমানিত বোধ করল। এ তার কাছে কুৎসিত অপমান। এ সব সাধারণ স্ত্রীলোকের জীবনেই ঘটে তার মতো রমণীর জীবনে এ যেন অভিশাপ।

বার্নাড শ মুস্কিলে পড়লেন! দু' পক্ষই তাঁকে অবিশ্বাস করতে লাগল, 'লীলা ম্যাক্‌কারথি মনে করলেন বার্নাড শ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন না কেন, আর বার্কার ভাবলেন এই সহজসাধ্য কর্মটাও বার্নাড শ কেন করছেন না, তিনি বোধহয় লীলার পক্ষ নিয়ে টালবাহানা করছেন। যে-বিবাহ এতদিন পর্যন্ত বেশ আদর্শ বলে মনে হচ্ছিল এক কথায় তার অবসান ঘটলো। যুক্তিতে তাদের বোঝানো যায় না।

বার্নাড শ বলেছেন—"They had literally nothing to say each other; but they had a good deal to say to me, mostly to the effect that I was betraying them both."

বার্নাড শ'র এত মাথাব্যথা কিসের এই ব্যাপারে—এই প্রশ্ন হতে পারে, তার উত্তরে তিনি বলেছেন—"Well, I had thrown them literally to one another's arms as John Tanner and Ann Whitefield, and I suppose it followed that I must extricate them."

অবশেষে বার্নাড শ সফল হলেন, তিনি বলেছেন আরো আগেই হত ওরা যদি যুক্তির প্রতি একটু ভক্তি রাখতো।

এই প্রবন্ধেই বার্নাড শ লিখেছেন—

"এই বিবাহের অবাস্তবতার জন্য বিচ্ছেদ উপলক্ষে যে-নির্মম ঝড় উঠেছিল তা যখন থামলো তখন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হল। সব ভালো যার শেষ ভালো। এই দ্বন্দ্বের সময় এক মহেন্দ্রক্ষণে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলাম, লীলা, তোমাকে আমি চিরদিন বার্কারের জীবন-রঙ্গমঞ্চের নায়িকা হিসাবে দেখতে চাই না, তুমি কোন পদবীধারী ভদ্র এবং সৎ ভদ্রলোকের সুগৃহিণী হয়ে সুখে ঘরসংসার করবে তাই মনে করি। আমার এই উক্তি সেদিন লীলা কুরুচির পরিচায়ক মনে করেছিল। সে ভেবেছিল তার জীবনের নিদারুণ সমাপ্তি ঘটবে, কিন্তু তা হয়নি, আমি যা বলেছিলাম তাই হয়েছিল। ওরা দুজনেই যৌবনে আমার সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে, পরিণত বয়সে শান্তিময় জীবনে অবসর গ্রহণ করাতে ওদের সুখে আমি সুখী হয়েছিলাম।"—

আগেই বলা হয়েছে বার্কার যাকে বিয়ে করেছিলেন সেই মার্কিণী রমণীকে বার্নাড শ সুনজরে দেখেন নি, তিনি তাঁর উল্লেখ করেছেন, *"the lady who enchanted Barker"*—এই হিসাবে। বার্কার ও এই মহিলা প্রথমে ডেভন ও পরে প্যারীতেই বসবাস করতে লাগলেন। বার্কার এই সময় *Prefaces to Shakespeare* ছাড়া দুটি নাটক লিখেছিলেন। স্ত্রীর সহযোগে কয়েকটি স্প্যানিস গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন।

বার্নাড শ বার্কারকে বলেছেন—a highly respectable Professor—বার্নাড শ'র বার্কারের প্রতি যে কি গভীর মমতা ছিল তা এই প্রবন্ধে আভাস পাওয়া যায়। মনে মনে বার্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা থাকলেও বার্কারের মার্কিণী স্ত্রীর জন্যই তা সম্ভব হয় নি।

বোধকরি এই কারণেই বার্কারের মৃত্যুর পর বার্নাড শ'র মনে স্থইনবার্ণের Dolores কবিতার এই ক'টি লাইন মনে হয়েছিল—

"Time turns the old days to derision
Our loves into corpses or wives ;
And marriage and death and division
Make barren ovr lives—"

॥ তেরো ॥

মুক্তি ফৌজের মেজর

১৯০৫ এর ২৮শে নভেম্বর *Major Barbara* প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই দিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আর্থার বালফুর এবং লণ্ডনের সমগ্র বিদগ্ধ সমাজ, আর ছিলেন বক্সভর্তি স্যালভেশন আর্মির কমিশনারবৃন্দ। তাঁরা জীবনে কোনোদিন থিয়েটারে পদার্পণ করেননি প্রথম দুটি অঙ্ক প্রচুর হাততালি পেল।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে লবিতে নাট্যকার এলফ্রেড স্যুট্রো বার্নাড শ'কে অভিনন্দিত করে বললেন—"এ তোমার মাস্টারপীস্! শেষ অঙ্কটি যদি প্রথম দুটির মতো হয়"—

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে শ বললেন—"শেষ অঙ্কটি অভিনয় হতে এক ঘণ্টা লাগবে, কেবল কথা আর কথা।"

এই কথায় স্যুটরোর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেদিকে বার্নাড শ'র লক্ষ্য পড়তেই বললেন—"ভয় নেই, কথা ওরা গিলে নেবে।"

অভিনয় শেষে দর্শকরা কিন্তু ভাবতে লাগল দ্বিতীয় অঙ্কের মেলোড্রামা কি সুদীর্ঘ তৃতীয় অঙ্কে পুষিয়ে নেওয়া হল।

শ বলেছেন—শেষ অঙ্কটি দর্শককে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তার কারণ অনডারসাফটের পার্ট যিনি করছিলেন তিনি ভূমিকাটি ভালো বোঝেন নি, তার ফলে তাঁর অভিনয় জমেনি।

এই নাটকের অভিনয় দেখে ম্যাকস বীরবোহম সুদীর্ঘ সমালোচনায় লিখেছিলেন—

বলা হয় মিঃ শ জীবনকে রূপায়িত করতে অক্ষম, তিনি তার বিকৃতরূপ দেখাতেই শুধু পারেন। মানব-প্রকৃতির কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, উনি নিছক থিওরিস্ট। ওঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলী আসলে ওঁর স্বীয় প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা

মাত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা উনি নাটক লিখতেই পারেন না। ওঁর নাটকীয় চেতনা নেই, নাটকীয় আঙ্গিকের জ্ঞান নেই। প্রখ্যাত সমালোচকরা বার বার এই কথাই বলে থাকেন জোর গলায়, বার্নাড শ কিন্তু *Major Barbara* নাটকে বারবারা এবং তাঁর বাবা এই দুটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এরা প্রাণরসে উচ্ছল, এই সত্যটুকু তাঁদের ব্যঙ্গ করে। এছাড়া ছোটখাটো চরিত্রেব ভীড়ও জীবন থেকেই গৃহীত (কিছু অবশ্য অতিরঞ্জন আছে)। এত শত সত্ত্বেও সমালোচকরা বলেন—বার্নাড শ নাট্যকার নন।

ম্যাকস আরো লিখেছেন—আমারও ধারণা ছিল বার্নাড শ'র নাটক রঙ্গমঞ্চে অচল। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমার নাটকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ, রঙ্গমঞ্চে নাটকের যে সম্ভাবনা তা নাটক পাঠ করেও বুঝিনি।

চার্লস ফ্রোমান বলেছিলেন—"Shaw's very clever ; he always let the fellow get the girl in the end—"

কোর্ট থিয়েটারে *Major Barbara* ছয় সপ্তাহ ধরে চলল।

মেজর বারবারা এক তেজস্বী রমণীর কাহিনী। সে ধর্মের আশ্রয়ে বাস করত, পরে আশ্রয়চ্যুত হয়। নিজের এবং জগতের আশা এবং বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেল তার চোখে, অবশেষে সে আশ্রয় পেল এক নতুন ধ্যানধারণার নিরাপদ নীড়ে। এই হল নাটকের কেন্দ্রীয় বাণী, অন্তর্নিহিত সুর।

ডেসমণ্ড ম্যাক্‌কার্থী বলেছেন—"It is the first English play which has for its theme the struggle between two religions in one mind."

মেজর বারবারা নাটকের পরিকল্পনা, লিপিকুশলতা বার্নাড শ'র প্রতিভার উপযুক্ত অভিব্যক্তি। মেজর বারবারায় বার্নাড শ'র নিজস্ব রচনারীতির বিশিষ্ট রূপ চোখে পড়ে।

মেজর বারবারার দ্বিতীয় অঙ্কের পটভূমি স্যালভেসন আর্মি সেলাটার, ওয়েস্টহাম। এই অঙ্কটিই একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমতুল। প্রথম অঙ্কের পটভূমি ওয়েস্ট এণ্ডের একটি ড্রয়িংরুম এবং অংশতঃ গোলাবারুদের কারখানা পল্লী।

এই নাটক তিনি তেমন মনোযোগ দিয়ে লেখেন নি, বারবারা সম্পর্কে

তিনি মনস্থির করতে পারেন নি। নাটকের নাম দেখে মনে হবে বারবারাই বুঝি প্রধান ভূমিকা,—কিন্তু নাটকে তার বাবা এনড্রু অনডারসাফটই প্রধান চরিত্র।

এই নাটক অসংলগ্ন, স্টিফেন, সারা এবং চার্লস লোবাকস্ এই তিনটি চরিত্র অপ্রয়োজনীয়। বার্নাড শ বলেছেন এই নাটকে তিনি বাস্তব জীবন এবং রোমান্টিক কল্পনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

বার্নাড শ বলেছেন—'tragic comic—irony'—আসলে আদর্শ বিলাসীর স্বপ্নভঙ্গ। বারবারা যেদিন জানলো যে স্যালভেশন আর্মি মদ্য ব্যবসায়ী, গোলাবারুদ ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছ থেকে অর্থসাহায্য গ্রহণ করে তখন সে নিদারুণ হতাশায় স্যালভেসন্ আর্মির সম্পর্ক ত্যাগ করল।

বারবারার বাবা জ্ঞানী মানুষ, তিনি মেয়েকে শেষ অঙ্কে বলেছেন—"Does my daughter despair so easily ? Can you strike a man to the heart and leave no mark on him ?"

সে উত্তর দেয়—"You may be a devil, But God speaks through you sometimes !"

নাট্য-সমালোচকদের মতে বার্নাড শ'র *Caeser and Cleopatra* ও *Major Barbara* এই দুটি নাটকের নায়িকাচরিত্রের ক্রম-পরিণতি আছে, এই ক্রম-পরিণতি রীতিগত ভঙ্গীতেই হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট আর সব চরিত্র স্থিতিশীল।

Major Barbara—নাট্যকারের উদ্ভট খেয়াল নয়। এই নাটকের উপজীব্য একটি মহৎ কাহিনী—এবং সেই কাহিনী জীবনের মতো বাস্তব। *Three Plays for Puritans*—সম্পর্কে বিচারকালে সমালোচকরা বলেন শ'র সব নাটকেই প্রধান চরিত্র কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ব্যবস্থার পরিবেশে বিজড়িত থাকেন। দেখা গেছে এই পদ্ধতি বা প্রকরণ *Man and Superman* এবং *Pygmalion* নাটকে কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখী।

এই নাটকগুলিতে নায়িকাই প্রধান, নায়ক তার ছায়া মাত্র। এমন কি *John Bull's Other Island*-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রডবেণ্টও অন্তর্মুখী আদর্শবাদী।

Major Barbara নাটকের ত্রয়ী কেন্দ্রীয়চরিত্র—অনডারসাফট, বারবারা, কসিনস্, ব্রডবেণ্ট, কীগান, ডয়েল-চরিত্র থেকেও যেমন বিপরীত, তেমনই প্রভেদ রয়েছে রামসডেন, অ্যান এবং ট্যানার প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে। এই নাটকের যে মানুষটি জীবনে সাফল্য লাভ করেছে সে একজন আধুনিক সীজার। সেভিয়ান ভঙ্গীতে কল্পনাকুশল এবং প্রাণরসে পূর্ণ নায়ক। আদর্শবাদী নায়িকা প্রথম দিকটায় স্বপ্নবিলাসে মত্ত হলেও নাটকের পরিণতি দৃশ্যে বাস্তব-জগতে ফিরে আসে। অনডারসাফটের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী গ্রীকভাষার তরুণ অধ্যাপক, কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটাবে এমন আভাস নাটকে আছে, ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং প্রচার সমাবেশ—একেবারে অতিমানবীয় সংযোগ।

নাটকের এই অভিব্যক্তি কিন্তু তেমন অনুমান করা যায় না, বারবারার প্রাথমিক স্বপ্নভঙ্গের চেয়ে তার পরিণতির রূপায়ন তেমন বলিষ্ঠ নয়। কসিনসের চেয়ে অনডারসাফট-চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট। বার্নাড শ দারিদ্র্য যে অপরাধ এবং পাপ তা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তাই অনডারসাফটের বিবেচনা-শক্তি প্রাইসের চেয়ে অনেক বেশী। এই নাটকের নাম হওয়া উচিত ছিল *Andrew Undershafts' Profession.*

Major Barbara উদ্ভট সৃষ্টি নয়। বার্নাড শ'র সৃষ্ট নারীচরিত্র এক নতুন আকৃতি লাভ করল এই নাটকে। প্রথম যুগে বার্নাড শ দুই জাতীয় নারী-চরিত্র এঁকেছেন, রোমান্সহীন ভিভি, ক্যানডিডা, লেডী সিসিলি এবং মিসেস ওয়ারেন বা ব্ল্যানচি সারটরিয়সের মত লোভী এবং সঞ্চয়ী মনোবৃত্তির নারী। এই পরবর্তী চরিত্রই উত্তরকালে অ্যান হোয়াইটফিলড হয়েছে। *Caesar and Cleopatra* এবং *Major Barbara* উভয় নাটকেই সমস্যার সমাধান নেই।

কিন্তু সমস্যাকে সম্মিলিত করে জোড়া দেওয়া হয়েছে।

এই নাটকটি রচনার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। *Major Barbara* নাটকের মূল কাহিনী স্যালভেশন আর্মি ও দারিদ্র্যের ভিত্তিতে গঠিত। এই নাটকের দুটি প্রধান চরিত্রে গিলবার্ট মারে এবং তাঁর জননী লেডী কার্লাইলের জীবনের ছায়া আছে।

ইস্ট এণ্ডের পথে-প্রান্তরে বক্তৃতাকালে অনেক সময় স্যালভেশন আর্মির

বক্তৃতামঞ্চের কাছাকাছি তিনিও জায়গা পেতেন। এই সময় স্যালভেশন আর্মির মহিলা-কর্মীদের মধ্যে নাটকীয় প্রতিভা তাঁর চোখে পড়ে।

একদিন একজন সাংবাদিক একটা হট্টগোল সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করলেন—Worse than a Salvation Army Band। সেই পত্রিকায় প্রতিবাদ করে চিঠি দিলেন বার্নাড শ, সঙ্গীত-সমালোচক হিসাবে তিনি স্যালভেশন আর্মি ব্যাণ্ডের প্রশংসা করলেন। স্যালভেশন আর্মির কর্তা জেনারেল বুথ খুশি হলেন এবং এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসা-পত্রের পরিপূর্ণ সুযোগ নিলেন। বার্নাড শ ক্ল্যাপটন হলে একটা বিরাট ঐকতান সভায় আমন্ত্রিত হলেন। স্যালভেশন আর্মি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখলেন বার্নাড শ।

এর পর এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর বার্নাড শ একদিন মনের কথা পাড়লেন, স্যালভেশন আর্মির মেয়েদের অভিনয়-প্রতিভার সদ্ব্যবহার করা হোক্। তাদের সঙ্গীত পারদর্শিতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে ছোট্ট নাটিকাভিনয়ে, তিনি নিজেই সেই নাটক লিখে দিতে রাজী হলেন।

কর্তৃপক্ষরা রাজী হলেও বললেন—মুক্তিফৌজের অনেক সেনা থিয়েটারের পথেই নরকের দ্বারে পৌঁছেচেন, তাঁরা অভিনয়-ব্যবস্থা করতে পারেন, যদি নাট্যকার প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রতিটি কথা সত্যের ভিত্তিতে রচিত হবে।

বার্নাড শ বললেন—তোমাদের কি বিশ্বাস বাইবেলে কথিত Prodigal Son এক আসল চরিত্র।

স্যালভেশন আর্মির কর্তা বললেন—নিশ্চয়ই। আমরা তাই বিশ্বাস করি। বার্নাড শ মিসেস ব্রামওয়েল বুথকে প্রশ্ন করলেন—একটা ছোট্ট নাটিকা লিখে দেব, অভিনয় করবেন?

মিসেস বুথ বললেন—তার চেয়ে একটা যদি চেক লিখে দেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করবো।

বার্নাড শ হতাশ হওয়ার পাত্র ন'ন, সেই ছোট্ট নাটিকার পরিকল্পনাই বিরাট নাটকের আকারে প্রকাশিত হল—*Major Barbara*।

সেন্সর বোর্ডে সাক্ষ্যদান কালে গ্রাণভিল বার্কারকে প্রশ্ন করা হয়—এই নাটক স্যালভেসন আর্মি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের মনে আঘাত করতে পারে কি না!

বার্কার বললেন—তাঁরা খুশি হয়ে কোর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য স্যালভেশন আর্মির ইউনিফর্ম দিয়েছেন। এ তাঁদের এক চমৎকার বিজ্ঞাপন।

বার্কার সেইদিন একথা না জানালে হয়ত অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাওয়া যেত না।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল এই নাটকটি পরে ছায়াছবিতে রূপায়িত করেন। সেই সময় বার্নাড শ দম্পতি দুজনেই অসুস্থ। গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল অনেকখানি সময় ফিল্মের আলোচনায় কাটাতেন।

বৃদ্ধ বার্নাড শ'র কাছে যান্ত্রিক ব্যাপারের একটা বিশেষ আবেদন ছিল, ফটোগ্রাফির খেলায় তিনি ডুবে গেলেন। এই নতুন মাধ্যমের নাটকীয় সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে বার্নাড শ ভাবলেন এ তাঁর জীবনের এক নতুন দিনের সূচনা—সমাপ্তি নয়। কারণ মঞ্চের জন্য যখন লিখেছিলেন তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়েছে। এখন বিস্তারিত ভাবে অনেক দৃশ্য সাজিয়ে *Major Barbara* প্রদর্শিত হবে। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল—নাটকটিকে নতুন দৃষ্টিতে 'ব্যাক-ডেটেড' (পুরাতন) মনে হল।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল বলল—একেবারে আধুনিক আসবাবে মুড়ে দেব। বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য হবে পটভূমি। তা ছাড়া থাকবে আসল আর্কেস্ট্রা।

বার্নাড শ'র উৎসাহ এত বেড়ে গেল যে *Pygmalion* নাটকের রয়্যালটির টাকা এই ফিল্মের প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করলেন। প্যাসকাল অতি সহজেই ষোলটি নতুন দৃশ্য লিখিয়ে নিলেন ছবির জন্য।

বার্নাড শ'র জীবনে বারবার নানা মানুষের প্রখর প্রভাব পড়েছে, ভ্যানডেলর লী থেকে রিচার্ড ডেক, জয়েনস থেকে ডাঃ আভেলিং, অ্যানি বেসাণ্ট থেকে এলিনর মার্কস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস থেকে কানিংহাম গ্রেহাম, গ্রাণভিল বার্কার থেকে টি, ই, লরেন্স। কিন্তু তোষামোদে গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল সকলকে অতিক্রম করে যায়, তার কথাই অন্যরকম। প্যাসকালের মতে তার স্বীয় জন্মভূমি হাঙ্গেরীর দুটি নদীতে প্রতিফলিত নীল আকাশের ছায়ার ন্যায় ঘন নীল দৃষ্টি বার্নাড শ'র দুটি চোখে, তাঁর শুভ্র কোমল শ্মশ্রু তাঁর

স্বদেশের পর্বতমালার ওপরকার তুষার-কিরিটীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ’ যা বলেন, করেন সবই তার কাছে আশ্চর্য—অদ্ভুত, বিস্ময়কর।

যুদ্ধের সময় প্যাসকাল বার্নাড শ’কে একদিন বলল—

You Master, are the only man who could put Hitler on your lap and give him the smacking on his bottom he deserves.

বার্নাড শ-র চোখে দুষ্টামি-ভরা হাসি ফুটে ওঠে। সেই সময় অর্ধেকের ওপব য়ুরোপ হিটলারের পদানত, আর প্যাসকাল ভাবে বার্নাড শ’র এক ধমকে হিটলার ঠাণ্ডা হবে।

Major Barbara ছবিতে রূপায়িত করার সময় তাই প্যাসকাল বলে—The great ones of the world have already acclaimed you as the Master mind. Churchill has called *Major Barbara* a masterpiece. Now every servant girl and every peasant will vibrate to you.

অনেক অল্প ব্যয়ে এই নাটকের চিত্ররূপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ছবি দেখে বার্নাড শ’র বন্ধু ও একমাত্র কড়া সমালোচক এইচ, জি ওয়েলস ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে নিম্নলিখিত চিঠি লেখেন—

প্রিয় জি, বি, এস,

আজ তোমাকে চিঠি লিখব স্থির করেছিলাম, আমাদের মন আজ সমবেদনায় ভরা। সোমবার *Major Barbara* দেখলাম, আমার বেশ লাগল। তুমি একটা নতুন সংজ্ঞা দিয়েছ। এনড্রু অনডারসাফটের মুখখানা একটু ভাবগম্ভীর হলে ভালো হত। মনে হল যেন আগাগোড়াই সে নিজেকে নিয়েই বিস্মিত। হাউসে জায়গা ছিল না, সব ভর্তি। Moura এবং আমি একেবারে শেষ সিট পেয়েছিলাম। এর চেয়ে সংবেদনশীল দর্শক আশা করা যায় না। ঠিক জায়গায় সবাই হাসছে অধিকাংশই প্রায় সামরিক ইউনিফর্মধারী তরুণ।

বুড়ো হওয়াটা ক্লান্তিকর, বুদ্ধির দিক দিয়ে বৃদ্ধ হইনি, তবে হার্টটা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ব্রেণ-এনিমিয়ার ফলে নাম ভুলে যাই, ছোট অক্ষর দেখতে পাই না। *New World Order* সম্পর্কে একটি প্রদর্শিকা লিখেছি, আর সেই সঙ্গে একটা উপন্যাস লিখছি। নাটক লিখে যাও।

এখন যা হয় হোক, আমাদের কালটা একরকম ভালোই কাটলো। ইতি

এইচ, জি।

এই চিঠিটা পড়ে খুসী হলেন জর্জ বার্নাড শ।

॥ চোদ্দ ॥

শ ও ওয়েলস

তরুণ বয়সে বার্নাড শ'কে দেখেই এইচ, জি, ওয়েলস বলেছিলেন, "a raw, aggressive Dubliner"—সুতরাং এই দুই সাহিত্য-সতীর্থের প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়নি—পরেও নয়।

ফেবিয়ান সোসাইটিতে ১৯০৩এ এইচ, জি, ওয়েলসকে সদস্যরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলেন বার্নাড শ, আর গ্রাহাম ওয়ালাস,—ওয়েলস কিন্তু সদস্য হয়ে আড়াই বছর ফেবিয়ান সোসাইটিকে উপেক্ষা করেছেন। ওয়েব-দম্পতি তাঁকে পছন্দ করতেন তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি এবং সমাজতন্ত্রে আগ্রহের জন্য। বার্নাড শ'ও ওয়েলসকে ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী সেণ্ট জেমস থিয়েটারে দুজনের প্রথম দেখা হল। সেদিন হেনরী জেমসের নাটক *Guy Domville* অভিনীত হয়েছিল, অভিনয়ান্তে নাট্যকারকে দর্শকরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। ওয়েলস তখন *Pall Mall Gazette*-এর নাট্য-সমালোচক, অথচ নাটক সম্পর্কে এতটুকুও আগ্রহ নেই!

Pall Mall Gazette-এর নাট্য-সমালোচক পদটি খালি হয়েছে শুনে ওয়েলস প্রার্থী হয়ে সম্পাদক কস্‌টের (Cust) সঙ্গে দেখা করলেন।

কস্‌ট প্রশ্ন করলেন--আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কতটুকু?

ওয়েলস তৎক্ষনাৎ জবাব দিলেন—'রোমিও জুলিয়েটে' হেনরি আভিং আর এলেন টেরীর অভিনয় দেখেছি, আর 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' নাটকে দেখেছি পেনলীকে।

কস্‌ট আবার জানতে চাইলেন—আর কিছু নয়?

ওয়েলস বললেন—না, আর কিছুই নয়।

মহাখুশি হয়ে সম্পাদক কস্‌ট বললেন—চমৎকার! তাহলে রঙ্গমঞ্চ

সম্পর্কে আপনার বক্তব্য হবে একেবারে তাজা। উন্মুক্ত মন নিয়ে কাজ স্বরু করুন। আপনাকেই নেব।

সেই হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের সঙ্গে আর একজন তরুণ নাট্য-সমালোচক জর্জ বার্নাড শ'র সঙ্গে অভিনয়ান্তে দেখা, দুজনে একত্রে একই পথে বাড়ি ফিরছেন, নাটক সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে।

শ বললেন—কি বিশ্রী হট্টগোল করে সব, দর্শক বা অভিনেতা কেউই জেমসের সংলাপের মাধুর্য ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেনি।

ওয়েলস লক্ষ্য করলেন বার্নাড শ'র পোশাক-পরিচ্ছদ। সাধারণ জ্যাকেট স্যুট—আর দেখলেন—প্রদীপ্ত শুভ্র মুখের ওপর আগুন-রঙের পাতলা শ্মশ্রুরাজি।

এই দিনের কথা উল্লেখ ক'রে এইচ, জি, ওয়েলস বলেছেন—ডাবলিনী টানের ইংরাজীতে বার্নাড শ সেই রাত্রে আমার সঙ্গে বড় ভায়ের মত ভঙ্গীতে কথা বলতে লাগলেন। বেশ লাগছিল আমার। আমার তাঁকে ভালো লাগল, আর সেই ভালো লাগাই সারাজীবন অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। (I liked him with a liking that has lasted a life-time.)

রঙ্গমঞ্চের কাজে ব্যস্ত থাকলেও বার্নাড শ'কে এইচ, জি, ওয়েলসের ফেবিয়ান সোসাইটি সংস্কার-প্রচেষ্টাকে সক্রিয় ভাবে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগদান করলেও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বরু হল তাঁর সংস্কার-প্রচেষ্টা। এই বছরেই ৯ই ফেব্রুয়ারী এইচ, জি, ওয়েলস এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন—"*Faults of the Fabian*"।

এই প্রবন্ধে তিনি বললেন যে, 'ফেবিয়ান সোসাইটি তার ড্রয়িংরুম মার্কা আলোচনার কাল অতিক্রম করেনি।'

ওয়েলসের অতৃপ্তির প্রধানতম কারণ—সোসাইটির আকৃতি তখনও অতি ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত দরিদ্র। ওয়েলসের ধারণা ছিল, মহৎ কাজ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিরাট জনতাই তার যোগ্য, ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মূল্যহীন, সব কিছুই বিরাট হওয়া চাই।

তিনি প্রবন্ধের মাধ্যমে বললেন—ফেবিয়ানদল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চান। স্বচক্ষে আজকের সভা নিরীক্ষণ করুন, এই ছোট্ট

সভাগৃহ, দু-চারটি সদস্য, এখানে-ওখানে ছড়ানো—আর বাইরে বেরিয়ে ষ্ট্রাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ান, ব্যবসাকেন্দ্রের বিরাট প্রাসাদগুলি লক্ষ্য করুন, বিজ্ঞাপনের চমক দেখুন, জনবহুল পথঘাট এবং অসংখ্য মানুষের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই বিরাট ও সুপ্রতিষ্ঠ সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করেই আপনারা পরিবর্তন আনতে চান। তাহলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার অকিঞ্চিৎকরত্ব বিবেচনা করুন।

এই ভাবে ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটির সব কিছুরই সমালোচনা করলেন, সোসাইটির বক্তব্য তাঁর কাছে—"Ill written and old fashioned, harsh and bad in tone, assertive and unwise."

সদস্যসংখ্যা অবিলম্বে বাড়ানো প্রয়োজন। ফেবিয়ান সোসাইটির চেষ্টাতেই যে লেবর পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, বা ওয়েলস কর্তৃক নিন্দিত ফেবিয়ান সোসাইটির বিভিন্ন নিবন্ধাবলী অনেকেই আগ্রহ সহকারে পড়েছেন, আর স্বদেশে ও বিদেশে অনেক রাজনীতিক তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা যে ফেবিয়ান সোসাইটিরই পরিকল্পনা, এসব তথ্য যেন এইচ, জি, ওয়েলসের অজ্ঞাত, বা জানা থাকলেও তিনি তা উপেক্ষা করেই আক্রমণ সুরু করলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটির যাঁরা প্রবীণ সদস্য বা old gang তাঁরা ওয়েলসের এই সংস্কার-সংগ্রাম প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলেন না। ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষে অনুপযুক্ত। তখনকার ফেবিয়ান সোসাইটির নেতৃত্ব ছিল মূলতঃ ওয়েব, শ, ব্লানড, ওয়ালাস এবং অলিভিয়ারের হাতে। old gang বলতে তাঁদেরই বোঝাতো। ওয়েব এবং অলিভিয়ারের প্রথম শ্রেণীর সরকারী কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। ওয়ালাস ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক, উচ্চশিক্ষিত। এই তিন জনেই শ এবং ব্লানডকে হাতে গড়েছিলেন,—ফেবিয়ান দলে যোগদানের সময় উভয়েই ছিলেন ওয়েলসের মতো উদ্দাম প্রকৃতির সাহিত্যিক। অভিজ্ঞদের হাতে পড়ে তাঁরা উপযুক্ত কর্মীতে পরিণত হয়েছিলেন, কমিটির পরিচালন-পদ্ধতি বা বিধি-নিষেধের সম্পর্কে পারদর্শী হয়েছিলেন। নিজেদের জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য এঁদের চেষ্টা ছিল অসীম।

বার্নাড শ অবশ্য কিঞ্চিৎ ফেবিয়ান মুদ্রাদোষের জনক, এবং সেই

মুদ্রাদোষই ওয়েলসকে বিরক্ত করেছিল, তবে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের সকলেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা তাই বিরক্ত ছিলেন না।

এই দলে এইচ, জি ওয়েলস বে-মানান। তিনি এদের চেয়ে দশ বছরের ছোট, দশ বছর পিছিয়ে। এতটুকু প্রতিবাদ সহ্য করার শক্তি ছিল না ওয়েলসের, বন্ধুমহলে এইচ, জি ছিলেন বেশ পরিহাস-রসিক, কিন্তু বিতর্কে এইচ, জি, ওয়েলস ক্ষমাহীন, শিষ্টাচার-বিরহিত।

মিসেস ওয়েব বলেছিলেন—এইচ, জি, তোমার এই অভব্যতার ফলেই তুমি কোনো দিন জনসমাজে দাঁড়াবার যোগ্যতা লাভ করবে না।

ওয়েলস যেন এই দলে এসেই গোড়া থেকেই বিজিত হয়েছিলেন, বিপ্লবের উপযোগী মনোভাব বা প্রস্তুতি তাঁর ছিল না, সহিষ্ণুতাও নয়। আর মূলতঃ তিনি দুটি মানুষের বিরোধী ছিলেন, একজন ওয়েব অপর ব্যক্তি বার্নাড শ। এঁরা দুজনেই ছিলেন সভা পরিচালনায় অতিশয় দক্ষ এবং কুশলী বক্তা।

আকৃতিতেও ওয়েলস এঁদের কারো সমকক্ষ ছিলেন না, এরা সবাই লম্বায় ছ'ফুট, কেউ আবার তারো বেশী, অলিভিয়ার এবং ব্লানড ছিলেন দানবাকৃতির মানুষ। অলিভিয়ার গ্রেহাম ওয়ালাসকে অনায়াসে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারতেন, আর ব্লানড এমনই শালপ্রাংশু মহাভুজ যে, বার্নাড শ কোনো দিন তাঁর পাশের আসনে বসতেন না। সকলেই বেশ সুদর্শন এবং সুপুরুষ, ওয়েলস এঁদের কাছে বামনসদৃশ।

এই সব বিরাট ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিতমহলে ওয়েলসের কোনো আসন পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ফেবিয়ানরা উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা সকলেই লেখক এইচ, জি, ওয়েলসের রচনাবলী পড়েছিলেন, তাঁদের তাই বিশ্বাস ছিল ওয়েলসের বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য হবে। বন্ধুমহলে আলাপাচারে ভালো লাগলেও সভাগৃহে তাঁর কণ্ঠস্বর হাস্যকর হয়ে উঠতো, তবু তাঁর বক্তৃতা সবাই শুনতো। কারণ তাঁর নাম এইচ, জি, ওয়েলস, মেজাজ ঠিক থাকলে তাঁর বক্তব্যও শ্রুতিসুখকর হত।

'Faults of the Fabian' এই বক্তৃতার পর ফেবিয়ান সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং সমিতি-বহির্ভূত কয়েক জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠিত

হল। তার উদ্দেশ্য—কি ভাবে সোসাইটির পরিধি, প্রভাব, আয়, এবং কর্মধারা সম্প্রসারিত করা যায় তা বিবেচনা করা।

এই কমিটিতে ওয়েব বা শ ছিলেন না, শার্লোট অন্যতম সদস্যা ছিলেন, আর মিসেস ওয়েলস সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। ওয়েলস-পরিচালিত স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হল আর সেই সঙ্গে পাঠান হল কার্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি রিপোর্ট। এই রিপোর্ট মুসাবিদা করেছেন বার্নাড শ এবং সাহিত্যগুণে অপর রিপোর্টের চাইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

ওয়েলস পরিচালিত কমিটির প্রস্তাব ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা। কয়েক বছর পরে সেই প্রস্তাব কার্যকরী করলেন ওয়েব এবং বার্নাড শ। তাঁদের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হল *The New Statesman*, ওয়েলস তখন নিষ্ক্রিয়।

৭ই ডিসেম্বর ১৯০৬ থেকে ওয়েলস-কৃত রিপোর্টের আলোচনা সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি ঘটে ১৯০৭ এর ৮ই মার্চে। বলা বাহুল্য, বার্নাড শ'র ভূমিকাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী বক্তৃতায় বার্নাড শ যা বলেছিলেন তা নাকি তুলনাহীন। এই বুদ্ধির তরজা লড়াইয়ে ওয়েলসকে পিছু হঠতে হয়েছিল সেদিন। ওয়েলস *Faults of the Fabian* প্রবন্ধ পাঠ করার অনেক আগে থেকেই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল; আর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই তা চতুর্গুণ বেড়ে গেল! স্বভাবতঃই এইচ, জি, ওয়েলস এই ব্যাপারে সেদিন খুশি হতে পারেন নি। ফলে ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সোসাইটির সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। এই ভাবে সোসাইটি ত্যাগের অন্য কারণ থাকতে পারে, তবে মূল কারণ ওয়েব এবং শ'র কাছে পরাজয়। এর শোধ নিয়েছিলেন ওয়েলস তাঁর *The New Machiavelli* গ্রন্থে!

বার্নাড শ যে আসলে ওয়েলসের প্রীতিকামী বন্ধু এবং সজ্জন, এই চিন্তা কোনো দিন মনে ঠাঁই দেন নি এইচ, জি, ওয়েলস।

ওয়েলসের মতে বার্নাড শ 'ignorant sentimentalist', তাঁর বিজ্ঞানসম্মত মন বন্ধ ঘরের মত, সেখানে নতুন কোন তত্ত্বের ঠাঁই নেই। মার্কস তাঁর কাছে

'shallow impostor in sociology', নেপোলিয়ান 'Third rate wicked cad' মাত্র। সুতরাং এইচ, জি, ওয়েলসকে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি। '*old gang*' তাঁর কাছে তাই চমকপ্রদ মনে হয়নি। ওয়েলসের অভ্যুদয়ের পর '*old gang*' ধীরে ধীরে সোসাইটি ত্যাগ করেছেন। ওয়েলস যা ভুল করেছেন তা তাঁর বয়সোচিত। তিনি ভেবেছিলেন, সোসাইটিতে তরুণ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়োজন, এবং বিরাট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার জন্য কিঞ্চিৎ সাহস ও উদ্যমের প্রয়োজন। '*old gang*' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের ধারণা তাই বিভিন্ন এবং সেই ধারণাই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেছিলেন। ওয়েলস যে চমকপ্রদ সোসাইটির স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তরুণোচিত। সোসাইটি নিজস্ব ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে যতটুকু করা সম্ভব তাই করেছেন। ওয়েলসের খ্যাতিকে তাঁরা সোসাইটির কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে প্রচেষ্টা সার্থক হল না। পরবর্তীকালে এ্যানী বেসাণ্ট বা মার্কিন মহিলা হ্যারিয়েট ব্লাটস্‌ও ফেবিয়ান সোসাইটি ত্যাগ করেছিলেন।

তার পর *old gang*-এর পালা। ওয়ালাস যখন দেখলেন, সোসাইটি পার্লামেণ্টারী লেবার পার্টি গঠনের জন্য সচেষ্ট, তখন তাঁর মনে হল বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবাদ থেকে এঁরা অনেক দূরে। তিনি তখন দলত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা হিসাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লেবার পার্টি পার্লামেণ্টে বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির কাজ শেষ হল। লেবার পার্টির ধনভাণ্ডারে অনেক টাকা, ওয়েলসের স্বপ্ন সার্থক হল, কিন্তু সে টাকা ট্রেড ইউনিয়নের, সোস্যালিস্ট অর্থ নয়।

বার্নাড শ'কে ex-officio সদস্য করে লেবর রিপ্রেসেনটেশন কমিটিতে নেওয়া হল, তিনি কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ; তাই প্রথম লেবর পার্টির নেতা হার্ডি বার্নাড শ'কে সরিয়ে দিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির মৃত্যু ঘটলো। *old gang* ১৯১১ পর্যন্ত ফেবিয়ান সোসাইটির কঙ্কাল আগলে বসে রইলেন, এই বছরই বার্নাড শ পদত্যাগ করলেন।

ব্লানড জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক, অলিভিয়ার জামাইকার গভর্ণর, ওয়েব লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর বার্নাড শ খ্যাতিমান

নাট্যকার—নাটকের ভূমিকায় সমাজবাদী মন্তব্য দিয়ে তিনি তাঁর সমাজবাদী মনোভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে *Major Barbara* দেখে উৎসাহিত এইচ, জি ওয়েলস বার্নাড শ'কে যে-চিঠি লেখেন, সেটি আগে দেওয়া হয়েছে। সেই পত্রের শেষ লাইন—whatever happens now we've had a pretty good time.

পারস্পরিক মনোমালিন্য, তুচ্ছ মতভেদ, বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও উভয়ের মনে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমাবিধ্বস্ত লণ্ডনের বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বার্নাড শ তাঁকে চিঠি লিখলেন এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে। সে চিঠির কোনও জবাব এল না।

বার্নাড শ পুনরায় লিখলেন, ওয়েলস এবং ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবির কোন ক্ষতি না হলেই আমি খুশী, লণ্ডনের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক, তা আমার সইবে। এই চিঠিরও উত্তর এলো না।

ওয়েলস সম্ভবতঃ বীরোচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অথচ ১৯৪৪-এ *Everybody's Political What's What* পাঠ করে বার্নাড শ'কে লিখলেন—

"In the interest of artistic photography, you must never die. Your wicked old face in frontispiece is the best piece of camera work you have ever inspired. I am glad that I provoked the book (The Political What's What) and later on I will send you a comment on it.

In the meanwhile bless you.—H. G".

১৯৪৬-এর ১০ই আগস্ট এইচ, জি, ওয়েলসের মৃত্যু হয়। বিয়েট্রিস ওয়েবের মৃত্যুর পর বার্নাড শ চঞ্চল হয়েছিলেন তাঁর জীবনের গোপনীয় তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনায়, ওয়েলসের মৃত্যুর পর ওয়েলস-লিখিত বার্নাড শ সম্পর্কিত ঘৃণাসূচক মন্তব্য প্রকাশের পথ বন্ধ করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ওয়েলসের

শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁর বাসভবনে হাজির হলেন। কিন্তু তাঁকে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরতে হ'ল, দর্শনের অনুমতি পাওয়া গেল না।

ওয়েলস মনে করেছিলেন, বার্নাড শ'ই আগে মারা যাবেন, তাই *Daily Express* পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে বার্নাড শ'র শোকপ্রশস্তি লিখে রেখেছিলেন। সেই রচনাটি বার্নাড শ'র মৃত্যুর পর সম্পাদক ওয়েলসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন।

এই কুৎসিত রচনাটিতে এইচ, জি, ওয়েলস সারা জীবন ধরে বার্নাড শ সম্পর্কে যে তীব্র ঈর্ষার জ্বালা পোষণ করেছেন, তা নির্মম ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

একমাত্র শান্তি উভয়েই তখন পরলোকে।

॥ পনেরো ॥

ক্ষণিকের অমরত্ব

সুদীর্ঘজীবনের এক অভিশাপ এই যে, মানুষ অমরত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটু স্থান পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়। বার্নাড শ তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর ধারণা, তিনি বহু বিষয়ে কৃতিত্ব দেখালেও বিশেষ কোনো একটি ব্যাপারে স্বীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেননি। তিনি বলতেন, আমার একটি নাটকও অমরত্বের দাবী রাখে না। বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না।

তাঁর নাটকে ভাব প্রধান ও মনোভঙ্গীরই প্রাধান্য। *Man and Superman*-এ জীবনের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *Candida* নাটকে সুখের উন্মত্ত বিস্ফোরণ। *The Devil's Disciple* নাটকে বলা হয়েছে, মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রেমের প্রয়োজনীয়তা অকিঞ্চিৎকর।

এইকালে তিনি *Getting Married* নাটকটি রচনা করছিলেন। এ নাটকও 'মাস্টারপীস' বা মহৎ শিল্পকর্ম হবে না, যদি-না এক মহৎ মুহূর্ত এই নাটকের সমাপ্তিকে অনুপ্রাণিত না করে। তিনি বন্ধুদের বলতেন—

"The more I try professional art the greater becomes my horror and weariness of it. I'll make my new play impossible in point of length and subject."

বার্নাড শ মনে করতেন, তাঁর অন্য নাটকাবলী বকস্ অফিসের দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হলেও নাটক হিসাবে অসফল হয়েছে। *Getting Married* নাটকে তাই নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হবে, কোনো বাহ্যিক বা প্রক্ষিপ্ত বিষয় থাকবে না।

এই সময়েই বার্নাড শ সিগমনড্ ফ্রয়েডের রচনাবলী পাঠ করেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী পাঠ করে বার্নাড শ বলেন—"I have said it all before him !"

Getting Married নাটক হে মার্কেট রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। বার্নাড শ'র মনে হল পাত্র-পাত্রীকে তিনি যেভাবে এঁকেছেন, অভিনেতৃবৃন্দ তার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারেননি।

বার্নাড শ বললেন—'রাসকিন কেন পাগল হয়েছিলেন জানো, তাঁর বক্তব্য তিনি বোঝাতে পারেননি বলে।'

বার্নাড শ অবশ্য অতিশয় সচেতন ব্যক্তি। বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার মানুষ তিনি নন। নাট্যকার ও দর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময় বার্নাড শ *The Sanity of Art*-এর ভূমিকা রচনাতেও ব্যস্ত। এই ভূমিকায় বার্নাড শ আর একবার লিখলেন, সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস,—'সাংবাদিকতাই সাহিত্যের চরমতম অভিব্যক্তি।'

বার্নাড শ'র বয়স এদিকে বেড়ে চলেছে। প্রথম যখন *Liberty* পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন শিল্পভঙ্গী নব-নাট্য আন্দোলন, বা নব্য সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত Degeneration-এর মতো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবেন, এই তাঁর বাসনা ছিল। ছবিতে পোষ্ট-ইম্প্রেসনইজম, কবিতায় ইমেজিসম এবং নাটকে এক্সপ্রেসনিজম তাঁর বোধগম্য ছিল না। সীজান, এজরা পাউণ্ড, টি, এস, এলিয়ট, জেমস জয়েস, ইউজিন ওনিল, স্ট্রাভিনসকি, উইনড্হ্যাম লুইস, পিকাসো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'They say that they are expressing themselves, but they obviously have no selves to express'.

শার্লোট এদিকে স্বামীর অমরত্ব রক্ষার অন্যবিধ ব্যবস্থায় সচেষ্ট। বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রঁদাকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পাঠিয়েছেন, বলেছেন—'এই টাকার জন্য আপনার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, তবে অভিপ্রেত হলে আমার স্বামীর একটি আবক্ষ মূর্তি করে দেবেন।'

শার্লোট এই মূর্তিটির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন; হয়ত ভেবেছিলেন, যদি টাকাটা রঁদা গ্রহণ করেন, তাহলে ব্যালজাকের মতো বার্নাড শ'র একটি মূর্তিও গড়ে দেবেন। ব্যালজাকের মূর্তিটি অতি ভালো লেগেছিল শার্লোটের।

রঁদা অনুসন্ধান করে জানলেন এই ইংরাজ ভদ্রলোকটি কে, কি তাঁর পরিচয়। ফ্রান্সে তাঁর কোনও পরিচয় পেলেন না, তবে লোকটি নিঃসন্দেহে শাঁসালো বুর্জোয়া। রঁদার অর্থের প্রয়োজন নেই, সময়ও নেই। চরিত্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট রোমান্সেই তাঁর আগ্রহ অধিক।

শ-দম্পতি ফ্রান্সে গিয়ে রঁদার সঙ্গে দেখা করলেন। রঁদার মন কিন্তু বার্নাড শ'র মুখ দেখে প্রসন্ন হল না।

শার্লোট বললেন—আমার স্বামী ইংলণ্ডের ভলতেয়র। বার্নাড শ'র খ্যাতি তিনি প্রমাণ করলেন।

জার্মাণ কবি রিল্‌কে তখন রঁদার সব কিছু কেরানীর কাজকর্ম করে দেন। বার্নাড শ যখন রঁদার প্রস্তরমূর্তির জন্য বসে থাকতেন এবং শার্লোট চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, রিলকে তা লক্ষ্য করতেন।

শার্লোট সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'যেন রামছাগলের অঙ্গে বাসন্তী বাতাস।'

শার্লোট ভাস্কর রঁদার কাছে আবেদন জানাচ্ছেন আমার স্বামীকে অমরত্ব দান করুন।

শার্লোট বলতেন—যত সব ব্যঙ্গ চিত্রকর আর ফটোগ্রাফার স্বামীকে মেফিস্টোফিলেস (ফাউস্টের শয়তান) হিসাবে দেখাতে চান অথচ তাঁর মুখে যীশুখ্রীষ্টের স্বর্গীয় জ্যোতি। আপনারও কি তাই মনে হয় না?

রঁদা বললেন—মিঃ শ'র খ্যাতি বা অখ্যাতির কিছুই আমার জানা নেই। তবে তিনি যেমনটি আমি তাই করে দেব।

রঁদা ফরাসী মানুষ, শার্লোটকে ক্ষুণ্ণ করতে তাঁর মনে লাগলো, তিনিও তাই অবশেষে একদিন বললেন—হ্যাঁ, শ'র মুখে যীশুখ্রীষ্টের দিব্যজ্যোতি বর্তমান।

বার্নাড শ এর আগে কোনও ভাস্করকে কাজ করতে দেখেন নি, তাই রঁদার কর্মপদ্ধতিতে তিনি আনন্দ পেলেন।

মূর্তি শেষ হল, শার্লোট আনন্দে আকুল, বার্নাড শ কিন্তু তেমন খুশী হলেন না। তাঁর চোখ কই? এ যেন অন্ধের মত দেখাচ্ছে। শার্লোট মহাখুশি, ব্যালজাকের মূর্তিটা কিনে নিয়ে, শ'র মূর্তির সঙ্গে বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রাখলেন।

বার্নাড শ অবশেষে বললেন—তা মন্দ নয়, আগামীকালের মানুষ জানবে, এই সেই বার্নাড শ, রঁদার মূর্তির মডেল। আর অভিধানে লেখা থাকবে—শ বার্নাড—রঁদার ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু, অন্যথা অজ্ঞাত।

গ্রাণভিল বার্কার কিন্তু এই মূর্তিটার তেমন প্রয়োজন আছে মনে করেন নি, তিনি বলেছিলেন—ভেলাসকয়েজ অঙ্কিত পোপ ইনোসেন্টের পোর্টরেটই বার্নাডি শ অবলম্বনে অঙ্কিত, আর সেই যথেষ্ট।

এই সময়টা শ-দম্পতি এখানে-ওখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, কখনও হোটেলে, কখনও গ্রামে, এবং পরে যে বাড়িতে তাঁরা অবস্থান করছিলেন সেই বাড়ি বিক্রী হবে শুনে কিনে নিলেন। নাড়ানাড়ি করার অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। (এই বিষয়ে পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। বার্নাড শ মনে করেছিলেন এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সের আকাশে এমন এক প্রশান্তি আছে যা তাঁরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেও পাননি। শার্লোট অবশ্য তেমন উৎসাহিত বোধ করেন নি, তবে গ্রামে থাকার সুবিধা অনেক, উইকএণ্ডে লণ্ডন ছাড়ার হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।

শ-দম্পতি শীকার-অভিযাত্রী নন, এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সকলে জানল এরা তেমন বনেদী ঘর নয়। গ্রামের ধর্মযাজকের স্ত্রী এসে গ্রাম্যস্কুলের জন্য একটা কিছু পুরস্কার দিতে অনুরোধ জানালেন।

বার্নাড শ বললেন—আমি একটা মোটা টাকার প্রাইজ দিতে রাজী, যে ছেলে সবচেয়ে অভব্য তাকে। স্কুলে আমিও তাই ছিলাম, এখন আমার দিকে দেখুন।

শার্লোট দেখলেন, এই দুরধিগম্য গ্রামেও মেয়েরা তাঁর স্বামীর পিছনে ধাওয়া করে। অনেক কৌশলে তাঁকে আগলে রাখতে হয়। বার্নাড শ মেয়েদের উৎসাহিত করার অনেক পন্থা জানেন, তাদের চিঠিপত্রের জবাব দেন, দেখা করার অনুমতি দেন।

শার্লোট জানতেন, পঞ্চাশোত্তর পুরুষও ভয়ংকর, এই সময় আরেক বার বয়ঃসন্ধির চাপল্য মানুষকে আক্রমণ করে, তাই তিনি সচেতন থাকেন।

জনৈক তরুণী বার্নাড শ'র প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। একটা মোটর-সাইকেল যোগাড় করে সে এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সে প্রায়ই ছুটে আসতো। তার ধারণা, সে একা এই মহাপুরুষের মর্ম বুঝতে পেরেছে। ভাবাবেগপূর্ণ প্রেমের পরিধির বাইরে এই দুজন। মাঝে মাঝে রাত দশটায় সে এসে হাজির হত, বার্নাড শ'র এই বাসভবন যেন তারই বাড়ি এবং বার্নাড শ যেন তার স্বামী, এমন ভাব দেখাতো।

বার্নাড শ'র ওপর তার বেশ প্রভাব। শ'র প্রভাবও মেয়েটির ওপর কম নয়। উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব আছে। অবশেষে শার্লোট আর তাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না, তখন মেয়েটি কাছাকাছি এক মাঠে তাঁবু ফেলত বা একটা গোলাবাড়িতে আস্তানা নিত। বার্নাড শ'ও স্থানীয় এক সরাইখানায় তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।

শার্লোট ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাণভিল বার্কারের কাছে অনুযোগ করলেন। আবেদন জানালেন এই সংকট থেকে ত্রাণ করার জন্য, কারণ গ্রামে যে মুখ দেখাবার আর উপায় থাকছে না।

গ্রাণভিল বার্কার সেই সময় উইকএণ্ডে এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্স আসতেন। তিনি বার্নাড শ'কে বললেন—আপনি স্ত্রীর প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করছেন না, মেয়েটিরও ক্ষতি করছেন।

বার্নাড শ তখন বার্কারকে বললেন—মেয়েটি চমৎকার, বুদ্ধিমতী, ওর মাধ্যমে আমি তারুণ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। রুপার্ট ব্রুক ওর চমৎকার পড়া আছে, চমৎকার আধুনিক মনোভঙ্গী, আর রীতিমত সরল, স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা বলতে পারে।

গ্রাণভিল বার্কার উত্তেজিত হয়ে বললেন—আমি মেয়েটাকে খুন করবো, আপনাকে আমি এই বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে চাই; বিবাহ মানে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য, এ ছাড়া তার আর অন্য অর্থ নেই।

বার্নাড শ বললেন—মেলোড্রামাটিক হয়ে লাভ নেই, এতে মেয়েটির মজা বাড়বে, ও এই সবের অনেক উর্ধ্বে, আসলে ও শুধু নারী নয় মহানারী, Super-woman।

এই মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং সাহচর্যের কথা সেভিয়ান ভঙ্গীতে অতিরঞ্জিত করলেন বার্নাড শ।

লর্ড সামারহেস এবং টারলেটনের দ্বৈত-ভূমিকায় আপনাকে রূপায়িত করে বার্নাড শ তাঁর নতুন নাটক *Misalliance* রচনা করলেন। এই নাটকটি তাঁর সমগ্র নাটকাবলীর মধ্যে ক্লান্তিকর।

এই নাটকে লর্ড সামারহেস হিপাটিয়াকে বলছেন—"যথাসম্ভব সোজাসুজি বলা যায় সেইভাবেই বলি। তুমি যখন বলো আমি নির্বোধের মত কাণ্ড করেছি, জেনো সেখানে আমি কবি-নির্বোধ হিসাবেই রূপায়িত। যৌনক্ষুধার বশে আমি প্রলুব্ধ হইনি, ঈশ্বরের করুণায় অনেক দিন আগেই সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি—এ আমার দ্বিতীয় শৈশব নয়, শিশুসখ্যতার কামনাও নয়, এ শুধু নিষ্পাপ আবেশ, আমার বয়সের আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানকে তোমার তারুণ্যের সেবায় কয়েক বছরের জন্য নিবেদন করছি মাত্র।"

এই নাটকে সন্তানদের প্রতি পিতামাতার সম্পর্ক সম্বন্ধে এক ধারা-বিবরণী দেওয়া আছে। বার্নাড শ'র মতে জনকজননীরা সন্তানদের ঠিকমত জানেন না, তাদের নিয়ে কি করা উচিত, তাও তাঁদের জানা নেই। ছেলেমেয়েরা তাই বাপ-মাকে এত বিসদৃশ বস্তু মনে করে।

॥ ষোলো ॥

অশ্বচুরীর মহিমা

বার্নাড শ বিশ্বাস করতেন যে, মানব-সমাজের নিকৃষ্টতম প্রতিনিধিরও মহৎ কর্ম করার সামর্থ্য আছে। তাকে দিয়ে তা করানো যায়—তা যদি না সম্ভব হয় তাহলে মানব জাতির কোনো আশা বা ভরসা নেই। এই কারণেই আর একটি ধর্মীয় নাটক রচনার প্রয়োজন হল, মানবতাই সেখানে বড়ো। বার্নাড শ প্রমাণ করতে চান যে *Life-Force* বা জীবনী-শক্তির প্রভাবে অতি সহজেই এই কার্য করা যায়। *The Shewing-up of Blanco Posnet* এর সংলাপ, ঘটনা এবং সংঘাতবহুল। ইউনাইটেড স্টেটসের একটি অঞ্চলের পটভূমিতে এক ঘোড়াচোরের কাহিনী।

ব্লানকো পসনেট ঘোড়া চুরি করেছিল, সে জানতো ধরা পড়লে পাবে মৃত্যুদণ্ড। ঘোড়া চড়ে যাওয়ার পথে জনৈক মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে এসে তার পথরোধ করলেন। ঘোড়াটা তার চাই, মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পসনেট তাকে ঘোড়াটা দিয়ে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হাঁটলো। সে কিন্তু ঘোড়া চুরির অপরাধে ধরা পড়লো। জনৈকা ব্যাপিকা রমণী সাক্ষ্য দিল যে, সে স্বচক্ষে তাকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্তির মুহূর্তে যে রমণী ঘোড়াটা ধার নিয়েছিল সে এসে বলল, ব্লানকো পসনেটকে কখনও দেখেনি—ফলে পসনেটের জীবন রক্ষা হল। স্বৈরিণী মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের কথা শুনে অভিভূত হয়ে বলল—আমিই মিথ্যা বলেছি। ব্লানকোর মুখ দিয়ে বার্নাড শ নিজের বক্তব্য বলেছেন—আর এই কথা ক'টির জন্যই নাটকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল।

"He's a sly one, He's a mean one, He lies low for you ; He plays cat and mouse with you. He lets you run loose until you think you are shut of Him ; and then, when you least expect it, He's got you...."

ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে বিড়াল ও মূষিক কল্পনা শ ভিন্ন আর কে করবে? সেইকালে *Life-Force* সম্পর্কে এই তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ।

এই নাটক ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শেষ হয়, হিজ ম্যাজেস্টিস থিয়েটারে শিশুদের জন্য একটি সাহায্য-রজনীর উদ্দেশ্যে মঞ্চস্থ করা স্থির হয়। এই নাটক পড়ে বীরবোহ্‌ম ট্রি আতংকিত হলেন। ব্লানকো পসনেটের ভূমিকা ট্রির জন্যই রচিত হয়। তাঁর যোগ্য ভূমিকা সন্দেহ নেই। লর্ড চেম্বারলেন এই নাটক অভিনয়ে সম্মতি দিলেন না। তাঁর মতে ঈশ্বর-বিরোধী এই নাটক গ্লানিকর।

ডাবলিনের অ্যাবী-থিয়েটরে 'হর্স-সো উইকে' লেডী গ্রেগরী এই নাটক প্রযোজনা করলেন, এই রঙ্গমঞ্চের ডাইরেকটর ছিলেন ডব্লু, বি, ইয়েটস আর লেডী গ্রেগরী। সেখানেও সরকারী মহল আপত্তি করেছিলেন। সেন্সর এই নাটকে বেশ্যার ভূমিকায় আপত্তি করেননি কিংবা নৃশংসতার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন ঈশ্বর সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তিকর কথা তুলে দিতে, ঈশ্বরকে মহিমামণ্ডিতরূপে প্রকাশ করাই তাঁদের ইচ্ছা।

বার্নাড শ এই অনুরোধ রক্ষা করতে নারাজ। যাই হোক, ডাবলিনে অভিনয়কালে দর্শক-সাধারণ এই নাটকের মধ্যে কমেডির রস পেলেন, এবং এর ধর্মীয় দিকটা উপেক্ষা করলেন।

সেন্সর সংক্রান্ত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে বার্নাড শ স্বীকার করলেন, তিনি Conscientiously immoral writer।

বার্নাড শ হয়ত মনে করেছিলেন যে, এই নাটক রচনায় তিনি টলস্টয়ের *Power of Darkness* দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আসলে কিন্তু এ নাটক তাঁর *Devil's Disciple*-এরই রূপান্তর। *Heartbreak House*-এ শ হয়ত মনে করেছিলেন, তিনি শেখভের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অথচ এই নাটক তাঁর *Getting Married* এবং *Misalliance*-এর ধারাবাহী। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি *Triology*। তবে *Blanco Posnet* নাটকেই তাঁর বক্তব্যের চরম অভিব্যক্তি আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুতে তিনটির মধ্যেই আশ্চর্য সমমর্মিতা আছে। তিনটি নাটকেই আছে সমান দুঃসাহসিকতা এবং সংলাপও সেই বৈঠকখানার কথোপকথন এবং ওপরতলার সমাজ সম্পর্কে বার্নাড শ'র সেই অপরিবর্তনীয় মনোভঙ্গী।

বার্নাড শ টলস্টয়কে এক খণ্ড নাটক পাঠালেন, সেই সঙ্গে এক চিঠিতেই লিখলেন—

"আমার কাছে এখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তবে ঈশ্বরতুল্য প্রজ্ঞা ও শক্তিসম্পন্ন এক সৃজনীশক্তি নিয়তই সংগ্রামশীল। সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তার স্থান গ্রহণের জন্যই তার এই সংগ্রাম। যে সব নর-নারী জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা এই উৎকর্ষ লাভের নবতম প্রচেষ্টা!....আমরা ঈশ্বরকে সাহায্য করার জন্যই আছি, ঈশ্বরের কর্মের সহায়ক—তাঁর ত্রুটি সংশোধন করে দেবত্বলাভের জন্যই আমাদের প্রয়াস।"

টলস্টয় অভিযোগ করেছিলেন, *Man and Superman*-এ বার্নাড শ যথোচিত গুরুত্ব বজায় রাখেননি, তার ফলে গভীরতম মুহূর্তে দর্শকের হাস্যোদ্রেক হয়েছে।

বার্নাড শ জবাবে বলেছেন—"কেনই বা করবো না? হাসি ও রসকে নির্বাপিত করা হবে কেন? মনে করুন এই পৃথিবীটাই ঈশ্বরের একটা পরিহাস মাত্র, সেই পরিহাসকে সরস না করে বিরস করবেন কি?"

বার্নাড শ টলস্টয়কে অপ্রসন্ন করেছিলেন, তার মূলে ছিল বার্নাড শ'র উক্তি— 'আর্ট ফর আর্ট সেক'—এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। 'আর্টাৎ পরতরং নহি'—এই নীতি আমার নয়, আর্ট ছাড়া আর কিছু যদি লেখায় না থাকে, আর্ট-অতিরিক্ত যদি কিছু না লিখতে পারি, তাহ'লে আর আমার মূল্য কি?"

টলস্টয় কিন্তু এই চিঠি পড়ে বেদনানুভব করলেন, এ চিঠি তাঁর কাছে তাই a painful impression মাত্র।

এই চিঠির জবাব এল কয়েক মাস পরে। চিঠিটা যখন টলস্টয় পেয়েছিলেন তখন তিনি এক পারিবারিক সংকটে বিপর্যস্ত। তিনি লিখলেন—

৯ই মে, ১৯১০

"প্রিয় মিঃ বার্নাড শ,

আপনার নাটক এবং সরস চিঠি পেয়েছি। সানন্দে আপনার নাটক পাঠ করেছি, বিষয়বস্তু এবং ন্যায় সংক্রান্ত প্রচার মানুষের মনে সাধারণতঃ অতি অল্প প্রভাব বিস্তার করে, আপনার এই উক্তিতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি

আছে। যাঁরা তরুণ তাঁরা যা ন্যায় তার বিরোধিতা করাটাই প্রশংসনীয় মনে করেন, একথা ঠিক; কিন্তু সেই কারণে ন্যায় বা নীতির প্রচারের কোনও প্রয়োজন নেই, এই অর্থ হয় না। এর একমাত্র কারণ, যাঁরা প্রচারক তাঁরা যা প্রচার করেন তা পালন করেন না, অর্থাৎ তার নাম ভণ্ডামী।

* * * *

দেবতা এবং অশুভ সম্পর্কে আপনার যা উক্তি সেই বিষয়ে আমি আপনার *Man and Superman* সম্বন্ধে যা বলেছি তারই পুনরুল্লেখ করতে চাই। অর্থাৎ ঈশ্বর এবং অশুভ সংক্রান্ত সমস্যা এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা লঘু ভাবে আলোচনা করা চলে না। কেই কারণেই আপনাকে স্পষ্ট বলছি, আপনার চিঠির শেষাংশ পাঠ করে গভীর বেদনাবোধ করছি···

ভবদীয়

লিও টলস্টয়।"

বার্নাড শ'র চিঠির শেষাংশে ছিল—

"If the world was one of God's jokes, would you work any the less to make it a good joke instead of a bad one?"

টলস্টয়ের এই চিঠিতে গভীর ভাবে বিচলিত হলেন বার্নাড শ। থিয়েটারের করতালির চাইতে ক্ষীণ প্রশংসা তাঁকে অনেক বেশী পুলকিত করত। পরাজয়ের গ্লানিমণ্ডিত ম্লান দিনগুলিতে একমাত্র আশা ছিল, উইলিয়াম মরিস বা লিও টলস্টয়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। এই দুজনেই তাঁদের আত্মিক শক্তিতে সারা জগতকে চমকিত করেছিলেন। পরিহাস-প্রিয়তার জন্য শুধু টলস্টয়-ই যে বার্নাড শ'কে তিরস্কার করেছিলেন তা নয়। আরো অনেকেই তাঁকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু এই মনোবৃত্তি ছিল তাঁর মজ্জাগত। উত্তরাধিকারসূত্রে এই মনোভাব তাঁর পৈতৃক বৈশিষ্ট্য! এই ভাবেই স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতে তাঁর কথা মনে আসতো, চেষ্টা করতে হত না, সুতরাং তার গতিরোধ করাই কঠিন।

নীতি প্রচার যদি মানুষের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে দুর্নীতি প্রচার করলে কি হয়,—এই হল তাঁর পরবর্তী নাটকের বিষয়বস্তু। এই

পরবর্তী নাটকে বার্নাড শ'র বক্তব্য হল—"The young had better get into trouble to have their souls awakened by disgrace—" এই নাটকের বিষয়বস্তু টলস্টয় দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, এর উৎস স্যামুয়েল বাট্‌লার।

এই নাটকের নাম *Fanny's First Play,*—আড়াই বছর ধরে মঞ্চে এই নাটক অভিনীত হল, গ্রাণভিল বার্কারের স্ত্রী লীলা ম্যাক্‌কার্থী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই নাটকেই দেখা গেল, বার্নাড শ শুধু *Court Theatre*-এর মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ দর্শকের প্রিয় নাট্যকার নন। তিনি সকলের, মুদী, দোকান-কর্মচারী, শহরতলীর দরিদ্র জননী—সকলের কাছেই তিনি মজার মানুষ—জর্জ বার্নাড শ।

Fanny's First Play নাটক ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই নাটক বার্নাড শ তাঁর নাট্য-সমালোচকদের নিয়ে রঙ্গ করেছেন।

লীলা ম্যাক্‌কার্থীর হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়ে বার্নাড শ বললেন—"এই নাটকে আমি নাম স্বাক্ষর করিনি, এমন ভাবে প্রযোজনা করবে যে, সবাই যেন মনে করে এই নাটক জেমস ব্যারীর রচনা। সজ্ঞানেই বলতে পারো লেখকের নাম "B", মোটা অক্ষরে B……"

সেই নাটক ৬০০ শত রজনীর গৌরব লাভ করলো।

॥ সতের ॥

নিষিদ্ধ নাটক

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বার্নাড শ'র দু'খানি নাটক লণ্ডনে নিষিদ্ধ হয়েছিল, একটির নাম *Press Cuttings* আর অপরটি *The Shewing-up of Blanco Posnet*। প্রথম নাটকটি নিষিদ্ধ; কারণ, সেই নাটকে দু'জন খ্যাতনামা মনীষীর সম্বন্ধে বক্রোক্তি ছিল, মিচেনার এবং বালস্কুইথ। লর্ড কিচেনার ও এ্যাসকুইথকে সহজেই চেনা যায়। *Press Cuttings* সাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হলেও তার মধ্যে বার্নাড শ'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাই তাঁর সব নাটকের মত এই নাটকেও সর্বকালিক আবেদন বর্তমান। *The Shewing-up of Blanco Posnet* নাটকের He's a sly one, He's a mean one—প্রভৃতি কটূক্তি শিষ্টাচার-বহির্ভূত মনে হ'ল সেন্সর কর্তৃপক্ষের।

জর্জ আলেকজাণ্ডার রেডফোর্ড নামক সম্ভ্রান্ত সলিসিটর ছিলেন নাটকের সরকারী পাঠক। তিনিই তখন প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী নাটকের সর্বাধিনায়ক।

নাটক নিষিদ্ধ হওয়ার ফলেই ডব্লু, বি, ইয়েটস এবং লেডী গ্রেগরী ১৯০৯, ২৫শে আগস্ট ডাবলিন শহরে *The Shewing-up of Blanco Posnet* মঞ্চস্থ করলেন। ইংলণ্ডের নাট-সমালোচকরা সেদিন সকলেই ছুটেছিলেন ডাবলিনে, একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখার আশায়। কিন্তু যখন দেখলেন, একখানি ধর্মমূলক নাটক দেখতে হচ্ছে, স্বভাবতঃই তাঁরা হতাশ হলেন। ফলে তাঁরা লর্ড চেম্বারলেনের অফিসের নাট্য-বিচারককে না ঠুকে নাট্যকারের ওপর আক্রমণ স্বরু করলেন।

রেডফোর্ড যে ভাবে নাটক নিষিদ্ধ করছিলেন, তার ফলে সর্বত্র একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হল, ভদ্রলোকের সাহিত্য-বোধ ছিল সীমাবদ্ধ অথচ তাঁর হাতেই নাটকের বিচারের ভার। এই ধূমায়িত অসন্তোষের ফলেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের লিবারেল দল-পরিচালিত সরকার হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অব কমন্সের সদস্যদের নিয়ে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি অন স্টেজ প্লেস, এই নামে একটা কমিটি

নিযুক্ত করলেন, সেন্সর সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার জন্য। লর্ড স্যামুয়েল (তখন শুধু হার্বার্ট) এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন।

এই অনুসন্ধান কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যাবলী মাত্র তিন শিলিং তিন পেনস মূল্যে সরকারী পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। রেডফোর্ড, উইলিয়াম আর্চার, বার্নাড শ, গ্রাণভিল বার্কার, স্যার জেমস ব্যারী, ফরবেস রবার্টসন, জন গলসওয়ার্দি, লরেন্স হাউসম্যান, গিলবার্ট মারে, হল কেইন, ইস্রায়েল জাংউইল, স্যার আর্থার পিনেরো, জি, কে, চেসটারটন, হাউস অব কমন্‌সের স্পীকার প্রভৃতি এই কমিটিতে যে সব সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করেন, তা এই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হয়েছে। সাহিত্য সম্পর্কে এত মূল্যবান সরকারী দলিল আর নেই।

বার্নাড শ'র সুদীর্ঘ বিবৃতিতে এই কমিটি প্রায় বানচাল হয়ে পড়ল—শ'র বিবৃতির মধ্যে তাঁর আইনজ্ঞ মনের পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করার মত।

বার্নাড শ বললেন—"সেন্সরসিপ প্রদত্ত লাইসেন্স পাওয়া যে সমস্ত নাটক এখন লণ্ডন শহরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তার মূল লক্ষ্য যৌন-বুভুক্ষা উদ্রেক করা।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন—যৌন-দুর্নীতি (immorality), শ বললেন, তা নয়, কথাটা হবে যৌন-দুস্কৃতি (vice)।

তখন চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন—আমার মনে হয়, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চকে নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত রাখাই আপনার মত, তবে রঙ্গমঞ্চে যৌন-পাপ সম্পর্কিত উত্তেজনামূলক কিছু অভিনীত হলে তা নিষিদ্ধ করা উচিত। বার্নাড শ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"তা নয়, আমি একথা স্বীকার করি না, যৌন-পাপ উদ্রেক করার জন্য যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয়, তাহলে থিয়েটারের ম্যানেজারকেও অভিযুক্ত করা যাবে অতি সামান্যতম অপরাধে। প্রধান ভূমিকানেত্রী যদি সুন্দরী হন কিংবা একটা চমৎকার হ্যাট মাথায় দেন—তাহলে সেটাও অপরাধের আওতায় পড়বে। যা নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট নয় সেই সম্পর্কে আমার তীব্র আপত্তি আছে।

যৌন-পাপ উদ্রেককারী বিষয় সম্পর্কে আপনারা যে কোনও আইন করতে পারেন, তার আগে তার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করে দিতে হবে। সোজাসুজি একটা সাধারণ আইন তৈরী করলে চলবে না, যৌন-পাপ উদ্রেক করতে পারে এমন বস্তুর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকার অর্থ আইনের হাতে ঢালা ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। কোনো স্ত্রীলোক হয়ত মুখ-হাত ধুচ্ছেন, কিংবা একটা ভালো

পোশাক পরেছেন, কিংবা তাঁর ঐ জাতীয় অন্য কোনো কর্মের জন্য পথচলতি মানুষ তাতে আকৃষ্ট হতে পারে এবং বলতে পারে—এতদ্বারা আমার মনে যৌন-পাপ প্রবৃত্তি উদ্রেক করা হয়েছে—এই ধরণের সাধারণ ধারা অতি সাংঘাতিক, কোনো আইনজীবী হয়ত তা সমর্থন করবেন না।"

যাই হোক, এই কমিটির সুপারিশের ফলে নাটকাভিনয়ের অনুমতিদান ব্যবস্থা অনেক পরিবর্তিত হল, তার আর একটি কারণ পরবর্তী লর্ড চেম্বারলেন আর্ল অফ্‌ ক্রোমার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমিটির আর একটি সিদ্ধান্তে কিছু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল, তাঁরা বার্নাড শ'র বিবৃতির কিছু অংশ মাত্র শুনে বাকিটা আর শুনতে চাইলেন না। এই সিদ্ধান্ত এমনভাবে চতুর্দিকে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যে, বার্নাড শকে কি বলতে দেওয়া হয়নি, তা জানার আগ্রহ সকলের বেড়ে গেল। ফলে অনেক বেশী লোক বার্নাড শ'র বিবৃতি সংগ্রহ করে পড়তে লাগল।

বার্নাড শ তাঁর বিবৃতিতে এমন কথা লিখেছিলেন এমন সব শব্দ বাক্য এবং উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, যা শুধু—সাধারণ পাঠক নয়, সাংবাদিকরাও ভুল বুঝেছেন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা নিজের সম্বন্ধে বার্নাড শ'র উক্তি 'a specialist in immoral and heretical plays'—কথাটির ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষ প্রচলিত অর্থ অনুসারেই মানে বুঝেছে। অনেকে মনে করলেন, বার্নাড শ অশ্লীল সাহিত্যলেখক, নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রচার করছেন। সে সব কিন্তু সাময়িক, পরিশেষে তাঁর জয় হোল।

সরকারী পুস্তিকাটির দাম তিন শিলিং তিন পেন্স হলেও ফুলস্কেপ সাইজের চারশো পাতার বই।

বার্নাড শ *The Shewing-up of Blanco Posnet* নাটকের ভূমিকায় এই সুদীর্ঘ রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন কমিটির দু'-চার জন সদস্যের অপরূপ রেখাচিত্র।

অবশেষে একদিন লণ্ডন শহরেও এই নাটক অভিনীত হল, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল এবং দিনের পর দিন অভিনীত হলেও কেউ আপত্তি করেন নি, বা কোনো গোলমাল হয়নি।

॥ আঠারো ॥

রবীন্দ্রনাথ ও শ

বার্নাড শ এদিকে অমায়িক ভদ্রলোক। বয়সের সঙ্গে সৌম্য শান্ত হয়ে উঠছেন। স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এদিক-সেদিকে বেড়িয়ে বেড়ান। সাফল্যমণ্ডিত নাটকের রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করেছেন। যে সব নাট্যকারকে সমালোচক হিসাবে একদা উপেক্ষা করেছেন এখন তাঁদের সঙ্গে একই সূত্রে তাঁর নামও যুক্ত হয়ে আলোচিত হয়। শান্ত সান্ধ্য চিত্তবিনোদনে দর্শক যে রঙ্গমঞ্চে বার্নাড শ'র নাটক অভিনীত হয় সেই সব রঙ্গমঞ্চেই ছোটে। ছোট-বড়ো সব রকমের চার্চে তাঁকে সবাই বক্তৃতা দিতে ডাকে, স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা থেকে, যে সব বড়ো সভায় পীয়র বা টোরী পার্টির সদস্যরা উপস্থিত থাকেন, সেখানেও বার্নাড শ'র আহ্বান আসে, একই মঞ্চে বক্তৃতা দেন বার্নাড শ। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণ এল ছাত্রদের কাছে ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। এই কালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। সেইখানে ওয়েব-দম্পতির সঙ্গে বার্নাড শ'রও খ্যাতি প্রচারিত হতে লাগল।

নিউ রিফর্ম ক্লাবে এক বক্তৃতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বার্নাড শ, কিন্তু সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় আধুনিক ধর্ম। নাটক সম্পর্কে একটি কথা বলতে নারাজ। বললেন, আমার সঙ্গে নাটকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে বলেই আমার এই ক্লান্তি।

এই নিউ রিফর্ম ক্লাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার্নাড শ প্রথমেই যে কথা বললেন তা শুনে শ্রোতারা ত' অবাক! তিনি বললেন—

"আজ এই সভায় এই বিষয়ে বলার একমাত্র হেতু অতি সাধারণ। আমি দেখেছি যে-মানুষের ধর্মপ্রীতি নেই, সেই ধর্ম-বিরহিত মানুষ, কাপুরুষ এবং

কুৎসিত। বর্তমান সভ্যতা যেখানে পৌঁছেচে সেই পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রয়োজন ধর্মের।"

বার্নাড শ বললেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মানুষকে আত্মা সম্পর্কে উত্তরোত্তর আগ্রহান্বিত করা। যে-কারণে আত্মা মানুষের দেহের একটি বিশেষ যন্ত্র তা বোঝানো প্রয়োজন।

বার্নাড শ এক একটি আসরে এক রকমের কথা বলেন, ফলে তাঁর কথা সবাইয়ের মুখে মুখে। আর সবাই বিভিন্ন বার্নাড শ'র কথা বলে, কারণ বার্নাড শ সকলের উপযুক্ত কথা বলেছেন।

এই সভায় বার্নাড শ তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"If you allow people who are caddish and irreligious to become the Governing force, the nation will be destroyed. We are to-day largely governed by persons without political courage, and that is what is the matter with us."

ধর্মপ্রাণ মানুষ বলতে বার্নাড শ কি বুঝেছেন কে জানে? বার্নাড শ'র ধারণামাফিক ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা অধিক নয়। কিন্তু *Life Force*-এর মাপকাঠিতে বিচার করলে ব্লানকো পসনেটের উক্তিতে ধর্ম থেকে বিচ্যুত মানুষকেও জালে টানা যায়।

বার্নাড শ'র মতে ক্যাপিটালিজিম বা ধনতান্ত্রিকতা অধর্ম্ম। এই অধর্মের কল তাই অতি অল্পসংখ্যক মানুষের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। একদিন এর চিহ্নও থাকবে না। বার্নাড শ এইখানে আশাবাদী। তীব্র আশাবাদ তাঁর মূলমন্ত্র। *Life Force* তাঁর কাছে একমাত্র ধর্ম, এই ধর্মে প্রার্থনা নেই, কৃচ্ছ সাধন নেই, ব্রতোপবাস নেই, কোনো তোড়জোড় নেই। এই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, এই তাঁর স্বর্ণ, এই তার স্বর্গ।

এই ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। নিরামিষ ভোজনে আগ্রহের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা নেই। এই তাঁর ভাল লাগে, বেশী কাজ করা যায়, তাই আজীবন এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

শার্লোট কিন্তু চেষ্টা করেও আমিষ ভোজন ত্যাগ করতে পারেন নি। সেণ্ট আলবানসের বিশপ শ-দম্পতিকে যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন তখন বার্নাড শ লিখলেন—"আমিই একমাত্র সিংহ, যে শুধুমাত্র তৃণভোজী।"

বার্নাড শ তাঁর রচনায় যাঁদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে শ্লেষ করেছেন, তাঁরাই তাঁর চার পাশে ভীড় করে এসেছেন, শিক্ষকরা তাঁর সভায় দলে দলে এসে যোগ দিতেন, ডাক্তাররা তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করতেন, ধনিক সম্প্রদায়, যাঁদের বার্নাড শ প্রচণ্ড কশাঘাত করেছেন, তাঁরাও বার্নাড শ'র সরস রসিকতার অনুরাগী পাঠক এবং ভক্ত। সারা পৃথিবীতেই এই ভাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

এই সময়ে একদিন একখানি চিঠি পেলেন বার্নাড শ। চিঠিটা লিখেছেন শিল্পী বন্ধু উইলিয়াম রথেনস্টাইন—

১লা জুলাই, ১৯১২

"প্রিয় শ,

আমার একান্ত বাসনা, তুমি এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে যাও। তোমার জীবনে তুমি সাধু-সজ্জন বেশী দেখোনি, মহৎ কবি হয়ত সংখ্যায় অনেক কম দেখেছ। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফ থেকেও পরিষ্কার ভাবে দেখে যাওয়া উচিত যে, ইংলণ্ড মানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া নয়। তুমি একদিন এসো, এসে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে যাও। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, ধর্ম, আভিজাত্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি সব কিছুরই প্রতিনিধি এই রবীন্দ্রনাথ। ভারতের আর কোনও প্রতিনিধি যদি আমাদের পক্ষে দেখা না হয়ে ওঠে তাহলে এই একটি ব্যক্তিকে দেখেই আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মধ্যে এক সার্থকতম দেশ। আমার এই কথাগুলি তোমার কাছে বালসুলভ চপলতা মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের সদ্‌গুণের ভিত্তি—শক্তি, কৌশল এবং সজীবত্ব—ব্যক্তিগত উৎকর্ষ নয়। তোমরা দু'জনে এমনই বহুবিধ গুণবিচারে তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করতে পারবে, সচরাচর এমন সুযোগ হয়ত পাওয়া সম্ভব নয়···

তোমার ডব্লু আর"

এই চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারলেন না জর্জ বার্নাড শ। চিঠিখানি তিনি বার বার পড়লেন। জীবনের অনেক ভুল বোঝাবুঝির কথা স্মরণে এল। তিনি কি আবার ভুল করবেন! সাধু-সন্ত তিনি জীবনে কম

দেখেন নি। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সহকর্মী হিসাবে কাজও করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, উইলিয়াম মরিস, চার্লস ব্রাডলো, অ্যানী বেসান্ত, প্রিন্স ক্রোপটকিন, সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব, আরো অনেকে।

কবিও জীবনে অনেক দেখেছেন—ইয়েটস, অসকার ওয়াইল্ড, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার, উইলিয়াম মরিস, স্থইনবার্ণ, জর্জ মেরেডিথ,—এমনই কত জন।

তবু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হবে,—তিনি সাধু এবং কবি। এ এক বিচিত্র আহ্বান।

চরম উৎকর্ষ! ব্যক্তিগত মহত্ত্ব! তাই বা কেমন! ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যদি মানুষের বোধ না থাকে তাহলে কি প্রয়োজন শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষ বিচারে?

চিঠি পড়ে তেমন উৎসাহিত হতে পারলেন না বার্নাড শ, তাঁর স্ত্রী শার্লোট কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তিনি সহজে শান্ত হলেন না, প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক টান ছিল। তিনি বার্নাড শ'কে বললেন—এ আহ্বান উপেক্ষণীয় নয়, চলো দেখেই আসি। ভারতের বাণীবাহক রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য কম কথা নয়!

অগত্যা প্রস্তুত হতে হয়। বার্নাড শ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করার জন্য রীতিমত প্রস্তুত হলেন। তাঁর কবিতা সংগ্রহ করে পড়লেন, তেমন বুঝলেন না, একদিন ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতাও তাঁর কাছে এমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পও পড়লেন। আলাপের আগে সব জানা প্রয়োজন।

শার্লোট বললেন—"তুমি একাই যেন কথা বোলো না, রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেও দু'-চার কথা শোনা চাই, সেই ফাঁক রেখো।"

বার্নাড শ গম্ভীর হয়ে বললেন—"নিশ্চয়ই, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা উপযুক্ত ধারণা হওয়ার প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কখনও আমার নামই শোনেন নি। কি বলো?"

ভারতের এই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই নরওয়ের জোহান বোয়ার বলেছিলেন—**"He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross but the Lotus."**

যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে রথেনস্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা সুরু করলেন জর্জ বার্নাড শ।

তিনি আহারের সময় খেলেন খুব কম, তার ফলে বিরতিবিহীন আলাপাচারের সুযোগ পাওয়া গেল। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান, আহারে অপচয় করা চলে না।

গোড়াতেই বার্নাড শ বলছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা কি। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ সহকারে শুনলেন।

বার্নাড শ নাকি সেদিন গান্ধীজী সম্পর্কেও কিছু বলেছিলেন। তবে তা সম্ভব মনে হয়না।

কথা প্রসঙ্গে বার্নাড শ রসিকতা করে বললেন—"সাধুর পোশাকে অনেক অসাধুকে দেখেছি, আবার অনেক অসাধুর মধ্যে সাধুও দেখেছি। ভারতবর্ষে সাধুরা শ্রদ্ধার পাত্র, পূজা পান তাঁরা, আর দেখুন আমাদের এই দেশে সাধুরা উপহাসের বস্তু। আমার মত মানুষ তাদের অবজ্ঞার পাত্র। আমাকে আমার মহত্ত্বের তৃষ্ণা চেপে রাখতে হয়। আমার পিতৃদেবকে যেমন চাপতে হয়েছে পান-তৃষ্ণা।"

এমন সময় সেই আসরে চা পরিবেশিত হল।

বার্নাড শ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমার চা চাই না। প্রাচ্য দেশ থেকে তিনটি বিষ এদেশে চালান এসেছে, চা, সংস্কৃতি আর সুরুচি।"

রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন—"তা বটে, তবে আপনারাও তিনটি ভয়ঙ্কর বিষ আমাদের দেশে রপ্তানি করেছেন।"

সকলেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"সে আবার কি ? কি সেই বস্তু ?"

রবীন্দ্রনাথ ধীর গলায় বললেন—"সেই তিনটি হল, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প আর প্রতিযোগিতা।"

এর পরই অর্থসম্পদ সম্পর্কে এক বিতর্ক সুরু হল। অর্থ অনর্থ না পরমার্থ ?

বার্নাড শ বললেন—"পৃথিবীতে অর্থই সব, টাকার কাছে কিছু নয়, এ না হলে কিছুই করা যায় না, এ মহাসম্পদ। সভ্যতার একমাত্র আশ্বাস।" দারিদ্র্যে বার্নাড শ'র চিরদিনই মহা আতঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় গলায় বললেন—"আপনার এই উক্তি আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি দরিদ্র দেশের মানুষ, দারিদ্র্য সেখানে মহৎ সম্পদ। সেখানকার মানুষের দারিদ্র্যই তাকে বিনয় এবং সারল্যের অলঙ্কার দিয়েছে, সেই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ।

এই রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—"আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, পৃথিবী আনন্দ-মাধুরীতে পরিপূর্ণ। কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ, তাই পশুর। দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ, তাই মানুষের।"

এর পর আলোচনা আর বেশীক্ষণ চলেনি।

বার্নাড শ বলেছেন, "আমি সেদিন রবীন্দ্রনাথকে জয় করতে পারিনি। আমি একটু কাবু হয়ে পড়েছিলাম। হয়ত তাঁর সুদীর্ঘ সাদা দাড়ি দেখেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এমন সুন্দর সিল্ক-মসৃণ দাড়িও মানুষের হয়।"

জর্জ বার্নাড শ নাকি বিরাট দাড়ি দেখে বার বার এমনই হতবাক হয়েছেন। নিজের দাড়ি তেমন মনোমত না হওয়ায় তাঁর মনে মনে দুঃখ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এবং বার্নাড শ'র এই সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বার্নাড শ'র প্রতিবেশী মিঃ স্টীফেন উইনস্টেন।

রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে কেউ হয়ত কোনও ডায়েরী রাখেন নি এই বিচিত্র সাক্ষাৎকারের।

॥ উনিশ ॥

ফুলওয়ালী মেয়ে

"কিছু কাল আগে, সেণ্ট মার্টিন লেনে এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণের ফলে আটকে পড়েছিলাম। একটা অপরিসর বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম, কিছু পরে আরো তিনজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। গন্ধময় আকৃতি, সম্ভবতঃ সম্ভ্রান্ত ধরনের কারিগরী শিল্পের কাজ করেন। আশ্চর্য! আমাকে কিন্তু অবাক করলেন ওঁরা! কোথায় ঘোড়ার কথা আলোচনা হবে, তা নয়, তাঁরা সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা সুরু করলেন, রীতিমত বিশুদ্ধ কণ্ঠসঙ্গীত।

তাঁরা অতীতে সঙ্গীত শাস্ত্রে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, তাঁদের সময়কার প্রিয় গায়কদের কণ্ঠে শোনা গানের নমুনাও মাঝে মাঝে পাওয়া হচ্ছিল। এই সূত্রে কথা উঠল তাঁদের সমসাময়িক কোনো জনপ্রিয় গান কারো মনে আছে কি না। অবশেষে, তাঁদের একজন একটি বাঁশী বার করলেন এবং তিন জনে অতি সুন্দর ভাবে নীচু গলায় তিন-অংশে লেখা একটি গান আরম্ভ করলেন, পথচারী জনতা বৃষ্টির উৎপাতে এদিকে তেমন লক্ষ্য করবেন না ভেবে, কণ্ঠস্বর আরও একটু চড়লো।

কয়েক ফিটের মধ্যেই যে একজন বিচক্ষণ সঙ্গীত-সমালোচক উপস্থিত আছেন, এই বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। সমালোচক এই সঙ্গীতে নিঃসন্দেহে অতিশয় পরিতৃপ্ত হলেন, তবে বিস্মিত হ'ননি।"

এই কথা ক'টি বার্নাড শ তাঁর *Music in London (1890-94)* নামক গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন।

বার্নাড শ'র বিখ্যাত নাটক *Pygmalion*-এর পরিকল্পনা কিন্তু আরো অনেক আগে, তাঁর মা যখন লণ্ডনে চলে এলেন তখন তরুণ বার্নাড শ তাঁর পিতা কার শ'র সঙ্গে ডাবলিনের এক বাসায় এসে ওঠেন। সেই সময়েই নাকি এই নাটকের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

Pygmalion নাটক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর ভিয়েনার হফ্‌বুর্গার থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। বার্নাড শ'র এই নাটকের জনপ্রিয়তা অসীম, বিদেশে মঞ্চস্থ হওয়ার পর লণ্ডন শহরে ওয়েস্ট এণ্ডে যখন মঞ্চস্থ হল তখন সমালোচকরা স্তব্ধ, দর্শক ভেঙে পড়ল। আর এই নাটক শুধু লণ্ডন শহরেই ছ' সাত দফায় দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হয়েছে, এবং শুধু মঞ্চে নয়, পর্দায় এই নাটক কম সাফল্য অর্জন করেনি।

লণ্ডনের হিজ ম্যাজেসটিস থিয়েটারে ১৯১৪, ১১ই এপ্রিল তারিখে এই নাটক প্রথম অভিনীত হল, নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বীয়রবোহম ট্রি আর মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্‌বেল। প্রফেসর হেনরী হিগিনসের ভূমিকায় ট্রিকে তেমন মানায় নি, তবু বার্নাড শ'কে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল, কারণ ট্রির তাই কনট্রাক্ট।

নাটকের সাফল্যের ফলে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত এই নাটক চলল, আরো চলতো হয়ত কিন্তু সারাজেভোয় আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড নিহত হলেন, এবং তার পরেই স্বরু হল-প্রথম মহাযুদ্ধ।

অনেক আগেই এই নাটকের কথা মনে জেগেছিল শ'র। শ লিখেছেন *Ceasar and Cleopatra*—আমার মন থেকে সোজা মুছে গেছে, আমি ওদের জন্য একটা নতুন নাটক লিখবো। সেই নাটকের নায়ক ওয়েস্ট-এণ্ডের ভদ্রলোক আর নায়িকা হবে আস্ট্রিচের জরদা-লাল পালকযুক্ত টুপীপরা ইস্ট এণ্ডের এপ্রনধারিণী সাধারণ মেয়ে। তখন থেকেই বার্নাড শ ফুলওয়ালী মেয়ের কথা ভাবছেন।

অনেক দিন কেটে গেল। একদিন সেণ্ট জেম্‌স থিয়েটারে *Bella Donna* নাটক দেখছেন বার্নাড শ, থিয়েটারের অভিনেতা ম্যানেজার এক অঙ্কের বিরতির অবসরে বার্নাড শ'কে সাজঘরে আহ্বান করে হঠাৎ বললেন—আমাদের একটি নাটক দিন না।

বার্নাড শ তাঁর হাতে এনে দিলেন *Pygmalion*। আলেকজাণ্ডারের কাছে নাটকটি পড়ে শোনালেন বার্নাড শ। আলেকজাণ্ডার আহ্লাদে

আটখানা হয়ে বললেন—চমৎকার! এই নাটক নির্ঘাৎ হিট করবে। ফুলওয়ালীর ভূমিকায় যে-কোনও অভিনেত্রীর কথা বলবেন তাঁকেই আমি নেব, যতই খরচ হোক। তবে মিসেস ক্যামবেলকে এই ভূমিকা দেওয়ার চাইতে আমার মরাই ভালো।

বার্নাড শ বলছেন—তা হয় না, এই নাটক আমি ওর জন্যই ত' লিখেছি। বার্নাড শ বলেছেন, আমার যত দোষই থাক এই বিষয়ে আমি আন্তরিক সততা রক্ষা করবো।

বিপদ কিন্তু অন্য দিকে। কোনো নামকরা অভিনেত্রী এমন একটি অভব্য ভূমিকা নিয়ে ফুলওয়ালীর ভূমিকায় নামতে রাজী হবেন না। শুধু কি তাই, তার মুখের ভাষাও কদর্য—এপ্রন পরে মাথার টুপীতে অসট্রিচের জরদা-লাল পালক এঁটে বলতে হবে—Walk! Not bloody likely!

পার্কে বেড়াতে যাবে কি না ফ্রেডী আইনসফোর্ড হিলের এই প্রশ্নের উত্তরে ফুলওয়ালী এলিজাবেথ ডু লিটল এই কথাই বলেছিল। এ একেবারে অচিন্তনীয়—সকিং।

বার্নাড শ কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন। এই ভূমিকা নিয়ে সোজাসুজি ত' মিসেস ক্যামবেলের মত অভিনেত্রীকে ত' বলা চলে না—এই ভূমিকায় আপনাকে হাতের দস্তানার মত খাপ খাবে। অতএব একটা মতলব ঠিক করা হল। বার্নাড শ'র বান্ধবী এডিথ লিটিলটনকে লিখলেন, আপনাকে নাটকটি পড়ে শোনাতে চাই, আর সম্ভব হলে ঐ দিনই প্যাট্রিক ক্যামবেলকে যদি চায়ের নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন ত' ভালো হয়।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। *Bella Donna* নাটকের সাফল্যে তখন মিসেস ক্যামবেল উৎফুল্ল, এই চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গ না জেনে চায়ের আসরে সেদিন এসে হাজির হলেন।

মিসেস ক্যামবেলের কাজ ছিল শিল্পী, লেখক, অভিনেতা প্রভৃতিদের অপদস্থ করা। তাই এই আয়োজনে তিনিও খুশি, বার্নাড শ'কে জ্বালাতন করার সুযোগ পাওয়া যাবে, কম কথা নয়।

চা পানান্তে নাটক পাঠ সুরু হল। অতঃপর কি ঘটল তাঁর বন্ধু হেসকেথ পীয়রসনকে বার্নাড শ বলেছেন—

বেশ চলছিল, তারপর ফুলওয়ালীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হল Ah-ah-ah-oh-oh-oh-oo,—মিসেস ক্যামবেল তখনও বোঝেননি যে এই আস্তাকুঁড়ের ফুলওয়ালীই মূল ভূমিকা।

তাই সুযোগ বুঝে বললেন—মিঃ শ এ কি! দয়া করে এই বিশ্রী আওয়াজটা বন্ধ করুন—ওটা তেমন মধুর নয়।

বার্নাড শ অবিচলিত কণ্ঠে নাটক পাঠ করে চলেছেন এবং এই ধ্বনি আরো উৎকট করে তুললেন।

আবার মিসেস ক্যামবেল বললেন—ও কি! মিঃ শ, না না। এ বড় বিশ্রী। এমন বেয়াড়া শব্দ করবেন না, এ রীতিমত কুৎসিত কাণ্ড!

এবারও দৃকপাক করলেন না বার্নাড শ। তিনি এইবার আরো বিকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন—Aaaaaaaaaaah-oh-ooh !!! অতি বীভৎস ব্যাপার!

সহসা মিসেস ক্যামবেলের মনে সন্দেহ জাগল, এই কি তাঁরই ভূমিকা নাকি!

এ ভূমিকা অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর আছে। বার্নাড শ সব করতে পারেন। সতর্ক হয়ে মিসেস ক্যামবেল রসিকতা বন্ধ করে একমনে নাটক শুনতে লাগলেন।

গভীর স্তব্ধতার মধ্যে নাটক পড়ে চললেন বার্নাড শ—এবং পাঠ শেষে মিসেস ক্যামবেল বার্নাড শ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এমন একটি মহৎ নাটক পাঠ করে শোনানোর জন্য। নামভূমিকায় নির্বাচিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে এই কথা বললেন।

সেই দিনই স্থির হল, শ মিসেস ক্যামবেলের বাড়ি যাবেন আর সব খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করার জন্য। বার্নাড শ বলেছেন, আমি মিসেস ক্যামবেলের কাছে যাওয়ার সময় বেশ শান্ত সমাহিত ছিলাম, এমন এক ডজন ডেলাইলার চাইতেও আমি অনেক উঁচুতে, এই আমার ধারণা ছিল, শুধু ব্যবসাদারি কথাই বলা যাবে এই স্থির ছিল। মিসেস ক্যামবেলের মাকড়সার জালে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হল, তার হাত থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। ফলে বার্নাড শ ঘোরতর প্রেমে পড়লেন, এই অভিনেত্রীর

আকর্ষণ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পারলেন না। বার্নাড শ বলেছেন—and dreamed and dreamed and walked on air as if my next birthday were my twentieth. I could think nothing but a thousand scenes of which she was the heroine and I the hero—And I am on the verge of 56—

বার্নাড শ এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, লিখেছেন,—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মনোরম, এমন হাস্যকর আর কিছু ঘটেনি, শুক্রবার প্রায় এক ঘণ্টা একত্রে ছিলাম, ট্যাক্সিতে উভয়ে বেড়ালাম, কেনসিংটন স্কোয়ারে দু'জনে একসঙ্গে এক সোফায় বসলাম—আর আমার বয়স গায়ের আঙরাখার মত যেন খুলে পড়ল—পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা প্রেমে ডুবে আছি, আর শুধু এই জন্যই ওর সকল পাপ ধুয়ে-মুছে যাক।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল সেইকালের কথা তাঁর আত্মজীবনী *My Life and Some Letters* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল—

"আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে শ এই ধরনের কথা বলত—

আমি॥ ঈশ্বর কি?

উনি॥ আমিই ঈশ্বর।

আমি॥ বোকামি কোরো না।

উনি॥ মুখখানি না থাকলে তোমার কি হত?

আমি॥ আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

উনি॥ যা খুশি বলো, গাল দাও, আমার কিছু এসে যায় না। দু'শ বছর পরে পৃথিবীর লোক বলবে তুমি আমার রক্ষিতা এবং—আমাদেরই সন্তান।"

শ্রীমতী স্টেলা (মিসেস ক্যামবেল) এবং জোয়ীর (বার্নাড শ) অপরূপ বিরহ-মিলন-কথা বিস্তারিত ভাবে আগে বলা হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে শুধু *Pygmalion* সংক্রান্ত তথ্যই পরিবেশিত হবে।

প্রেমের প্রাথমিক পর্যায় কাটবার পর, বৈষয়িক কথাবার্তা শুরু হল, মিসেস ক্যামবেল স্বয়ং নাটকটি প্রযোজনা করা স্থির করলেন। প্রশ্ন উঠল, প্রধান

ভূমিকার নায়কের অংশ কে গ্রহণ করবে। মিসেস ক্যামবেল খুশিমত নানারকম নাম প্রস্তাব করতে লাগলেন। বার্নাড শ লোরেনের নাম প্রস্তাব করলেন, কিন্তু সেই কথা কানে তোলেন না মিসেস ক্যামবেল।

বার্নাড শ ছাড়বার পাত্র নন। মিসেস ক্যামবেল লোরেন সম্পর্কে যা খুশি বললেন, শ সেই কথা তাকে বলে এলেন—শুনে লোরেন যা মুখে এল বলল। সে সব কথা তিনি আবার মিসেস ক্যামবেলকে জানালেন।

মিসেস ক্যামবেল বিরক্ত হয়ে বললেন—এ তোমার দুষ্টুবুদ্ধির কর্ম। অবশেষে বার্নাড শ'র কৌশলে মিসেস ক্যামবেল এবং লোরেনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কে স্থাপিত হল।

লোরেন কিন্তু আমেরিকায় চলে গেল, সেখানে সে চুক্তিবদ্ধ, ফলে আবার কলহ সুরু হল। মিসেস ক্যামবেল রাগ করে বললেন—আমি জীবনে কখনো লিজার পার্ট করবো না, এই বলে দেশভ্রমণে চলে গেলেন।

এই কারণেই *Pygmalion* নাটক বার্লিন এবং ভিয়েনায় প্রথম অভিনীত হয়।

মিসেস ক্যামবেল এই সমসাময়িক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন—

জোয়ীর সঙ্গে গতকাল থিয়েটারে কিছু কথাকাটাকাটি হয়েছিল, সম্ভবতঃ *Pygmalion* সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে, আর আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ওকে বলেছি তুমি কোনোদিনই ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য হবে না। পরদিন এই চিঠি এল—

২১শে জুন ১৯১৩

* * * গতকাল যেন স্বর্গরাজ্যে গিয়েছিলাম। রাণীর সঙ্গে কথা বললাম, চমৎকার আর পরমা রমণীয় রমণী।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তিনি আমাকে অতি তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেন। আর আমি তাঁর মুগ্ধ ভক্ত তাঁকে স্তুতি জানিয়ে অসংখ্য মোমবাতি তাঁর উদ্দেশ্যে জালিয়ে দিলাম। অবশেষে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল, তাঁর অন্তর স্পর্শ করল, এখন আমার মাথায় স্বর্গীয় দ্যুতি—জি, বি, এস। * * *

Pygmalion নাটকের—B l o o d y কথাটি নিয়ে কিন্তু ভীষণ গোল

বাধলো। স্যার হার্বার্ট ট্রি মিসেস ক্যামবেলকে বলেছিলেন এই কথাটি উচ্চারণ কোরো না, যদি একান্তই করতে হয় ভালো ভাবে মোলায়েম করে ফেলো। থিয়েটার জগতে সবাই কানাকানি করে কি ভীষণ কুৎসিত কথা মিসেস ক্যামবেল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন। এই নিয়ে চলল তর্ক-বিতর্ক। Bloody কথাটি অন্য নাটকেও আছে এবং বলা হয়েছে সে কথা সবাই বিস্মৃত হলেন,—সকলে অবশেষে মনে করলেন লর্ড চেম্বারলেন কথাটি নিশ্চয়ই বাদ দিয়ে দেবেন, নয় বীরবোহম ট্রি মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলকে এই কথা আদৌ উচ্চারণ করতে দেবেন না। এমন কথাও উঠল, একথা যদি উচ্চারিত হয় তাহলে থিয়েটারে হট্টগোল সৃষ্টি হ'বে। অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নাটক নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু এই সব আশঙ্কার একটিও সত্য হল না, এবং যদিও সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আগে থেকে জেনে গেলেন মিসেস ক্যামবেল Not bloody likely কথাটি উচ্চারণ করবেন—অথচ যখন এই কথা কটি মিসেস ক্যামবেলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল প্রথমটা সবাই স্তব্ধ, তারপর হাসির রোল পড়ল, আবার স্তব্ধতা, তারপর আবার হাসির ঝড় উঠল।

এই কথাটি এদিনের মাপকাঠিতে কত সাধারণ কথা। অথচ অতীতে এই নিয়ে কি ভীষণ আন্দোলন হয়েছে। বার্নাড শ নাকি পরে দুঃখ করে বলেছেন কথাটি না দিলেই হত, শালীনতার খাতিরে নয়, কারণ তাঁর মতে এই কথা থাকার জন্য নাটকের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে লোকের দৃষ্টি ও মন অন্য দিকে গিয়েছে।

মিসেস ক্যামবেল বলেছেন, "আমি এক ককনি উচ্চারণ আবিষ্কার করেছিলাম এবং শ র খাতিরে মানবিক 'এলিজা ডুলিটল' সৃষ্টি করেছি। নাট্যকারের ক্রুটী-বশতঃ নাটকের শেষ অঙ্ক পাদপ্রদীপের আলোয় গোড়ার অংশের সঙ্গে পূর্ণ নাটকীয় গতিতে তাল রেখে চলতে পারে নি। উনি বললেন যে, এক আঙ্গুলে কোনো একটা সুর বাজাতে, কিন্তু কোনো রকমের গৎ আমার আয়ত্তাতীত নয়।

অভিনয় শেষে অনেকের চোখে জল এল—কারণ কেউ বুঝলো না যে-চরিত্র দুটিকে তারা মনে মনে ভালোবেসেছে তার শেষ পর্যন্ত কি হল! শেষটায় এলিজাবেথ সুবর্ণ রথে চড়ে স্বর্গগমন করল—আর কোনো মতে আমার কথাটি ফুরালো।

অবশেষে বার্নাড শ' একদিন 'এলিজাবেথ ডুলিটলের' শেষ কথা লিখলেন। আমি তা পড়িনি জেনে নীচের চিঠিখানি ১৭ই মার্চ ১৯১৭ তারিখে লিখেছিলেন—

....মূর্খতার চারটি স্তর আছে, প্রতিটি স্তর তার আগেকার চেয়ে গভীরতর।

১ ॥ এইচ (অর্থাৎ হিগিনস) এর মূর্খামি—

২ ॥ যে-মূর্খ বোঝে না যে সে কত মূর্খ তার মূর্খামি—

৩ ॥ যে-মূর্খ আমার কোনো রচনা পড়েনি তার মূর্খামি

৪ ॥ আর 'এলিজাবেথ ডুলিটলের' মূর্খামি, যে তার নিজের কাহিনীর শেষ অংশ পড়েনি—

এতখানি মূর্খামির অধিকারিণী একজন মাত্র আছেন, তাঁর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই চতুর্বিধ মূর্খামি একত্রিত হয়েছে আর আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে জড়িত হয়ে সারা য়ুরোপের চোখে হেয় হয়ে উঠেছি—জি, বি, এস।"

Pygmalion বার্নাড শ'র ব্যক্তিগত রচনার উদাহরণ। এর বৈশিষ্ট্য অনেক নাট্য-সমালোচকের কাছে হতাশা নয়। প্রথম দিকে মনে হয় বার্নাড শ'র বাঁধাধরা ফর্মুলা বা ছকে নাটকটি গঠিত। উদ্‌ঘাটন, জটিলতা সৃষ্টি করা, এবং পরিশেষে বিচার-বিশ্লেষণ।

কিন্তু আরো গভীর ভাবে বিচার করা যাক।

Pygmalion পঞ্চাঙ্ক নাটক, হেনরী হিগিনস এক ফুলওয়ালী মেয়েকে ডাচেসে রূপান্তরিত করার জন্য সচেষ্ট। প্রথম অঙ্কটি প্রস্তাবনা মাত্র, দুটি চরিত্রের পারস্পরিক আলোচনা। আসল নাটকীয় সংঘাত সুরু হয় দ্বিতীয় অঙ্কে, হিগিনস তার এক্সপেরিমেণ্ট করতে মনস্থ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে হিগিনসের experiment এর প্রাথমিক কাল, এলিজা ডুলিটল উচ্চশ্রেণীর সমাজে আবির্ভূত হয়ে কলের পুতুলের মত যান্ত্রিক ভঙ্গীতে বিচরণ করছে।

বের্গসঁ যাঁদের পড়া আছে তাঁরা সহজেই বুঝবেন এই অঙ্ক আর সব অঙ্কগুলি একত্রিত করলেও যে হাসি উদ্রেক করে না, সেই অট্টরোল সৃষ্টি করে কেন। এই কারণে মনে হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলি বিলম্বিত এ্যাণ্টি-ক্ল্যাইম্যাকস।

বার্নাড শ'র কি ভুল হয়েছে? যা চরম পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তা

উপেক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে এলিজাকে যখন ডাচেস হিসাবে এ্যামবাসাডারের পার্টিতে আনা হয়েছে, সেইখানেই যবনিকার কাল। চতুর্থ অঙ্কের পর্দা ওঠার পর দেখা যায় সব শেষ। এলিজা বিজয়িনী হয়েছে। হিগিনস পরিতৃপ্ত, বিরক্ত, সে চিন্তা করছে ততঃ কিম্। কমেডির যবনিকা পড়ল। তবে এর পরও আরো দুটি অঙ্ক আছে।

যদিচ মূল ঘটনা দুটি অঙ্কের মাঝামাঝি ঘটছে এবং শেষ দুটি অঙ্ক বিতর্ক এবং বিশ্লেষণ মাত্র, মৌখিক তলোয়ারের খেলায় নাটকীয় সংঘাতের অভিব্যক্তি। প্রতিটি চরিত্র তার আত্মপক্ষ সমর্থন করছে, নিছক বিতর্কসভা নয়, তারা এমন ভাবে কথা বলছে যেন তাদের জীবন বিপন্ন, এই তর্কের যুক্তিজালে তাকে বাঁচতে হবে।

এলিজা কথা বলছে মুক্তির জন্য, হিগিনস কথা বলছে তার ওপর স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য। এই জাতীয় আলাপাচারের সমাপ্তির অর্থ একটি বক্তব্যের সম্পর্কে বিবৃতি নয়—একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ইবসেনের নোরা দরজা বন্ধ করে দেয়, ইবসেনের এল্লিডা বাড়িতেই থেকে যায়। এলিজার কি হবে? ফুলওয়ালী এখন ডাচেস, তার কি গতি হবে? যা ছিল মূর্তি মাত্র তা এখন রক্তমাংসের গ্যালাটিয়া, তার কি উপায়?

মূল রোমান্স উইলিয়াম মরিস কর্তৃক কাব্যে রূপায়িত, সেখানে পিগম্যালিয়ন গ্যালাটিয়াকে শেষ পর্যন্ত স্বামিত্বে বরণ করে। ডবলু, এস, গিলবার্টের নাটক *Pygmalion and Galatea* মূল গ্রীক উপাখ্যানকে ভিত্তি করেই গঠিত। বার্নাড শ'র ক্ষেত্রে তাই হওয়া সম্ভব ছিল, এখানে পিগম্যালিয়ন জীবনদাতা, প্রাণপ্রতিষ্ঠাকার পিগম্যালিয়ন সজীবত্বের প্রতীক। এলিজার মৌল অপরাধ সে দরিদ্র, সে ত্রুটি তার ঘুচে গেছে। সেই সঙ্গে অজ্ঞতাও ঘুচেছে কি? কিংবা হিগিনস এবং এলিজা বার্নাড শ'র *Man and Superman*-এর 'শিল্পী মানব' এবং 'জননী নারী'তে পরিণত হতে পারে না? হয়ত পারত, বার্নাড শ যদি রূপক হিসাবে গল্পটি গ্রহণ করিতেন।

রোমান্সের পিগম্যালিয়ন একটা পাথরের মূর্তিকে মানবত্ব দান করেছে—আর শ'র *Pygmalion* মানুষকে প্রতিমূর্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে।

এলিজা ডুলিটল তাই ডাচেসের ভূমিকায় কলের পুতুল মাত্র। কিংবা একটি ফুলওয়ালীর জীবনে মানবিক বিলাসের অবকাশ নেই। এ আর এক জাতীয় পুতুল। ডাচেসের জীবনে নীতির চাইতে আচরণটাই বড়ো।

অনেকে মনে করেন, ডাচেস হিসাবে গৃহীত হওয়ার পর নাটকের সমাপ্তি ঘটা উচিত ছিল, অনেকে আবার বলেন, হিগিনসের ব্যবহারে এলিজা যখন মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করছে সেইখানেই দাঁড়ি টানা উচিত ছিল। এলিজার ভূমিকাটিতে সর্বপ্রথম যিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে মঞ্চে সফল করেছিলেন, সেই মিসেস ক্যাম্‌বেলের মতে—

The last act of the play did not travel across the footlight with as clear dramatic sequence as the preceding acts—owing entirely to the fault of the author.

পঞ্চম অঙ্কটি কিন্তু আদৌ অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় নয়। নাটকের এইখানেই 'ক্লাইম্যাকস্' বা চূড়ান্ত পরিণতি। চতুর্থ অঙ্কে এলিজার প্রতিবাদের অর্থ, আত্মার জন্ম—কিন্তু শুধু জন্মটাই সব নয়। জন্মের সঙ্গে তার বিকাশের প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার। হিগিনসের সঙ্গে এলিজার যে কথোপকথন তা নাটকীয় উৎকর্ষের দিক থেকে অপূর্ব।

এর কাহিনী নাটকীয় ঘটনা হিসাবেও অতুলনীয়। দুটি বিশিষ্ট চরিত্র তর্কযুদ্ধে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জীবন-মরণ যুদ্ধে জড়িত। আগস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের ভঙ্গীতে এই তর্কযুদ্ধ রচিত,—যৌন সম্পর্ক বিরহিত তর্ক। হিগিনস বিবাহে রাজী নয়। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিধানে যে সম্পর্ক থাকা সম্ভব সেই সম্পর্কটুকুই রক্ষা করায় হিগিনসের অধিকতর আগ্রহ। এলিজাও বিবাহ করতে.রাজী কিন্তু হিগিনসকে নয়।

এই চূড়ান্ত দৃশ্যে এলিজা তার স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর, সে মুক্ত মানবী, তাই সে বলে—

লিজা॥ দয়া যদি নাও পাই আমি স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই।

হিগিনস॥ স্বাধীনতা? এ সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বলতা। আমরা সকলেই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই তাই।

লিজা ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়) আমি তোমাকে দেখাবো যে আমি তোমার প্রতি নির্ভরশীল নই। তুমি ধর্মপ্রচার করতে যেমন পারো আমিও তেমনি লোকশিক্ষা দেব—

হিগিনস ॥ কি শেখাবে ? সে আবার কি বস্তু ?

লিজা ॥ যা শিখিয়েছ এতদিন, ফনেটিকস্ (ধ্বনিতত্ত্ব) শেখাবো।

হিগিনস ॥ হা! হা! হা!

লিজা ॥ প্রফেসর নেপেনের সহকারী হব।

হিগিনস ॥ (উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়) কি! সেই ভণ্ড প্রতারক, জুয়াচোরের সহকারী হবে! আমার পদ্ধতি তাকে শেখাবে? আমার আবিষ্কার ? তুমি ওদিকে এক পা বাড়ালেই আমি তোমার গলা টিপে ধরবো! (গায়ে হাত দিয়ে) বুঝলে ? শুনছো আমার কথা।

লিজা ॥ (উদ্ধত ভঙ্গীতে) বেশ তাই করো। কিছু এসে যায় না আমার। জানতাম একদিন এমনই হবে।

(হিগিনস লিজাকে ছেড়ে দেয়, রাগে মাটিতে পা ঠুকতে থাকে।)

এই উক্তির সঙ্গেই এলিজা তার বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করল।

॥ কুড়ি ॥

সোনার মেয়ের সাফল্য

বার্নাড শ'র *Pygmalion* অপূর্ব শিল্পকর্ম। প্রথম অঙ্ক যদি পূর্বরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে নাটকটির বাকী চারটি অঙ্ক দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। দুইটি খণ্ডই গ্রীক উপাখ্যানের পিগমালিয়ন উপকথার সঙ্গে খাপ খায়। গ্রীকপুরাণে সাইপ্রাসের এক রাজা এক রমণীর ভ্রষ্টাচারে নারী-জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি এক হস্তিদন্তনির্মিত প্রতিমা তৈরী করে স্বয়ং তারই প্রেমে পড়েন এবং মূর্তিটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবী ভেনাসের কাছে প্রার্থনা জানান। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হলে তিনি শেষে মূর্তিটিকেই বিবাহ করেন।

বার্নাড শ-কৃত নাটকের ফুলওয়ালী প্রথম অংশে ডাচেসে রূপান্তরিত হয়, আর দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় সেই ডাচেসই রক্তমাংসের নারীত্বে পরিবর্তিত হয়েছেন। এই দুটি অংশই প্রধান, এ্যামবাসাডারের নিমন্ত্রণ তাই অতি নাটকীয় মনে হয় হয়। *Pygmalion* সংগঠনের দিক দিয়েও সর্বতোভাবে নাটকীয়। *War and Peace* উপন্যাসে নাটাশা বালিকা বয়স থেকে নারীত্বে পৌঁছায় পাঠকের অজ্ঞাতসারে আর *Pygmalion* নাটকের এলিজার ক্রমবিকাশ ধাপে ধাপে। অঙ্কের পর অঙ্কে।

Pygmallion সম্পর্কে বার্নাড শ'র মমতা এবং আগ্রহ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই নাটকের রিহার্সেলে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন তিনি যথাসময়ে হাজির হয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি নজর রাখতেন। কোনো এক দৃশ্যের মধ্যপথে মাঝে মাঝে ট্রিকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যেতে হত, ফিরে এসে তিনি দেখতেন বার্নাড শ তাঁর 'বদলী'কে দিয়েই মহলা চালিয়ে গিয়েছেন। ট্রি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার গোড়া থেকে সুরু করার জন্য জেদ ধরতেন। বার্নাড শ আপত্তি না করলেও অসন্তোষ প্রকাশ করতেন।

শ লিখেছেন, *Pygmalion* নাটকের এক অংশে নায়িকা উত্তেজিত হয়ে নায়কের মুখে তার জুতা ছুঁড়ে রাগ প্রকাশ করেন। প্রথম বার রিহার্সেলের সময় আমি একজোড়া অতি নরম ভেলভেটের চটি সংগ্রহ করেছিলাম। আমি জানতাম, মিসেস ক্যামবেলের লক্ষ্য অব্যর্থ এবং অমোঘ। ট্রির মুখে নির্ভুল ভাবে সেই জুতা নিক্ষিপ্ত হল। কিন্তু অতি বিড়ম্বনাময় ফল হল। ট্রি ভুলে গেলেন এটি নাটকের অংশভুক্ত, মনে করলেন মিসেস ক্যামবেল সহসা ঘৃণা এবং ক্রোধবশে ইচ্ছা করেই এই জঘন্য আক্রমণ করলেন। শারীরিক আঘাত তেমন না ঘটলেও নিদারুণ মানসিক আঘাত পেলেন ট্রি।

তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আর থিয়েটারের সবাই ভীড় করে তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগল।

সবাই বোঝালো ঘটনাটা নাটকেরই একটা অংশ, কেউ কেউ 'প্রমটবুক' এনে দেখালো তাদের উক্তি সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এমনই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ট্রি যে, মিসেস ক্যামবেলকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তবে আবার ট্রিকে দিয়ে সেদিনের রিহার্সেল শেষ করতে হয়।"

এর ফলে মিসেস ক্যামবেল বিশেষ সতর্ক হয়ে যাতে আর তাঁর গায়ে চটি জুতা না পড়ে তার চেষ্টা করতেন। ফলে এই দৃশ্য স্টেজের ওপর তেমন স্বাভাবিক হয়ে জমেনি।

বার্নাড শ শুধু যে তাঁর অধিকারভুক্ত বিভাগেই মাথা ঘামাতেন তা নয়। সব কিছুতেই কথা বলতেন। কেউ কিছু আপত্তি করতো না।

একদিন এত বেশী মাত্রায় সর্ববিষয়ে টিক-টিক করতে স্বরু করলেন যে, অবশেষে বিরক্ত হয়ে ট্রি ব্যঙ্গ করে বললেন—

মিঃ শ, আমার মনে হয়, আমি হয়ত শুনে থাকবো, বা কোথায় পড়ে থাকবো যে, এই থিয়েটারে বর্তমান কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় আপনি আসার আগেও নাটক প্রযোজিত হয়েছে এবং অভিনীত হয়েছে। আপনার মতে হয়ত তা সম্ভব নয়। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয়েছে বলতে পারেন?

বার্নাড শ সোজাসুজি সাধারণ মানুষের মত বললেন—কি জানি, বলা কঠিন, আমার মনে হয়, আপনারা বিজ্ঞাপন দিতেন আজ সাড়ে আটটায়

অভিনয় হবে, তারপর দোরগোড়ায় প্রবেশমূল্য নিতেন। সুতরাং যেন-তেন-প্রকারেণ অভিনয় করতেও হত। এ ছাড়া আর কি জবাব হতে পারে বলুন?

এই সময় মিসেস ক্যামবেল তাঁর আসন্ন বিবাহের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নিয়মিত ভাবে রিহার্সেল দিতেন না, যান্ত্রিক ভঙ্গীতে মুখস্থ পার্ট বলে যেতেন। বার্নাড শ'র চিঠিপত্রের জবাবও দিতেন না। নাটকে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ইতস্তত টেনে সরিয়ে দিতেন। শ শেষকালে সেগুলি স্টেজের সঙ্গে স্ক্রু-দিয়ে এঁটে দিলেন। ট্রি মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে শূন্যমার্গে হাত উঠিয়ে চীৎকার করতেন। কিন্তু আশ্চর্য! মিসেস ক্যামবেল প্রথম অভিনয় রজনীতে চমৎকার ভাবেই তাঁর ভূমিকাভিনয় করে গেলেন।

এই নাটক পরবর্তী কালে চিত্ররূপ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল প্যাস্‌কাল, সেই কাহিনীও চমকপ্রদ।

সম্পূর্ণ অপরিচিত ভ্রাম্যমান এক যুবক হোয়াইটহল কোর্টে বার্নাড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন। নিঃসম্বল এবং পরিচয়হীন সেই যুবকের অদৃষ্টটা ভালো —বার্নাড শ'র সঙ্গে এক শুভক্ষণে তাঁর দেখা হয়ে গেল। শ'র মনটা তখন প্রসন্ন ছিল। শ-দম্পতি এই হাঙ্গেরীয় যুবকের কথায় মোহিত হয়ে গেলেন। যেন এক ভক্তিমান ক্রীতদাস, যেন প্রাচ্যদেশীয় উপকথায় বর্ণিত গুরুচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনুগত-ভক্ত। এই ধরনের শিষ্যের সন্ধানেই যেন বার্নাড শ এতকাল পথ চেয়ে বসেছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল সময় বুঝে তার বক্তব্য নিবেদন করল। তার অন্তরের বাসনা গুরুদেবের নাটকের চিত্ররূপ দান করবে। উৎসাহ, উত্তেজনায় উৎফুল্ল গ্যাব্রিয়েল বলল—গুরুদেব, এই ম্যাজিকের বলে আপনার নাটক, আপনার বাণী পৃথিবীর দূরতম প্রান্তরে পৌছাবে। গুরুদেব, এখন আপনি গাঁয়ের লোকের কাছে সোজাসুজি কথা বলবেন, চাষী, মজুর, খনিশ্রমিক, কলের কুলি সবাই আপনার কথা শুনতে পাবে, আপনার অমৃতবাণীর সন্ধান পাবে। দেখবেন গুরুদেব, সে কি ব্যাপার!

শ-দম্পতিকে গ্যাব্রিয়েল একা থাকতে দেয় না, দিনরাত ছায়ার মত ঘিরে

আছে, তাঁদেরও এতটুকু বিরক্তি নেই, আপত্তি নেই। আর গল্প যা বলে, অদ্ভুত, অপূর্ব, অবিশ্বাস্য। চমকপ্রদও বটে।

গ্যাব্রিয়েলের জন্ম নাকি এক রাজপুত্র ও বেদেনীর বিবাহের ফল। প্রথম মহাযুদ্ধে সে অদৃশ্যভাবে ঘোড়সওয়ার হয়ে শত্রুসৈন্যের মধ্যে অবলীলাক্রমে ঘুরেছে, এবং সেই একমাত্র প্রাণী যে অক্ষত শরীরে ফিরে আসতে পেরেছে।

চীনদেশে গিয়েছিল একটা বড়ো দরের ফিল্মে কনট্রাক্ট পেয়ে, এমন সময় বাণী এসে পৌছাল কানে, বাণী নয় দৈববাণী। যাও এখনি জর্জ বার্নাড শ'র কাছে যাও, তাঁর কাছেই পাবে তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই আপনার কাছে এলাম গুরুদেব!

বার্নাড শ সব শোনেন। কোনো কথা বলেন না, হ্যাঁ কিংবা না কিছুই নয়। আর গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল প্রতিদিন এমনই আষাঢ়ে গল্প বার্নাড শ'কে শুনিয়ে শূন্যহাতে হ্যামারস্মীথের এক সস্তার হোটেলে পরিবেশকের কাজ করে দুবেলা দুমুঠো অন্নের যোগাড় করে নেয়।

অবশেষে মরিয়া হয়ে একদিন সে বার্নাড শ'কে বলল—আর ত আমি অপেক্ষা করতে পারি না, পাঁচ দিনের মধ্যে যদি আপনি কোনো কথা না দেন ত আমি তিব্বতে চলে যাবো। শুক্রবার তেরই ডিসেম্বর বেলা চারটে পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় থাকবো, আপনার বাণীর অপেক্ষায়।

সেই দিন ঠিক বেলা চারটের সময় বার্নাড শ'র কাছ থেকে এলো *Pygmalion* এর সই-করা চুক্তিপত্র আর একখানি ফটোগ্রাফ, তাতে লেখা—জি, বি, এস।

ছবি তোলার সব টাকার দায়িত্ব গ্যাব্রিয়েল প্যাসকালের, এক পয়সা বার্নাড শ দেবেন না, আর নাটকের একটি কথাও অদল বদল করা চলবে না, এই তাঁর চুক্তি।

শ লিখেছেন—গ্যাব্রিয়েল যেন আকাশ থেকে এসে পড়লো। তার আগে এমন কাউকে পাইনি যে অঙ্গহানি না করে আমার নাটকের চিত্ররূপ দিতে চায়, নাটককে হত্যা করে তার সর্বনাশ করতেই তারা যেন বেশী আগ্রহান্বিত।

গ্যাব্রিয়েল এলো হঠাৎ ঝড়ের মতো, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে *Pygmalion* নাটকটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললুম, এই নাও, তোমার এক্সপেরিমেণ্ট চলুক এই নাটক নিয়ে! ওর স্টুডিয়ো চিত্রনাট্য লেখকে বোঝাই হয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েল বুঝলো তারা যা করতে চায় সবই ভুল, আর আমি যা করি সবই সার্থক! স্বভাবতঃই আমিও তার সঙ্গে একমত হলাম।

কনট্রাক্ট পকেটে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল সকলকে বিজয়ীর গর্বে বলে বেড়ায়। তোমরা ইংরেজরা, বার্নাড শ'কে বোঝোনি, বুঝতে পারো না। তোমরা জানো না লোকটার অন্তর কত মহৎ, কত বড়ো। পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত মানব। তাঁরই বাণীর সুরতরঙ্গে আমি তরঙ্গায়িত।

নিঃসহায়, নিঃসম্বল এবং ব্যবসা ও ফিল্ম ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হয়েও গ্যাব্রিয়েল এই রকম অবিশ্বাস্য পদ্ধতিতেই অনেক অর্থ সংগ্রহ করলো। কনট্রাক্ট হাতে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল দোরে দোরে ঘুরতেই ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডার তার ঝুলিতে এসে পড়ল। লেসলী হাওয়ার্ড আর ওয়েণ্ডি হিলারকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে পাইনউডে ছবি তোলার কাজ সুরু হল। লেসলী হাওয়ার্ড একধারে ডাইরেক্টর এবং অভিনেতা, তাই এ্যানটনি এ্যাসকুইথকে নেওয়া হল সহযোগী ডাইরেক্টর হিসাবে।

প্রতিটি স্টিল ফটোগ্রাফ বার্নাড শ'কে পাঠানো হত পরীক্ষার জন্য আর গ্যাব্রিয়েল প্যাসকালের গুরুদেব মাঝে মাঝে স্টুডিয়োতে এসে প্রতিটি ঘটনা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতেন। *Widowers' House's* যখন মঞ্চস্থ হয় তখন বার্নাড শ যেমন উৎসাহিত হয়েছিলেন, খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই উৎসাহ আবার ফিরে এল। প্যাসকাল তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তার সব কথাতেই তিনি রাজী। এমন কি বাথরুমের দৃশ্যে এলিজাবেথকে সাবানের ফেনায় ডুবে ভাসবার পর্যন্ত অনুমতি দিলেন।

আশ্চর্য কাণ্ড! এই ভাবে তোলা *Pygmalion* ছায়াছবি বিরাট সাফল্য অর্জন করলো। বিশেষতঃ আমেরিকায়।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল মুরুব্বির মতো বলতে লাগল—

"ব্রিটিশ প্রযোজকদের উচিত মহৎ লোকদের রচনার ছবি তোলা,

আমেরিকা বাঁদুরে গল্প চায় না, তাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে সে সব আছে। ওখানকার সবাই বার্নাড শ'র জন্য পাগল। তাঁর কাহিনী ত আর বাঁদুরে গল্প নয়।"

বার্নাড শ কিন্তু কিঞ্চিৎ বিপদে পড়লেন এই সাফল্যে, বললেন এই ফিল্মের লভ্যাংশের জন্য দেয় ইনকম্ ট্যাক্স দিতে আমি ফতুর হয়ে গেলাম

এই *Pygmalion* ছায়াছবি দেখে জর্জ বার্নাড শ'কে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানালেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল।

১. ১২. ১৯৩৮

"প্রিয় জোয়ী,

তোমার আশ্চর্য নিরাময় সংবাদ পেয়ে আনন্দাভিভূত হয়েছি—আমি একজন মহিলাকে জানি, যিনি দিনে দুবার কিছু পরিমাণ লিভার (মেটুলি) সেদ্ধ করে খান, কিন্তু কখনও মাংস স্পর্শ করেন না। যাই হোক্, তুমি এবং শার্লোট 'রাজকীয় মর্যাদায়' গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করেছ এবং কেন হবে না, শুনলাম দুজনকেই নাকি বেশ ভালো দেখাচ্ছিল। একজন বন্ধুর মুখে *Pygmalion*-এর বিরাট সাফল্যের সংবাদ পেলাম, চেস্টার ফিলডের ওডিয়ন থিয়েটারে এক সপ্তাহে একুশ হাজার সিটের টিকিট বিক্রী হয়েছে, সেখানকার জনসংখ্যা তেইশ হাজার মাত্র।

শুনলাম খনিশ্রমিকরা সোজা খনি থেকে বেরিয়ে সেই মলিন পোশাকে তোমার নাটক দেখে রস উপলব্ধি করেছে। আর তুমি লভ্যাংশের পার্সেন্টেজ পাচ্ছ। এখন নিশ্চয়ই এত টাকা হাতে পাচ্ছ যে কি করবে এত টাকার কাঁড়ি দিয়ে ভেবে পাও না। আমি একদিন এই নাটক নিয়ে কি যে করেছি সে কথা কি মনে আছে?

ট্রির কাছে নাটকটা নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, তোমাকে আমন্ত্রণ করে নাটকটি তোমার মুখ থেকে শোনার জন্য। বলেছিলাম আমিই এলিজার ভূমিকা নেব। রিহার্সেলের সময় তোমার কাছ থেকে অনেক অপমান সয়েছি। দিনরাত্রি খেটেছি ঠিক মতো উচ্চারণের জন্য। ড্রপসিন ওঠার আগে ট্রি এসে আমাকে অনুনয় জানিয়েছে '*Bloody*' কথাটি বাদ দেওয়ার জন্য, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি (খনির শ্রমিকেরা অভিনয় দর্শনে

কেমন হাসছে দেখতে ইচ্ছা করে)। এলিজাবেথকে সাধারণ এবং সুন্দরী হিসাবে প্রদর্শন করার জন্য আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে, তুমি বোধ হয় সে সব ভুলে গেছ এতদিনে ?

...আমি একটা ছোট ঘরে এখানে পড়ে আছি, তবে কিঞ্চিৎ আগুনের উত্তাপ আছে, আর আছে তুইলেরিস গার্ডেনসের সৌন্দর্য আর সারাদিন উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ঘেরা বারান্দা রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে, সুতরাং সিক্ত বা শুষ্ক অবস্থায় বাইরে বেড়ানো যায়। তিনখানা বাড়ির পরে থাকেন ডিউক এ্যাণ্ড ডাচেস অব উইণ্ডসর,—ডিউক সৌম্য-সমাহিত, ডাচেস শান্ত......স্টেলা।"

পত্রখানি যেন রাজ্যহারা অনাথার আর্তনাদ!

বার্নাড শ-এর উত্তর দিলেন—তোমার চিঠি মিথ্যার মালা, ওর দু' পয়সাও দাম নয়।

আহত অভিমানে মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল লিখলেন এই চিঠির জবাবে —মিথ্যার মালা কথাটির অর্থ? তোমার স্মৃতিবিভ্রম হলেও হয়ত এ কথা ভোলোনি যে আমি সত্য কথাই বলি। জীবনের প্রাসাদের অনেক বাতায়ন, প্রতিটি অংশে বিভিন্ন দৃশ্য। আত্মার আবাসেও সেই অবস্থা, সেখানেই কল্পনার বাসা। যারা দুঃশীলা আর দুর্বল তারাই শুধু মিথ্যা বলে। আমার সঙ্গে *Pygmalion*-এর সম্পর্ক বেদনাময়—অপরের কাছে এর মূল্য দু' পয়সাও নয়।

Pygmalion নাটক সম্প্রতি *My Fair Lady* (আমার সোনার মেয়ে) এই নামে গীতিনাট্য হিসাবে মার্কিণ মুল্লুকে অভিনীত হচ্ছে। আমেরিকার অভিনয়রসিক শ্রোতারা দিনের পর দিন পরম সাগ্রহে এই নাটকাভিনয় দেখছেন। এক বছরের আগাম টিকিট নাকি বিক্রী হয়ে গেছে। বাংলা ছায়াছবিও নাকি হচ্ছে।

ইদানীং ইংলণ্ডে *Pygmalion* নাটক নিয়ে একটা বিতর্ক উঠেছে। মিঃ জেমস বেনেট নামক জনৈক বৃটিশ লেখক বলতে চান বার্নাড শ এই নাটকের

আইডিয়া দশ বছরের মেয়ে এথেল টার্নারের *Child of the Children* নামক কাহিনী থেকে বেমালুম গ্রহণ করেছেন ঋণ স্বীকার না করে। এই কাহিনীটি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *Windsor Magazine*-এ প্রকাশিত হয়। জেমস বেনেট বলেছেন—সাদৃশ্য এত বেশী যে ব্যাপারটিকে কাকতালীয় বলা যায় না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বার্নাড শ এই কাহিনীটিই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

Windsor Magazine-এর প্রকাশক Ward Lock কোম্পানীর প্রতিনিধি বলেছেন—আমরাও একথা মানি,—তবে শ নাটকটিকে চমৎকার ভাবে গড়েছেন।

এথেল টার্নারের ছেলে অস্ট্রেলিয়া থেকে লণ্ডন টাইমসে চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন—আমার জননীর প্রিয় লেখক ছিলেন বার্নাড শ। তাঁর লাইব্রেরীতে বার্নাড শ'র সব গ্রন্থই ছিল। তিনি কোনো দিন এই বিষয় কিছু বলেননি, তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল বার্নাড শ'র প্রতি।

এথেল টার্নারের কাহিনীর সঙ্গে *Pygmalion* নাটকের সাদৃশ্য অনেক। টার্নারের গল্পের নায়িকার নামও এলিজা, ধনীরা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে-ছিলেন, সম্ভ্রান্ত মহিলায় রূপান্তরিত করাই ছিল উদ্দেশ্য, ছোটদের একটা পার্টিতে গিয়ে সে এমন কাণ্ড করলো যা সবাইকে বিস্মিত করল।

বার্নাড শ'র নাটক *Pygmalion*-এ ফুলওয়ালী এলিজা ডুলিটলের রূপান্তর কাহিনী। কলের পুতুলের মত এলিজা উচ্চ-কোটির সমাজকে চমকিত করেছে এ্যামবাসাডারের পার্টিতে।

যে বছর (১৮৯৭) এথেল টার্নারের কাহিনী *Windsor Magazine*-এ প্রকাশিত হয়, সেই বছরই *Ceasar and Cleopatra* নাটক লিখছিলেন বার্নাড শ, সেই সময় এলেন টেরীকে একটি চিঠিতে জানান, এই এই ধরনের একটা নাটক লিখতে হবে।

আর, এফ, র‍্যাটরে *Bernard Shaw—A Chronicle and Introduction* নামক গ্রন্থে বলেছেন, রঁদার স্টুডিয়োতে বসে এই নাটকের পরিকল্পনা বার্নাড শ'র মাথায় উদিত হয়। ডব্লু, এস, গিলবার্ট লিখিত *Pygmalion and Galatea* নাটকটির কথাও তাঁর মনে ছিল।

বার্নাড শ স্বয়ং বলেছেন, ডাবলিনে পিতার সঙ্গে বাসাবাড়িতে থাকার

সময় এই নাটকের কথা মাথায় আসে। একথাও বলেছিলেন, '*Perigrine Pickle*' থেকে তিনি কিছু আইডিয়া পেয়েছেন।

আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং সেভিয়ান পণ্ডিত অধ্যাপক ড্যান লরেন্স বলেছেন—"বার্নাড শ একটা দশ বছরের মেয়ের লেখা চুরি করেছেন, এ বড়ো ভয়ানক কথা! আমি এর এক বিন্দুও বিশ্বাস করি না।"

॥ একুশ ॥

চিকিৎসক-সংকট

একবার আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালে বার্নাড শ পিচ্ছিল সামুদ্রিক পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পায়ের গোড়ালি ভাঙলেন। যন্ত্রণায় তিনি অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন, তাঁর স্ত্রী শার্লোট সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি একজন গ্রাম্য ডাক্তারকে ডাকতে গেলেন, তার কিছুদিন আগে তিনি পড়েছিলেন বার্নাড শ'র "*The Doctor's Dilemma*", সুতরাং নাট্যকারের বেদনা উপশমে সাহায্য করতে তিনি রাজী নন। অবশেষে অবশ্য শার্লোটের সঙ্গে এসেছিলেন, যদি না আসতেন তাহলে শার্লোট তাঁকে টুকরো করে ফেলতেন।

যে বছর *Major Barbara* লিখিত হয়, সেই বছর শার্লোটের আগ্রহাতিশয্যে বার্নাড শ আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, ত্রিশ বছর আগে মাতৃভূমি ছাড়ার পর এই তাঁর প্রথম মাতৃভূমিতে পদার্পণ।

এর পরের বছর (১৯০৬) গ্রীষ্মকালে বন্ধু উইলিয়াম আর্চার এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, বার্নাড শ এ পর্যন্ত ট্রাজেডি লিখতে পারেন নি। ট্রাজেডি অর্থে বিয়োগান্ত, যার পরিণতি মৃত্যুতে। বার্নাড শ'র পক্ষে মৃত্যুকে নাটকায়িত করার যথেষ্ট শক্তিরও হয়ত অভাব আছে। তাই যদি হয় তাহলে প্রমাণিত হয় বার্নাড শ খণ্ড প্রতিভামাত্র, পরিপূর্ণ নয়, কারণ তিনি হাসির কারবারি, যার ভিত্তি আনন্দে। অশ্রুভরা বেদনার কোনো সন্ধানই তিনি রাখেন না।

আর্চারের এই অভিযোগ নিয়েই কথাবার্তা চলছে, এমন সময় গ্রানভিল বার্কার এসে হাজির। কোর্ট থিয়েটারের জন্য এখনই একটা নতুন নাটক চাই—এই তাঁর দাবী।

তাই সে কর্নওয়ালের মেভাগিসে ছুটে এসেছে।

শার্লোটের কাছেই গ্রানভিল বার্কার কথাটা তুলেছিল। শার্লোট অসীম বুদ্ধিমতী, তিনি এই প্রসঙ্গে নানা কথা বলছেন।

এমন সময় বার্কার হঠাৎ বলে উঠল—

—লণ্ডন হাসপাতালে একজন ডাক্তারের চিকিৎসা হচ্ছে, তাঁর টি, বি, হয়েছে।

—ডাক্তারেরও টি, বি? কী আশ্চর্য! কুমীরের জ্বর?

—ডাক্তাররা কি পরিমাণ উৎসাহ অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিতদের বাঁচাবার জন্য নষ্ট করে।

—সে আবার কি?

—যেমন কোনো হত্যাকারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে যদি অসফল হয় তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য কি যত্ন। কারণ তাকে সুস্থ শরীরে দণ্ড দিতে হবে।

—কিন্তু কোনটা বাঞ্ছনীয় এবং কি অবাঞ্ছনীয়, তার বিচার করবে কে? যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর মনে করি তাদের যত্ন করা যে সময় ও উৎসাহের অপচয়, এর বিচার করবে কে?

বার্নাড শ গ্রানভিলের প্রস্তাব চিন্তা করছিলেন। আর আলাপাচার শুনছিলেন। তাঁর মাথায় কোনো নতুন নাটকের প্লট নেই।

সহসা শার্লোট বার্নাড শ'র দিকে তাকিয়ে বললেন—সেণ্ট মেরী হসপিটালে সার আমরথ রাইটের সঙ্গে যখন, আমরা কথা বলছিলাম তখন একজন হঠাৎ এসে কি প্রশ্ন করেছিল মনে পড়ে?

বার্নাড শ বললেন—মনে নেই, ঠিক কি হয়েছিল বলো ত?

শার্লোট বললেন—সার আমরথের সহকারী এসে বলল তাঁর রোগীদের দলে একজনকে নিতে পারেন কি না। তিনি তখন নতুন পদ্ধতিতে (opsonic method) যক্ষ্মা চিকিৎসা করছেন। রোগীর সংখ্যা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ। স্যার আমরথ এই অনুরোধ শুনে বলেছিলেন—চিকিৎসার যোগ্য ত? (Is he worth it ?)।

তুমি তখন বলেছিলে মনে করে রাখো, এর ভেতর নাটকের উপাদান আছে।

বার্নাড শ বললেন—ঠিক বটে, কিন্তু তুমি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আগে এতটুকু মনে ছিল না। আর্চারের অভিযোগের উত্তরে ডাক্তার আর মৃত্যু নিয়েই নতুন নাটক লিখবো।

সারাজীবন ডাক্তার আর ওষুধ নিয়ে বার্নাড শ'কে কাটাতে হয়েছে, সত্তর

বছর বয়স পর্যন্ত মাসে মাসে একবার অন্ততঃ তিনি মাথাধরার আক্রমণে বিশেষ কষ্ট পেয়েছেন। তাই ওষুধ আর ডাক্তার তাঁর পরিচিত বিষয়। তাঁর ধারণা ছিল নিয়মিত ব্যায়ামের অভাবেই এই দুর্দশা।

শ বলেছেন—আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো আমিও মাঝে মাঝে মাথাধরার যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। এর উপশম করার চেষ্টা করে রেজিষ্টার্ড ও অ-রেজিষ্টার্ড ডাক্তার সবাই হার মেনেছেন। কিন্তু একজন চমৎকার রমণী স্বেচ্ছায় আমার পাশে মৌন ধ্যানে বসে আমার মাথাধরা সারিয়েছিলেন, কি জানি কি যে হল, হয়ত তাঁর রূপমাধুরীর মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ যারা শিরঃপীড়ায় ব্যাসিলি ভক্ষণ করে তাদের উত্তেজিত করে আমার ব্যাধি উপশম করেছে; স্যার আমরথ রাইটই ভালো বলতে পারবেন।

সর্বদাই ত' আর এমন সৌভাগ্য হত না, তাই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হত। একদিন এমনই আক্রমণের পরে তাঁর সঙ্গে উত্তরমেরুর আবিষ্কারক নানসেনের সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি এখন সবে আবিষ্কার করে ফিরেছেন, কি তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি!

বার্নাড শ বললেন—আচ্ছা, আপনি মাথাধরার কোনো ওষুধ আবিষ্কার করেছেন?

নানসেন চমকে উঠলেন, এ আবার কি প্রশ্ন! তিনি সবিস্ময়ে বললেন—না তো!

শ আবার বললেন—কোন দিন কি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন?

—না। নানসেন জবাব দিলেন।

—কি আশ্চর্য! একেই বলে আশ্চর্য কাণ্ড! বার্নাড শ নানসেনকে বিস্ময়বিমূঢ় ভঙ্গীতে বললেন—এই ত! উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য সারাজীবন নষ্ট করলেন, পৃথিবীর মানুষের কাছে তার মূল্য দু পয়সাও নয়। আপনি মাথা ধরার কোনো ওষুধ আবিষ্কারের কোনো চেষ্টাও করেননি, অথচ পৃথিবীর সমগ্র মানুষ এই মহৌষধির জন্যই কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছে।

বার্নাড শ এই মাথাধরার ছুতায় অসংখ্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন, যেখানে নতুন কোনো চিকিৎসার সন্ধান পেয়েছেন সেখানে ছুটেছেন (I used to be a uncanonical collector of therapeutics)।

সুতরাং *The Doctor's Dilemma* রচনাকালে ডাক্তার ও ডাক্তারির সকল তথ্যই তাঁর নখদর্পণে। তাই শার্লোটের কথা শুনেই তিনি নোটবুক তুলে নিয়ে নাটক রচনার কাজে কোমর বাঁধলেন। এত দ্রুত এই নাটকটি রচিত হল যে, গ্রীষ্মকালে রচনা সুরু করে ১৯০৬-এর নভেম্বর মাসেই কোর্ট থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ হল। *The Doctor's Dilemma* বার্নাড শ'র নাট্যাকুশলতার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত, সংগঠন ও পরিকল্পনার দিক দিয়েও।

চিকিৎসা ও ওষুধ সম্পর্কে বার্নাড শ যে সব উক্তি করেছেন তার যাথার্থ্য এবং নির্ভুলতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বার্নাড শ'কে সমর্থন করার প্রয়োজন নেই, তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়েও তাঁকে ব্যঙ্গ করার কিছু নেই।

"*Shaw the Scientist*"-এর লেখক মিঃ জে, ডি, বার্নাল স্বীকার করেছেন যে, *The Doctor's Dilemma* নাটকের ভূমিকা ডাক্তারদের কাছে অতিশয় মূল্যবান, যেমন মূল্যবান বায়োলজিস্টদের (প্রাণিতাত্ত্বিক) কাছে *Back to Methuselah* নাটকের ভূমিকা।—এ নাটক *Social Pathology*। টীকাদান ও ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে বার্নাড শ'র বক্তব্য চিরদিনই বিকৃত বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু মিঃ বার্ণাল বলেছেন—"The period of the early enthusiasm and excesses of the germ theory, where Scientists as much as Doctors took Pasteur's work as divine revelation and thought that all disease was due to germs."—বার্নাল বলেন, যে-কালে *The Doctor's Dilemma* রচিত হয় সেই কালে বার্নাড শ'র টীকাদান সম্পর্কিত উক্তি হাস্যকর নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত মন্তব্য সমর্থন না করলেও তিনি বলেন—যথেচ্ছভাবে প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করে যে পরীক্ষা চলে তার ফল অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক।

The Doctor's Dilemma নাটকের ভূমিকা অংশে বার্নাড শ ডাক্তারদের প্রাইভেট চিকিৎসা প্র্যাকটিস সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন এবং সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাটকের মধ্যে আছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের হাতে মানবিক পরিণতির অসহায় অবস্থার করুণ ইঙ্গিত।

এই নাটকে বার্নাড শ অনেকগুলি জীবিত চরিত্রের ছায়া গ্রহণ করেছেন।

বিশেষতঃ *The Doctor's Dilemma* নাটকের স্যার কলেন্সো রিজন ও লুই ডুবেডাট শুধু খুঁটিনাটির দিক দিয়ে নয়, সর্বতোভাবেই বার্নাড শ'র দুটি অতি পরিচিত মানুষের চরিত্র চিত্রণ। স্যার আমরথ রাইট ও ডাঃ এডওয়ার্ড আভেলিং বার্নাড শ'র কলেন্সের এবং ডুবেডাট চরিত্রের মূল।

বার্নাড শ এমন নিখুঁতভাবে এই চরিত্র চিত্রণ করেছেন যে স্যার আমরথের আত্মীয়বর্গ তাঁদের পরিচিত মানুষটিকে নাটকে রূপায়িত দেখে হাসিতে ভেঙে পড়তেন। ডুবেডাট চরিত্রটি আভেলিংকে আদর্শ করে রচিত!

আভেলিং ছিলেন দুশ্চরিত্র, তবে সমাজবাদে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল। প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে কার্ল মার্কসের মেয়ে এলিয়ানর মার্কসের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন, তারপর স্ত্রী বিয়োগের পর এলিয়ানরকে ত্যাগ করে অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাগে, অভিমানে, দুঃখে কার্ল মার্কস-তনয়া আত্মহত্যা করলেন। এই মানুষটির জীবনের ঘটনা কল্পিত কাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ।

The Doctor's Dilemma নাটকের ডুবেডাট চরিত্রে এই আভেলিংকেই এঁকেছেন বার্নাড শ।

ডুবেডাটের স্ত্রী জেনিফার সম্পর্কে শ লীলা ম্যাক্‌কার্থী লিখেছেন—"I am sorry to have to tell you that the artists wife is the sort of woman I hate and you will have your work cut out for you in making her fascinating.

২০শে নভেম্বর ১৯০৬ প্রথম অভিনয়-রজনীতে বার্কার ডুবেডাট চরিত্রে অভিনয় করে সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে চমকিত করেন।

আর্চার বলেছিলেন বার্নাড শ মৃত্যুর দৃশ্যটি সোজাসুজি (with a straight face) স্পষ্ট করে রূপায়িত করতে পারেন নি।

সেদিন বার্নাড শ বন্ধু উইলিয়াম আর্চারের মন্তব্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

॥ বাইশ ॥

এ্যাণ্ড্রোক্লিস এবং সিংহ

Androcles and the Lion ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রথম অভিনীত হয়। গ্রানভিল-বার্কার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেণ্ট জেমস থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

বার্নাড শ'কে যদি প্রশ্ন করা হত তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক কি—তিনি বলতেন *Back to Methuselah*; আর *Androcles and the Lion* সম্পর্কে বলতেন, এ একটা *Piece d' Occassion*, প্রয়োজনের খাতিরে লিখিত, গ্রানভিল বার্কারের থিয়েটার চালু রাখার জন্যই তাড়াতাড়ি লিখেছি।

হেসকেথ পীয়রসন সে কথা শুনে বললেন—আপনার এই কথা ঠিক নয়, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আপনি এই নাট্য-রচনায় হাত দিয়েছেন।

—কে তোমাকে এ কথা বলেছে?—বললেন বার্নাড শ।

—খুবই সোজা। আপনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আর্থার পিনেরোকে লিখেছিলেন: 'সাইন অব দি ক্রস' জাতীয় একখানি ধর্মমূলক নাটক রচনা করছি, তোমার জানাশোনা কেনো যোগ্য লোক আছে যে লাঙ্গুল সহ সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে?

আপনি পিনেরোকে এই কথাও বলেছিলেন যে এই সব ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর অনেক রঙ্গরস আছে, কোনোদিন এর যথাযথ ব্যবহার কেউ করেন নি। বেশ রসিয়ে লেখার অনেক কিছু আছে।

বার্নাড শ সবিস্ময়ে বললেন—পীয়রসন, তুমি আমাকে অবাক করলে, এত সব জানলে কি করে? কোথায় আবিষ্কার করলে?

হেসকেথ পীয়রসন হেসে বললেন—আমি জীবনী লিখতে বসেছি। সব কিছু তথ্য আমাকে যোগাড় করতেই হবে, সব খুঁটিনাটি।

—তাহলে আমার মনে হয় দু-চার সপ্তাহের মধ্যেই নাটকটি লিখে ফেলেছিলাম।

হেসকেথ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নাটক শেষ করেছেন। কারণ সেই মাসেরই গোড়ার দিকে জি. কে. চেস্টারটনকে আপনি নাটকটি পড়ে শুনিয়েছেন। চেস্টারটন পত্নীকে বলেছিলেন যে এটি একটি গীতি-নকসা মাত্র, তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে এ আপনি গ্রানভিল বার্কারের সেণ্ট জেমস থিয়েটারের জন্য লেখেননি। আপনি বলেছিলেন এই নাটক ধর্মীয় প্রহসন, এমন কি জি. কে. সিকেও উত্তেজিত করেছিলেন ধর্মমূলক নাটক লেখার জন্য।

বার্নাড শ খুশি হয়ে বললেন: তুমি তো দেখছি আমার চাইতেও অনেক বেশী জানো, তা নাটকটা কি তুমিই লিখেছিলে না কি? মন্দ লাগছে না, আরো একটু বলো শুনি।

—আর্কিবাল্ড হেনডারসন বলেন যে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লাভাইনার যে উপলব্ধি সে আপনারই ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। সেই যে রবার্ট লোরেনের সঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবতে বসেছিলেন।

বার্নাড শ বললেন—ধর্মের রোমান্স সাধারণতম কঠোর বাস্তবে গিয়ে ধাক্কা খায়। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আর কি করবে?

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে বন্ধু ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে বার্নাড শ লিখেছেন—

…না, আমার বরাতে দেখছি তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া আর পথ নেই। সেকস্‌পীয়রীয় প্রচেষ্টা অবশ্য ভালো নয়, এখন আবার বলছ যীশুখ্রীষ্টের জীবনী লিখছো, আমিও ত সেই কর্মই করছি। খ্রীষ্টান শহীদের জীবনী নিয়ে লেখা আমার *Androcles and the Lion* নামক নাটকের ভূমিকা লিখছি। সুতরাং ত্বরা করো। ….এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! তুমি, আমি এবং জর্জ মুর একই সঙ্গে একই রকম কর্ম করছি। একটা আসল কথা বলতে চাই যে আধুনিক সমাজতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব ক্রমশঃই যীশুখ্রীষ্টের অদ্ভুত অর্থনীতি আর ধর্মতত্ত্ব সমর্থন করছে। ইতি—

জি, বি, এস।

এর জবাবে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে বার্নাড শ'কে জানালেন, চুরি-টুরি জানি না, তোমার লেখা পড়লে খুশি হব।

হলও তাই। *Androcles*-এর ভূমিকা পড়ে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস অবাক হয়ে গেলেন। তখনই একটা সমালোচনা লিখে ফেললেন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের এই সমালোচনার ফলে বার্নাড শ'র সঙ্গে তাঁর কিছুদিন সুদীর্ঘ পত্রালাপ চলল। বিষয় যীশুখ্রীষ্ট। বার্নাড শ'র চিঠিগুলি চমৎকার! জানুয়ারী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শ লিখছেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে ঃ

আমার *Androcles* এর ভূমিকা সম্পর্কে তোমার সমালোচনা প্রবন্ধটি তোমার আর সব লেখার মতই সুখপাঠ্য। কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের কোমলতা সম্পর্কে তোমার যে আপত্তি তার জন্য আমার উপর আক্রমণ না চালিয়ে সেণ্ট ম্যাথুর ওপর তোমার বাণ নিক্ষেপ করা উচিত। সারমন অন দি মাউণ্টকে যদি প্রকৃত মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে নিছক বক্তৃতা হিসাবেই গ্রহণ করি, কথামৃতের সঞ্চয়ন নয়, তাহলে কি মনে হয় না যে যীশু যা হতে চেয়েছিলেন তার চেয়ে ন্যূন ছিলেন ?

একটা পুরাতন গল্প আছে, কেউ সেটা মাজারিন, কেউ বা রিসল্যুর নামে চালায়। জনৈক মন্ত্রীর গর্ভগৃহে কিছু ছবি টাঙানো ছিল, এক দেয়ালে যুদ্ধের রক্তাক্ত বিভীষিকা, অপর দিকে ছিল শান্তিময় মনোরম চিত্র ও গৃহস্থালীর ছবি। কোনো নতুন ব্যক্তির গুণ বিচারের প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপ্রবর লক্ষ্য করতেন ব্যক্তিটি কি জাতীয় ছবি দেখছেন, যদি যুদ্ধের ছবি হয়, তাহলে বোঝা যেত ব্যক্তিটি শান্তিপ্রিয় ভীরু মানুষ, সংঘাত ও দুঃসাহস তার কাছে রোমাণ্টিক বিলাস, কিন্তু যদি নিসর্গ চিত্র বা প্রার্থনা জাতীয় ছবির দিকে নজর পড়তো, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ভয়ংকর সামরিক কর্মে নিযুক্ত করা হত। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর খেলোয়াড় মনীষীর কথা জানো কি? তুমি নিজে সারমন অন দি মাউণ্ট পছন্দ করো আর যারা তোমাকে কখনো দেখেনি, জানে না, তারা হয়ত তোমাকে খ্রীষ্টতুল্য মনে করে, ভাবে তুমি অর্ধ-নিমীলিত নেত্র সাধুবর! কিন্তু যে তোমাকে স্বচক্ষে দেখেছে, সে কি বলবে **Gentle Frankie, meek and mild ?**

এই সুদীর্ঘ চিঠিখানি অতিশয় মূল্যবান, দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। এই চিঠিতে যীশু, বাইবেল এবং ম্যাথ্‌ সম্পর্কে আশ্চর্য মন্তব্য আছে।

জেমস ব্যারীর *Peter Pan*-এর যখন জনপ্রিয়তা অসীম, সেই সময় সমালোচক ও কার্টুনিস্ট *Max Beerbohm* একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন, ব্যারী বয়স্ক এবং শিশুদের মজলিসে *Peter Pan* পড়ে শোনাচ্ছেন, বয়স্করা পাঠ শুনে আনন্দ উপভোগ করছেন, ছেলেরা ঘুমে ঢলে পড়েছে।

বার্নাড শ বলেছেন এই কার্টুন চিত্র সম্পর্কে আমি একমত। সেই কারণেই *Androcles* লিখেছি, ছোটদের নাটক কেমন হওয়া উচিত তাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য, ছোটদের জন্য মানে ছেলেমানুষী নয়।

বার্নাড শ'র মতে শিশুদের জন্য লিখিত সব মহৎ গ্রন্থই যথা : দি পিলগ্রিমস প্রগ্রেস, গলিভার ট্রাভেলস, রবিনসন ক্রুসো, আরব্য উপন্যাস, গ্রিমস ফেয়ারী টেলস, হানস আনডারসনের রূপকথা সবই বড়দের জন্য লেখা। শ বলেছেন—I wrote Androcles and the Lion partly to show Barrie how a play for children should be handled.

Androcles and the Lion মঞ্চস্থ হওয়ার পর লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে এই নাটকের, বার্নাড শ'র রুচির, রচনাশৈলীর নিন্দা করেছেন। এমন কি *The Star* পত্রিকার সমালোচক উইলিয়াম আর্চার এবং *The Times* পত্রিকার এ, বি, ওয়েকলি পর্যন্ত নাটকটির ওপর এতটুকু গুরুত্ব দান করেন নি।

The Standard পত্রিকা লিখেছিলেন—An enormously clever insult thrown in the face of the British people. আর দৈনিক পত্রিকা *The Daily Sketch* লিখেছিলেন—All that millions of our countrymen hold most sacred is sneered at.

কিন্তু আশ্চর্য, এই নাটকটিই প্রথম মহাযুদ্ধের কালে War Office থেকে চার হাজার খণ্ড চেয়ে পাঠানো হয় এবং যুদ্ধরত সেনাদলে *Androcles* বিতরণ করা হয়। বার্নাড শ সেদিন চার হাজার বই বিনামূল্যে দান করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় মতবাদ বার্নাড শ'র জীবনে তীব্র আকর্ষণ, তাই Dean Inge বলেছিলেন—He who knew the hearts of men would say of Bernard Shaw that thou art not far from kingdom of God.

সেণ্ট মার্টিনের Dick Sheppard বার্নাড শ'কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন *Prayer Book* পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য।

Androcles and the Lion-এর ভূমিকা *Prospects of Christianity* ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে তাঁর এই ভূমিকাটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সমালোচকরা বলেন, সেক্সপীয়রের *Twelfth Night*-এর পর ইংরেজী ভাষার আর এমন কমেডি রচিত হয়নি, এই নাটকই সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি।

বার্নাড শ অনেক সময় নাটকীয় সংলাপ খুশীমত লিখে যেতেন, পরে নাটকীয় রীতিতে সেই কথা সাজাতেন, চরিত্রের মুখে ভেবে চিন্তে বসিয়ে দিতেন। এই কথা হেস্‌কেথ পীয়রসন একদিন তাঁকে স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন।

বার্নাড শ বিরক্ত হয়ে বললেন—কখনোই নয়, আমার চরিত্রাবলী আর সংলাপ পরস্পর সংযুক্ত, অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একথা ঠিক, আমি আগে সংলাপ লিখি, তার পর মঞ্চ নির্দেশাদি পরিবর্তনের মুখে লিখি। কিন্তু দেখেছি অচেতন ভঙ্গীতে গোড়া থেকেই আমি সবটা নাটকীয় দৃষ্টিতেই দেখি।

Androcles-এর চরিত্রাবলী ধর্মপরায়ণ, তাঁর অন্য সব নাটকের চাইতে তারা তাই অধিকতর স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং সুপরিকল্পিত।

বার্নাড শ প্রতি নাটকের রিহার্সেলেই উপস্থিত থাকতেন, নির্দেশ দিতেন। প্রযোজক ও পরিচালক অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়তেন। গ্রানভিল বার্কার হেসকেথ পীয়রসনকে বলেছিলেন বেশ মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে শেষ অঙ্কে Laviniaকে সংহত করতে হবে। বার্নাড শ কিন্তু বললেন—Good gracious! You mustn't behave like an offended patrician. You must treat her as one who has committed sacrilege. Jump at her! Fling yourself between them! Shut her mouth! Assault her!

বার্কার হতভম্ব হয়ে চুপ করে থাকতেন। বার্নাড শ নেচে কুঁদে হাত পা নেড়ে সারা স্টেজ একেবারে সচকিত করে তুলতেন। তিনি মার্কিণ প্রযোজক পার্সি বার্টনকে বললেন—Be very careful not to start public opinion

on the nation that Androcles is one of my larks, it will fail, unless it is presented as a great religious drama—with leonine relief—

শোনা যায়, যে ভদ্রলোক সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বার্নাড শ তাঁকে নিয়ে দিনের পর দিন লণ্ডন জু গার্ডেনে সিংহের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করতেন।

এই ভাবে *Androcles and the Lion* মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং সমগ্র লণ্ডনের দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়েছিল।

ধর্মমূলক নাটক বার্নাড শ যতগুলি লিখেছেন তার মধ্যে *Androcles and the Lion* সবচেয়ে চমকপ্রদ। এর আগে *Major Barbara* এবং *Blanco Posnet* এই দুটি ধর্মমূলক নাটক তিনি লিখেছেন, তা ছাড়া *Fanny's First Play* নামক প্রহসনও লিখেছেন, সেখানে ধর্মান্তরকরণ প্রধান উপজীব্য। তার পরেই ধর্মমূলক প্যানটোমাইম *Androcles and the Lion* রচিত হয়, এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বার্নাড শ ভিন্ন তাঁর আর কোনো সমসাময়িক সাহিত্য-সতীর্থ এই জাতীয় ধর্মমূলক প্যানটোমাইম রচনা করেননি। একমাত্র চেস্টারটন হয়ত এই কার্য করতে পারতেন। তার কারণ আর কোনও নাট্যকার এমন গভীর বিষয়কে এমন হাস্যকর করে তুলতে পারতেন না। দর্শককে তিনি অভিভূত করতে চান, এবং গম্ভীর ও কঠোরচিত্ত মানুষকে তিনি চঞ্চল করতে সচেষ্ট।

ইংরাজ দর্শক হাসির সঙ্গে বেদনা, ধর্মের মধ্যে রঙ্গরস, দর্শনের মধ্যে লঘুরস পছন্দ করেন না। কিন্তু বার্নাড শ অতি দ্রুততালে সব কিছুই পরিবেশন করেছেন।

ফলে তাঁর নাটকের দর্শকরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল শুধু হাসির জন্য যায় তারাই দলে ভারী, সেই কারণেই নাটকের জনপ্রিয়তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শক ধর্ম এবং দর্শনের তত্ত্ব পছন্দ করেন, তাঁরা কিন্তু অবশেষে বিরক্ত হন, এবং হয়ত অপছন্দও করেন। তৃতীয় দলের আগ্রহ মিশ্র বিষয়ে, তাঁরা এই দুই ধারার অপূর্ব সংমিশ্রণে বিস্মিত ও বিহ্বল হন। শেষোক্ত শ্রেণীর দর্শকরাই সমালোচক। এঁরা কেউই বার্নাড শ'র নাটককে Work of art

বা শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন না, চোখে যদি জল আসে তাহলে কাঁদেন আবার তাড়াতাড়ি তা মুছে নিয়ে পরবর্তী উক্তিতে হেসে গড়িয়ে পড়েন, তখন আর কান্নার কথা মনে থাকে না।

বার্নাড শ'র রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, তাঁর রচনায় ধর্মমূলক গোঁড়ামি বা আধ্যাত্মিক ন্যবারি নেই, এই ন্যবারির ভাবাবেগমুক্ত বলেই তাঁর শ্লেষ, বক্তব্য এবং ঘটনাসংস্থাপন এত উপভোগ্য।

ফেরোভিয়াস চরিত্রটিতে লেখকের সমাবেদনা পরিস্ফুট, লাভাইনা চায় যে সে তার স্বর্গের পথ রচনা করে নেবে, অর্থাৎ তাঁর মন, মেজাজ এবং তরোয়ালকে সেইভাবেই সে চালনা করবে। তার প্রকৃতি আত বৈষ্ণব এবং শান্তিবাদী।

দ্বিতীয় শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এই বোধ হয় নিখুঁত ছবি।

তৃতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

স্মরণীয় ঘটনা

জেমস ব্যারীর *Peter Pan* ১৯০৪ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি বছরই পুনরভিনীত হয়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য অভিনয় বন্ধ ছিল।

বার্নাড শ'র *Androcles and the Lion* সেণ্ট জেমস থিয়েটারে আট সপ্তাহ চলেছে এবং পরে অতি অল্পকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র নাটক, পূর্বরঙ্গ, প্রথম এবং দ্বিতীয় অঙ্কে নাটক শেষ, কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল নাটক। অভিনয়ের জন্য ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চ চাই, কারণ দ্বিতীয় অঙ্ক অতি দ্রুততালে অতিক্রম করতে হয়। নাটকে সতেরটি চরিত্রকে কথা বলতে হয় তার মধ্যে আবার সিংহ অন্যতম। এ ছাড়া রোমান সেনাদল, ক্রীশ্চান, মল্লযুদ্ধকারীর দল, ভৃত্যদল, সম্রাটের রক্ষিবাহিনী, পশুশালার রক্ষকদল, ক্রীড়াপ্রদর্শক এবং দাসদল—এক বিরাট গোষ্ঠী। পোশাক-পরিচ্ছদের খরচও উপেক্ষণীয় নয়। নাটকের মধ্যে অবশ্য গান আছে, এবং সমালোচকরা নিন্দা বা প্রশংসা যাই করুন, *Androcles* চিত্তচমকপ্রদ এবং চিত্ত-বিনোদক নাটক সন্দেহ নেই।

রেভারেণ্ড জেমস মরগান গিবন নামক জনৈক ধর্মযাজক এই নাটকের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্লেষ এবং আক্রমণ দেখে ব্যথিত হয়ে এক প্রতিবাদ করেন। জর্জ বার্নাড শ *Daily News* পত্রিকায় তার যে উত্তর দেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিতে খ্রীষ্টধর্ম ও যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে বার্নাড শ'র সুস্পষ্ট মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রটি দীর্ঘ, তার সামান্যতম অংশমাত্র এইখানে উধৃত করছি—

Nobody who is not in the literal and scriptural senses of the two words a damned fool, can possibly see *Androcles* and

mistake the direction of my sympathies, but my sentiments may be diseased and sentimental and cowardly. Most men who take the blood and iron pose would say so.

এই কারণেই *Androcles* যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন বার্নাড শ শতাধিক পৃষ্ঠার এক ভূমিকা এবং পরিশেষে পাঁচ পৃষ্ঠার মন্তব্য যোগ করেছিলেন। ছোট নাটকের পক্ষে বিরাট ভূমিকা। এই ভূমিকার ফলে বার্নাড শ'র বক্তব্য সম্পর্কে প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠল। খ্রীষ্টধর্ম এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বার্নাড শ'কে বহু আলোচনা করতে হয়েছে, খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি এই ভূমিকায় তা সুস্পষ্ট। গস্‌পেল বা সুসমাচার সম্পর্কে এমন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, খ্রীষ্টতত্ত্বকে বিচার করার এমন প্রয়াস, লেখকের সততার পরিচায়ক। *Androcles and the Lion*-এর ভূমিকায় যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে বার্নাড শ'র শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। বারাব্বাস এবং যীশু সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে পরিশেষে বার্নাড শ বলেছেন—The question seems a hopeless one after 2000 years of resolute adherence to the old cry of—"Not this man, but Barabbas".

খ্রীষ্টান সমাজের কাছে এই মূল্যবান ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাত্র জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে গ্রহণ করা এক জিনিস, আর সেই ধর্মের মূল সূত্র বিচার এবং বিশ্লেষণ করে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ধর্মকে বিচার করার মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন।

এই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্নাড শ'র জননী মিসেস কার শ'র মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁর জননীর বয়স ৮৩ বছর, এর আটাশ বছর আগে শ'র পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। বার্নাড শ জননীর অন্ত্যেষ্টির সমস্ত ব্যবস্থা করলেন, চার্চ অব ইংলণ্ডের রীতি অনুসারে শেষকৃত্য এবং দেহাবশেষ ভস্মীভূত করা হবে স্থির হল। বার্নাড শ'র মা কিন্তু কবরস্থ হলেই খুশি হতেন, আগুনে তাঁর ভয় ছিল। বার্নাড শ আগুনের পূজারী, তাই আগুনের ব্যবস্থা। গ্রানভিল বার্কারকে সঙ্গে নিয়ে বার্নাড শ জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে গেলেন। জীবনে জননীর সঙ্গে সংযোগ তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। বার্নাড শ সেদিন বুঝেছিলেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে যে স্বাভাবিক আত্মীয়তার সূত্রে একদা তিনি আবদ্ধ

হয়েছিলেন, আজ তার অবসান ঘটবে। গ্রানভিল বার্কার Dubedat-এর ভূমিকায় (*Doctor's Dilemma*) অভিনয় করেছেন, সেই কথা মনে পড়ল, এবং বিশেষতঃ সেই অংশ—Such a colour ! garnet colour, waving like silk. Liquid lovely flame flowing up through the bay leaves, and not burning them well, I shall be a flame like that........

বার্নাড শ তাঁর জননীর বহ্নিমান চিতা সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে বার্নাড শ অতিশয় মুখর হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় গ্রানভিল বলেছিলেন—you certainly are a merry soul, Shaw !

সেইদিন সন্ধ্যায় সপ্তাহান্তিক পার্টি। সিডনী ওয়েবের *New Statesman* প্রকাশিত হবে, তারই পার্টি। নতুন পত্রিকার উদ্দেশ্য ফেবিয়ান মতবাদের প্রচার। বার্নাড শ জননীর অন্ত্যেষ্টি শেষ করে পার্টিতে এসে হাজির হলেন। অগ্নিকুণ্ডের পাশে সোফা টেনে নিয়ে বসে বললেন—মিলিটারিরা শোকযাত্রার কি সঙ্গীত হওয়া উচিত ঠিক জানে, যাবার সময় শোক-সঙ্গীতে বিষাদের সুর আর ফেরার পথে প্রাণ-মাতানো চড়া সুর।

সহসা বার্নাড শ লক্ষ্য করলেন, সবাই তাঁর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, সমবেদনাহীন নীরবতা। তিনি সজোরে বলে উঠলেন—Don't think that I am a man who forgets the dead !

তবু সকলে মনে করল, বার্নাড শ মৃত্যুকে লঘুভাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি হৃদয়হীন। বার্নাড শ শুধু বললেন—It is of no more use, so away with it. আর কি ! এখন ভুলে যাওয়াই ভালো।

উদ্বোধন সভার পক্ষে এ এক বিশ্রী অবস্থা। বার্নাড শ'কে সমসাময়িক ঘটনার ওপর একটা কলম লেখার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু নবনিযুক্ত সম্পাদক ক্লিফোর্ড সার্প বললেন—লেখাটা বেনামী হওয়া প্রয়োজন। বার্নাড শ স্বনামে যা কিছু লেখেন দায়িত্ব সম্পন্ন মানুষ তাতে গুরুত্ব দেন না, তাঁদের ধারণা এ দায়িত্বজ্ঞানহীনের রচনা।

এই সম্পাদকের বয়স তখন সবে কুড়ি পেরিয়েছে, বার্নাড শ'র প্রতি তাঁর এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর বার্নাড শ দেখলেন, তাঁর

রচনা নির্মম ভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করলেন না, কারণ তার নিজের কুড়ি বছর বয়সের কথা মনে হল, সেইকালে তিনিও এর চেয়ে নির্মম ছিলেন।

এর পরই *Androcles and the Lion* মঞ্চস্থ হয়। তখন সারা পৃথিবীতে আসন্ন মহাযুদ্ধের পদধ্বনি। রঙ্গমঞ্চের অম্লমধুর নাটকে পরিতৃপ্ত ইংরাজ-সমাজকে দেখে কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জার্মানির সামরিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইংলণ্ডকে হুঁসিয়ার করা হয়েছে। বার্নাড শ নাকি সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'যুদ্ধ হলে আমি জার্মানির দলে, সেই আমার আত্মিক স্বদেশ।'

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ন্যাশানাল লিবারেল ক্লাবে 'The Case for Equality' সম্পর্কে বার্নাড শ বক্তৃতা দেবেন স্থির হল। এই দিনটিকে তিনি এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

বার্ণাড শ জানতেন, এই সভায় বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক, অর্থনীতিবিদ লেখক, সাংবাদিক প্রভৃতি উপস্থিত থাকবেন! বার্নাড শ তাঁর বক্তৃতারচনায় মনোনিবেশ করলেন। মানব-জীবনের যা কিছু অশুভ তার ভিত্তিমূলে কি আছে তার বাস্তবানুগ বিচারের প্রয়োজন। যদি উল্লেখনীয় কারণ হয় তাহলেও তা বিবেচনা করা উচিত। আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক কিছু আজো অনাবিষ্কৃত, কারণ নীতির দিক থেকে তা নিষিদ্ধ। এর মূল কারণ মানবিক নয়, শুধু প্রচলিত নীতি মাফিক। যেমন ধরা যাক, যৌন নীতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যৌন-মনো-বিজ্ঞানীদের পদে পদে সুষ্ঠ-শব্দ প্রয়োগ করতে হোঁচট খেতে হয়েছে।

বার্নাড শ বলতে চান যে, প্রতি পদে শালীনতা বা শিষ্টাচারকে শিকেয় তুলে স্পষ্টাস্পষ্টি সব বলতে হবে। বার্নাড শ নিজের এক নতুন বিশেষণ সৃষ্টি করলেন—'Artist-Biologist'। এই নব্য জীববিজ্ঞানীর বীক্ষণাগার সমগ্র পৃথিবী। চেতন-অবচেতন, মন, উদ্দেশ্য, অভীপ্সা, সৃষ্টি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি যা কিছু আমাদের সমস্যা সবকিছুই বার্নাড শ'র নতুন গবেষণার বিষয়বস্তু।

শ'র আগেও বায়োলজিস্ট ছিলেন অনেক, কিন্তু তাঁরা আর্টিস্ট নন। *Androcles and the Lion*-এর খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসীদের মতো শেষ সংকটময়

মুহূর্তেও হাসা যায়। ক্রীশ্চানরা তবু এমন একটি কারণের জন্য প্রাণ দেয় যা তারা বিশ্বাস করে, আর পৃথিবীর তরুণ দল দিশেহারা হয়ে এমন ব্যাপারের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছে যার সম্পর্কে কিছুই তাদের জানা নেই।

যে-পৃথিবীতে মোটা লাভ আর প্রচুর আয়ের জন্য মানুষ উন্মাদ হয়ে ছুটছে সেখানে আয়ের সমতা রক্ষার কথা বলা বাতুলতা মাত্র। তবে সব কিছু বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিকল্পনাই মানুষ উদ্ভট মনে করে তাই বার্নাড শ বলতে চান যে যুদ্ধ আসন্ন, তার কারণ আয়ের অসাম্য। এই অসমতার ফলে যে সামাজিক-সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই পৃথিবী আজ বিস্ফোরণের সামনে এসে পড়েছে।

ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবের শ্রোতারা অল্পকালের মধ্যেই বার্নাড শ'র করতলগত হয়ে পড়লেন, বিশেষতঃ তিনি যখন বললেন—আয়ের সমতার ফলে সমগ্র সমাজই পারস্পরিক বিবাহসূত্রে বদ্ধ হতে পারবে। উঁচু-নীচ, ছোট ঘর—বড় ঘরের বালাই থাকবে না, ফলে যাকে খুশি বিয়ে করা চলবে। মানব জাতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে।

"আমরা অতি নির্বোধ মানুষ, আমরা কুদর্শন। দেখতে বিশ্রী। আমাদের মন ছোট, কোনো ভব্যতা নেই। এর মূল কারণ আমরা যে সমাজে মানুষ তার ভিত্তি অসাম্যে, অসমতাই এই যুগের অভিশাপ।"

সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত, বিস্মিত, অভিভূত। সেই দিন ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবের সেই সভায় অ-রোমান্টিক বার্নাড শ সবাইকে চমকিত করে বললেন নতুন কথা, প্রেম এবং অবাধ জীবতাত্ত্বিক নির্বাচন সম্পর্কে। এ এক বৈপ্লবিক উক্তি!

"আমার একজন মহিলাকে ভালো লাগল। তার প্রেমে পড়লাম। বুদ্ধিমান সমাজে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। আমি নমস্কার করে সেই মহিলাকে বললাম—মাফ করবেন, আপনাকে বড়ো ভালো লাগছে, যদি ইতিমধ্যেই কাউকে বাগদান না করে থাকেন, আমার নাম-ঠিকানা রাখুন, ভেবে দেখবেন আমাকে বিয়ে করতে পারেন কি না?

"বর্তমান কালে সে সুযোগ কোথায়? এমন হতে পারে যাকে পছন্দ হ'ল, সে হয়ত দাসী, তাকে বিবাহ করা যায় না। নয়ত তিনি ডাচেস

আমাকে বিয়ে করবেন না! ফলে স্বাভাবিক যৌন-নির্বাচনের পরিবর্তে শ্রেণীগত নির্বাচন-ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ অর্থকরী নির্বাচন। একথা কি বলা প্রয়োজন এর ফলে নিকৃষ্ট প্রজনন ঘটছে এবং অস্বাভাবিক সমাজ গড়ে উঠছে?"

এই বিষয়বস্তুই বার্নাড শ'র পরবর্তী নাটক *Pygmalion*—এ বিশদ ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

॥ দুই

শিল্পী-দার্শনিক বনাম বাতুল-বিদূষক

শ-চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কি? বার্নাড শ'র জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিচার করার অর্থ তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং সেই সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে আলোচনা। সে আলোচনাও প্রচুর, তার দ্বারা বার্নাড শ'র বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন দিক দেখানো সম্ভব। তিনি মহৎ, তিনি চমৎকার, তিনি ব্যস্তবাগীশ, তিনি দুর্মুখ, জ্ঞানী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি বহু কথা বলা যায়।

মানুষ বার্নাড শ'র ঠ্যাং ভাঙে, পা মচাকয়ে যায়, তিনি স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে কাঠ কাটেন, এ সব তথ্যও অনেকে জানেন। বার্নাড শ নিজে বলেছেন, আমার জীবন বৈচিত্র্যহীন। এই সব ছাড়িয়ে, তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক বিচার করিলে কিন্তু একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই যোগসূত্র গভীর অর্থপূর্ণ।

বার্নাড শ'র জীবনী কার অজানা? অথচ বার্নাড শ'র জীবনীতে বিষয়বস্তুর প্রচুর সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও বার্নাড শ'র যেন জীবনী নেই। আত্ম-পরিচয়ের সূত্রে বার্নাড শ একদা মিসেস ক্যামবেলকে লিখেছিলেন—

He is (Shaw) a mass of imagination with no heart. He is a writing and talking machine. He cares for nothing really but his mission, as he calls it, and his work.

জর্জ সিলভেস্টার ভিয়েরেক বার্নাড শ'র শান্ত জীবনধারা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন একবার, শ তার উত্তরে বলেন—

An author of my sort must keep in training like an athelete. How else could he wrestle with God as Jacob did with the Angel ?

বার্নাড শ একটি ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। উচ্চতর আদর্শ এবং অভীপ্সার পরিপূর্তির জন্য তিনি যীশুখ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারিবারিক জীবনের

সুখনীড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, শ বলেছেন—You can not serve two divinities, God and the person you are married to.

আধুনিক জগতে এই ধরনের মনোভঙ্গীসম্পন্ন মানুষের জীবনে কি হয়? ঈশ্বরের সঙ্গে আজীবন সংঘর্ষের পরিণতি কি? এই কারণে প্রশ্ন ওঠে শ কি বুঝেছিলেন কি তাঁর পথ? কি তাঁর আকাঙ্ক্ষা? তা যদি না হয়, তাহলে সেই বস্তু কি?

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছরের অজ্ঞাত, অখ্যাত আইরিশ তরুণের লণ্ডনে আবির্ভাব হল। আরো কুড়ি বছর কাটলো, তারপর লণ্ডন শহর জানলো একজন নতুন সমালোচক, চিন্তানায়ক, উপন্যাসকার, বিদূষক এবং সর্বোপরি নবীন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মধ্য য়ুরোপ এবং আমেরিকায় তাঁর খ্যাতি পৌছালো।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আনাতোল ফ্রাঁর মৃত্যুর পর বার্নাড শ য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজের মহান নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। বার্নাড শ রচিত এক একটি নতুন নাটক বিশ্বসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সংবাদ।

১৯২৩ থেকে ১৯২৫ এবং মধ্যে সেণ্ট জোনের ভূমিকায় আমেরিকায় অভিনয় করেছেন উইনফ্রেড লেনিহান। ইংলণ্ডে সিবিল থর্নডাইক, প্যারীতে লডমিলা পিটোয়েফ আর বার্লিনে এলিজাবেথ বার্গনার। বার্নাড শ'র সত্তর পূর্তি উপলক্ষ্যে *New York Times* লিখেছিলেন—probably most famous of the living writers.

নাটক এবং অন্যান্য গ্রন্থের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর নাটকের চিত্ররূপও খ্যাতি-লাভ করল। প্রতি সপ্তাহে সকল রকম সম্ভাব্য ব্যাপারে বার্নাড শ'র অভিমত নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল। আর কোনো লেখক কি খ্যাতির শীর্ষদেশে এমন ভাবে উঠেছেন? নিজের জীবনকালে তাঁর ওপর যে পরিমাণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে তা কি আর কারো জীবনে ঘটেছে! ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বার্নাড শ'র মৃত্যু পর্যন্ত অন্ততঃ চল্লিশখানি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু বার্নাড শ।

সাহিত্যের ইতিহাসে সাফল্যের এমন চমকপ্রদ বৃত্তান্ত বিরল। বার্নাড শ'র কোনো গ্রন্থ *Gone With the Wind*এর মতো বিক্রী হয়নি কিংবা কোনো

নাটক *Tobacco Road*এর মতো সুদীর্ঘকাল মঞ্চে অভিনীত হয়নি। তথাপি শুধু অর্থনীতির দিক থেকেও বার্নাড শ'র যে সাফল্য, তথাকথিত জনপ্রিয় লেখকদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, কারণ বার্নাড শ'র গ্রন্থাবলীর বিক্রী অনিশ্চিত গতিতে বেড়েছে এবং নাটকগুলি বারবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

ফ্রয়েড বলেছেন আর্টিস্টের জীবন হচ্ছে অধিকতর সম্মান, অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা এবং ভালোবাসার সন্ধানে ঘোরা। এই সংজ্ঞানুসারে বার্নাড শ'র জীবনের দুঃখ কি? কিসের বিষাদ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল? যে পৃথিবীকে শ প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন তা থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই কি এই মানসিক বিষাদের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল? এ হ বা হু, এই যুক্তি 'অসার্থক। সম্মান, সাফল্য, অর্থ, খ্যাতি, নারীর ভালোবাসা ইত্যাদি বার্নাড শ'র জীবনে শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হয়েছে। তবু বার্নাড শ'র জীবনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য, এই সব মোহ এবং মায়া থেকে তাঁর নিস্পৃহ নিরাসক্তি। সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে হলে শ এমন ভাবে উল্লেখ করতেন যেন তা জর্জ-বার্নাড শ নামক অপর এক ব্যক্তির সম্পত্তি।

ফ্রয়েড আর-একটি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন—তার নাম ক্ষমতা, শক্তি। বার্নাড শ'র ক্ষমতা লাভ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে শুধু আরো পাঁচজন লেখকের মতো, তাতে পেট ভরে ত মন ভরে না।

বার্নাড শ প্রধান মন্ত্রিত্বের পদলোভী ছিলেন কি? সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ক্ষমতা তাঁর কাম্য নয়। স্থূল ব্যক্তিগত অভিলাষ বার্নাড শ'র কাছে দুর্জ্ঞেয়, অচিন্তনীয়। বার্নাড শ'র জীবনে অধ্যাত্ম সম্পদ ছিল প্রচুর পরিমাণে, একটা কিছু করার অন্তর্নিহিত আবেগ তাঁর মনে ছিল, বার্নাড শ'র চাইতেও বড়ো কিছু সত্তার মধ্যে তার অভিব্যক্তিই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। তাই লোকে যখন শুধু জর্জ বার্নাড শ'র অহং এবং লেখকসত্তার দিকে মনোযোগ দিয়েছে তাঁর বাণীর মর্ম উপলব্ধি করেনি, তখন তিনি হতাশ হয়েছেন।

সাধারণে বার্নাড শ'র সামান্য সত্তায় মনোযোগ দিয়েছে, অসামান্য সত্তাকে উপেক্ষা করেছে, লক্ষ্যই করেনি। এই ছিল তাঁর হতাশা, তাঁর জীবনের এই চরম ট্র্যাজেডি। বার্নাড শ'র জীবনের লক্ষ্য ছিল আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সভ্যতাকে সংরক্ষণ করা, অথচ আমরা যা তাই থেকে গেলাম, আর

সভ্যতায় ক্রমশঃ মরিচা ধরে এল। বার্নাড শ'র জীবনে এই অবস্থা ক্লেশজনক এবং গভীর বেদনাময়।

বার্নাড শ তাই বলেছেন—"I have produced no permanent impression because nobody has ever believed me."—এই হল নিজের মুখে বার্ণাড শ'র অসাফল্যের স্বীকৃতি।

কার্লাইলও একদিন এমনই সখেদে বলেছিলেন—"They call me a great man now, but no one believes what I have told them."

কার্লাইলের মৃত্যুর তিন বছর পরে বার্নাড শ ফেবিয়ান সোসাইটির তরফ থেকে লিখেছেলেন—'We had rather face a civil war than such another century of suffering as this has been."

এর পর এসেছে বিংশ শতাব্দী, এসেছে কাইজার উইলহেলম, হিটলার, মুসোলিনীর যুগ। ১৯৩২-এ ফেবিয়ান সোসাইটিতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বার্নাড শ সখেদে বলেছেন—'বিগত আটচল্লিশ বছর ধরে ফেবিয়ান সোসাইটি এবং এদেশের আরো অনেক সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছি, যতদূর দেখেছি সে সব অরণ্যে রোদন হয়েছে।'

তাতে কি আসে যায়? অনেকে এই কথাই বলবেন। পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে অনেকে স্বচ্ছন্দ স্বস্তিতে থাকতেই চান। তাঁদের দৃষ্টিভংগীটাই অন্য রকম। তাঁরা বলবেন, বার্নাড শ হঠাৎ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে আর চিন্তা করে পৃথিবীর গতি পালটিয়ে দেবেন এই দুরাশা রাখেন কেন! মার্কসীয় সমালোচকের মতে এর নাম "The bourgeois illusion"।—

চার্চিল এই সব মার্কসীয় শব্দ ব্যবহার না করেও তাঁর *Great Contemporaries* গ্রন্থে বার্নাড শ'কে লঘুভাবেই গ্রহণ করতে পারেন, অন্যভাবে নয়।

বার্নাড শ তাই বার বার বলেছেন—"That real joke is that I am earnest."

বার্নাড শ'কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার কারণও তিনি স্বয়ং। নিজের খ্যাতি বৃদ্ধির প্রয়োজনে তিনি মৃত্যুর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে বলেছিলেন, আমি যাই করি না আমার খ্যাতির ক্ষতি হবে না, আমার খ্যাতির ভিত্তি একেবারে সুদৃঢ়, সেক্সপীয়ারের মতো অনতিক্রম্য

এই লোকই আবার অন্যত্র বলেছেন—In order to gain a hearing it was necessary for me to attain the footing of a privileged lunatic with the license of a jester.…এই বাতুল বিদূষকের নাম জি, বি, এস।

গোড়া থেকেই, জি, বি, এস-এর পরিচিতির পরিধি জর্জ বার্নাড শ নামক ব্যক্তিটির চাইতেও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। জি, বি, এস বিদূষক, ভাঁড় মাত্র, তাঁর কথায় হাসতে হয়, রাগ করতে নেই, দোষ ধরতে নেই, গুরুত্ব আরোপ করতে নেই। জি, বি, এস নামক সিন্ধবাদের হাত থেকে বার্নাড শ কোনোদিন নিষ্কৃতি পাননি। যে প্রক্রিয়ায় জর্জ বার্নাড শ খ্যাতিলাভ করেছিলেন সেই জি, বি, এস, তার মূল বক্তব্য সাধারণের কাছে বোধগম্য করার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল।

বিস্ময়ের বিষয় যে, জর্জ বার্নাড শ'র এত প্রচণ্ড খ্যাতি সত্ত্বেও তাঁর প্রভাব একেবারে শূন্য বলাই চলে।

বার্নাড শ'র জীবনের এই বিদূষকের মুখোস তাঁর রচিত নাটকাবলীতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর নাটক তাই প্রহসন বা মেলোড্রামা। বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ইগন ফ্রিডেল বলেছেন—বার্নাড শ সযত্নে অতি তিক্ত বড়িকে চিনির আবরণে মণ্ডিত করেছেন, তাঁর দর্শকরাও চতুর, তাঁরা চিনিটুকু চেটে নিয়ে তিক্ত বড়িটাই পরিত্যাগ করেছেন।

দর্শকের লোভে বার্নাড শ একটা বিশেষ ভঙ্গি এবং পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। দর্শক এসেছে ভীড় করে, কিন্তু তাদের ওপর লেখকের কোনো প্রভাবই নেই। বার্নাড শ'র ধারণা ছিল My reputation shall not suffer—এ এক উদ্ভট মনোবিলাস। বিদগ্ধ সমাজ এবং জনসাধারণ উভয়ের হাতেই বার্নাড শ'র বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। বিদগ্ধ সমাজের সাফল্য আংশিক।

তরুণ সমাজে বার্নাড শ'র প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রীর সংলাপ এডমণ্ড উইলসনের ভাষায়—An explanation that burned like a poem.

উইলসনের মত বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের উদীয়মান সমাজ বার্নাড শ'কে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কতগুলি নর-নারীর জীবনাদর্শ বার্নাড শ'র

আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে তা বলা কঠিন হবে। তাঁর প্রভাবে বিবাহ, পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান, ধর্ম, এবং ধনতন্ত্র সম্পর্কে ক'জন মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে কে বলবে ?

মার্কস, ডারউইন বা ফ্রয়েড প্রভৃতি অন্যান্য চিন্তানায়কের চাইতেও বার্নাড শ-প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ত।

বার্নাড শ'র কাছে কিন্তু এ হ্ বা হু, এই প্রভাবও নেতিবাচক। বার্নাড শ একজন কালাপাহাড়ি প্রচারবিদ্ মাত্র, এই ধারনাই মানুষের মনে জাগল। এইচ, জি, ওয়েলস বা বড়ো জোর আনাতোল ফ্রাসের সঙ্গে বার্নাড শ'র নাম যুক্ত হল, এই পর্যন্ত।

Respectability, conventional virtue, filial affection, modesty, sentiment, devotion to woman, romance—এই সাতটি মহাপাতককে যখন বার্নাড শ আক্রমণ করলেন তখন সকলেই তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে সমর্থন করলেন, কিন্তু যখন বার্নাড শ বললেন—Conscience is the most powerful of all the instincts and the love of God is the most powerful of all the passions.—তখন এই উক্তির পর বার্নাড শ'র সমর্থক চোপসানো বেলুনের মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেল !

শ'র এই মতবাদ সম্পর্কে ধার্মিক এবং অ-ধার্মিক-গোষ্ঠী—বার্নাড শ'কে হয় উপেক্ষা করলেন, নয় তাঁর প্রতিবাদ করলেন।

পত্র-পত্রিকায় বার্নাড শ সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের ইঙ্গিত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দেই ধ্বনিত হল। তাঁরা লিখলেন, যে নতুনত্বের মোহে তরুণ দল শ'কে অভিনন্দিত করেছিল তারাও ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছে।

এই মন্তব্যের উপলক্ষ্য চেস্টারটন-কৃত বার্নাড শ সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে চেস্টারটন বার্নাড শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শ-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডি, এচ, লরেন্স বললেন—বার্নাড শ আর এইচ, জি, ওয়েলসের যুগ সম্পর্কে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কাল এসেছে। এর পর ডিকসন স্কট নামক জনৈক তরুণ সমালোচক (প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত) বার্নাড শ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁর বক্তব্য ছিল বার্নাড শ মূলতঃ ১৮৮০-র লণ্ডনের সৃষ্ট শিশুমাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি টি, এস, এলিয়ট বার্নাড শ'কে এডওয়ার্ডিয় যুগের মানুষ,—প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বলে প্রচার করলেন। এই ভাবে কয়েকজন শক্তিমান সমালোচক প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন—বার্নাড শ একজন ভীমরথী-প্রাপ্ত বৃদ্ধ।

বার্নাড শ'র বন্ধু উইলিয়াম আর্চার ইদানীং বার্নাড শ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতেন। তিনি বললেন—বার্নাড শ Grand Old Man—তখনো বার্নাড শ'র সত্তর বছর পূর্ণ হয়নি।

বার্নাড শ যথারীতি মন্তব্য করলেন—"Not taking me seriously is the Englishman's way of refusing to face facts."

বার্নাড শ'র একটি গোপন অস্ত্র ছিল, যদিও তা আর শেষ পর্যন্ত গোপন ছিল না, তার নাম 'কপট উষ্মা'। বার্নাড শ'র এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ গঠনের চতুর কৌশল নয়, কারণ যাদের প্রতিভা নেই এ তাদেরই অস্ত্র।

বার্নাড শ নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বার্নাড শ শুধু মাত্র শিল্পীপ্রতিভা বা শিল্পীখ্যাতিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর লেখনীটিকে তিনি শাণিত তরবারি হিসাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

বার্নাড শ তাঁর বক্তব্যের শ্রোতা শুধু সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, সারা পৃথিবীর মানুষই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর প্রতিভাকে তিনি নিজস্ব নীতির দাসত্বে নিয়োগ করেছিলেন। বার্নাড শ'র উদ্ধত মনোভংগীর মুখোস এক হিসাবে তাঁর আত্মাহুতি।

স্বেচ্ছায় বার্নাড শ সাহিত্যিক-খ্যাতি বিসর্জন দিয়েছেন আর অনিচ্ছায় স্বীকার করেছেন যে, চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই বলেছেন—"I see there is a tendency to begin treating me like an Archbishop—"

বার্নাড শ তাই নিজের বিশেষণ সৃষ্টি করেছিলেন—Artist-philosopher, আর তাঁর সমালোচকদের মতে তিনি আর্টিষ্ট এবং দার্শনিক, দুই দিক থেকেই অসার্থক হয়েছেন। আর শ'র মতে G. B. S—বাতুল বিদূষক।

॥ তিন ॥

শ ও মহাসমর

আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। জার্মাণী ও ইংরাজের মন কষাকষি ক্রমশঃই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। তখনো বার্নার্ড শ এদিকে মাথা ঘামাবার অবসর পাননি।

কাউন্ট হেনরী কেসলার একটা আবেদন জানিয়ে বললেন—আমরা হলাম সেক্‌সপীয়র, গ্যয়টে, নিউটন, লাইবনিৎস প্রভৃতির সাংস্কৃতিক বংশধর, ইংলণ্ড ও জার্মাণীতে কত সংস্কৃতিক মিল, অতএব লড়াই কেন বাধবে?

এই সূত্র থেকে উভয় দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ঘটে বিজ্ঞপ্তি এবং ইস্তাহারের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল বার্নাড শ'র ওপর। বার্নার্ড শ কিন্তু বুঝলেন সেক্‌সপীয়র ইত্যাদির প্রতি উভয় দেশের একটা শ্রদ্ধা আছে বলেই লড়াই বন্ধ করা যাবে না, তাছাড়া জার্মাণরা ভাবে সেক্‌সপীয়র একজন জার্মাণ, ইংরেজরা এ সব কিছুই ভাবে না। বার্নার্ড শ তাই তাঁর ইস্তাহারে লিখলেন জার্মাণ নৌবহর দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কিছু নেই। ইংলণ্ড এই ব্যবস্থাকে মানব সভ্যতা সংরক্ষণের এক প্রচেষ্টা মনে করে। এর ফলে সেক্সপীয়র নিউটন প্রভৃতির সাংস্কৃতিক নাতি-প্রনাতিরা সেই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দানে অসম্মত হলেন। ঐ লাইনটি উঠিয়ে দিতে হবে—এই তাঁদের দাবী। বার্নাড শ অবস্থাটা বুঝলেন, তিনি ১৯১৩-র মার্চে এবং ১৯১৪-র জানুয়ারী মাসে যথাক্রমে *The Daily Chronicle* এবং *The Daily News*-এ এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখলেন।

বার্ণাড শ মনে-প্রাণে যুদ্ধবিরোধী ছিলেন, তিনি জানতেন, পৃথিবীতে যতদিন হিংসা-কুটিল মানুষ থাকবে ততদিন এই ধরণের যুদ্ধ-বিরোধ করাও সম্ভব নয়।

বার্নাড শ যুদ্ধ-নিবারক নানা রকম প্রস্তাবও দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করলেন। বলা বাহুল্য, তা উপেক্ষিত হ'ল, এমন কি, কেউ কেউ উপহাস করে বললেন—বৈদেশিক দপ্তরে বার্নাড শ থাকলে পনের দিনেই যুদ্ধ বাধতো।

বার্নাড শ জবাবে বলেছিলেন, আমি বৈদেশিক দপ্তরে নেই বলেই ত' আঠার মাসেই যুদ্ধ লাগলো। বার্নাড শ'র কাছে যে-কোনো রকমের যুদ্ধ মানে একটা নিদারুণ অভিশাপ। বার্নাড শ'কে একজন একদা প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি *Commonsense About the War* লিখতে গেলেন কেন?

বার্নাড শ জবাবে বললেন, কারণ আমি চিরদিনই যুদ্ধকে ঘৃণা করে আসছি। (I have always loathed war.)

বার্নাড শ বা তাঁর মত আরো কেউ পছন্দ করুন আর নাই করুন, পৃথিবীর অনেক লোক কিন্তু যুদ্ধে আনন্দ পায়, যুদ্ধই তাদের ধ্যান-জ্ঞান। যুদ্ধে অসংখ্য নর-নারীর অকারণ মৃত্যু হয় এবং যুদ্ধের ফলে বিকৃত অর্থনৈতিক চাপে সমাজের আর্থিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে, এ সবাই জানে। তবু যুদ্ধের আনন্দে রাষ্ট্রনায়ক থেকে স্বরু করে—চোরাকারবারি সবাই চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ভয় আছে, তবু জয়ও আছে। যুদ্ধ প্রতিরোধের সার্থক উপায় আজো আবিষ্কার করা যায়নি।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখের *The New Statesman and Nation* নামক পত্রিকায় অতিরিক্ত ক্রোড়পত্রে বার্নাড শ-লিখিত *Commonsence About the War* প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ক্লিফোর্ড সার্প বার্নাড শ'র বক্তব্য বিষয়ের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না, তিনি কিন্তু জানতেন এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে তাঁর পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি পাবে; তাই তিনি অকুতোভয়ে বার্নাড শ'র রচনার একটি কথাও পরিবর্তন না করে প্রকাশ করলেন।

বার্নাড শ'র সমালোচক এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ, জি, ওয়েলস এই প্রবন্ধপাঠে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে লিখলেন, Shaw is like an idiot child screaming in a Hospital.

জন গলস্‌ওয়ার্দি বললেন, এই প্রবন্ধ বিকৃত রুচির পরিচায়ক। কারণ এ যেন কাটা ঘায়ে মুনের ছিটে।

কিন্তু লেবর পার্টির নেতা কীয়র হার্ডি বার্নাড শ'কে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠি সমগ্র বিষবাষ্পকে একটি ফুঁয়ে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি লিখলেন—Its inspiration is worth more to England than this war

has yet cost her—in money I mean. When it gets circulated in popular form and is read, as it will be, by hundreds of thousands of our best people of all classes, it will produce an elevation of tone in the national life which will be felt for generations to come. (এই প্রবন্ধের অনুপ্রেরণার মূল্য যুদ্ধ বাবদ ইংলণ্ড যে অর্থ ব্যয় করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এই প্রবন্ধ যখন সুলভ আকারে প্রচারিত হবে তখন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেণীর অসংখ্য সংমানুষের মনে এক উন্নত সুর সৃষ্টি করবে এবং পুরুষানুক্রমে তা উপলব্ধি করা যাবে।) এই সব কিছুর উত্তরে বার্নাড শ শুধু একটি কথা বললেন—"We must tell the truth unashamed like men of courage and character—"

সমালোচকদের মতে বার্নাড শ'র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসিক কর্ম *Commonsense About the War* নিবন্ধ রচনা এবং প্রকাশ করা। *The New Statesman and Nation* পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ৭৫,০০০ কপিতে পৌছাল। এই প্রবন্ধ বিস্মৃত হওয়ার অনেক পরে সাংবাদিকরা তার উল্লেখ করে বার্নাড শ'কে অনেক কটূক্তি করেছেন। বার্নাড শ কিন্তু এই কারণে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হননি, তিনি জানতেন, এই বিষয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধিই চূড়ান্ত। বার্নাড শ বলতেন—"You may demand moral courage from me to any extent, but when you start shooting and knocking one another about, I claim the coward's privilege and take refuge under the bed. My life is far too valuable to be machine gunned." (আমার কাছে তোমরা নৈতিক সাহস দাবী করতে পারো, কিন্তু তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে হানাহানি সুরু করো তখন আমি ভীরুর সুযোগ গ্রহণ করে বিছানার নীচে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি। মেশিনগানের আক্রমণে মরার চাইতেও আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী।)

Commomsense About the War পড়া থাকলে হয়ত এত হৈ-চৈ হত না, অধিকাংশ বিদগ্ধ মানুষ এই নিবন্ধ পড়েন নি। তাঁরা এর ওর মুখে শুনেছেন যে, এই নিবন্ধ ভীষণ ইংরাজ-বিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী রচনা। ফলে সবাই মিলে আক্রমণ সুরু করল।

শ লিখেছিলেন, বেলজিয়ান ঘটনাবলী একটা অজুহাত মাত্র, বৃটিশের

যুদ্ধে নামার, এবং সেই অজুহাত অতি দুর্বল এবং জোলো। শ বলেছিলেন, প্রতিটি সেনাদলের সৈনিকরা যদি বুদ্ধিমান হত, তাহলে যে যার দলের কর্তাকে হত্যা করে বাড়ি ফিরে আসতো। যুদ্ধরত দেশের মানুষরা যদি এর মর্ম বুঝতো, তাহলে তারা কিছুতেই যুদ্ধের খরচ দিত না। জার্মাণীতেও যুদ্ধবাজ *Junkers* (দেশোয়ালী মুরুব্বি) আছেন, যেমন আছেন ইংলণ্ডে। ইংরেজরা ভণ্ড—আত্মগরিমা প্রচার ও শত্রুপক্ষকে গালাগাল দেওয়াটা যুদ্ধজয়ের পথ নয়। স্যার এডওয়ার্ড গ্রে (বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব) ইংলণ্ডের মনোভংগী যদি পূর্বাহ্ণে পরিষ্কার ভাবে জানাতেন, তাহলে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা চলত।

বার্নাড শ-রচিত *Commonsense About the War* গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এক দেশপ্রেমিকের বক্তব্য। ঝুটা চালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এমন কুৎসিত কুৎসা ও কলঙ্ক বার্নাড শ'র বিরুদ্ধে প্রচারিত হতে লাগল, যার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এ যেন একদিকে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম আর অন্যদিকে জার্মাণী, অস্ট্রীয়া, তুর্কী এবং বার্নাড শ। সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠল, বার্নাড শ'র নাটক বয়কট করো। পুরাতন বন্ধুরাও তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। রয়্যাল ন্যাভাল ডিভিশন থেকে এক সন্ধ্যায় হার্বাট এ্যাসকুইথ বলেছিলেন--The man ought to be shot।

বার্নাড শ'র কাছে প্রতিদিন অজস্র পত্র আসতে লাগল, গালাগাল আর তিরস্কারে পূর্ণ সেই চিঠিগুলিতে বাড়ি ভরে গেল। একদিন এক সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে অভিনেতৃবর্গ বার্নাড শ'র সঙ্গে একত্রে ফটোগ্রাফ তুলতে রাজী হলেন না, এমন কি, আমেরিকায় পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া পৌছালো।

বেলজিয়ানরা কিন্তু বার্নাড শ'র ওপর চটেনি, তারা তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলো জার্মাণীর বিরুদ্ধে বক্তব্য গুছিয়ে লেখার জন্য। বার্নাড শ তার ফলে লিখলেন—*An Open Letter to President Wilson*। ১৯১৪-এর ৮ই নভেম্বর তারিখের *The Nation* পত্রিকায় সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধপাঠে উড্রো উইলসনের মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটলো তা জানা যায় না। এই সব ব্যাপারে বার্নাড শ'র অভিমতাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আর্কিবালড্ হেনডারসন, তাঁর মত অতি তীব্র। তিনি বলেছেন, একদিন ঐতিহাসিকরা স্বীকার করবেন যে বার্নাড শ'র রচনা কি ভাবে উইলসনকে

প্রভাবিত করেছে। বিশেষতঃ দি লীগ অব নেশন্স, ফ্রীডম অব দি সিস, ভার্সাই চুক্তি, চতুর্দশ দফা চুক্তি এবং জার্মাণদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা বার্নাড শ'র এই মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

জার্মাণরা শ-লিখিত *Commonsense* নিজেদের প্রচারকার্যে ব্যবহার করলেন। যদিচ কোনো সমালোচক বার্নাড শ'র এই কীর্তি অত্যন্ত সাহসিক এবং *Tom Payne*-র সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বা সেণ্ট জন আর্ভিন প্রভৃতি জীবনীকারদের মতে বার্নাড শ'র পরবর্তী কার্যাবলীতে মনে হয় তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের রচিত জীবনী বার্নাড শ'র জীবনকালে প্রকাশিত। এই বিষয়ে স্বয়ং বার্নাড শ'ও কোনো মন্তব্য করেননি। বৃটেনের লোকজন তাঁকে শত্রু মনে করলেও সরকার তাঁকে নিরাপদ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন কি যুদ্ধকালে তাঁকে সমরক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন।

উপন্যাস লেখক এ, ই, ডব্লু ম্যাসন যুদ্ধের সময় গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। তিনি বার্নাড শ'কে অনুরোধ জানালেন যে, জার্মাণ অপপ্রচারের জবাবে মূরদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু লিখুন। এর ফলে বার্নাড শ লিখলেন An Epistle to the Moors, বার্নাড শ'র এই নিবন্ধ নাকি মূরদের শান্ত করেছিল।

এই কারণেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে *Commonsense About the War* নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের ?

১৯২৪-এ বার্নাড শ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—আমি কোনোদিনই সরকারের বিরোধিতা করিনি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জানতেন আমি তাদেরই দলে। আমি দেখেছি যে আমেরিকানরা বা যে-সব ইংরেজরা সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন, যথা হেনরী আর্থার জেমস, তাঁদের ধারণা যে আমার মনোভঙ্গী পরাজিতের ভঙ্গী। ফরাসীরা যাকে বলে Defeatist। ইংরাজরা কিন্তু আসল খবর রাখতেন, তা নইলে আমাকে গুলী করে মারা হত। ১৯১৪—১৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্নাড শ অপেক্ষা অনেক লঘু পাপে অন্য দেশে অনেক স্বাধীনচেতা মানুষের গুরুদণ্ড হয়েছে।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস একটি চমৎকার উক্তি করেছেন—মলিয়েরের মতো এই ব্যক্তির

হৃদয়ে করুণার ক্ষীরধারা প্রবাহিত, কিন্তু তুর্গেনিভের নিহিলিস্ট নায়কের মতো সংকটকালে কি জীবনে কিংবা নাটকে যেখানে বৈপ্লবিক মনোভঙ্গীর চরম অভিব্যক্তির প্রয়োজন সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তিনি দুর্বল।

অবশ্য মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের পুত্রের মৃত্যুতে বার্নাড শ কিঞ্চিৎ আবেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

বার্নাড শ হেসকেথ পীয়রসনকে পরে লিখেছিলেন—"যদি তুমি এখন *Commonsense About the War* ঠাণ্ডা মাথায় পড়ো, তাহলে তুমি অবাক হয়ে যাবে এই ভেবে যে, কেন কিছু লোক এই নিবন্ধ পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল? বিশেষ করে যারা একছত্রও পড়েনি তাদের রাগটাই বেশী, এরা কিন্তু জেনেছিল *Junker* কথাটি গালাগাল হিসাবে গ্রহণ না করতে আমি সাবধান করে দিয়েছি। য়ুরোপের আসল *Junker* হলেন স্যার এডওয়ার্ড গ্রে। আসল কথা হল, লোকে মনে করে যেহেতু আমি জাতে আইরিশ, আমার মনোভঙ্গী বৃটিশ-বিরোধী। তাই বৃটিশের তরফ থেকে আমার বক্তব্য পেশ করাটা অনেকের কাছে অসহ্য মনে হয়েছে।

যুদ্ধের পর লর্ড মরলীর চিঠিপত্র প্রকাশ হওয়ার পর সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ভাইকাউণ্ট গ্রে এবং লণ্ডনের আরো অনেকেই কাইজারের কাছাকাছি যেসব মানুষ ছিলেন তাদেরই সমতুল্য অপরাধী।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেন, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দেই বার্নাড শ হয়ত কিছু গোপনতথ্য জেনেছিলেন, এডওয়ার্ড গ্রে প্রভৃতির সম্পর্কে। জানা অসম্ভবও ছিল না, কারণ বড় মহলের ব্যক্তিদের কাছে কোনো খবরই গোপন থাকে না। কিন্তু ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মনে হয়নি যে পৃথিবীকে ধ্বংস করা বা দুর্গতি থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে শ একটা আপোষ-রফা করেছিলেন নিজের বিবেকের সঙ্গে। যেমন করেছেন তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে, এই বিষয়ে হয়তো তাঁর সমগোত্রীয়ের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাই বলে তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি চেস্টারটনকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তাঁর মতবাদ নির্দিষ্ট এবং সুদৃঢ়, যুদ্ধের আগে, মধ্যে এবং পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। আমার মতে বার্নাড শ বার বার রঙ বদলেছেন, যদিও তিনি বহুরূপী নন!

বার্নাড শ'র প্রতি ইংলণ্ডবাসীর অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও ঘৃণা বেড়ে উঠল জার্মাণ সাবমেরিনের ধাক্কায় *Lucitania* নামক যাত্রিবাহী-জাহাজ ডোবার পর। বার্নাড শ বলেছেন—"আশ্চর্য! যে সব মানুষ এতদিন কোনো রকমে ঠাণ্ডা মাথায় ছিল, তারাও ক্ষেপে উঠল, কিম্ আশ্চর্যমৃতঃপরম্! সেলুনের নিরীহ যাত্রীদের হত্যা করা! ততঃকিম্! এই আন্দোলন সুরু হল।

কিন্তু যা ঘটলো তা শুধুমাত্র এই কথায় ঠিকমত ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই দুর্ঘটনার তিন জন বিখ্যাত বলি আমার সুপরিচিত বন্ধুদের অন্যতম, তবু সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল।...আমার বরং আত্মতৃপ্তি হল এই ভেবে যে, বে-সামরিক মানুষ তবু জানলো যুদ্ধের স্বাদ কেমন। এতদিন তারা যুদ্ধটা বৃটিশ ক্রীড়া-কৌশলের অন্তর্গত একটা চমৎকার খেলা (Sport) মনে করত!"

Lucitania ডুবি সংক্রান্ত বার্নাড শ'র উক্তি *The New Statesman* পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ক্লিফোর্ড সার্পকেও সন্ত্রস্ত করে তুলল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বার্নাড শ অর্থসাহায্য করেছিলেন। মিঃ সার্প *Lucitania* জলমগ্ন হওয়া সম্পর্কে বার্নাড শ'র বক্তব্য প্রকাশ করতে কিন্তু স্বীকৃত হলেন না। এই কারণে বার্নাড শ মনে এতটুকু ক্ষোভ বা জ্বালা রাখেননি, পরে ক্লিফোর্ড সার্পের দুর্দশার সময় বার্নাড শ তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু *New Statesman* পত্রিকায় ১৯৩১-এর আগে আর কোনোদিন লেখেন নি। ১৯৩৯ এ আবার একটি মহাযুদ্ধের সূচনা, বার্নাড শ আবার যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত লিখতে সুরু করলেন, *The Nation* পত্রিকায়।

বার্নাড শ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু আলফ্রেড স্টরোকে বলেছিলেন—"জার্মাণরা যখন Rheims Cathedral-এ গোলা ছুঁড়েছিল তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে, গোলন্দাজের মাথা গুঁড়ো করে দিই। লক (L.T. Locke) আমার সামনেই বসেছিল, সে আমার প্রস্তাব সমর্থন করে এবং আমার ন্যায়-দৃষ্টির প্রশংসা করে—"

Lucitania জলমগ্ন হওয়ার পর Dramatist Clubএর এক লাঞ্চে লক, হেনরী, প্রভৃতি সদস্যরা বার্নাড শ'র মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

তার পর এক সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বিনা নোটিশে বার্নাড শ'কে সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করা হল। বার্নাড শ তাঁদের জানালেন যে, এই পদ্ধতিটা আইনগত নয়, কারণ তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়নি, তবে হাঙ্গামা না বাড়িয়ে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি স্বয়ং পদত্যাগ করবেন।

গ্রানভিল বার্কারও পদত্যাগ করলেন। ইস্রায়েল জানগউইলও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন, বার্নাড শ বাধা দিলেন। জানগউইল ড্রামাটিস্টস্ ক্লাবে নারীসদস্য গ্রহণের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন। আরো কেউ কেউ হয়ত ক্লাবের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এই সুযোগে তাঁরাও পদত্যাগ করলেন।

ডব্লু, জে, লক নম্র স্বভাবের অতি শান্ত ভদ্রলোক ছিলেন, সেই মানুষও বার্নাড শ'র রক্তপান করার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। বার্নাড শ বলেছেন—"জন্ম এবং মেজাজে লক ছিলেন পাকা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান। এই সময়ে আমি একদিন লেখক-সমিতির কমিটি মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম, সহসা কোথাও কিছু নেই লক চীৎকার করে উঠল—বার্নাড শ র সঙ্গে এক ঘরে বসতে আমি রাজী নই। তার পর দরজাটি সশব্দে বন্ধ করে চলে গেল। জ্যাক স্কোয়ার আমার মুখে চুনকালি লেপে দেওয়ার প্রস্তাব ছেপে প্রকাশ করল। তবে এই জাতীয় যুদ্ধকালীন হিস্টিরিয়ার শীগগিরই অবসান ঘটল, জ্যাক স্কোয়ার আর লক দুজনেই এসে হাত বাড়িয়ে সেকহ্যাণ্ড করল। আমিও হস্ত প্রসারিত করলাম। আমার কাছে যুদ্ধ-জ্বর আর সব সংক্রামক মহামারীর মত। এই সময় যে সব রোগী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে, তা রোগশয্যায় শায়িত রোগীর প্রলাপের মতই উপেক্ষণীয়।"

পরে অবশ্য ড্রামাটিস্টস্ ক্লাব বার্নাড শ'কে আবার ডিনারে সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু মনে এতটুকু বিদ্বেষ পোষণ না করলেও, বার্নাড শ অজুহাত দর্শন করে সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলেন। বার্নাড শ এই উপলক্ষে একটি চমৎকার কথা বলেছেন—"Any one who is a pioneer in art is hated by the old gang and should not join their clubs, as it enables them to expel him, and to that extent places him in their power.

বার্নাড শ বলেছেন, কোথায় সব মুছে গেল, আমার বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত, অভিযোগ আর অনুযোগ একদিন মিলিয়ে গেল। সেই ক্লাবও হয়ত উঠে গেছে। হেনরী জোনস শেষ পর্যন্ত রেগে ছিল, সে আর কিছুতেই মিটমাট করেনি। এ তার একতরফা লড়াই। আমি বার বার হাত বাড়িয়ে এগিয়েছি ও হাত সরিয়ে নিয়েছো। আর একজন এইচ, জি, ওয়েলস্। তবে তার ব্যাপার আলাদা। মরার সময় ওয়েলস একখানি ছোট কাগজে অতি কষ্ট করে লিখেছিল, আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আক্রোশ নেই।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Testimonial Matineeর এক কমিটি হয় জে, এইচ, বার্নসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। জোন্‌স যেই দেখলেন সেই কমিটিতে বার্নাড শ'ও আছেন, তিনি পদত্যাগ করলেন। বার্নাড শ তাঁর মতে a freakish, homunculus germinated outside lawful procreation (আইনগত জন্মবিধির বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে যার জন্ম, যেমন গ্রীক উপকথার পারাকেলসুস)।

এর জবাবে বার্নাড শ বললেন—সন্দেহাতীত ভাবে আমি আমার প্রখ্যাত পিতার পুত্র, এবং আমার জননীর সম্পত্তি ও পিতৃঋণের আইনগত অধিকারী।

জোন্‌সের এই আক্রমণাত্মক রচনার প্রকাশককে জোনস আশ্বাস দেন, রচনাটি প্রকাশ করলে বার্নাড শ তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। বার্নাড শ এই কথা শুনে বললেন—এ কথা জেনে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি যে, লেখকের আশ্বাস না পেলে প্রকাশকরা এই মানহানিকর রচনা প্রকাশে সাহসী হতেন না। জোনস্ বলেছিল, আমার বন্ধুত্ব নির্ভরযোগ্য, এটা সে ঠিকই বলেছে।

পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্য যুদ্ধশেষে বার্নাড শ রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদ্‌দের কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্সাই পীস কনফারেন্সে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। বার্নাড শ রঙ্গ করে বলেছেন, এ যেন লণ্ডনের মাছির বিফিন উপসাগরের ধ্যানমগ্ন তিমিমাছের কানের কাছে গুঞ্জন করা।

U. S. A. সমরাস্ত্র সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে সভা ডাকা হয়, বার্নাড শ তাতে যোগদান করতে রাজী হননি। বলেছিলেন—সমরাস্ত্র সীমিত করলে

যুদ্ধ নিরোধ করা যায়, এই ধারণা ভুল। পথের ধারের কুত্তার-লড়াই এই ধারণার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

বার্নাড শ কোনো দিন হাউস-অব-কমন্সের সভায় উপস্থিত হননি। দর্শক হিসাবে কিন্তু ১৯২৮-এ জেনেভায় লীগ অব নেশনসের সভায় হাজির হয়েছিলেন। সমগ্র অধিবেশন তাঁর কাছে Dull এবং Stupid বলে মনে হয়েছে।

বার্নাড শ বলেছেন—In the atmosphere of Geneva patriotism perishes ; a patriot there is simply a spy who cannot be shot, কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সংবাদে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে লিখেছিলেন, রাশিয়া থেকে সুসংবাদ এসেছে। ঈশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আমাদের জন্য হাতের মুঠায় তিনি অনেক বিস্ময় রেখেছেন।

॥ চার ॥

হৃদয়-দাহন হর্ম্ম

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের প্রচণ্ড উত্তাপ সারা য়ুরোপকে দাবানলে জ্বালাচ্ছে, সেই দাবদাহের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে নীলকণ্ঠের মতো সেণ্ট লরেন্সের শান্তি নীড়ে সমাহিত হয়ে আছেন বার্নাড শ। *Commonsense about the war*-এর জন্য একদিক থেকে আসছে গালাগাল, আর অন্যদিকে আসছে শ্রমিক সভার প্রশস্তিমূলক প্রস্তাব। সারা দেশ জুড়ে যেখানেই তাদের সভা হয়, তারা বার্নাড শকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে।

এমনই একদিনে হেসকেথ পীয়রসন বার্নাড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি মেসোপটেমিয়া যাবেন, তাই একবার দেখা করতে এসেছেন। কথায় কথায় শ বললেন, সৈন্যজীবন কি রকম লাগছে তোমার ?

পীয়রসন বললেন, ভালো নয়, তবে প্রতিবাদ করার সাহসও নেই।

শ বললেন, ওদের অবশ্য ডিসিপ্লিনটা চমৎকার, কিন্তু সেটা হল উল্‌টো দিক। যুদ্ধ যে কেন হচ্ছে ওরা বোঝে না। একজনের পক্ষে অগ্নিনিরোধের জন্য যথাসাধ্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগলে আর প্রতিষেধক-ব্যবস্থার প্রয়োজন কি ? তখন সে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে। কে এই যুদ্ধ বাধালো ? কার জন্য এই যুদ্ধ ? এই সব বলে বা এই যুদ্ধ করাটাই অন্যায়, এ সব কথায় যুদ্ধ থামানো যাবে না। আমরা সবাই জানি এটা অন্যায়, তবু আমাদের সকলকে আগুন নেভানোর কাজেই লাগতে হবে। তবে এ কথাও বলবো, এ আগুন অনেক তাড়াতাড়ি নেভানো যাবে যদি দু'চার জন রাজনীতিককে হত্যা করা যেত।

পীয়রসন প্রশ্ন করলেন—এখন নতুন কি লিখছেন ?

শ জবাবে বললেন—শেখভের ভঙ্গীতে অবসর সময়ে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছি। এ আমার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। তোমার শেখভের নাটক পড়া আছে ? অদ্ভুত নাট্যকার ! একেবারে তোমার উপযুক্ত।

থিয়েটার সম্পর্কে অপূর্ব জ্ঞান। শেখভ পড়ে মনে হয় যেন নাটক রচনায় আমার সবে হাতেখড়ি হয়েছে। একটা ধর্মমূলক রচনায় হাত দিতে হবে। হাতে সময় থাকলেই বাইবেল পড়ছি।

পীয়রসন বললেন—ও-সব ছোটবেলায় যা পড়েছি তাতেই আমার জীবনটা কেটে যাবে।

—এই বই ছোটদের বই নয়। যতক্ষণ না নভেল আর নাটক ইত্যাদি অসংখ্য ট্রাস পড়ে ক্লান্ত না হচ্ছ ততক্ষণ এই বই তুমি কি করে বুঝবে?

Heartbreak House নাটকের ভূমিকার শেষে বার্নাড শ লিখেছেন—You cannot make war on war and on your neighbour at the same time. War cannot bear the terrible castigation of comedy, the ruthless light of laughter that glares on stage.

এই নাটকটি আকারে সুদীর্ঘ, এই নাটকটি নাট্যকারের মতে শেখভীয় ভঙ্গীতে রচিত—a Fantasia on English themes in the Russian manner—এই নাটকেই বার্নাড শ'র পৃথিবী সম্পর্কিত হতাশা ও অবিশ্বাসের প্রথম অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। এইচ, জি ওয়েলসের মতো প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বার্নাড শ বিশ্বাস রাখতেন যে, মহাজাগতিক বিপর্যয় অবশ্য ঘটবে কিন্তু প্রগতি সুনিশ্চিত। এই কার্যের পর তাঁর বিশ্বাস কিন্তু ক্ষীণ হয়ে এল, একেবারে অবশ্য ভাঙলো না। এই কারণেই বার্নাড শ আরো ঘনিষ্ঠভাবে কম্যুনিজমের প্রতি অভিমুখী হলেন।

Heartbreak House যখন লেখা শেষ হল তখন বার্নাড শ'র বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। *Heartbreak House* বার্নাড শ'র চোখে দেখা ১৯১৩-র ইংলণ্ড। লাইট হাউসের সতর্ক-আলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ইংলণ্ডের তরণী এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গায়ে চূর্ণ হতে। হেকটর হুসাবি তাই—কাপ্তেন সট ওভারকে বলে—And this ship we are all in, this soul's prison we call England?

নাটকের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু অদ্ভুত এর ভূমিকা। নাটকটি লিখিত হওয়ার দশ বছরের আগে অভিনীত হয়নি, কারণ মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই নাটক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে সুরু হল সুতীব্র উত্তেজনা।

W. H. Auden বলেন—**For all his theatre about propaganda, his writing has an effect nearer to that of music than the work of any of the so-called pure writers.**

বার্নাড শ'র ব্যবহৃত সংলাপের ছন্দ এবং স্বরমাধুরী তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়তর করেছে। Auden-এর উক্তি বার্নাড শ'কে সঙ্গীতকার হিসাবে বিচারে সহায়তা করে। বার্নাড শ'র সমসাময়িক বন্ধু, সতীর্থ ও শিষ্যবৃন্দের রচিত 'সমস্যামূলক' নাটকের সঙ্গে বার্নাড শ'র মৌল প্রভেদ অনেকখানি।

শ'র পরিণত রচনায় সঙ্গীত একটি বিশেষ লক্ষণ। নাটকে তার উপস্থিতি পাদপূরণের প্রয়োজনে নয়। সর্বগ্রাসী সার্বভৌমত্বের দাবীতে। সমালোচকদের মতে এরই নাম *Shavian sonata*। বার্নাড শ'র এই জাতীয় সকল নাটকাবলীর অন্যতম *Heartbreak House*, আর এই নাটকে শেভিয়ান ভাববাদের প্রাধান্য বেশী। এই নাটকের নব-নামকরণ *A Fantasia in the Russian Manner on English Themes* দেখেই বোঝা যায় যে, এই সময় বার্নাড শ প্রচুর পরিমাণে টলস্টয় পড়েছেন, শেখভের নাটক দেখেছেন। *Heartbreak House* রচনার সময় *The Light Shines in Darkness* এবং *The Cherry Orchard* তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

বার্নাড শ'র খেয়াল এবং রসিকতা থেকে মুক্ত *Heartbreak House.* নাটকটি পরিপূর্ণ ভাবে শেখভীয়, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ভদ্র, সংযত, এরা ক্ষীয়মান বনেদী-বংশের নমুনা। তারা সবাই অকর্মা, নাটকের দৃশ্য গ্রামের বাড়ীতে, নাটকের ভঙ্গিমা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের বিচিত্র মালা স্বরের সুতোয় বাঁধা। কিন্তু এই নাটকের শেখভত্ব বাহ্যিক, গভীর ভাবে বিচার করলে এই নাটক পরিপূর্ণ রূপে শেভিয়ান। *The Shewing up of Blanco Posnet* নাটকে বার্নাড শ হয়ত টলস্টয়ের *Power of Darkness* অনুসরণের চেষ্টা করেছেন আসলে তিনি কিন্তু *The Devil's Disciple* নাটকই নতুন করে লিখেছেন। *Heartbreak House*-এ বার্নাড শ আপনাকে ইংরাজ শেখভ মনে করলেও আসলে তিনি *Getting Married* এবং *Misalliance*-এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি *triology* এবং *Heart break House* তার চূড়ান্ত পরিণতি।

আঙ্গিক ও বক্তব্যের দিক থেকে এই তিনটি নাটকে এক অখণ্ড যোগসূত্র

রয়েছে। এই তিনটি নাটকই বিদগ্ধজনের জন্য রচিত। তিনটি নাটকেই আছে একই ধরনের আদি-রসাত্মক দুঃসাহসিকতা। তিনটিতেই ড্রয়িংরুমের কথাবার্তার ভিতর নাটক গড়ে উঠেছে এবং উঁচুতলার সমাজ সম্পর্কে বার্নাড শ'র অপরিবর্তনীয় মনোভাব স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে!

Getting Married বা *Misalliance* এই দুই নাটকের মঞ্চে এতটুকু সাফল্য ঘটেনি। তবে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন টেলিভিসনে প্রদর্শিত হয় *Misalliance* তখন তার অসীম জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল। মনে হয়েছিল বার্নাড শ যেন বেতারে প্রচারের জন্য সদ্য এই নাটক লিখেছেন। শেখভের যে সব নাটকের আদর্শে বার্নাড শ এই *Heartbreak House* নাটক রচনা করেছিলেন। মস্কৌ বা সেণ্ট পিটস্‌বার্গের রঙ্গমঞ্চে তার যেমন সমাদর হয়েছিল, বার্নাড শ'র নাটকেরও সেই দুর্দশা ঘটেছিল লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে। শেখভ এই অসাফল্যে এমনই মনস্তাপ পেয়েছিলেন যে, আত্মহত্যা করতে সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা বার্নাড শ'কে হতাশ করতে পারতো না।

এই নাটক হ্যামারস্মীথের লিরিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার কথা ছিল, এলেন ও'মালিকে এলি ডানের ভূমিকা দেওয়া স্থির হয়। এই আইরিশ সুন্দরীর বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়ায় নিগেল প্লে ফেয়ার ও আর্নল্ড বেনেটের মতে এই ভূমিকার জন্য অল্পবয়সী মেয়ে প্রয়োজন। কমবয়সী মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এত সময় লাগল যে, আলস্টারের নাট্যকার জেমস ফাগান যখন কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব করলেন বার্নাড শ রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২১-এর ১৮ই অক্টোবর লণ্ডনে এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হল। ততদিনে ন্যু ইয়র্কে এই নাটক ১২৫ রজনী অভিনীত হয়ে গেছে।

এই নাটক লণ্ডনে অসফল হল। প্রথম কারণ চরিত্রবণ্টনের ত্রুটি, দ্বিতীয় কারণ লণ্ডনের দর্শকের গ্রহণক্ষমতার অভাব। এই অসাফল্যে বার্নাড শ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন যা তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, কিন্তু কারণও আছে। বার্নাড শ এই নাটকটিকে তার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন, সেই কারণেই তাঁর দুঃখটা এত তীব্র হয়েছিল।

বার্নাড শ'র ৯২তম জন্মদিনে একটি নতুন নাটক রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন। সেই বছর ২৬শে জুলাই তারিখে দি আর্ট থিয়েটার ক্লাব—*Too True to be good* অভিনয় করলেন। প্রোগ্রামে হেসকেথ পীয়রসন একটি ছোট্ট নিবন্ধে লিখেছিলেন—The main theme of Too True to be good—is the wretchedness of the rich, and the play is therefore a variation of development of *Heartbreak House*, ইত্যাদি।

এই *Programme* কেউ বার্নাড শ'কে হয়ত পাঠিয়েছিলেন। তিনি হেসকেথ পীয়রসনকে একটি পোস্ট কার্ডে লিখলেন, Why? বুঝতে না পেরে পীয়রসন লিখে পাঠালেন, What? বার্নাড শ জবাব দিলেন—The Note। পীয়রসন লিখলেন, Oh, that! বার্নাড শ আবার লিখলেন, Yes, এবার পীয়রসন লিখলেন, God knows! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন শ, He does not—পীয়রসন কি আর করেন, লিখলেন—Nor do I.

বার্নাড শ'র এই সংক্ষিপ্ত চিঠি লক্ষ্য করার মতো।

মিঃ ই, স্ট্রাউস *Bernard Shaw's Art and Socialism* নামক চমৎকার গ্রন্থে বলেছেন—*Back to Methuselah* আর *Heartbreak House* বার্নাড শ'র সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি!

বার্নাড শ নিজে বলতেন, আমার কোন্ বইটা যে শ্রেষ্ঠ তা শেষ বিচারের (Judgment Day) দিন পর্যন্ত বলা যাবে না। আবার মাঝে মাঝে সোজাসুজি বলতেন। ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে প্রদত্ত গ্রন্থে নিজে লিখেছিলেন, 'Rightly spotted by the iufallible eye of Frank Harris as my best play—"

Back to Methuselah লেখার আগে পর্যন্ত বার্নাড শ *Heartbreak House*কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকার করতেন। বর্মার প্রধানমন্ত্রী থাকিন ন্যুকে একখণ্ড *Back to Methuselah* উপহার দিয়ে বলেছিলেন—এই আমার মাস্টারপীস।

বয়সের সঙ্গে শ ক্রমশঃই যে আকৃতি এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং প্রকৃতিতে যে তাঁর পিতৃদেবের মত হয়ে উঠলেন এটা বুঝে ছিলেন। বার্নাড শ'র পিতৃদেব কার শ সব কিছুতেই শ্লেষ করে বলতেন—everything was a

pack of lies।—*Heartbreak House*-এ বৃদ্ধ কার শ'কে আদর্শ করে রচিত। ওলড্ টেস্টামেণ্টের বৃদ্ধের মতো পৃথিবীর সব কিছুরই বিরোধী *Captian Shotover*কে এঁকে ছিলেন। *Captain Shotover* সর্বদাই ব্যস্ত, আসলে পথের ধারে মদ্যপান করাটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত মানুষের উদ্দেশ্যে বাণী নিক্ষেপ করে জবাবের জন্য আর দাঁড়াতেন না।

Captain Shotover বলেছেন, It confuses me to be answered, it discourages me, I cannot bear the men and women, I have to run away, I must run away now.

তরুণদের সম্পর্কে বার্নাড শ'র মনোভঙ্গী *Captain Shotover*-এর মুখ দিয়ে বলা হয়েছে—I see my daughters and their men living foolish lives of romance and sentiment and snobbery....I did not let the fear of death govern my life, and my reward was, I had my life—

শার্লোট এই নাটক সর্বপ্রথম পড়েছিলেন। মদ্যপ মানুষকে তিনি চিরদিনই সইতে পারতেন না। *Captain Shotover*কে পছন্দ না করলেও তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা তাঁর ভালো লাগতো।

চেকোশ্লোভাকিয়ান সৈনিকরা একটা চিঠিতে লিখলেন—Your work has always philosophical basement of our life, day by day, endeavouring to follow our great Irish teacher....

বলাবাহুল্য এই চিঠিতে শ দম্পতি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু *Heartbreak House*কে গ্রহণ করার জন্য মানুষ তখনও তৈরী হয়নি। জীবনের কঠোরতা, বিপদ, আতঙ্ক, মৃত্যু ইত্যাদির জ্বালায় তারা তখন বিব্রত। জীবনের গভীরতার দিকে মানুষের তেমন আগ্রহ নেই, তারা চায় আনন্দ, হাসি এবং সরসতা। তারা চায় সব কিছু লঘুভাবে গ্রহণ করতে, *Shotover*-এর বাণী শোনার মতো উপযুক্ত মনের অবস্থা নয় তখন। ক্লান্ত তরুণ দল প্রশ্ন করে —And who was Shaw to preach to us? তারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ফিরে এসেছে। *Arms and the Man* পড়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, তারা হাসতে চায়, দুঃখ ভুলতে চায়। গুরুগম্ভীর বিষয়কে বিষ মনে করে দূরে পরিহার করতে চায়।

বার্নাড শ এই মনোভঙ্গীতে কিন্তু বিভ্রান্ত হননি। তিনি জানতেন, জোয়ারের পর ভাঁটা আছে, এমন কি যে তরুণ লেখক তাঁকে এখন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছে, সেই লিটন স্ট্রাচীকেও তিনি প্রশংসা করছেন।

কিছু দিনের জন্য লেখনী থামালেন বার্নাড শ। এর প্রয়োজন ছিল। এখন একটা বড়ো নাটক লিখতে হবে যা অভিনয় করতে বারো ঘণ্টা সময় লাগবে। নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং নিহিলিজম ইত্যাদির ভস্মাবশেষ থেকে বিংশ শতাব্দীতে যে নতুন ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠছে, এই নাটকের ভিত্তি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাটক অমর রচনা হবে এবং তাঁকে অমরত্ব দান করবে। *Candida, Man and Superman* এবং *Heartbreak House*-এ সবই সেই নতুন নাটকের প্রস্তুতি। বার্নাড শ'র মতে এই নতুন নাটক Exploits the eternal interest of the philosopher's stone which enables man to live for ever—

Heartbreak House-এর যত ত্রুটীই থাকুক নাটক হিসাবে অপূর্ব। *Captain Shotover* বার্নাড শ'র অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রের মাধ্যমে বার্নাড শ মানুষের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অবিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকে তিনি এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই এই নাটকের শেষে এলি যখন বলে—This silly house, this strangely happy home, this agonising home, this house without foundations. I shall call it *Heart break House*—তখন পাঠক ও দর্শক নিজের মনে তার প্রতিধ্বনি পায়।

॥ পাঁচ ॥

লুসির মৃত্যু

১৯২০, ২৭শে মার্চ···

সাউথ লণ্ডনে ডেনমার্ক হিলে বার্নাড শ মৃত্যুশয্যায় শায়িত বোন লুসীকে দেখতে গেলেন। এই ডেনমার্ক হিলের কাছেই জন্মেছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং এবং রাসকিন তাঁর বাল্যজীবন কাটিয়েছেন।

লুসীর বয়স তখন ৬৭ বছর, বার্নাড শ'র ৬৪। বার্নাড শ পৌঁছে দেখলেন, লুসী অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে রোগশয্যায় পড়ে আছেন। বার্নাড শ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর লুসী মৃদু গলায় বললেন—এইবার আমি মারা যাব। আর বেশী দেরী নেই।

বার্নাড শ সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—না, না, ভয় কি, শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

তারপর দুজনেই নীরব। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাশের বাড়ীতে কে একজন অতি বিশ্রীভাবে পিয়ানো বাজাচ্ছে। চমৎকার সন্ধ্যা, চার দিকের জানলা উন্মুক্ত। লুসী বার্নাড শ'র হাত ধরে আছেন। সহসা মনে হল যেন তাঁর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে। লুসীর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে।

বার্নাড শ সবিস্ময়ে ভাবলেন কি করা যায়! ডাক্তারকে ডাকা হল। বার্নাড শ বললেন—সম্ভবতঃ টিউবারকুলেসিসই মৃত্যুর কারণ। কিছুদিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল, তার পরই টি, বি-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন লুসী।

ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন—না, মৃত্যুর কারণ অনাহার। টি, বি, সেরে গিয়েছিল।

বার্নাড শ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—সে কি! আমি একে খাওয়া-দাওয়া বাবদ যথেষ্ট টাকা দিই। অনাহারে মরবে কেন?

ডাক্তার তবু বললেন—না, অনাহারই একমাত্র কারণ।

মহাযুদ্ধের পর লুসীর ক্ষুধা একদম হ্রাস পায়, অনেক কষ্টে তাকে কিছু

খাওয়ানো যেত। তার মনে এবং দেহে 'শেল-সক্' অর্থাৎ গোলা-বারুদের বিভীষিকা লাগে। বিমান আক্রমণের সময় বাগানে বিমান প্রতিরোধকারী অ্যান্টিএয়ারক্রাফট-এর বিস্ফোরণে ঘরের জানালা-দরজা, থালা-বাসন সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেখান থেকে ডিভোনে পাঠানো হল কিন্তু আহারে অনিচ্ছা ঘুচলো না।

এই লুসী একদিন উদীয়মান লেখক, জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত বার্নাড শ'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর শেষ দিন পর্যন্ত সেই ভাই তাঁর বোনটির সমস্ত খরচ বহন করেছেন এমন কি শেষ সময় পর্যন্ত হাজির থেকে স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলেন। শ-পরিবারের এই সর্বশেষ আত্মীয়া।

লুসীর নির্দেশ ছিল অন্ত্যেষ্টিকালে কোনো প্রার্থনা ব্যবস্থার আয়োজন না করা। বার্নাড শ ক্রিমেটোরিয়মে পৌঁছে দেখলেন লুসীর বন্ধুবান্ধবে সেই শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ। তাঁরা কেউ হয়ত বার্নাড শ'কে চিনতে পারেন নি। এই জনতা একটা কিছু প্রার্থনা ব্যবস্থার জন্য জেদ করলেন। বার্নাড শ বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে সেক্সপীয়রের *Cymbeline* থেকে উধৃতি দান করে বললেন—

Fear no more the lightning flash,
Nor the all-dreaded thunder-stone.

বহ্নিমান শবদেহের দিকে তাকিয়ে বার্নাড শ দেখলেন যে সেই আগুনের শিখা অতি ম্লান, কয়লার অভাব। হতাশ হলেন শ।

তিনি বলেছেন—Steady white light like that of a wax candle !

শ পরিবারে এই মেয়েটির মাথার চুলের রং ছিল শাদা। বার্নাড শ'র জননীর ধারণা ছিল, সে একদিন নাট্য-সাম্রাজ্ঞীর সম্মান লাভ করবে, কিন্তু ভ্রাম্যমান পেশাদারী দলে হালকা ধরনের অপেরায় ছোটখাটো ভূমিকা ভিন্ন আর কিছু পাননি লুসী। সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা। আঘাতের পর আঘাত জীবনটাকে ভেঙে-চুরে বিপর্যস্ত করেছিল, আজ একান্ত আপন জন ছোটভাই বার্নাড শ'র হাতটি ধরে তিনি শান্তির পারাবারে পৌঁছলেন।

বার্নাড শ বলেছেন, সেদিন ডেনমার্ক ছিলে নিতান্তই *Life-force*এর

নির্দেশে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন। বেশী যাওয়া-আসা করতে পারতেন না, একরকম অবহেলিত ছিলেন।

বার্নাড শ বলেছেন—property, property, property, the real secret of my withdrawal from all human intercourse except with people I have actually to work with.

ঐশ্বর্য্য আমাদের এমনই ভুলিয়ে রাখে যে,আত্মীয়স্বজনকে বিস্মৃত হয়ে, কাজ কাজ আর কাজের লোক নিয়েই আমরা কর্মজীবনটাকে ভরে রাখি। বার্নাড শ'র জীবনেও তাই তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হেসকেথ পীয়রসন যথার্থই বলেছেন, শিল্পী এবং মহাপুরুষ এই দুই সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ফলে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে, মহাপুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বার্নাড শ উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন। আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে এই হিসাবে বার্নাড শ'র সমকক্ষ বলা চলে। মানসিক ভারসাম্য তিনিও শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আর রেখেছিলেন ভলটেয়ার।

তাই ১৯১৪—১৮-র মহাযুদ্ধের ফাঁকে শ *Heartbreak House* রচনা করতে পেরেছেন আর মনে মনে পরিকল্পনা করেছেন *Back to Methuselah* মহানাটকের। *Heartbreak House* প্রথমটায় কাউকে পড়তে দেননি বার্নাড শ, বন্ধুদেরও নয়। অথচ তিনি সব নাটক সবাইকে পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। লী ম্যাথুজ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুরোধ জানিয়ে বললেন—আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্টেজ সোসাইটিতে নাটকটি পড়ে শোনান।

উত্তরে বার্নাড শ লিখলেন...

...এ একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। স্টেজ সোসাইটি যদি তার সদস্যদের নিয়ে *At-home*-এ আপ্যায়িত করতে চান কোনও সাফল্যের উৎসব উপলক্ষ্যে তাহলে একজন প্রখ্যাত লেখকের অপ্রকাশিত, অ-অভিনীত নাটক পড়ে শোনালে শ্রোতারা হয়ত গলাধঃকরণ করবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্য-প্রদর্শনের জন্য চাঁদা আদায় করে আমরা চাঁদাদাতাদের শুধু নাটক পাঠ করে শোনালে, পচা ডিম এবং মৃত বিড়াল ছাড়া লেখকের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না। সভ্যতা যখন সঙ্কটাপন্ন তখন কি আমি আমার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ করতে পারি।

এ তোমার জানা আছে, কিন্তু যে-সভায় অংশীদারদের ডেকে এনে তাদের বলা হবে যে তোমাদের টাকা তছরূপ হয়েছে, সেই সভায় সভাপতিত্ব করা অতিশয় কঠিন।…

নাটকটি প্রযোজিত হয় বার্নাড শ'র সেই ইচ্ছাও ছিল না। লীলা মাককার্থিকে শ বলেছিলেন—We must be content to dream about it. Let it lie there to show that the old dog still bark a bit.

বার্নাড শ বলতেন, Captain Shotover হলেন কিং লীয়রের আধুনিক সংস্করণ। এই কথা শুনে একজন বললেন, তার মানে?

বার্নাড শ জবাব দিলেন—"আমি কি করে জানবো? আমি তো লেখক মাত্র।"

১৯২১-এর ১৯শে অক্টোবর তারিখে আরনল্ড বেনেট লিখেছেন, "গত রজনীতে শ'র *Heartbreak House* দেখতে গিয়েছিলাম। সাড়ে তিন ঘণ্টা অতি ক্লান্তিকর অবস্থায় কাটিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে দুবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

সারা সপ্তাহে বিক্রী মাত্র ৫০০ পাউণ্ড। ফ্যাগান শেষ পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এর পরই বার্মিংহাম রেপারটরী থিয়েটার-এর ব্যারী জ্যাকসন যখন *Heartbreak House* মঞ্চস্থ করেন, বার্নাড শ ম্যাটিনী দেখতে গিয়েছিলেন।

স্যার ব্যারী জ্যাকসন বলেছেন—অভিনয়ান্তে বার্নাড শ বেশ খুশি হয়েছেন দেখে সাহস করে বললাম, *Back to Methuselah* মঞ্চস্থ করার অনুমতি দিন।

বার্নাড শ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এর কিছু দিন আগেই 'ন্যুইয়র্ক থিয়েটার গিলড্' *Back to Methuselah* অভিনয় করেছেন।

বার্নাড শ স্যার ব্যারীর অনুরোধ শুনে শুধু বললেন—তোমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের জন্য কিছু সংস্থান করা আছে?

ব্যারী জবাব দিলেন—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে।

বার্নাড শ হেসে বললেন—তথাস্তু।

বার্নাড শ এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, শেষ রিহার্সেলেও এসেছিলেন। অথচ তারই কিছুদিন আগে আয়ার্ল্যাণ্ডে পড়ে গিয়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা।

Saint Joan লেখার কালে বার্নাড শ কাউন্টি কেরীর পার্কনাশীলায় থাকতেন। সেই সময় চিং হয়ে একদিন পড়ে যান, কাঁধে যে ক্যামেরা ঝোলানো ছিলো, সেটি পিঠে ঢুকে যায়। পিঠে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিছল।

শার্লোট বলেন—পিঠে এতবড় একটা গর্ত হয়েছিল যে, তার ভিতর অনায়াসে একখানি চিঠি ফেলা যায়। আইরিশ ডাক্তাররা কিছু করতে পারেন নি, বার্মিংহামের অস্থিবিশারদ ডাঃ এলমার ফেলিস ৭২ মিঃ চেষ্টা করে কোনো রকমে বার্নাড শ'কে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় বার্নাড শ *Back to Methuselah* নাটকের রিহার্সেল দেখেছেন।

॥ ছয় ॥

তিনটি মহৎ নাটক

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন, বার্নাড শ *Back to Methuselah* নাট্য-চক্র একেবারে অন্তরের প্রেরণায় লিখেছেন। তাঁর *The Philanderer* নাটক জ্যাক গ্রীনের তাগিদে রচিত, সে মঞ্চস্থ করতে পারেনি। মিসেস সিডনী ওয়েব *The Philanderer* নাটকে উৎকট-যৌনক্ষুধাপীড়িত নারী চরিত্রে বিরক্তি প্রকাশ করে বার্নাড শ'কে বলেন, আধুনিক যুগের অ-রোমান্টিক কঠোরশ্রমী কোনো বাস্তব রমণীর ছবি আঁকুন। তাঁর আগ্রহে শ লিখলেন *Mrs. Warren's Profession*, সেনসর তার কণ্ঠরোধ করল।

পুরাতন অ্যভিন্যু থিয়েটারের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তাই মিসেস হর্নিমান ও ফ্লোরেন্স ফারকে বাঁচানোর জন্য লেখা হল *Arms and the Man*। জ্যানেট আচার্চ-এর জন্য লেখা হল *Candida*। এলেন টেরী ও রিচার্ড ম্যানসফীলডের জন্য লিখিত হয়েছিল *The Man of Destiny*, এঁরা কেউ শেষ পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন নি।

সিডনী ওয়েব নামকরণ করেছিলেন *You Never Can Tell* নাটকের, সিরিল ম্যডের জন্য এই নাটক লিখিত হয়। ভূমিকা বণ্টনের দোষে রিহার্সেলের পর কিন্তু এই নাটক তখন অভিনীত হয়নি। টেরী ও ম্যানস-ফীলডের জন্য *The Devil's Disciple* লিখিত হয় এবং আমেরিকায় এই নাটক বিরাট সাফল্যলাভ করে। ফরবেস-রবার্টসনের জন্য *Caesar and Cleopatra* লিখিত হয়, হ্যামলেট অভিনয়ের পর এই নাটক তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধি করে।

প্রথম পৌত্রের জন্মের পর এলেন টেরী বার্নাড শ'কে বলেন যে, পিতামহীর জন্য কে আর নাটক লিখবে। এই কথায় বার্নাড শ *Captain Brassbound's Conversion* নাটক রচনা করেন। *Pygmalion* নাটক রচিত হয় মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের জন্য। ভেডার্নে—গ্রানভিল বার্কারের জন্য *John Bulls Other Island* ও *Androcles and the Lion* লেখা হয়।

Apple Cart লিখিত হয় স্যার ব্যারী জ্যাকসনের জন্য। সুতরাং এই সব নাটকের একটিও বার্নাড শ স্ব-ইচ্ছায় লেখেন নি, লিখেছিলেন অনুরুদ্ধ হয়ে, প্রয়োজনের খাতিরে।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন যে তাগিদে না পড়লে কোনো দিন বার্নাড শ এই সব নাটক লিখতেন কি না সন্দেহ। *Man and Superman, Heartbreak House*, এবং *Back to Methuselah* এই তিনখানি নাটক বার্নাড শ অন্তরের তাগিদে রচনা করেছিলেন। অবশ্য বার্নাড শ'র সব নাটকই সাফল্য অর্জন করেছে, এখনও সেগুলি মঞ্চস্থ হলে দর্শকের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে, আরো কত দিন করবে সে কথা শুধু মহাকালই বলতে পারেন!

Man and Superman নাটকে বার্নাড শ creative evolution বা সৃজনীমূলক বিবর্তনের ইঙ্গিত করেছেন, তাঁর *Back to Methuselah* নাটকও এই সৃজনীমূলক বিবর্তনের আর এক অভিব্যক্তি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী লুসীর মৃত্যুর পর বার্নাড শ'র জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্ক *Back to Methuselah* নাটক রচনা শেষ হয়। বার্নাড শ এই নাটক *Metabiological Pentateuch* অর্থাৎ জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। এমন এক বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে নাটকের পরিকল্পনা করাই কঠিন, লেখা আরো শক্ত সন্দেহ নেই। সুতরাং বার্নাড শ'র নিজের মতে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, সে কথা অপরে অবশ্য স্বীকার করতে নারাজ। এই নাটক অভিনয় করতে তিনটি রজনীর প্রয়োজন। এমন একটি নাটকের প্রযোজনা করতে প্রচুর অর্থ, প্রচণ্ড সাহস এবং অপরিসীম উৎসাহের প্রয়োজন।

এই *Heartbreak House* নাটকের অভিনয় দেখে যখন অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বার্নাড শ ফিরছেন তখন স্যার ব্যারী জ্যাকসন স্টেশনে অপেক্ষারত বার্নাড শ'কে অনুরোধ করেছিলেন এই নাটকাভিনয়ে অনুমতির জন্য। বার্নাড শ সেদিন বলেছিলেন—তোমার পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে তো?

স্যার ব্যারী জ্যাকসন তাঁকে আশ্বস্ত করায়—বার্নাড শ বলেছিলেন, তথাস্তু।

কাজ সুরু হল, রিহার্সেলে হাজির থাকতেন বার্নাড শ। শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করেও তিনি যথাসময়ে হাজির হতেন।

প্রায় দু'মাস লাগল এই নাটকের মহলা শেষ করতে। ড্রেস রিহার্সেলের

সমস্ত অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন বার্নাড শ। ১৯২৩-এর ৯ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিনে নাটক অভিনয় হল, শেষ যবনিকাপতনের পর অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, তারপর করতালি এবং প্রশংসাধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠল।

'*The Times*' পত্রিকার সমালোচক লিখেছেন—"মিঃ শ যখন এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে যে ভাবে অভিনন্দিত করা হল তা সাধারণ গ্যালারীর অভিনন্দন নয়—চাপা আবেগের সংক্ষিপ্ত, আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত উচ্ছ্বাস। কোনো রঙ্গমঞ্চে এমনটি আর দেখা যায়নি।"

বার্নাড শ সাধারণতঃ এই জাতীয় উচ্ছ্বাসে সাড়া দেন না, এই দিন তিনি একটু বক্তৃতাও দিলেন, বললেন—লেখক হিসাবে আমার স্থান কোথায় তা জানি, লেখকের স্থান রঙ্গমঞ্চে নয়। রঙ্গমঞ্চ শিল্পীদের আসন, তাঁরা লেখকের সৃষ্টিকে প্রাণদান করেন, রূপদান করেন। এঁরাই লেখকের সৃষ্টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। আমি আমার নাটকের অভিনয় দেখলাম, তাঁরা একে সঞ্জীবিত করার আগেও তারা ছিল, কিন্তু শিল্পীরা তাদের প্রাণ দিলেন। একটি প্রশ্ন করার আছে, আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া বার্মিংহামের অধিবাসী কেউ কি দর্শকদের মধ্যে আছেন? এ আমার জীবনের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। আমি গত চারদিনে পাঁচটি অপূর্ব অভিনয় দেখেছি। আশ্চর্য কাণ্ড! বার্মিংহামেই তা ঘটলো আমি জানি। এই ধরনের নাট্য অভিনয়ের পক্ষে পৃথিবীর এক অসম্ভব অঞ্চল হিসাবেই বার্মিংহামকে জানি। তাই প্রশ্ন করি আপনারা কি এখানে আগন্তুক, না তীর্থযাত্রী, না এর ভিতর দু'-একজন বার্মিংহামবাসী আছেন? আশ্চর্য! নাট্যকার ও লেখক হিসাবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বার্মিংহামে ঘটলো।...দর্শকজনের সহযোগিতা ভিন্ন এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্ভব ছিল না।"

ন্যু ইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে *Back to Methuselah* প্রথম অভিনীত হয় ১৯২২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সপ্তাহব্যাপী অভিনয়, কিন্তু আমেরিকান দর্শকের কৌতূহল অপরিসীম হলেও এক সপ্তাহ ধরে রাতের পর রাত অভিনয় দেখার অপরিসীম ধৈর্য তাঁদের নেই। এই নাটক জমলো না, অসফল অভিনয়ের জন্য থিয়েটার গিল্ড প্রতিষ্ঠানকে প্রায় বিশ হাজার ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হল। এই দুঃসংবাদে বার্নাড্‌শ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর

জন্য কারো ক্ষতি হয়, এ তাঁর কাছে দুঃখকর। থিয়েটার গিল্ডের অন্যতম কর্মকর্তা লরেন্স লাংনার তাঁকে বোঝালেন, ন' সপ্তাহের অভিনয়ে বিশ হাজার ডলার ক্ষতির প্রকৃত অর্থ বিচার করে দেখলে সার্থক হয়েছে। গ্যারিক থিয়েটার আয়তনে ছোট। যদি এর দ্বিগুণ আকারের কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যেত তাহলে ক্ষতির চাইতে লাভই বেশী হত। সুতরাং এই লোকসানকে ক্ষতি হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ হবে, যে সব সাজ-সরঞ্জাম আমরা তৈরী করেছি তা আবার ব্যবহার করা যাবে, থিয়েটার গিল্ড এই কারণে চিন্তিত নয়।

বিশ হাজার ডলার লোকসান দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ই নাট্যকারকে এই ভাবে আশ্বাস জানিয়ে পত্র দেয় না। তাই আমেরিকান ম্যানেজার লী সুবার্ট যখন বার্নাড শ'কে অনুযোগ করে লিখেছিলেন, আপনার দাবী কিঞ্চিৎ বেশী। তখন বার্নাড শ জবাব দিয়েছিলেন—আমার নামের দামই দশ হাজার ডলার। থিয়েটার গিল্ডের ত্রিশ হাজার ডলার ক্ষতি হওয়ার কথা, সেই জায়গায় তাঁদের মাত্র বিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে, তাহলে লাভ হল দশ হাজার ডলার! এ শুধু আমার নামের গুণ!

॥ সাত ॥

মেথুশীলা

বার্নাড শ'র অন্যান্য নাটকাবলীর মত *Back to Methuselah* রচনাকালে অনেক বার পরিরর্তিত হয়েছে। ২৫শে জুলাই ১৯১৮ তারিখে তিনি লিখেছেন —আমি একটি নাটক লিখেছি যার দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতিকাল হাজার বছর; এখন কিন্তু মনে করছি প্রতিটি অঙ্ককে স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকে রূপায়িত করব।

Back to Methuselah নাটক সম্পর্কে লরেন্স লাংনার বার্নাড শ'র কাছ থেকে এমন অনেক সুবিধা লাভ করলেন যা আর কেউ পায় নি। এই বিষয়ে অবশ্য নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছিলেন, শ-গৃহিণী শার্লোট। শার্লোটের মতামতের একটা বিশেষ মূল্য বার্নাড শ চিরদিনই দিয়েছেন। *Back to Methuselah* এক সঙ্গে পাঁচটি নাটকের মালা, যেন পাঁচনরী হার। লাংনার এটিকে ছোট্ট করতে চাইলেন, *The Tragedy of Elderly Gentleman* অংশটি তিনি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে বললেন—এটা অতি বিলম্বিত অংশ। শ্রোতাদের কাছে এটা বিশেষ ভার মনে হয়।

অতি কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে এই কাটছাঁটের প্রস্তাব নিবেদন করলেন লাংনার। বার্নাড শ এই জাতীয় প্রস্তাব শুনলে চিরদিনই ক্ষিপ্ত হয় উঠতেন। সেণ্ট জন আর্ভিন বলেছেন, সেই সময় তিনি লাংনারকে উপদেশ দিলেন, তুমি নিঃশব্দে কেটে বাদ দিয়ে অভিনয় করো।

উত্তরে লাংনার বললেন—ন্যু ইয়র্কে বার্নাড শ'র জনৈক ভক্ত মহিলা আছেন, তিনি প্রতি রজনীতে এক খণ্ড নাটক হাতে নিয়ে উপস্থিত থাকেন কোনো অভিনেতা ভুল করে এক লাইন বাদ দিলেও তিনি বার্নাড শ'কে তা লিখে পাঠান।

লাংনারের প্রস্তাব শুনে এই বিষয়ে বার্নাড শ তাঁর যে নিজস্ব নীতি আছে তা বলতে সুরু করলেন।

শার্লোট বললেন—তোমার *Elderly Gentleman* কি বলতে চান তা হয়ত মার্কিণ শ্রোতারা শুনতে রাজী নন। জন নক্স সম্পর্কে একটা সুদীর্ঘ অংশ আছে, ইংরাজ শ্রোতারাও হয় ত তাঁর বিষয় কিছুই জানেন না—

লাংনার এই কথা সমর্থন করলেন। তখন বার্নাড শ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং লাংনারের পক্ষে আশাতীত অংশ বাদ দিতে রাজী হলেন। লাংনার বলেন, সবটা বাদ দিলেই নাটকটি আরো সুসংবদ্ধ হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডারউইন লিখেছিলেন—The thinking few in all ages have complained of the brevity of life, lamenting that mankind are not allowed time sufficient to cultivate Science, or to improve their intellect—আর দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হিসাবে বিধান দিয়েছিলেন সপ্তাহে দুবার গরম জলে স্নান। বার্নাড শ'রও ধারণা মানুষের জীবন অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। তবে দীর্ঘ জীবন লাভ করলে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হবে তা নয়, তাঁর ধারণা বেশী দিন যদি বাঁচে তাহলে অন্ততঃ তাদের নিজের অবস্থার উন্নয়নে কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হয়। জীবনের স্থায়িত্ব কম বলেই মানুষের এই চিন্তা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর মানুষের আচরণ নির্ভরশীল নয়, তার স্থায়িত্বের প্রত্যাশায় তার সমগ্র কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে বার্নাড শ কোনো ত্রাণকর্তার (Prophet) বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চিন্তা করছিলেন। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাইয়ে এমন এক সংগ্রামী সন্ত পুরুষের চরিত্র চিত্রণ করবেন যা অবিস্মরণীয় হবে। বার্নাড শ'র মানসিকতার দিক থেকে এই ধরণের আদর্শ চরিত্র হবেন ধর্মগুরু মহম্মদ। ফরবেস-রবার্টসনের জন্য এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেনসর সংক্রান্ত পার্লামেণ্টারী কমিটির কাছে এই প্রস্তাব নিবেদনও করেছিলেন। তুর্কী রাষ্ট্রদূতের কাছে থেকে সম্ভাব্য প্রতিবাদের আশঙ্কায় মহম্মদের জীবনকে নাট্যরূপ দেওয়ার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু প্রফেটের পরিকল্পনা তাঁর মাথা থেকে নামলো না, *Back to Methuselah* চরিত্রের *Elderly Gentleman*-ই—এই প্রফেট, a truly wise man, for he founded a religion without a Church. *The Adventures of the Black Girl*—গ্রন্থে লেখক স্বয়ং উপস্থিত, আর *Saint Joan*-এ কসেন

এই প্রসঙ্গই তুলেছেন। কিন্তু *Prophet* চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা অতিশয় বিপজ্জনক। পশ্চিমে যীশু চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা চলে না, পূর্বাঞ্চলে মহম্মদ-চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলে গুপ্ত.ঘাতকের ছুরি বুকে বিঁধবে।

তাই বার্নাড শ *Saint Joan* নাটকে হাত দিয়েছিলেন।

লামার্ক এবং সামুয়েল বাটলারের কাছ থেকে একটি বিশ্বাস বার্নার্ড শ'র মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, মানুষ যদি দৃঢ়চিত্তে কোনো বিষয় মনে মনে চিন্তা করে তাহলে তার সেই সব বাসনা পূর্ণ হয়। সামুয়েল বাটলারের *Life and Habit* গ্রন্থে এই তত্ত্ব আছে। যা কিছু অশুভ তার সমস্যা মানবমনে একটা নিদারুণ সংশয় উদ্রেক করে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তাহলে পৃথিবীতে এত বেদনা, জ্বালা, দারিদ্র কেন? তিনি ত সব কিছুই দূর করতে পারতেন। তিনি সর্বজ্ঞ, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত পাপ, অনাচার, অশুভ, অভাব ও দারিদ্রে-পরিপূর্ণ পৃথিবী কেন সৃষ্টি করলেন? সাধারণ মানুষ যে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে সমস্যার সমাধান নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বার্নাড শ কিন্তু আজীবন সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বার্নাড শ বলেছেন, অতীতে সভ্যতা বার বার ধ্বংস হয়েছে, তার কারণ প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেনি। যাঁরা ধনী তাঁরা সহজাত প্রবৃত্তি বশে কেবল প্রার্থনা জানিয়েছেন আমাদের আহার দাও, পানীয় দাও, কারণ কাল আমরা মারা যেতে পারি (Let us eat and drink ; for to-morrow we die), আর যারা দারিদ্র তারা কেঁদেছে—হে ঈশ্বর! আর কত কাল? কত দেরী? অথচ এর অকরুণ উত্তর—ঈশ্বর তাদেরই সহায়তা করেন যারা নিজেকে সাহায্য করে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ যদি সমাধান খুঁজে না পায় তাহলে তার আর কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না। বানর সৃষ্টি আশাজনক হয়নি বলেই উন্নততর সৃষ্টি নরের আবিভাব ঘটেছিল, তাহলে নর যদি আদর্শ মাফিক নয়, ন রো ত্ত ম সৃষ্টিতে বাধা কি?

বার্নাড শ'র সমালোচকদের মতে তিনি এই ভাবে তাঁর শিল্পীসত্তাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, মতবাদকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন শিল্পকে পাশে সরিয়ে। তিনি বার বার বলেছেন যে, মানুষকে উন্নততর এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন করার বাসনা যদি না থাকতো তাহলে তিনি কোনোদিন এক লাইনও লিখতেন না। *Back*

to Methuselah নাটকের শেষ খণ্ডে তিনি শিল্পকে আবার স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বার্নাড শ আজন্ম-সংস্কারক, তাই তিনি ক্রিয়েটিভ এভল্যুশনের কোনো ত্রুটী ধরতে পারেন নি। সংস্কারক মাত্রই আশাবাদী, ধর্ম এই আশাবাদের ভিত্তি—We fail, We die, it does not matter; the ends we strive for will be attained at last by those who come after us. The individual is of no account.

যাঁরা শান্ত এবং স্নিগ্ধ দর্শনের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে ১৮৯০ যুগের প্রবন্ধই যথেষ্ট। বার্নাড শ'র আর কিছু রচনা পড়ার প্রয়োজন নেই। *Man and Superman* (১৯০১-৩) এবং *Back to Methuselah* (১৯১১) নাটকে বার্নাড শ যা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তি অ-বৈজ্ঞানিক। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে বার্নাড শ অন্যত্র বলেছেন—a passion of which we can give no account whatever; তাই *Man and Superman*-এ তিনি *Life-Force* সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছেন অন্য আকারে নতুন রূপে সেই কথা আরো বিস্তারিত করেছেন *Back to Methuselah* নাটকে। এই বার ভঙ্গীতে দ্বৈতভাব, এখানে জীবন (Life) এবং পদার্থ (Matter), এই দুটি দিকই বাস্তবতার ভিত্তিমূল। জীবন যখন পদার্থে প্রবেশ করছে তখনই এই মহাজাগতিক (cosmic) নাটকের সূত্রপাত। তারপর সে তরকারি, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি পরিচিত বস্তুর আকৃতি লাভ করে। প্রথমতঃ জীবন পদার্থের দাস, ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু পরম মানুষ এই দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির (নির্বাণ) জন্য সচেষ্ট হয় এবং পদার্থ থেকে মুক্তির নামই নৃত্যু। আবার সে একদিন জীবনের নির্মল স্রোত ফিরে যায়।

সমালোচকদের মতে এই দুটি নাটকই দার্শনিক বক্তব্য হিসাবে অসার্থক। এই নাটকের মধ্যে বিপরীতমুখী উক্তি এবং প্রচুর ফাঁক আছে। চেস্টারটন বলেছেন: "এরই নাম রক্তহীন আড়ম্বর। না জন্মে এর মাঝে থাকলে ভালোই হত। বার্নাড শ *Back to Methuselah* নাটকে যে কথা মনোহর ভঙ্গীতে বলতে চেয়েছেন তাঁর চেয়ে একজন তরুণতর লেখকের কাছে তাই এক অসহনীয় *Brave New World* হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে।" (চেস্টারটন আলডাস হাকসলীর বিখ্যাত উপন্যাসটির কথাই উল্লেখ করেছেন)

বার্নাড শ'র মতবাদ যে, দীর্ঘ জীবনই পরম মানুষের পক্ষে অনুকূল অবস্থা,

সে কথা কিন্তু সর্বদা সত্য নয়। কীটস ছাব্বিশ বছর বেঁচেছিলেন, তাঁর চেয়ে আরো অনেক দিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এমন কবির অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা যে পরমাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন একথা জানা যায় না। যে মেথুশীলার কথা বার্নাড শ বলেছেন তিনি নাকি ৯৬৯ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘজীবী মানুষটি কি মহৎ কর্ম করেছিলেন কিংবা কি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা কেউ বলে না। তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভিত্তি বাদ দিলে এই নাটকের কিছু থাকে না, তবু নাটক হিসাবে *Back to Methuselah* উপাদেয়। প্রথম খণ্ডের আদম ও ইভের কাহিনী চমৎকার!

বর্তমানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা যে, আসলে তাঁরা নিম্নস্তরের প্রাণী থেকে উদ্ভূত। জেরার মুখে অবশ্য যথেষ্ট সঙ্গত কারণ দেখানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না, যদি না তাঁরা সম্প্রতি হাকস্‌লি, ওয়েলসের বইগুলি পড়ে থাকেন। বিশেষতঃ এইচ, জি, ওয়েলসের *Science of Life* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। যদি এই ধারণা সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তা হলে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পরবর্তীগণ উন্নত শ্রেণীর প্রাণী হবে, যেমন প্রভেদ নর ও বা-নরে। এই জাতীয় সম্ভাব্য বিবর্তন বিস্ময়কর বটে এবং বিষয়টা গবেষণার যথেষ্ট উপযোগী। তবে এই মতবাদ অনেকাংশে প্রাচীন বিবর্তনবাদের উপর নির্ভর করে।

আধুনিক কালে মানবীয় বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত শ্লেষ রচনাকার বার্নাড শ ও চেস্টারটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা বিষয়টা লঘু করে ক্ষান্ত হননি। চেস্টারটন তাঁর *The Everlasting Man* ও শ *Back to Methuselah* গ্রন্থে বিবর্তন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক মানব চিত্রাঙ্কনপটু ছিলেন, এই তথ্য তাঁকে অভিভূত করেছে। তাঁর মতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে এই সব প্রাণী যে মানবের সমশ্রেণীর, ইতরপ্রাণীর মত বুদ্ধিবৃত্তিহীন নয়, তাই প্রমাণিত হয়। জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্র Auriguacian যুগে অঙ্কিত, আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এই চিত্র অঙ্কিত হয়। যে মানব এই চিত্র অঙ্কিত করেছেন, শরীর-বিজ্ঞানানুযায়ী তিনি সম্পূর্ণ মানুষ। বানরের

সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। কিন্তু অগ্নি-উৎপাদক প্রস্তরখণ্ড বা কয়েকটা নরকঙ্কাল অনেক প্রাচীন যুগের কাহিনী। Piltdown মানব অর্ধকোটী বৎসর আগে পৃথিবীর বুকে বাস করেছে, সমসাময়িক বহুবিধ দ্রব্যাদির দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে।

যদি চেস্টারটনের ধারণানুযায়ী এই প্রাক্ আদিমীয় প্রাণী বুদ্ধিমান মানব বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে চিত্রগুলি সেই প্রাক আদমীয় কালের শেষ দশকে অঙ্কিত স্বীকার করতে হয়। এই সময়ের মধ্যে শুধু নরকঙ্কাল নয়, অন্য কোন প্রকার বস্তুরই দৃশ্যতঃ পরিবর্তন হয়নি, ভূতত্ত্ববিদরা এই ধারণা পোষণ করেন। তবে সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের আকৃতি সাধারণতঃ হ্রাস হয়েছে।

বার্নাড শ শক্ত লোক, তাঁর বক্তব্য বিষয়ে দন্তস্ফুট করা কঠিন। প্রাণিতত্ত্ববিদ *Back to Methuselah* পাঠ করে রস উপভোগ করতে পারেন। শ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আত্মহারা। যদি শ ম্যাকবেথ রচনা করতেন (যা তাঁর পক্ষে অগৌরবের হত না) তা হলে হয়ত বর্তমান বৃটেনে যাদুবিদ্যার বিপজ্জনক প্রভাব বিষয়ে ভূমিকা লিখতেন। আর যদি *The Winters Tale* রচনা করতেন, (যাতে Perditaকে নাবিকরা বোহিমিয়ার মরু-উপকূলে নির্বাসিত করেছিল,) তা হলে নিশ্চয়ই চেকোশ্লোভাকদের সমুদ্র ও জনহীন প্রান্তরের অশোভন অধিকার ও পারিপার্শ্বিক রাষ্ট্রসমূহের অবস্থা বিষয়ে এক দীর্ঘ ভূমিকা রচিত হত। সেকস্‌পীয়ার অবশ্য ইন্দ্রজাল বা বোহেমিয়ার উপকূল কোনটিই গুরুতর বিবেচনা করেননি। ইন্দ্রজালের যে সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, তদপেক্ষা অল্প প্রামাণ্য লামার্কবাদ বার্নাড শ'র বিশেষ প্রিয়। এই মত সমর্থনের কারণ সুস্পষ্ট। স্যামুয়েল বাটলার রচনাকৌশলে ডারউইনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ ডারউইনের পক্ষে তাঁর মতবাদ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ডারউইন ছিলেন বাটলার অপেক্ষা তথ্যবিষয়ে অধিক শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরলভাবে শ স্বীকার করেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মে বিবর্তন সম্ভব একথা অপ্রমাণ করা অবশ্য সম্ভব নয়; তবুও তিনি মনে করেন এ ধারণা বীভৎস। বার্নাড শ বিশ্বাস করেন, আমরা যদি কোন বস্তু বিশেষরূপে পেতে চাই তা হলে উত্তরকালে আমাদের

পরবর্তীগণ তার অধিকারী হতে পারে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রও এই মতবাদে বিশ্বাসী।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিজ্ঞানের বার্নাড শ লিখিত বিখ্যাত পুস্তক *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism*-এ শ বলেছেন,—"Thanks to Government regulations the lungs of Sheffild grinders which used to be very unhealthy, are now as good as those of the average man."

অথচ আধুনিকতম বৃটিশ স্বাস্থ্যতালিকায় দেখা যায় যে, কারখানার শ্রমিকগণের কাশি ও ক্ষয়রোগ সাধারণ জনসংখ্যা অপেক্ষা আট-দশ গুণ বেশী। তথ্য সম্পর্কিত এই অজ্ঞতার জন্যই শ র বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিষয়ে দক্ষতা অল্প।

বার্নাড শ'র অদ্ভুত পরিকল্পনানুযায়ী একজন প্রাণিতত্ত্ববিদকে যথেষ্ট অর্থ দিলে দীর্ঘজীবী মানুষ সৃষ্টি করার জন্য তাঁর পক্ষে কি না করা সম্ভব। আঁনাতোঁল ফ্রাঁস রচিত এক উপন্যাসের ডাক্তার মাতাপিতার এই বাসনা পূরণ বিষয়ে বলেছেন—'I often see children with strawberry marks whose mothers say that they desired strawberries before their birth. I am waiting to see a baby marked with a pearl necklace."

সত্যকার দীর্ঘজীবী লোকের সন্ধান পৃথিবীতে কদাচিৎ মেলে। অনুসন্ধান করলে একটি বা দু'টি, একশত বা ততোধিক বয়স্ক লোক পাওয়া যায়। কিছুকাল আগে এমন একজন ব্যক্তি কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ ত্যাগ করে আমেরিকায় গেছেন, আর একজন ককেশাস-এ বাস করেন। বাঙলা দেশেও সংবাদপত্রের মারফৎ এই সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বিখ্যাত দীর্ঘজীবী Parr সম্ভবতঃ ১৪৮৩—১৬৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘজীবী দল সাধারণ বৃদ্ধদের মতো নয়। অসাধারণ শারীরিক শ্রমপটু এই বৃদ্ধ Parr ১০১

বছর বয়সে জারজ সন্তানের জনক হওয়ায় প্রকাশ্যভাব চার্চে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ককেশাসের মেথুশীলা সেদিন পর্যন্ত তুহিন স্রোতে স্নান করতেন। এই দীর্ঘজীবীরা সাধারণ মানুষের সমতুল্য নয়; সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এদের রীতিনীতি।

মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর শশক দেখা যায়। সম্প্রতি এক রকমের শশক দেখা গিয়েছে যার লোম খুব ছোট এবং এই শশক সম্প্রদায় খুব মূল্যবান। মূল্যবান তার কারণ এই (যদিও একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ নেই) যে, অনায়াসে মূল্যবান ফারকোট তা' থেকে তৈরী করা যায়। এই নূতন ধরনের শশকের সাথী সাধারণতঃ সাধারণ শশকই হয়। তাদের শাবক সর্বদাই নূতন ধরনের না হলেও দু' একটি নূতন ধরনের হওয়া সম্ভব। তেমনই দীর্ঘজীবী মানবের সন্তানসন্ততির একজনের দীর্ঘজীবী হওয়া উচিত। কারণ মানব ও শশক উভয়েরই উত্তরাধিকারসূত্র একই। এই প্রকারে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে একদল দীর্ঘজীবী লোকেরও উৎপত্তি হতে পারে। অবশ্য তাঁরা শ-কল্পিত ৩০০০ খ্রীষ্টাব্দের আইরিশের মত বিজ্ঞ হবেন কিনা সন্দেহ! তবে উত্তরাধিকার নিয়মানুযায়ী দীর্ঘজীবী লোকের বুদ্ধিমান হওয়া সম্ভব। উত্তরাধিকার নিয়ম সর্বদাই এক নয়।

দীর্ঘজীবী লোকের বিবরণ তেমন সুলভ নয়। সুতরাং তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে সাধারণ মানব অপেক্ষা যদি তাঁরা অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন না হন, তবে তাদের বাঁচার প্রয়োজন কি? তাঁরা হবেন সমাজের আবর্জনা বিশেষ।

Back to Methuselah — আসলে কেবল ধর্মী নাটক। তার বক্তব্য Creative Evolution, আর তার ভূমিকাটি ডারউইনবাদের প্রতিবাদ। এই নাটকের চরিত্রাবলী অতিমানব হলেও রক্ত ও মাংসের মানুষ মাত্র। তারা মায়া মুক্ত, তাদের চরিত্র এবং বিশ্বাসের ভিত্তি Sacredness of Life-এ, তদ্বারা অপর মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্তমান।

এই নাটকের প্রতি নাট্যকারের অসীম মমতার কথা আগেই বলেছি। তিনি আগে বলতেন *Man and Superman*-ই আমার শ্রেষ্ঠ নাটক, কিন্তু পরে বলেছেন *Back to Methuselah* আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই নাটক রচনার পর তিনি বলতেন আমার শক্তি নিঃশেষিত। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি বছর।

এর পর ১৯২৩-এ তিনি *Saint Joan* নাটক রচনার হাত দিলেন।

॥ আট ॥

ম্যালভারণ

প্রতিমা গড়ে পূজো করতে হলে একটা মন্দিরের প্রয়োজন। সেইখানেই দেবতা প্রতিষ্ঠা করে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে সমারোহ করা চলে। স্যার ব্যারী জ্যাকসন বার্মিংহাম রেপারটরী থিয়েটারের অধ্যক্ষ, স্থির করলেন ম্যালভারনেই এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনা করা যাক, সেই কেন্দ্রে শুধু বার্নাড শ'র নাটকাভিনয় করা হইবে। *Back to Methuselah* নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় করে ইতিমধ্যেই তিনি বার্নাড শ'র বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, সুতরাং সহজেই তাঁকে রাজী করান গেল।

ম্যালভারন জায়গাটি বার্নাড শ পছন্দ করতেন। তাছাড়া তিনি ভাবলেন এইখানে অতীতে বিশেষতঃ শৈশবের সঙ্গীত ও শিল্পের যে-ইন্দ্রজাল-স্পর্শলাভ করেছিলেন, আবার তার স্পর্শলাভ করবেন। সেই আনন্দ বা স্বপ্ন, লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন।

তখন বার্নাড শ'র বয়স বাহাত্তর পার হয়ে তিয়াত্তরে পৌছেচে, তাই ম্যালভারন উৎসব প্রাণে একটা নতুন আনন্দ ও উৎসাহ দান করল। প্রতিবছরই একখানি করে নাটক লিখবেন, বাকি পঁচিশ বছরে পঁচিশ খানা—(শ'র বিশ্বাস ছিল তিনি শতায়ু হবেন)। আশা ছিল যে, এখানে যাঁরা আসবেন তাঁরা প্রাণে সমান আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভ করবেন। জীবনের প্রথম দিকের সমসাময়িক ঘটনার স্পর্শলাভ করবেন। এত দিনে সারা জগৎ বার্নাড শ'র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে—তাদের আগ্রহ আরো হয়ত বাড়বে।

উৎসবের উপযোগী নাটকের ব্যাপারে বার্নাড শ'র অভিসন্ধি দ্বিবিধ। জনপ্রিয় সরকারকে হাস্যাস্পদ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। বার্নাড শ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের সম্পর্কে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর ধারণা, মানুষ এবং রাজনীতিকদের যা কিছু খারাপ তাই এর মধ্যে প্রতিফলিত।

এর ফলেই রচিত হল তাঁর *Apple Cart* নাটক। তাঁকে ঘিরে যে সমস্ত কুৎসা প্রচলিত হয়েছিল তার জবাব দেওয়া আর এক উদ্দেশ্য।

তাই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিং ম্যাগনাস জ্ঞানী এবং চতুর সম্রাট। রাণী উন্নতমনা মহিমময়ী রমণী। তবু রাজা অপর এক পরমা সুন্দরীর প্রতি আকৃষ্ট। শার্লোট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেলকেও এই নাটকেই তিনি রূপায়িত করলেন।

ম্যালভারনে এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর বার্নাড শ'র স্ত্রী শার্লোট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেল উভয়েই বিশেষ ক্ষুন্ন হলেন। মিসেস বার্নাড শ নাকি বলেছিলেন—**Fools who came to pray remained to scoff.**

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল আগে থেকে সংবাদ পেয়ে বার্নাড শ'কে বলেছিলেন, এক খণ্ড বই আমাকে দাও, পড়ে দেখি। এডিথ ইভান্স, ওরিনথিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে নিয়েই রসিকতা করা হয়েছে।

জবাবে বার্নাড শ বলেছিলেন—ইতিহাসের পাতায় বিষাক্ত গালগল্প ও কুৎসায় অঙ্কিত হয়ে থাকতে চাই না। পৃথিবী আমাদের কথা জেনে হাসুক। হাসি-তামাসার মধ্যে কুৎসিত কালিমা থাকার চেয়ে মনোহর সরস রসিকতা থাকা বরং ভালো।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল শেষ পর্যন্ত এক খণ্ড বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বার্নাড শ'কে এই সব **'mischievous vulgarity and untruthfulness'** মুছে ফেলতে তিনি অনুরোধ জানালেন। নতুন করে লিখতে বললেন। লোকে বলবে, অমানুষিক অহংকারে তোমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু যে বার্নাড শ একদা টলস্টয়কে এক বিচিত্র রসিকতা করে ক্ষুন্ন করেছিলেন, তিনি জবাবে বললেন—**'better to have splendid fun than dirty fun.'**

আশ্চর্য! শার্লোট বা প্যাট্রিক ক্যামবেল এর মধ্যে কোনো রসিকতা খুঁজে পাননি।

ম্যালভারনে অভিনয় হওয়ার পর সমালোচকরা উচ্চ প্রশংসায় গগন মুখরিত

করে তুলল। সবাই বলে চমৎকার, অপূর্ব প্রহসন! উঁচু ধরনের রসালাপ। তাঁকে যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করা হল।

ওরিনথিয়া চরিত্র-চিত্রণের সবচেয়ে বড় লাভ হল এই যে, বার্নাড শ'র জীবনের গোপন রহস্য জানার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হল। যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানে রিপোর্টাররা ছোটে গোপন তথ্য সংগ্রহের আশায়। সব জেনে-শুনেও বার্নাড শ প্রসন্নচিত্তে এসবের প্রশ্রয় দিতেন।

স্নানরত, সূর্যালোকসেবী, নগ্নদেহ, মুষ্টিযোদ্ধা বা চিত্রতারকার সঙ্গে আলাপ-রত নানা ভঙ্গিতে নানা বিচিত্র পোশাকে তাঁর আলোকচিত্র সর্বত্র প্রকাশিত হতে লাগল। যৌনজীবন, শিশুজীবন, যুব-জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বার্নাড শ নানা কথা বলতে স্বরু করলেন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস যখন জীবনী লেখার প্রস্তাব করলেন তখন বার্নাড শ সানন্দে (to reveal everything) সব কথা খুলে বলতে রাজী হলেন। বার্নাড শ সদম্ভে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে বললেন, লণ্ডনে এসেই তিনি যে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছিলেন তাতে যে যৌন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, পনেরটি ছেলে-মেয়ের বাপ, হয়েও মানুষ সেই জ্ঞান অর্জন করে না। তাঁর সব অভিজ্ঞতাই আছে এবং যৌন সম্পর্কিত যা কিছু জ্ঞাতব্য তা তিনি জেনেছেন। যেদিন থেকে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ কেনার মত অর্থ উপার্জন করেছেন সেই দিন থেকেই অভিজাত পরিবারের মহিলা থেকে স্বরু করে অভিনেত্রীরা পর্যন্ত তাঁর পিছনে লেগেছে।

যখন এলেন টেরীকে লেখা পত্রাবলী প্রকাশ করতে রাজী হলেন বার্নাড শ, তখন ঘটনা একেবারে চরম পর্যায়ে উঠলো। এলেন টেরীর ছেলে গর্ডন ক্রেগ ভীষণ আপত্তি করেছিলেন এই সব পত্র-প্রকাশে। 'ডেলী-এক্সপ্রেস' পত্রিকার রিপোর্টারকে এবং আরো অনেককে শ বলেছিলেন যে, তিনি কোনো দিনই এলেন টেরীকে লেখা পত্রপ্রকাশে অনুমতি দেবেন না। এতদ্বারা বার্নাড শ'র জীবনের আর এক দিক উদ্ঘাটিত হল। আরো যে সব অভিনেত্রীদের চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁরা এগিয়ে এলেন সেই সব চিঠি নিয়ে। সেগুলির বক্তব্য আরো অন্তরঙ্গ, আরো স্পষ্ট। বার্নাড শ তাঁদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন।

এই সব কলরব ছাপিয়ে সেই *Life Force*-এর বাণী যেন বার্নাড শ'কে ক্ষীণ

কণ্ঠে বলে Fiddlesticks! What a frightful bag of stage-tricks। কনস্টেবল কোম্পানীর জন্য ১৯৩০-এ বার্নাড শ তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা বিশেষ সংস্করণর ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই সময়ে এই কথাটাই আরো গভীর হয়ে বাজলো।

প্রথম জীবনের রচনা পড়তে বসে বার্নাড শ'র সেদিন মনে হয়েছিল তিনি মোটেই বয়সে বাড়েন নি। সেই মহামানব ভ্যানডালিয়র লী তাঁকে যেন সমস্ত বিষয়বস্তু দিয়েছেন আর পিতৃদেব কার শ তাঁকে দিয়েছেন রসজ্ঞান। উভয়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি তখনো যেন সেই চিরন্তন শিশু।

॥ নয় ॥

অরলিন কুমারী সেণ্ট জোন

বার্নাড শ'কে প্রশ্ন করা হল, *Saint Joan* নাটক লেখার পরিকল্পনা কি ভাবে আপনার মনে এল ?

বার্নাড শ উত্তরে বললেন—আমি অবস্থার দাস। যদি আমাকে নাটক লিখতে বলা হয় আর মাথায় আইডিয়া থাকে, তাহলে সেই অনুরোধ আমি রাখবো। পরে কিন্তু দেখা যায় ঠিক সেই জাতীয় নাটক কেউ চায়নি। *Saint Joan* সুরু করার আগেও এই অবস্থা, যা হক কিছু লিখতে চাই কিন্তু মাথায় কোনো আইডিয়া নেই। আমার স্ত্রী বললেন—*Joan of Arc* চরিত্র নিয়ে একটা নাটক লেখনা কেন ?' আমি তাঁর কথা রেখেছি। আমি জোনের বিচার এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিবরণ পড়েছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল এর মধ্যে নাটক আছে। শুধু স্টেজের উপযুক্ত করে বিন্যাসের প্রয়োজন। আমার কাছে এ ছেলেখেলা। জোন সম্পর্কিত প্রাচীন নাটক এবং ইতিহাস রোমান্সের ফানুস। আমি সমসাময়িক বিবরণ পড়েছিলাম। কিন্তু সমালোচনা বা জীবনী পড়েছি নাটক রচনা শেষ করে। প্রথমতঃ প্রোটেস্টাণ্ট হিসাবে জোনের ভূমিকা আমাকে আকর্ষণ করেছে। পথিকৃতের লাঞ্ছনা আমি বুঝি। আমি পরিশেষে জোনের মৃত্যুর পর কি হল তা বলার চেষ্টা করেছি। বাকী অংশ সমগ্র ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণী। প্রথমে নাটকটা অনেক দীর্ঘ হয়েছিল, পরে কেটেকুটে কঙ্কালটুকু রেখেছি মাত্র। তবু অনেকে মনে করেন সাড়ে তিন ঘণ্টার অর্থ—সেই কঙ্কালের অনেকটা অংশ।

বার্নাড শ'র *Back to Methuselah* নাটকের পর সকলে মনে করেছিল তিনি নিঃশেষিত, বিশেষ কিছুই আর দেওয়ার নেই। তাঁর নিজের ধারণা এই তাঁর সর্বোত্তম রচনা। তাঁর অনুরাগী পাঠকের অনেকেই বলেন, *Man and Superman*ই শ্রেষ্ঠ, এবং *Saint Joan* যে শ্রেষ্ঠ নাটক এই অভিমত পোষণ করেন যাঁরা, তাঁরাও সংখ্যায় কম নন।

এই নাটক অতি জনপ্রিয়। বার্নাড শ এই নাটক রচনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তাই যেখানে ঘাতক ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে বলেন—You have heard last of her তখন ওয়ারউইক সহাস্যে বললেন—The last of her ? Hm ! I wonder.

এইখানেই নাটকের শেষ হলে তা সঙ্গত হত। সমালোচকদের এই মত, কিন্তু লেখকের মত বিভিন্ন। তাই তিনি Epilogue বা পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়েছেন, তার কারণও বললেন :

পুরোহিত আর রাজনৈতিকদের কাছে যদি জোন নতি স্বীকার করে, তাহলে তার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু জোন আপোষ-বিরোধী। যা সে অন্যায় মনে করে তার কাছে নতি স্বীকার তার চরিত্র-বিরুদ্ধ। সে তার বিশ্বাসে অচঞ্চল। সে বলে—কোথায় থাকতে আজ তোমরা, যদি আমি তোমাদের কথাই মেনে নিতাম? তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য, কোনো উপদেশ আমি পাইনি। হ্যাঁ, আমি এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ। চিরদিনই এমন একা। আমার বাবা আমার ভায়েদের হুকুম দিয়েছিলেন যদি আমি তাঁর ভেড়াগুলো না দেখি, আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে। ওদিকে তখন ফ্রান্সে মৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে আমাদের ভেড়াগুলো হয়ত নিরাপদ হত, কিন্তু ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যেত। আমি ভেবেছিলাম ফরাসী সম্রাটের রাজসভায় ফ্রান্সের মিত্র আছে, কিন্তু দেখলাম, ফ্রান্সের ছিন্ন মৃতদেহটা নিয়ে বুভুক্ষু নেকড়ের লুব্ধ হানাহানি। ভেবেছিলাম, ঈশ্বরের সর্বত্রই মিত্র আছে, কারণ তিনি সকলের বন্ধু। আর সরল মনে ভেবেছিলাম, আজ আপনারা, যাঁরা, আমাকে এখন এই ভাবে অপসারণ করছেন, তাঁরা, আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, আপনারাই আমার শক্তিমান দুর্গতোরণ। কিন্তু এখন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত।"

বার্নাড শ এই নাটকে সুদীর্ঘ উক্তি দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে তা অনেকাংশে আড়াই পাতার বেশী এবং উচ্চারণ করতে সাত-আট মিনিট লাগে, তবু এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতারা মন দিয়ে শুনেছে। বিশেষতঃ জোনের উক্তিগুলি এত সুন্দর কাব্যাত্মক ভঙ্গীতে রচিত যে, অভিনয় না দেখে এই নাটক পাঠ করলেও আনন্দ পাওয়া যায়।

জোন যেখানে বলেন—You promised me my life ; but you lied. You think that life is nothing but not being stone dead. It

is not the bread and water I fear—I can live on bread : when have I asked for more ?....Bread has no sorrow for me and water affliction...

তার পর উত্তেজিত পুরোহিতগোষ্ঠী ক্রোধে জোনকে ডাইনী ঘোষণা করে প্রকাশ্য বাজারে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারে। এমন নাটকীয় বিষয়বস্তু আর বার্নাড শ'র বিচিত্র রচনা-কৌশল, সহজেই দর্শককে আকুল করে তোলে।

কঠিন-হৃদয় সমালোচকও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন *Saint Joan* বার্নাড শ'র শ্রেষ্ঠতম রচনা।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নাটক রচনাকালে বার বার নানা ছোটোখাটো অনুরোধ বার্নাড শ'কে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, এখন আর কোনো কিছু নয়, I must get my Joan of Arc play through the press and on to the stage—for the moment spare me. I will make good later.

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের সঙ্গে বার্নাড শ'র দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, তিনি বার্নাড শ'র একটি জীবনী লিখেছেন। নিছক ভালোবাসার খাতিরে নয়, অর্থের প্রয়োজনে। এই জীবনীর পরিশেষে The Saint Joan Row নামে একটি পরিচ্ছেদে, *Saint Joan* নাটক সম্পর্কে বার্নাড শ'র সঙ্গে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের কি পত্রালাপ হয়েছে এবং কোথায় বিরোধ তা বর্ণিত হয়েছে।

বার্নাড শ'র অপর একজন জীবনীকার আর্কিবালড হেণ্ডারসন বলেছেন—Saint Joan is the greatest play in English since Shakespeare.—

ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন, এই কথাতেই বার্নাড শ'র মাথা ঘুরে গেছে। এই নাটক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মতে ঐতিহাসিক ত্রুটী, সাধারণ ভুলভ্রান্তি এবং নাটকীয় দুর্বলতায় পরিপূর্ণ। বার্নাড শ বলেছেন, most other writers made Joan an operatic heroine—a grand opera stunt. What she really was did not interest them—

এর পটভূমিকায় আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিসও জোনের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন *Joan La Romee* ; বার্নাড শ এই গ্রন্থ নির্বোধের

রচনা বলেছিলেন। পশ্চিমের মানুষরা কিঞ্চিৎ স্পষ্টবাদী। তাই ফ্রাঙ্ক এ কথাও স্বীকার করেছেন—Shaw did not like my play and that, you may be sure, quite obviously influences my judgment of his *Saint Joan*.

বার্নাড শ তাঁর *Man and Superman* নাটক বন্ধু এ, বি, ওয়াকৃলির নামে উৎসর্গ করেছেন। *Saint Joan* প্রকাশিত হওয়ার পর *Times* পত্রিকায় ওয়াকলি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করলেন, তিনি নাটকটি পাঠ করেননি এবং চোখেও দেখেননি, তবু তাঁর মতে বার্নাড শ'র মত মানুষের এমন একটি গভীর এবং মহৎ বিষয়বস্তুকে রূপদানের চেষ্টা হাস্যকর। সমালোচনা-সাহিত্যে এমন অভূতপূর্ব উক্তির নজীর আর নেই। যাই হোক, পরে কিন্তু ওয়াকৃলি নিজের ত্রুটী বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুরাই বন্ধুকে আক্রমণ করে অশোভন ভঙ্গীতে।

ঐতিহাসিকরাও বার্নাড শ'র রচনার তথ্যগত ত্রুটী সম্পর্কে বলেছেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অগ্রণী পণ্ডিত ডাঃ জি, জি, কুলটন নাটকটিকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন কিন্তু ভূমিকাটির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

মিঃ শ'র *Saint Joan* নাটক হিসাবে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, তাঁর পরিকল্পিত জোন চরিত্র ইতিহাসের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণভাবে গঠিত; তবে তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকাটুকু বালকোচিত বিবেচনা করা যেতে পারে। তবু স্বীকার করতে হবে এই নাটক বার্নাড শ'র সার্থক রচনা।

ন্যু ইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে *Saint Joan* প্রথমে অভিনীত হয়। অভিনেত্রী উইনিফ্রেড লেনিহান জোন চরিত্রটিতে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। এই নাটকটি অতি দ্রুত মার্কিন দর্শকদের মনে লাগল। তাঁরা বুঝলেন যে একটি মহৎ নাটকের প্রথম প্রদর্শন দেখার সুযোগ তাঁদের মিলেছে। সংবাদপত্র ও সমালোচকরা কিন্তু বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করলেন না, বরং কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ মনোভাবই প্রদর্শন করলেন। প্রথম রজনীতে দর্শকের এমন ভীড় হল যে, পরদিন অন্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

The Shaw Bulletin নামক শ সোসাইটির মুখপত্রে ডাঃ এলিস গ্রিফিন এই প্রথম রজনীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ন্যু ইয়র্কের নাট্য-সমালোচকরা যদি এ যুগের মতো শক্তিমান হতেন তাহলে হয়ত ন্যু ইয়র্কে *Saint Joan*-এর এত সাফল্য সম্ভব হত না। আলেকজাণ্ডার উলকট অবশ্য বলেছিলেন—beautiful, engrossing and at times, exalting, আর ন্যু ইয়র্কের তদানীন্তন বিখ্যাত সমালোচক মিঃ ওয়ালটার্ড প্রিচার্ড ইটন কিন্তু অপূর্ব উক্তি করেছিলেন—Shaw is not only one of the keenest minds in the world to-day, he is one of the most religious men—Saint Joan is the work of a religious soul !

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতালীয়ান লেখক ও নাট্যকার লুইজী পিরান্দেলো এই সময় ন্যু ইয়র্কে ছিলেন। তিনিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

নাটক লেখার অনেক আগেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী ঠিক করে রেখেছিলেন বার্নাড শ। অনেক আগেই সিবিল থর্নডাইক ক্যানডিডায় ভূমিকা চেয়েছিলেন। শ তখন বলেছিলেন—বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘরকন্নার কাজ করো, চারটে ছটা ছেলে হোক, তারপর এসে ক্যানডিডার অভিনয় করো। এই উপদেশ পালন করে ফিরে এসে তিনি ক্যানডিডা অভিনয় করেন। যুদ্ধের পর তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসন ও তিনি কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সেই নাটকগুলি কিন্তু ব্যবসায়ের দিক থেকে তেমন সাফল্য লাভ করেনি। থর্নডাইক দম্পতি স্থির করলেন, *The Cenci* নাটকের ম্যাটিনী প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করবেন। সবাই বলেছিল এই নাটক ধোরো না, একেবারে জমবে না; বন্ধুরা বললেন, তোমরা সর্বনাশ ডেকে আনছো। কিন্তু ওঁদের তখন অবস্থা, মরি আর বাঁচি এই নাটকই ধরা যাক।

The Cenci খুব জমে গেল, এমন কি আগেকার জনপ্রিয় নাটকগুলির ক্ষতিপূরণ হল এই নাটকের সাফল্যে। আর এই নাটকের জন্যই থর্নডাইক পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা, বিচারদৃশ্যে সিবিল থর্নডাইকের অভিনয় দেখে শ মুগ্ধ হলেন। তাকেই 'জোনে'র ভূমিকা দেবেন স্থির করলেন।

সিবিল থর্নডাইক আর তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসনকে বার্নাড শ আহ্বান

করলেন এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সের বাসভবনে। সেদিন বার্নাড শ তাঁদের কাছে *Saint Joan* পাঠ করে শোনালেন। এই দিনটি সিবিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

সিবিল বলেছেন—কি অপূর্ব তাঁর আবৃত্তি, যেন এক আশ্চর্য সুরকারের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শুনছি, তিনি জানেন কোথায় কি সুর, প্রতিটি লাইন যেন এক অপূর্ব সঙ্গীত। প্রতিটি চরিত্র অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন যন্ত্রের মত সুর সৃষ্টি করছে। আর যাদুকর বার্ণাড শ জানেন কখন কি সুর বাজাতে হবে। সেই সুরতরঙ্গ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

এই নাটক বার্নাড শ'র কণ্ঠে বার বার তিন বার শুনেছেন সিবিল থর্নডাইক, আর নাট্যকারের কাছ থেকে নিজস্ব ভূমিকাটি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। আর কোনও অভিনেত্রীর জীবনে এই সুযোগ আসেনি এবং বার্নাড শ'র মতে এমন সার্থকভাবে কোনো চরিত্র কেউ এ যাবৎ অভিনয় করে নি।

লণ্ডনের নিউ থিয়েটারে ২৬শে মার্চ ১৯২৪ এই নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্ট উভয় দলই এই নাটককে সমান মর্যাদা দান করেছেন, নাটকাভিনয় দেখে খুশী হয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, আপনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন নাকি? জবাবে বার্নাড শ বলেছেন—"রোমান ক্যাথলিক চার্চে ত' আর দুজন পোপের স্থান হবে না, তাহলে হয়ত তাই হতাম।"

ন্যু ইয়র্কে উইনিফ্রেড লেনিহান আর লণ্ডনে সিবিল থর্নডাইক (পরে ডেম সিবিল থর্নডাইক), দুজনেই সমান খ্যাতি অর্জন করেছেন জোনের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই অভিনয়ের ফলে পুরুষের পক্ষে যেমন 'হ্যামলেট' নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকা, তেমনই মেয়েদের পক্ষে *Saint Joan* নাটকের জোন চরিত্র মর্যাদা লাভ করে। ১৯৩১-এ লণ্ডনে এই নাটক যখন নতুন করে মঞ্চস্থ হল তখন আবার অনেক সপ্তাহ চলেছিল।

রিহার্সেলের সময় বার্নাড শ সিবিল থর্নডাইককে প্রশ্ন করলেন—জোন সম্পর্কে কোনো বই পড়েছ নাকি?

সিবিল বললেন—হ্যাঁ, যা সংগ্রহ করতে পেরেছি সবই পড়ে ফেলেছি।

উত্তরে শ বললেন—তাহলে, সব ভুলে যাও, আমি একেবারে মূল দলিলকে নাটকায়িত করেছি।

সবাই জোনকে নিয়ে এতদিন রোমান্স সৃষ্টি করেছে, আমি ঠিক যেমনটি ঘটেছে তাই বলেছি। আমার মনে হয় যত নাটক এতাবৎ লিখেছি এই নাটক সবচেয়ে সহজ। আমি তথ্য সমাবেশ করেছি, জোনকে স্টেজের উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছি। আমার নাটকের বিচার-দৃশ্য, আসল বিচার দৃশ্যেরই রিপোর্ট। আমি জোনের প্রতিটি কথাই ব্যবহার করেছি, যেমনটি বলেছে, যেমনটি করেছে।

বার্নাড শ'কে আমেরিকার 'থিয়েটার গিল্ড' অনুরোধ করেছিলেন *Saint Joan*কে কিঞ্চিৎ কাটছাঁট করে ছোটো করতে, কারণ অভিনয় শেষ হতে মধ্যরাত্রি হয়ে যায়। বার্নাড শ জবাবে বলেছিলেন, হয় একটু আগে অভিনয় সুরু করো, নয় রাতের শেষ ট্রেনের সময় কিঞ্চিৎ পিছিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, দর্শকের অভাব ঘটেনি। কি ন্যু ইয়র্কে কি লণ্ডনে সাধারণ দর্শক *Saint Joan* অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছে। লুইজী পিরান্দেলো এই নাটকের অভিনয় দেখে তাই বলেছিলেন—ইতালীয় রঙ্গমঞ্চে যদি *Saint Joan*-এর চতুর্থ অঙ্কের মতো বলিষ্ঠ অংশ অভিনীত হত তাহলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী উঠে দাঁড়াত এবং যবনিকা পতনের পূর্বেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উন্মত্তের মতো করতালি দিয়ে উঠত।

তিনবার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তিন বারই তার সাফল্য ঘটেছে অসামান্য। এমন কি *Pygmalion* নাটকের সাফল্য এই নাটকের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

এখন থেকে বার্নাড শ *Saint Joan* নাটকের নাট্যকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন কেউ প্রশ্ন করতো আপনি জোনের জন্য এত দূর গেলেন কেন? শ জবাবে বলেছেন—কারো জন্যে বা কোনো কারণে আমি কিছু করিনি। আমি কবি, চুনকামের বেপারী নই (I am a poet and not a soot and whitewash merchant), যা জোনের প্রাপ্য তাকে দিয়েছি আর যা অপরের তা দিয়েছি তাদের। নাট্যমঞ্চকে এতদিনে তার আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

॥ দশ ॥

আর্চারের মৃত্যু

নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এইবার সুপ্রতিষ্ঠ হল। জর্জ বার্নাড শ এখন মনীষী, মহাপুরুষ, মহাজন। তাঁর পাকাদাড়ি, জ্বলন্ত উজ্জ্বল-নীল চোখ এবং সুদীর্ঘ ঋজু দেহ যেন বৃদ্ধের আকৃতিবিশিষ্ট চিরযৌবনের প্রতিমূর্তি। ভলতেয়র বলেছেন—"Sages, once acclaimed retired into solitude to become sapless with enuui"—বার্নাড শ এই উক্তির ব্যতিক্রম। তাঁর সমগ্র কর্ম ও সাহিত্য-জীবনের চরম পরিণতির কাল ১৯২৪। একদিনে তাঁর মর্যাদার সীমা নেই। যা তিনি বলেন তা লোকে সশ্রদ্ধ চিত্তে শোনে, সম্ভ্রমভরে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। যা কিছু তাঁর উক্তি সবই সারা পৃথিবীতে তারযোগে প্রচারিত হয়, বিশ্ববাসী তা উপভোগ করে, গ্রহণ করে। তাঁর রসিকতা, তাঁর অদ্ভুত বক্রোক্তি, বিশ্বমানবের মনে জ্ঞানসাধকের বহু চিন্তা ও সাধনালব্ধ বাণী হিসাবে গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সমর-দপ্তর (ওয়ার অফিস) তাঁকে অনুরোধ জানায় আপনার তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করে দিন, সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বার্নাড শ সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর নাটকাবলীর বিচার সুরু করলেন। কিন্তু মনস্থির করা কঠিন। তিনি বললেন, এর কারণ, আমি ত' আর স্কুলমাস্টার নই যে পরীক্ষার খাতার নম্বর দেব। বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন অংশ ভালো লাগে। তাদের পিছনে আছে ভাবাবেগমিশ্রিত ইতিহাস। *Mrs. Warren's Profession* ও *The Shewing up of Blanco Posnet* নাটক দুটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। *Candida* এবং *Man and Superman* নাটকে গ্রানভিল বার্কারের অভিনয়ের স্মৃতি বিজড়িত। *Arms and the Man* নাটকে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে রসিকতা করেছেন, আর *Back to Methuselah* নাটকে বার্নাড শ

তাঁর সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?'

'কারে রাখি, কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?' বার্নাড শ'র মনে হল এর চেয়ে সমর-দপ্তর যদি অনুরোধ করতো নতুন নাটক লেখার, কাজটা অনেক সহজ হত। তাঁর মতো সুযোগ্য ভাবে কে আর সে কাজ পারতো !

অবশেষে নির্বাচিত হল, *Androcles and the Lion* ? *Pygmalion* আর *Saint Joan*। এর কারণ এই তিনটি নাটকেই আছে করুণ আবেদন। এই নিদারুণ দুঃসময়ে এই নাটকের আবেদনই সর্বাধিক। তিনি শুধু একটিমাত্র অনুরোধ জানালেন, এই সব নাটকের 'ভূমিকার' অংশটুকুই বাদ দেওয়া চলবে না। ভূমিকাগুলিই বিচিত্র। *Androcles and the Lion* নাটকের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

I am ready to admit that after contemplating the world and human nature for nearly sixty years, I see no way out of the world's misery but the way which would have been found by Christ's will if he had undertaken the work of a modern practical statesman.

আর শেষ গ্রন্থ *Saint Joan* নাটকের শেষ কথা সেণ্ট জোনের কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা না আর্তনাদ—?

O God, that madest this beautiful earth, when it will be ready to receive thy Saints ? How long O Lord, how long ?

সেই চিরন্তন প্রশ্ন, হে ঈশ্বর ! কত দিন ? আর কত কাল ?

Saint Joan-এর ফলে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন জর্জ বার্নাড শ। এই ১৯২৪-এ তিনি বন্ধুবিয়োগজনিত নিদারুণ আঘাত পেলেন। আজীবন সহযোগী বন্ধু উইলিয়াম আর্চার, বিপদে সম্পদে যিনি বার্নাড শ'কে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন, তিনি হঠাৎ ১৯২৪-এর ১৭ই ডিসেম্বর নার্সিং-হোম যাত্রার প্রাক্কালে বার্নাড শ'কে লিখলেন—

—তোমাকে চিঠি লেখার পর জানা গেল, ক'দিনের ভেতর একটা অপারেশন করানো প্রয়োজন। কাল নার্সিং-হোমে যাচ্ছি। অপারেশন হয়ত তেমন গুরুতর নয়, আমার শরীরও বেশ ভালো। সুতরাং সেরে উঠবো আশা রাখি। তবু বিপদের কথা বলা যায় না, তাই এই সূত্রে দু-একটা কথা বলার সুযোগ নিচ্ছি। তুমি ত জানো যে মাঝে মাঝে তোমার হিতৈষী সংশোধক হিসাবে কিছু বললেও তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কখনো এ কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিনি যে অদৃষ্টক্রমে তোমার মত একজন সমসাময়িক বন্ধু লাভ করেছি। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি তোমার

ডব্লু, এ—

কিন্তু আর্চার যাই ভাবুন, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন না, ২৭শে ডিসেম্বর নার্সিং-হোমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বার্নাড শ সে সময় বিদেশ বেড়াতে গেছেন।

এমন এক বন্ধুর মৃত্যুসংবাদে ক্ষিপ্ত হলেন বার্নাড শ, তিনি বললেন, আর্চারকে হত্যা করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অনেক, মতের অমিল অনেকখানি, তবু উভয়ে বন্ধু। গভীর ভালোবাসায় দুজনের জীবনসূত্র বাঁধা। তাই লণ্ডনে ফিরে এসে বার্নাড শ বলেছিলেন—আর্চারহীন লণ্ডনে ফিরে এসে মনে হচ্ছে এ যেন এক নতুন যুগে এসেছি, এই পরিবেশে আমি প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মাত্র। এখনও মনে হয়, আর্চার আমার জীবনের একটা বড় অংশ সঙ্গে নিয়ে গেছে।

উইলিয়াম আর্চারের বিয়োগবেদনা বার্নাড শ'র মনে যে আঘাত করেছিল, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়বিয়োগেও তিনি তেমন বিচলিত হননি। চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের মধ্যে কত মান-অভিমান, কত ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, কত ঘনিষ্ঠ ইতিহাস বিজড়িত তা বার্নাড শ বুঝেছিলেন বলেই এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

উইলিয়াম মরিসের মৃত্যুর পর শ লিখেছিলেন—You can loose a man like that by your owu death, but not by his. উইলিয়াম আর্চারের

মৃত্যুতে এই শোক আরো গভীরভাবে বেজেছে, তার আর একটি কারণ ততদিনে বার্নাড শ'র বয়স অনেক বেড়ে গেছে, অনেক আত্মীয় ও বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে বার বার আঘাত করেছে, আর সব চেয়ে বেশী কারণ হয়ত আর্চারের সর্বশেষ চিঠিখানি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে হয়ত মানুষ তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন এ কথা বুঝতে পারে।

॥ এগারো ॥

মানের মনিহার

সুইডিস আকাদেমির নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ পার হলস্টোরম ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য বার্নাড শ'কে নোবেল পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করে লিখলেন—

"জর্জ বার্নাড শ তাঁর তরুণ বয়সে লিখিত উপন্যাসে পৃথিবী ও তার সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে মনোভংগী প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সেই ধারণায় তিনি আজও অব্যাহত আছেন। তিনি গণতন্ত্রের রাজদরবারে পেশাদার বিদূষক, এই স্থায়ী অভিযোগের বিরুদ্ধে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। তাঁর উজ্জ্বল শাণিত সরসতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তিনি যা বলেন তা সবই রসিকতা মনে করে সবাই হেসে উড়িয়ে দেয়। বার্নাড শ'র এই নিস্পৃহ ভঙ্গীই তাঁর বিচিত্র রণকৌশল, মানুষকে হাসিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করেন যা তাঁর আসল ব্যক্তব্য তা সহজে ধরতে দেন না।"

এই সত্তর পূর্তির কালে বার্নাড শ'র জীবনে অনেক সম্মান একসঙ্গেই প্রায় বর্ষিত হওয়ার উপক্রম হল। সরকারী জগতের কাছে সত্তর বছরই বোধকরি গুণ বিচারের পক্ষে যোগ্য। সাহিত্যের স্বীকৃতিতে প্রদত্ত নোবেল প্রাইজ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। যে লেবর পার্টি গঠনে একদা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই লেবর পার্টি ক্ষমতায় আসীন হয়ে তাঁকে পীয়রত্ব দান করতে চাইলেন, লর্ড বার্নাড শ তাঁর পছন্দ নয়, তিনি জবাবে বললেন, তোমরা আমাকে ন্যূনপক্ষে হয়ত ডিউকত্ব দিতে পারো, কিন্তু আমার পোষাবে না, সইবে না। তখন তাঁরা বললেন, তাহলে Order of Merit নাও। বার্নাড শ উত্তরে জানালেন, I have already conferred it on myself। তাঁর বন্ধুরা কিন্তু ভীষণ আহত হলেন এই উক্তিতে।

য়ুনিভারসিটির অনারারি ডিগ্রীও বার্নাড শ নিতে চাইলেন না, বললেন, যে সব মানুষ উপাধি ও ডিগ্রীর জন্য আপ্রাণ খেটেছেন তাঁদের অপমান করা

হবে, কারণ বিনা পরিশ্রমেই নিছক সম্মানের খাতিরে অপরে বিনা মাশুলে উপাধি পাবে, এ কেমন কথা।

বার্নাড শ অনেক বয়সে নব্বুই বছরের প্রান্তে এসে গ্রহণ করলেন Freedom of Dublin, এই তাঁর জন্মস্থানের সম্মান। অথচ আশ্চর্য, তিনি এই জায়গাটা অপছন্দ করতেন। যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই বরো সেণ্ট প্যানক্রাস তাঁকে সম্মানিত করল Freedom of the Borough of St. Pancras উপাধিতে, এই বারোতেই তিনি একবার কাউনসিলর হয়েছিলেন। আরো ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন গ্রহণ করলেন Freeman of the city of London। লক্ষ্য করার বিষয়, এর সবগুলিই নাগরিক সম্মান, তাঁর জন্মভূমি, বাসস্থান এবং বিচরণ-ক্ষেত্রের প্রদত্ত সম্মান।

নোবেল প্রাইজ গ্রহণে আপত্তির কারণ, যে কোনো উপাধি বা পুরস্কার নিতেই বিতৃষ্ণা। এখন তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি, লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ৬,৫০০ পাউণ্ডের চেক ফেরৎ দেওয়ার সময় বললেন, আমার পাঠক এবং নাটকের সমর্থকরাই আমার ভরণপোষণের ভার নিয়েছে, এই চেক যেন নিরাপদে তীরে উত্তীর্ণ সাঁতারুকে লাইফবেণ্ট ছুঁড়ে দেওয়া (a life-belt thrown to a swimmer who has already reached the shore in safety.)

নোবেল প্রাইজের দাম ৬,৫০০ পাউণ্ড, সুইডিস ক্রোনারে ১১৮,১৬৫। বার্নাড শ'কে বহু প্রার্থী এই টাকার জন্য পত্র লিখতে লাগল, সবাই বলে, তুমি না নাও, নিয়ে আমাদের দাও, আমাদের এত অভাব, এত সৎকর্ম করার আছে ইত্যাদি। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে ঘর বোঝাই হয়ে গেল।

বার্নাড শ বলেছেন—ডিনামাইট আবিষ্কারকের অছিরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আমাকে চিঠি লিখে বলেছে—টাকাটা নিয়ে আমি যেন তাদের দিয়ে দিই। অথচ আমি দাতাদের টাকাটা ফেরৎ দিলাম। তখন সবাই লিখল ফেরৎই যদি দিলাম, ওদের ১৫০০ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছর ধরে কর্জ দিলাম না কেন?

যাই হোক এই টাকায় বার্নাড শ সুইডিস-সাহিত্যের প্রচারের জন্য Anglo-Swedish Literary Foundation স্থাপন করলেন। সুইডিস ক্রাউন প্রিন্স তার পৃষ্ঠপোষক।

১৯২৯-এ আগষ্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের চারিখানি নাটকের তর্জমা প্রকাশ করলেন এই ফাউনডেশন; ১৯৩৯-এ আরো সাতখানি গ্রন্থ অনূদিত হল। তার মধ্যে তিনটি স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটক। যুদ্ধান্তে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আরো কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

নোবেল প্রাইজ সম্বন্ধে বার্নাড শ'র বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :
—I can forgive Alfred Nobel for having invented dynamite. But only a fiend in human form could have invented the Nobel prize!

॥ বারো ॥

সব পেয়েছির দেশে

বার্নাড শ দারুণ ইনসমনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। কেউ বললেন—আকাশে উড়ে বেড়িয়ে আমি আনন্দে আছি, তুমিও তাই করো। আকাশে ওড়া তখন নতুন চালু হয়েছে।

আরো অনেক প্রস্তাব এল। টি, ই, লরেন্স (লরেন্স অব এ্যারাবিয়া) বার্নাড শ'র স্ত্রীকে বললেন, যে আরব দেশে আকৃতি ও পরিচয় বদলাতে হয়েছিল গোলমালের সূত্রপাতে, তার ফলে অনিদ্রা সেরে গেছে।

বার্নাড শ একথা শুনে বললেন—তাহলে তোমাদের কি ইচ্ছা যে আমি দাড়ি কামিয়ে রাস্তার ঝাড়ুদারের কর্মটা গ্রহণ করি? সে কাজে আমার তেমন যোগ্যতাও নেই।

প্রোফেসার আলবার্ট আইনস্টাইন একটা নতুন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন—চিন্তা করা এবং না করার মধ্যে দীর্ঘ বিরতি থাকা প্রয়োজন। সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ানোটা যেমন অস্বাভাবিক, চিন্তাও তাই। তাইত মানুষ চিন্তা করতে চায় না। আইনস্টাইন আরো বললেন—প্রচুর পরিশ্রম করুন। শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন। কাঠ চেলা করুন করাত দিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করুন, কিংবা বাগানের মালীর কাজ শুরু করুন।

বার্নাড শ প্রস্তাবটি ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল, আইনস্টাইনের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। তবে আইনস্টাইন এ কথা হয়ত ভেবে দেখেন নি যে, দাসী-চাকর বা মালী হয়ত কর্ম পরিবর্তনে রাজী হবে না। এই কারণেই ধনীদের জন্য নানাবিধ খেলাধূলার ব্যবস্থা।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে স্যাভয় হোটেলের সম্বর্ধনা ভোজে বার্নাড শ'কে আইনস্টাইনের স্বাস্থ্য প্রস্তাব করার অনুরোধ জানানো হল। বার্নাড শ সানন্দে এই কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। দার্শনিক শিল্পী (Artist-Philo-

sopher) গাণিতিক শিল্পীকে (Artist-Mathematician) সম্মান প্রদর্শন করবেন। বার্নাড শ'র ধারণা ছিল বীক্ষণাগারে যে-সব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন, কবি ও কলাবিদরা তাদের চেয়েও অগ্রগামী। ধর্ম নিয়তই অভ্রান্ত আর বিজ্ঞানকে সব সময়েই ভুল প্রমাণ করা যায়।

বার্নাড শ ভাবলেন, *Back to Methuselah* নাটকে যেখানে তিনি বলেছেন—When a man is mentally incapable of abstract thought he takes to metaphysics : and they make him a professor, when he is incapable of conceiving quantity in the abstract he takes to mathematics ; and they make him a professor.

এই সম্বর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড রথসচাইল্ড, তিনি বললেন—আচ্ছা মিঃ শ, আপনি আর আমি আমাদের যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদের দিয়ে দিই তাহলে কি সকলের জীবনযাত্রা সহনীয় হয়ে উঠবে ?

বার্নাড শ বললেন—জানেন, আমার কোথায় আপত্তি ! আমার আপত্তি দরিদ্রের যথাসর্বস্ব ধনীর হাতে তুলে দেওয়ায়। যা অর্থনীতি হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ, ধর্ম হিসাবেও তার ত্রুটি থাকবে।

—মিঃ শ, আপনার ধর্ম কি ? ঠিক যা বলুন ?

—আপনারও যা আমারও তাই। আমিও বাইবেল পড়ে মহামানবের আবির্ভাবের আশায় বসে আছি।

লর্ড রথসচাইল্ড চোখ ছোট করে বললেন—আপনার হিসাবে তিনি ত' এসেই গেছেন।

শ সেদিনকার সম্মানিত অতিথির দিকে ফিরে বললেন—দেখুন প্রোফেসার আইনস্টাইন, আমার এই প্রশ্নটা আমি বহু বৈজ্ঞানিককেই করেছি, যদি দেখেন আপনাদের থিয়োরীর সঙ্গে আসল ঘটনার পার্থক্য অনেক, তাহলে কি করেন ? প্রশ্ন করার সঙ্গে নিজেই উত্তর দেন—আসল ঘটনা মানুষ যদি খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাকে বাদ দেওয়াই ভালো।

আইনস্টাইন হেসে বললেন—বন্ধু ! দুঃখের বিষয় আপনার ধর্মধ্বজী ব্যক্তিটি বা বিজ্ঞানী বা কলাবিদ্ কেউই তর্ক করার অবসর পাবে না। তাছাড়া তারা সবাই হয়ত একই ব্যক্তি।

—তাহলে তাদের জন্য অপেক্ষা করবো, শুধু সেই কারণেই নয়, উপযুক্ত

কথার জন্যও বসে থাকবো। মানুষকে তাদের চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করার ধন্যবাদহীন দায়িত্বটুকুও আমি নিজের ঘাড়েই নিয়েছি!

আইনস্টাইন আবার হাসলেন, বললেন—সে কর্ম আপনি ভালোভাবেই করেছেন—তাতে তারা এমনভাবে কথা বলে, মনে হয় তারাই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।

সকলে অট্টহাস্য করে উঠলেন।

বার্নাড শ এই সময় যে নাটকটি লিখেছিলেন .টি, ই, লরেন্সের চরিত্র সেই নাটকে রূপায়িত করেছিলেন। বার্নাড শ তাঁর সব পরিচিত চরিত্রকেই এই ভাবে অমর করেছেন, তবে রঙ্‌ চড়িয়েছেন অনেক বেশী। এই নাটক কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই রাশিয়া যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটল।

লর্ড লেথিয়ান ও লেডী এ্যাস্টর প্রভৃতি রাশিয়া যাচ্ছিলেন, তাঁরা বার্নাড শ'কে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা জানতেন, শ রাশিয়া দেখে খুশী হবেন। তেমনই রাশিয়াও খুশী হবে বার্নাড শ'কে চাক্ষুষ দেখে। বার্নাড শ যেন কার্ল মার্কস ও সেক্সপীয়রের সংযুক্ত সংস্করণ। এর ফলে বার্নাড শ'র সঙ্গীরাও কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত মর্যাদা লাভ করবেন, হয়ত স্ট্যালিনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

শার্লোট এলেন না এই তীর্থযাত্রায় তবে বার্নাড শ'কে বার বার বললেন—লেনিনের বিধবা স্ত্রী ক্রুপস্‌কায়ার সঙ্গে যেন দেখা করা হয়।

এ্যাস্টররা সঙ্গে প্রচুর টিনের খাবারের রসদ সংগ্রহ করলেন, যেন দুর্ভিক্ষের দেশে চলেছেন। বার্নাড শ কিন্তু নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিলেন না, তিনি ইংলণ্ডে অনেক রাশিয়ান দেখেছেন, তাদের খানা খেয়েছেন, আর কালো রুটিও তিনি পছন্দ করতেন, ছোটবেলায় আইরিশ বাদামী রুটিও তাঁর অপছন্দ ছিল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, বার্নাড শ'র সহচরবৃন্দ মস্কো শহরের হোটেল দেখে তাজ্জব! তাদের য়ুরোপীয় খানা আরো তাজ্জব! মস্কৌ শহরের সেই সেই হোটেল তখন মার্কিণ ভ্রমণকারীতে বোঝাই।

আগমনের পূর্বে শুধু বার্নাড শ'র কথাটাই রাশিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বার্নাড শ যেন 'মানবীয় বিদ্যুৎযন্ত্র', তাঁকে বলা হল, Human

Dynamo। রুশ দেশের মাপকাঠিতে এই সর্বোচ্চ সম্মান। যে শ্রেষ্ঠ উৎপাদক এবং আরো উৎপাদনে সক্ষম তাকেই আদর করে এই কথা বলা হয়। বার্নাড শ এই সব লক্ষ্য করে থাকবেন।

বার্নাড শ'কে প্রকাণ্ড 'হল অব নোবেলস'এ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। তাঁকে ওপেরা, ব্যালে, বক্তৃতা ও ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হল।

বার্নাড শ'র সঙ্গে মঃ লিটভিনফের দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনিই সর্বত্র দোভাষীর কাজ করলেন।

বার্নাড শ বললেন—সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট বা যোগ্যতমের জয় হিসাবেই স্ট্যালিন তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতালাভ করেছেন, অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত ও সঙ্কটময় কালের মধ্যে তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, নবীন সভ্যতার প্রসব বেদনার সমস্ত অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাই স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত বলে স্বীকার করেছেন।

বার্নাড শ'র স্তুতিবাদ অত্যন্ত সমঝদার শ্রোতার মত হাস্যমুখে শুনলেন জোসেফ স্ট্যালিন।

বার্নাড শ অতি ভীরুগলায় বললেন—যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই, আমি বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় আপনার রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন সমর্থন করি। এই সব ঘটনা এখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

স্ট্যালিন অট্টহাস্য করে বললেন—এটা কি শুধু আমারই নীতি? আপনার নয়?

শ বললেন—আমার কি ক্রীড বা নীতি তাতে কি এসে যায়? আমি একজন লেখক মাত্র, নব্য সভ্যতার জনক নই। আমি এক ক্ষীণচরিত্র,—জীর্ণ মোমের পুতুল মাত্র।

এক জবাবে স্ট্যালিন বললেন—কার্ল মার্কসও এমনই একজন সামান্য লেখক মাত্র। অথচ কার্ল মার্কস না থাকলে আমরা প্রতিপদেই হয়ত ভুল করতাম। আমরা লেখক চাই, আমাদের মতবাদ প্রচারের সহায়তায় প্রয়োজন লেখকদের। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার হাস্যরসের জন্য হয়ত আমরা প্রস্তুত নই, তবে আবার একদিন হয়ত হাসতে শিখব।

শ বললেন—আমাদের দেশে যখন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই তখন আমরা তা হেসেই কাটিয়ে দিই। এখানের মানুষ দেখছি জীবনের সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তাই তাদের জীবনে এখন হাসির অবসর নেই। আমার কবি-বন্ধু টমাস হার্ডি একটি চমৎকার পেনটিং নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাতে তাঁর হাস্যময় অবস্থা রূপায়িত করা হয়েছিল।

স্ট্যালিন বললেন—আমাদের জীবনে তিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আমরা পেয়েছি, লিও টলস্টয়, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ বার্নাড শ। টলস্টয় ধর্মের চাপে পড়েছিলেন এবং পরাভূত হয়েছিলেন। ডিকেন্সের ত্রুটি তাঁর সেনটিমেনটালিজম, আর আপনি—এখনও আপনি যথেষ্ট নবীন, কিসের চাপে পড়ে যে আপনি স্বধর্মচ্যুত হবেন তা আমার এখনই বলা সাজে না।

ছোট ছেলে যেমন পুরাতন হেডমাস্টারকে দেখে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়ে, যাকে সে এতদিন মনে মনে ঈশ্বরত্ব দান করেছে তার মানবিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়, স্ট্যালিনেরও তখন সেই অবস্থা। যে-বার্নাড শ'কে অন্তরে এতদিন পূজা করেছেন, তার খড়-জড়ানো মূর্তি দেখে একটু যেন আনমনা হলেন।

রাশিয়া সম্পর্কে বার্নাড শ'র মনোভংগী কিন্তু অতিশয় সংবেদনশীল। তিনি যা কিছু দেখেন তাই তাঁর কাছে বিস্ময় ও চমৎকার! ভালো ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন নি। কারখানা, দোকান প্রভৃতি সর্বত্রই তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সর্বত্র রাশিয়ার মানুষ তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে বরণ করেছে, অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করেছে। এর মধ্যে ছিল যথেষ্ট অনাড়ম্বর আন্তরিকতা।

যে সমালোচক এতদিন সব কিছুই উপহাস করে কাটিয়েছেন তাঁকে এখন নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়, সেই শব্দ প্রশংসা ও প্রশস্তির।

অসুবিধা হল লেনিনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময়। বার্নাড শ অসুবিধাটা বেশী করে অনুভব করলেন। ক্রুপসকায়া শুনেছিলেন যে বার্নাড শ অতি দুর্বিনীত, প্রতিক্রিয়াশীল (illmannered reactionary) মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। একদা লেনিন যাঁকে বলেছিলেন—A good man

fallen among Fabians এই সেই ব্যক্তি। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সেই ব্যক্তি A bad man fallen among Tories হয়ে গেছেন।

লেনিনের স্ত্রীর এই ধারণা আরও দৃঢ় হবার কারণ, এই নতুন রাশিয়ার তীর্থযাত্রার বার্নাড শ'র সঙ্গীরা সবাই সোশ্যালিজমের বিরোধী, এক হিসাবে শত্রু বলা চলে।

অবশেষে ক্রুপসকায়া তাঁর কুটীরে বার্নাড শ'র সঙ্গে চা পানে রাজী হলেন। এই দিন বার্নাড শ অতিশয় বিস্মিত হলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এক কুদর্শনা স্ত্রীলোককে দেখবেন এবং তাঁর সঙ্গে অবান্তর তর্ক করতে হবে। যথাস্থানে পৌছে দেখলেন, ক্রুপসকায়া অতি মধুর চরিত্রের মমতাময়ী রমনী! ক্রুপসকায়া এক সময় বার্নাড শ'কে বললেন—এই পরিহাস-সরসতা-বর্জিত দেশে, এই দীর্ঘ নির্বাসনে আপনি কি করে এমন হাসিখুশী বজায় রেখেছেন ?

বার্নাড শ বললেন—এখানে আনন্দের খোরাক প্রচুর।

শার্লোট রাশিয়া যাত্রার সময় বার বার বলেছিলেন, লেনিনের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে যেন দেখা করা হয়। সামাজিক রীতি অনুসারেই বার্নাড শ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। সহযাত্রীরা অবশ্য স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই উদ্‌গ্রীব।

ক্রুপসকায়ার দিক থেকে কোন আপত্তি না হলেও, একটা না একটা ছল-ছুতায় এই সাক্ষাৎকার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বার্নাড শ অবশেষে বুঝলেন না দেখা করারই চেষ্টায় এই সব আয়োজন।

কখনো বলা হল ক্রুপসকায়া অতিশয় অসুস্থ, কঠিন সর্দিতে ভুগছেন। তাঁর বয়স হয়েছে, নির্জনবাস পছন্দ করেন। এই সময় বিরক্ত করা উচিত হবে না। তা ছাড়া তিনি মস্কৌ শহরে বাস করেন না। গ্রামে অরণ্য অঞ্চলে আছেন। মোটরে সেইখানেই যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন শ। তখন শোনা গেল তিনি মস্কৌতে আছেন।

অবশেষে বার্নাড শ গোঁ ধরে বসলেন আমি যাবই। দেখা না হয় না হবে, একখানি বই তাঁকে পৌছে দেওয়ার কথা, বইটি আর আমার নামের একটি কার্ড দরজায় রেখে চলে আসব। সেই দরজা যেখানেই হোক।

লেডী এ্যাস্টর শুনলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে ক্রুপসকায়ার দারুণ মতবিরোধ। সেই বিরোধ এমন জায়গায় পৌছেচে যে স্ট্যালিন নাকি বলেছেন—অন্য কাউকে লেনিনের স্ত্রী সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই হবে লেনিনের সরকারী স্ত্রী। এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে লেডী এ্যাস্টর বললেন—লেনিনের বিধবা ক্রুপসকায়াকে না দেখে আমি মস্কৌ থেকে এক পা নড়ছি না।

সহসা সব কিছু ওজর-আপত্তি কোথায় অদৃশ্য হল! দিন স্থির হল এবং লেনিনের স্ত্রীর কুটীরে একদিন বার্নাড শ সদলবলে যাত্রা করলেন।

কুটীর নয় একেবারে প্রাসাদ। ক্রুপসকায়া তাঁদের এমন অভ্যর্থনা জানালেন যে, এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হল যে তিনি নির্জনতা পছন্দ করেন, তিনি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী। ক্রুপসকায়ার প্রাসাদের সহচর-সহচরীর সংখ্যা অনেক। দুর্দমনীয় বার্নাড শ'কে স্বচক্ষে দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হলেন বোঝা গেল। স্ট্যালিন সম্পর্কে একটিও কথা হল না।

আসল কথা, ক্রুপসকায়াই এতদিন আপত্তি করছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল বার্নাড শ একজন দুর্দান্ত, অভব্য, অসামাজিক মানুষ। বার্নাড শ ক্রুপসকায়ার অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—একঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি ক্রুপসকায়াকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তারা সবাই এই গণেশজননীকে ঘিরে ধরবে। এমনই জননীসুলভ মনোরম আকৃতি ক্রুপসকায়ার।

বার্নাড শ রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সবাইকে বললেন—রাশিয়ার মানুষ অতিশয় সচেতন এবং সজীব। নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁরা মন উন্মুক্ত রেখেছেন—ফেবিয়ান আইডিয়া তাঁরা পছন্দ করেন।

বার্নাড শ'র কথা শুনে ওয়েব দম্পতি উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ায় ছুটলেন স্বচক্ষে সব দেখার জন্য। তাঁরা ফিরে এসে লিখলেন *Soviet Communism—A New Civilization.*

বার্নাড শ বলেছেন—এক হিসাবে আমি রাশিয়ান বিপ্লবের জনক। সর্বদাই আমি তাই মনে করি। আমি ১৯১৪-১৮ র যুদ্ধের সময় বলেছিলাম—

সৈন্যদের পক্ষে সবচেয়ে সৎকর্ম হবে তাদের অফিসারদের গুলী করে মেরে বাড়ি ফিরে যাওয়া। রাশিয়ানরাই একমাত্র সৈনিক যাঁরা আমার সেই সদুপদেশ শুনেছিলেন।

বার্নাড শ তাই এ যুগের সব পেয়েছির দেশ—রাশিয়া দেখে, আনন্দে, আবেগে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

আমাদের রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেইকালেই বলেছেন—"রাশিয়ায় না এলে আমার এ-জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।"

॥ তেরো ॥

শ ও ষ্ট্যালিন

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মার্কসীয় কম্যুনিজম সর্ব প্রথম ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষিত হল, কিন্তু বলশেভিকরা ইংলণ্ডের ক্যাপিটালিস্টদের চাইতে তীব্র ভাবে আক্রান্ত হলেন সোশ্যালিস্টদের হাতে। ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা যা খুশী বলতে সুরু করলেন।

এর কিছুকাল পরে ফেবিয়ান সোসাইটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, বার্নাড শ সেই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বল্‌লেন, We are Socialists, the Russian side is our side-যেহেতু আমরা সমাজবাদী রুশ দল আমাদেরই দল।

এই উক্তির পর সভাগৃহে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তারপর যখন সভার কাজ আবার সুরু হল, তখন আর সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে কোনো কটূক্তি বর্ষিত হল না।

বার্নাড শ যখন রাশিয়ায় গেলেন তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে Hearst Press of America বার্নাড শ'কে অনুরোধ করেছিল তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত তাদের মারফৎ প্রচারের জন্য। বার্নাড শ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বার্নাড শ জান্‌তেন, প্রাথমিক অবস্থায় সোভিয়েট সরকারের হয়তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু সারা পৃথিবীকে তা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে যখন লেডী এ্যাস্টর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি রাশিয়াভ্রমণে যাত্রা করলেন তখন সোভিয়েট সরকারের প্রাথমিক ত্রুটি-বিচ্যুতির সেই কাল শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা তখন পরিপূর্ণ গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লর্ড লোথিয়ান (তখন ফিলিপ কের) এক সন্ধ্যায় বার্নাড শ'র বাসভবনে এসে বললেন—লেডী এ্যাস্টরের কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, লর্ড এ্যাস্টরও সঙ্গে যাবেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

বার্নাড শ যেন এই চাইছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। রাশিয়া ভ্রমণের পক্ষে সেপ্টেম্বর-অকটোবর হচ্ছে প্রশস্ত। বার্নাড শ সম্প্রদায়

গিয়েছিলেন জুলাই মাসে। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, এমন কি থিয়েটার ওপেরা সব বন্ধ।

বার্নাড শ স্বয়ং এই ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখেছেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের *Nash's Pall Mall Magazine* নামক (অধুনালুপ্ত) মাসিক পত্রিকায়। এই রচনাটি বার্নাড শ'র কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয়নি। এ ছাড়া বার্নাড শ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত উইনস্টন চার্চিলের বার্নাড শ নামক প্রবন্ধের আর একটি আলোচনায় কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই রচনাটি তাঁর *Sixteen Self Sketches* এর মধ্যে আছে। বার্নাড শ'র রাশিয়া পর্যটনের বিবরণ মূলতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিবেশন করা যাবে।

শ বলেছেন, যাওয়া স্থির হওয়ার পর কেউ বলে না খেয়ে মরতে হবে, কেউ বলে গায়ে উকুন ধরবে, কেউ বলে শেষ পর্যন্ত কোতল (liquidated) করবে। সুতরাং এমন একটা নির্বোধের মত কর্ম না করাই শ্রেয়। দলের সমস্ত স্ত্রীলোককে জাতীয়করণ করা হবে আর তারা যা দেখাবে তাই শুধু দেখতে পাবে।

বার্নাড শ বলেছেন—তাই অকুতোভয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেল। যা কেউ করে না তাই করাটাই তো বাহাদুরি। সীমান্তে দেখলাম তোরণ-শীর্ষে লেখা আছে Communism will do away with all frontiers—সীমান্তের গণ্ডি দূর করবে কম্যুনিজম। একদিন নিশ্চয়ই তাই হবে, তবে উপস্থিত এই তোরণ-লিপি স্মরণ করিয়ে দিল পাসপোর্ট বার করতে হবে আর আমি রাশিয়ায় পৌছলাম।

যতটা ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় শোনা গিছল, সোভিয়েট-ভূমি আসলে তেমন ভয়াবহ নয়। রাশিয়ায় অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি কোনো সম্ভ্রম উদ্রেক করে না, অর্থ না থাকলেও সমান সমাদর। বার্ণাড শ' বলেছেন—**I was certainly treated as if I were Karl Marx in person and given a grand reception in the Hall of Nobles, which holds 4000 people and was crammed.**

রাশিয়ায় সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান সভার এক সম্বর্ধনায় র‍্যাডেক, লুনাচারসকী, মলোটোভ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

রাশিয়ার অনেক বিচিত্র বস্তু বার্নাড শ'র চমৎকার লাগল। রেল স্টেশনের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি হল সন্নিবেশিত করা হয়েছে আর সেই সব হলের প্রাচীর-গাত্রে ভেনিসের *Scuola di San Rocco*-র মতো সুন্দর দেয়ালচিত্র আঁকা রয়েছে; বার্নাড শ বলেছেন, এইগুলি 'রিলিজিয়স পেইনটিং' এবং সেই ধর্মের নাম মার্কসবাদ। তিনি সখেদে বলেছেন, বিখ্যাত শিল্পী জি, এফ, ওয়াটস্ যখন লণ্ডন এ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ের লণ্ডন স্টেশনটি বিনামূল্যে অলংকরণের প্রস্তাব করেছিলেন তখন তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষরা মনে করেছিলেন যে ব্যবসাগত সুবিধার চেয়ে এই ছবি দেখার জন্য ভবঘুরেরা এসে ভীড় করবে। শ মন্তব্য করেছেন, সোভিয়েট সরকারের বিচারবুদ্ধি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা শিল্পীকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দান করে এই ছবি আঁকিয়েছেন।

রাশিয়ার শ্রমিক সম্পর্কে বার্নাড শ বলেছেন—রেলের কাজ যারা করছে তারা যেন ছুটির বেলার স্বেচ্ছাসেবক। কথা বলতে বলতে একটি মালগাড়ি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে এমন ছন্দোময় ভঙ্গীতে ট্রেনের কাজ করল যে, মনে হল যেন ব্যালে নৃত্য দেখছি। রাশিয়ায় এই একটি ব্যালে নৃত্য দেখেছি।

বার্নাড শ'র রাশিয়া ভ্রমণের প্রাক্কালে অনেকে তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল যে সেখানে খাদ্যাভাব, কিছুই জুটবে না। লেডী এ্যাস্টর তাই টিনে সংরক্ষিত প্রচুর খাদ্যসম্ভার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পরে সেগুলি বিলিয়ে দিতে হয়। শ বলেছেন—রাশিয়ান খাদ্য পুষ্টির দিক থেকে আদর্শস্থানীয়। রাশিয়ানরা কালো রুটি (Black-bread) আর বাঁধাকপির সুপ খেয়ে বেঁচে আছে জেনে পাশ্চাত্য জগৎ শিউরে উঠে। তাদের সেই অজ্ঞতা মাঠে মারা যাচ্ছে। আমাদের সাদা রুটির চাইতে কালো রুটি সহস্রগুণে ভালো। ক্যাবেজ সুপের নাম Stichi, তাতে ক্যাবেজ ছাড়া আরো অনেক কিছু বস্তু আছে, এক হিসাবে স্কচ ব্রথের প্রতিদ্বন্দ্বী। যাঁরা আঙুরের রস, দুধ বা লেবুর রসে জীবন ধারণের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন, তাঁদের অনুরোধ জানাই

রাশিয়া ভ্রমণে এসে ব্ল্যাক ব্রেড আর ক্যাবেজ স্যুপের স্বাদ গ্রহণ করতে। আরো অনেক পদ আছে, যেমন সব রকম পরিজের নাম *Casha*। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগী, পশ্চিমের গো-খাদকদের, এই রাশিয়ান কালো রুটি ক্যাবেজ স্যুপ, আর সেই সঙ্গে চীজ আর মোটা শশা (রাশিয়ায় এই জিনিসটি প্রচুর পাওয়া যায়), যদি নিয়মিত ভাবে প্রভাতী খানা হিসাবে গ্রহণ করানো যায়, তাহলে তার মানসিক ও নৈতিক শক্তি লক্ষ্য করে শিউরে উঠতে হবে। প্রতিবেশীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিকে নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের হেতু মনে করে এখন যেমন তাঁরা আতংকিত হয়ে ওঠেন, তখন সেই অবস্থা হবে।

বার্নাড শ লিখেছেন যে, রাশিয়ায় আব্রু বাঁচিয়ে থাকা শক্ত, যেমন ব্যারাকবাড়ি বা যুদ্ধজাহাজের অবস্থা। ষ্ট্যালিন, যিনি রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক, তিনি সপরিবারে মাত্র তিনখানি ঘরে থাকেন। হোটেল মেট্রোপোলে অবশ্য বার্নাড শ অনেক বেশী জায়গা পেয়েছিলেন, হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মতো। তিনি তাই বলেছেন, আমার মতো দরিদ্র সোস্যালিস্ট লেখকের অদৃষ্টে যদি এই জোটে, তাহলে, হারসট বা রক্‌ফেলারের সই করা চেকের বিনিময়ে কি না পাওয়া যাবে?

একদিন পুলিস আদালতের বিরাট প্রাসাদে বেড়াতে গেলেন বার্নাড শ। সে বাড়িতে আরো অনেক সরকারী অফিস আছে। তিনি দেখলেন, একটি ঘরে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে, একটি উঁচু টেবিলের ধারে জনৈক কর্মদক্ষ মহিলা বসে আছেন। প্রশ্ন করে শ জানলেন তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর দুপাশে বসে আছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। তাঁরা দুজনে ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা জনসাধারণের পক্ষে তা লক্ষ্য রাখছেন। সেই আদালতের কোথাও পাহারাওলা নেই। জানা গেল, লোকটি একটি মাত্র শয্যার অধিকারী, সেই জায়গায় একটা পুরা কামরা দখল করে রেখেছিল, এই অপরাধ। তার কি শাস্তি হল তা আর বার্নাড শ জানতে পারেননি, তিনি অন্য ঘরে গিয়ে আর একটি বিচার দেখতে গেলেন।

এই ঘরের ম্যাজিস্ট্রেটও একজন মহিলা। তিনি রায়দানের পূর্বে বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকেছেন। বার্নাড শ শুন্‌লেন যে এখানকার কেসটা বেশ গুরুতর। একটি মেয়ে গর্ভপাতের অপরাধে আগে শাস্তি পেয়েছিল, সে আবার সেই

অপরাধ করেছে। অথচ এই কক্ষেও পাহারাওলা নেই, অপরাধী ও দর্শক চেনার উপায় নেই। শ বিস্মিত হলেন।

রাশিয়ার তখনকার আইনানুসারে দু মাসের গর্ভ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে গর্ভবতী মহিলারা গর্ভপাত ঘটাতে পারেন, তার জন্য লাইসেন্সধারী ডাক্তার আছেন। বিচারাধীন মামলার আসামী কোনো নীতিই মানেন নি, নিজের খুশীমত কর্ম করেছেন, তাই বিচার। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে দুজন জুরীসহ ফিরে এসে সুচিন্তিত রায় দিলেন। এক বৎসর কারাদণ্ড। বার্নাড শ ভাবলেন, এইবার বোধহয় ওয়ার্ডার এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে। একটি স্ত্রীলোক দেওয়ালের ধারে এতক্ষণ বসেছিলেন, তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আকাশের দিকে হাত তুললেন। তাঁর ভাষা বার্নাড শ বুঝলেন না। হয়তো সুবিচার হয়নি এই কথা বলতে চায়। তারপর মেয়েটি দীপ্ত ভঙ্গীতে বিচারসভা ত্যাগ করে চলে গেল।

সবিস্ময়ে শ প্রশ্ন করলেন—ওকে কি কারাগারে নিয়ে যাবে না?

উত্তর হল—না, ওর কাজে ফিরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ এক বছর তাকে কোনো কারখানায় কাজ করতে হবে, এই তার শাস্তি। থিয়েটার বা সিনেমা দেখার অধিকার নেই, রাতে বন্দী করে রাখা হবে।

বার্নাড শ প্রাচীন চিত্র-গ্যালারী, যাদুঘর প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। লেলিনগ্রাদ ও মস্কো শহরের এই সব সংগ্রহশালায় বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। রুশ বিপ্লবের ফলে যে এতটুকু লুঠতরাজ, গুণ্ডামি হয়নি এই দেখে বার্নাড শ অবাক। তিনি প্রদর্শকদের বললেন—তোমরা বিপ্লবী বলে বড়াই করো, আর এইসব অমূল্য সম্পদ লুঠতরাজ হয় না বিপ্লবের কালে? কোনো রকম গুণ্ডামি বা লুঠ হয়নি? পশ্চিমে হলে এর কিছুই থাকতো না। তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত! গির্জাগুলি পর্যন্ত একেবারে অক্ষত।

বার্নাড শ লিখেছেন যে, আমি ভেবেছিলাম লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানীর দল বড়ই কষ্টে আছেন। হয়ত দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না। তাঁরা হয়তো অবহেলিত, অবজ্ঞাত। এঁদের প্রতিনিধিরা যখন বার্নাড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁরা কেউ একখণ্ড সাবান বা একজোড়া পুরানো জুতা ভিক্ষা করলেন না। বার্নাড শ'র কাছে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের চাইতে এঁদের

আনন্দময় মনে হল। তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—আপনারা তো লেখক-সম্প্রদায়, বিদগ্ধ সমাজভুক্ত (intelligentsia) ?

তাঁরা অশ্রদ্ধাভরে বললেন—রামো, আমরা ইনটেলিজেণ্টসিয়া নই।

বার্নাড শ বললেন—তা অবশ্য আমি জানতাম, রাশিয়ান সরকার তা জানেন কিনা জানতাম না। তাহলে আপনারা যদি ইনটেলিজেণ্টসিয়া না হন তবে কি আপনাদের নাম এবং পরিচয় ?

তাঁরা জবাবে বললেন—আমরা ইনটেলেকচুয়াল প্রলেটারিয়েট, বুদ্ধিজীবী সর্বহারার দল।

বার্নাড শ বলেছেন—এর নামই কম্যুনিস্ট রীতি। যদি তাঁদের জঘন্য অপরাধের জন্য মানব-সমাজের দরবারে হাজির করা হয় তবে দেখা যাবে তাঁদের সেই অপরাধই হচ্ছে একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যবস্থা। নিজের হতভাগ্য দেশে ফিরে এসে সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সচেষ্ট হবেন।

যে সংখ্যা *Nash's Magazine*-এ বার্নাড শ'র এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় জি, কে, চেস্টারটনের The True Sins of Bolshevism নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। এখানে সেই প্রবন্ধের কিছু সারাংশ উদ্ধৃত করেছি :

"যে কোনো বিপ্লব, প্রকৃত ঘটনার অনেক আগেই প্রাচীন হয়ে যায়। রুশ বিপ্লবের এই বিশেষ অসুবিধা। রুশ বিপ্লব অনেক দেরীতে ঘটেছে। এতদ্বারা এই কথাই বলতে চাই, আসল মুহূর্তের অনেক আগে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত। সাম্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর বস্তু, বিংশ শতাব্দীর নয়। শ্রেষ্ঠ কম্যুনিস্টরা কম্যুনিজমের আবির্ভাবের অনেক আগেই বিগত হয়েছেন।

এদিক দিয়ে বিস্ময়কর ভাবে আমেরিকার বিপ্লব সৌভাগ্যবান। যে-কালে শ্রেষ্ঠ রিপাবলিকানরা জীবিত ছিলেন, তখনই রিপাবলিকের জন্ম ঘটেছে। প্রকৃত যুগান্তকারী কম্যুনিস্ট বিপ্লব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তখন তা অসফল হয়েছে।

আমার বাল্যকালে উইলিয়াম মরিস একটি কথায় কম্যুনিস্ট আদর্শ প্রকাশ করেছেন—Fellowship is heaven and lack of fellowship

is hell—যদি উইলিয়াম মরিসের কালে রুশ বিপ্লব ঘটতো তাহলে সারা পৃথিবীতে আনন্দরোল উঠত।

আজ বলশেভিকবাদ সংখ্যালঘুদের ডিকটেটরশিপ মাত্র। এই কারণেই বার্নাড শ মস্কৌ ভ্রমণে যাওয়ার সময় খুশী হয়েছিলেন। বার্নাড শ'র প্রগতি মানবিক, কিন্তু সে প্রগতি পিছনের দিকে। ঈগলপাখির মতো বার্নাড শ তাঁর মনোভঙ্গী নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেছেন।

তিনি আর আমি, উভয়েই যখন বালক ছিলাম, তখনকার স্বপ্ন সেইকালে সীমাবদ্ধ। বার্নাড শ আজো সেই বালক থেকে গেছেন। একথা কিন্তু সত্য যে রাশিয়া ভ্রমণে বৃদ্ধ বার্নাড শ তাঁর পুরাতন স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন। সরল ও সহজভাবে সমাজ সেখানে সক্রিয়।"

প্রবন্ধটির মূল কথাগুলি মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করা হল। বার্নাড শ'র বিশিষ্ট বন্ধু ও সমসাময়িক চিন্তানায়কের মত হিসাবেই এই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

আর একজন এই *Nash's Magazine*-এ ১৯৩১ এ বার্নাড শ'র জীবনী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

Multitudes of well-drilled demonstrators were served out their red scarves and flags. The massed bands blared. Loud cheers from sturdy proletarians rent the welkin.

এই লেখকের নাম স্বনামধন্য উইনস্টন চার্চিল।

একথা বার্নাড শ হজম করার পাত্র নন। তিনি এর জবাবে লিখেছেন—এ নিছক কল্পনা মাত্র। ব্যাণ্ড নয়, পতাকা নয়, লাল চাদর নয়, পথের চীৎকারও রাশিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণকালে শুনিনি। অবশ্য স্বয়ং কার্ল মার্কস সশরীরে হাজির হলে যে অভ্যর্থনা পেতেন আমি তা পেয়েছি *Hall of Nobles*এ, সেখানে চার হাজার লোক ধরে। সেই কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বক্তৃতাদি সংক্ষিপ্ত। লুনাচারসকি বক্তৃতা করলেন। তিনি এবং লিটভিন্‌ফ প্রায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি আবিষ্কার করলাম যে সোভিয়েটবাদের বিস্ময়কর সাফল্য স্বচক্ষে দেখার সময় তাঁদের হয়ে ওঠেনি। যথাসম্ভব ভদ্রতা ও সৌজন্য আমার প্রতি

প্রদর্শিত হয়েছে, অনাড়ম্বর ভাবে। এই সফরের চূড়ান্ত হয়েছে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। যে সান্ত্রী ক্রেমলিনের দোরগোড়ায় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল সারা রাশিয়ায় সেই একমাত্র সৈনিক আমার চোখে পড়েছে।

ষ্ট্যালিনের সঙ্গে বার্নাড শ'র এই সাক্ষাৎকার, বার্নাড শ'র একজন জীবনীকার ভলতেয়ারের সঙ্গে ফ্রেডরিক দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের সঙ্গে গ্যয়টের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন।

তখনকার কালে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কারো বড়ো একটা সাক্ষাৎকার ঘটতো না, এমন কি ব্রিটিশ বা মার্কিণ রাষ্ট্রদূতদেরও নয়। বার্নাড শ'র দলবলের বেলায় কিন্তু একটু ব্যতিক্রম করলেন ষ্ট্যালিন। লর্ড এ্যাস্টর প্রভৃতি সকলেই এই সুযোগ পেলেন। এই ব্যবস্থায় বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। বার্নাড শ কিন্তু এই সাক্ষাৎকার করে নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চাননি। ষ্ট্যালনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। লর্ড এ্যাস্টর সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বার্নাড শ বলেছেন—ষ্ট্যালিনের অদম্য রসজ্ঞান ছিল। তিনি রাশিয়ান নন, সুদর্শন জর্জিয়ান। ষ্ট্যালিনের আকৃতি যেন পোপ আর ফিল্ড মার্শালের সংমিশ্রণ! ষ্ট্যালিন আমাদের যা বলার আছে সব উজাড় করে দেওয়ার সুযোগ দিলেন। তারপর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। তার একবর্ণও বুঝলাম না। শুধু 'Wrangel' কথাটি বোঝা গেল, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে সব জেনারেলকে ইংলণ্ড লেলিয়ে দিয়েছিল ইনি তাঁদের অন্যতম। ষ্ট্যালিন খুশীতে উপছিয়ে পড়ছিলেন। তবে দোভাষী ভয়ে এমনই তটস্থ যে তার কম্পমান ওষ্ঠে সে শব্দমাধুরী উপভোগ করা গেল না। লিটভিন্ফ না থাকলে আমরা এতটুকু অনুবাদ পেতাম না।

লেডী এ্যাস্টর ষ্ট্যালিনকে বলেছিলেন—সোভিয়েটরা শিশুপালনের কিছু জানে না।

ষ্ট্যালিন জানতেন, রাশিয়ার সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। এই কথা শুনে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, তিনি বজ্রনিনাদে যেন বলে উঠলেন—ইংলণ্ডে তো শুনেছি আপনারা ছেলেদের প্রহার করেন।

লেডী এ্যাস্টর দমবার বা ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়। শিশুপালন ও শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সব জ্ঞান তাঁর নখাগ্রে। শিশুকল্যাণে তাঁর অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি ষ্ট্যালিনকে বললেন—আপনি কোনো সহৃদয়া রমণীকে লণ্ডনে পাঠাবেন, আমি তাঁকে সযত্নে শিখিয়ে দেব কিভাবে পাঁচ বছরের শিশু পালন করতে হয়।

ষ্ট্যালিন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এই প্রলয়ঙ্করী রমণী সত্যই হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারেন। একটি খাম নিয়ে তিনি তার ওপর লেডী এ্যাস্টরের ঠিকানা লিখে দিতে অনুরোধ করলেন।

এই ঘটনাটি ষ্ট্যালিনের ভদ্রতার পরিচায়ক মনে করলেন বার্নাড শ এবং তাঁর দলের সবাই। ভদ্রতার খাতিরেই হয়তো ঠিকানা রাখলেন, তারপর কেউ আর কোনো খবরই করবেন না হয়তো।

এই দেশের নাম কিন্তু রাশিয়া। লেডী এ্যাস্টর একজন মহিলা পাঠাতে বলেছিলেন, তিনি লণ্ডনে পা না দিতেই ষ্ট্যালিন প্রায় বারোজন মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

লেডী এ্যাস্টরের সঙ্গে বিতর্কের পর লর্ড লোথিয়ান আলোচনা সুরু করলেন। তিনি ইংলণ্ডের উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের দুর্দশার প্রসঙ্গ তুললেন। সেই দলের দক্ষিণপন্থীরা যোগ দিয়েছেন সংরক্ষণশীলদের সঙ্গে আর বামপন্থীরা ভাসছেন অকূলে। ব্রিটেনে লেবরপার্টির দ্বারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ব্রিটিশ রাজনীতির বহুবিধ সমস্যার কথা।

বেশ চলছিল, সহসা লর্ড লোথিয়ান বললেন—পোলিট ব্যুরোর উচিত লয়েড জর্জকে রাশিয়ায় আমন্ত্রণ করে এনে রাশিয়ার উন্নতি দেখানো। এই প্রস্তাবে ষ্ট্যালিন হাসলেন।

ষ্ট্যালিন হেসেই বললেন—সেটা ঠিক সম্ভব হবে না, মাত্র দশ বছর আগে রুশ বিদ্রোহে লয়েড জর্জের ভূমিকাটি প্রীতিকর ছিল না। জেনারেল র‍্যাংগেল সেইকালেই লালফৌজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছেন। তাঁকে তাই সরকারী ভাবে আমন্ত্রণ জানানো যায় না, তবে তিনি যে-কোনো সময় বে-সরকারী ভ্রমণকারী হিসাবে এলে সব কিছুই দেখতে পাবেন।

এই সর্বপ্রথম বার্নাড শ কথা বললেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—উইনসটন চার্চিলকে কি আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব?

ষ্ট্যালিন এইবার বললেন—মিঃ চার্চিলও এইভাবে আসতে পারেন। তাঁকেও সব সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা আবার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই কৃতজ্ঞতার কারণটুকু বড় মজার। সে রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বার্নাড শ হেসকেথ পীয়রসনের কাছে। চার্চিল লালফৌজের জুতা, সাজ-পোশাক আর বন্দুক সরবরাহ করেছেন। চার্চিল যখন সেক্রেটারী অব ওয়ার তখন একশত কোটির ওপর মুদ্রা পার্লামেণ্টে পাশ করিয়ে নেন, রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী দলের সাহায্যে। বলশেভিকদল বিজয় লাভ করে ব্রিটেনের সেই টাকায় জামা-কাপড়, অস্ত্র ইত্যাদি কিনেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের মূল গায়েন লর্ড এ্যাস্টর তখন ষ্ট্যালিনকে বোঝাতে সুরু করলেন—যদিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সোভিয়েট-বিরোধী, ইংলণ্ডে সোভিয়েটের প্রতি যথেষ্ট শুভেচ্ছা আছে। ভবিষ্যতে সখ্যতামূলক বোঝাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে।

বার্নাড শ এই সময় ষ্ট্যালিনকে প্রশ্ন করলেন—আপনি ওলিভার ক্রমওয়েলের নাম শুনেছেন?

ষ্ট্যালিন লিটভিনফের সঙ্গে আলোচনা করে ক্রমওয়েল-বৃত্তান্ত জেনে নিলেন।

লিটভিনফ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—এই সূত্রে সে-কথা বলার অর্থটা তেমন স্পষ্ট হল না।

বার্নাড শ বললেন—উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলি, আয়ার্ল্যাণ্ডে ওলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে একটি গাথা প্রচলিত আছে। ক্রমওয়েল তাঁর সেনাবাহিনীকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন—

Put your trust in God, my boys,
And keep your powder dry.

অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করলেন ষ্ট্যালিন। ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে বললেন—রাশিয়ার বারুদ যথেষ্ট শুকনো রাখা হবে!

বার্নাড শ বলেছেন—ষ্ট্যালিনের রসজ্ঞান আগাগোড়াই বেশ স্পষ্ট ছিল। তিনি হাসতে পারেন, হাসতে জানেন। এর পর আমরা বিদায় নিলাম,

তখন মধ্যরাত্রি। আমরা ভেবেছিলাম, বোধহয় আধঘণ্টারও কিছু সময় বেশী ছিলাম, আমাদের ঘড়িতে দেখলাম দু ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

সোভিয়েট দেশ ভ্রমণকালে বার্নাড শ'র মনোভঙ্গী নিঃসন্দেহে সোভিয়েট সরকারের প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিল। তাঁর ধারণা এই বিরাট পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা কম নয়। তিনি বলতেন—I always regard myself as the real author of the Russian Revolution because I said that the best thing the soldiers could do in the 1914-18 war was to shoot their officers and go home ; and the Russians were the only soldiers who had the intelligence to take my advice.

তা ছাড়া চেস্টারটন যা বলেছেন তাও ঠিক, বার্নাড শ মস্কো সফরে তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, তাই তাঁর আনন্দ শিশুর মতো।

যাওয়ার সময় শার্লোট শ লেডী এ্যাস্টরকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন শ'র প্রতি নজর রাখতে, কারণ বার্নাড শ ছাড়া-পাওয়া শিশুর মতো আশপাশের অবস্থা বিস্মৃত হয়ে যা খুশী করে ফেলতে পারেন। নিজের শরীরের প্রতি অবহেলা করে ঘুরে বেড়াতেও পারেন। কথাটি ঠিক, ব্রাসেলসে বার্নাড শ সহসা দলভ্রষ্ট হয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন। লেডী এ্যাস্টর ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে আনেন। বার্নাড শ বলেছেন আমাকে কার্ল মার্কসের সম্মান দিয়েছে রাশিয়া।

লেডী এ্যাস্টর বলেছেন—They received him as if he had been God, we were just nobodies, he was the Great man—বার্নাড শ অবশ্য সকলের সমান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন।

বার্নাড শ ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর মস্কো সফরের সবটুকু সংবাদ বাদ দিয়ে যে সংবাদ ইংরাজ ও মার্কিণ সাংবাদিকরা প্রচার করল,—তা অতি হাস্যকর। লেডী এ্যাষ্টর নাকি রাশিয়ায় বার্নাড শ'র দাড়ি ধুইয়ে দিয়েছেন।

বার্নাড শ স্বয়ং এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন—রাশিয়ায় সাংবাদিকদের ভীড়

এসে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ওপর উৎপাত করে না, এ উৎপাত পশ্চিমের নিজস্ব ব্যাধি। তিন রাত্রি তিন দিন ট্রেনে কাটানোর পর আমাদের স্নানের প্রয়োজন হয়। লেডী এ্যাস্টরের কাছে প্রয়োজনীয় সাবান ছিল। আমি তাঁকে যখন বললাম, আমার সার্ট যে ভিজে গেল। তিনি বললেন খুলে ফেলুন। আমি কোমর পর্যন্ত আমার সার্ট খুলে ফেললাম। আমরা মগ্ন হয়ে কথা বলছি, গা মুছচি, আশপাশে তাকাইনি। সহসা কলরবে সচকিত হয়ে দেখি আশপাশে ভীড় জমে গেছে, সবাই আমাদের দেখছে। তারা রিপোর্টার নয়, সঙ্গে ক্যামেরাও.ছিল না। তবে মেট্রোপোল হোটেলের সমস্ত কর্মচারী এবং মস্কৌ শহরের বোধ করি যথাসম্ভব লোক ভীড় করে এই দৃশ্য দেখছে। যতদূর জানি এর জন্য অবশ্য কোনো প্রবেশ-মূল্য আমরা নিইনি।

এই প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত কথোপকথনে শেষ করি। বার্নাড শ লিটভিনফকে প্রশ্ন করলেন—Now tell me honestly would not you rather not have had a revolution at all ?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিটভিনফ উত্তর দিলেন—My whole life was spent in preparing for one.

॥ চৌদ্দ ॥

কালো মেয়ের ঈশ্বর সন্ধান

ফরাসী সাহিত্যিক আঁরি বারবুস লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, আবিষ্কারক, গায়ক প্রভৃতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি বিশ্বজনীন যুদ্ধবিরোধী সংস্থা গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সংস্থায় রাজনীতিকদের স্থান নেই। বার্নাড শ'র হাতে যখন বারবুসের চিঠিখানি এ্যায়টে এসে পৌছালো, ঠিক সময়েই টি. ই. লরেন্সের ১৯৩১-এর ২৫শে সেপটেম্বর তারিখে একখানি চিঠি পেলেন শার্লোট।

সেই চিঠিতে লেখা ছিল—In one world I would put the creatures that create (and G. B. S. crowned amongst them) while in another world, working for them would be the cooks and shoemakers and boatmen and soldiers, who might swell a chest only for the hour after they had been of use to them.

এর ফলে বার্নাড শ সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অবজ্ঞা প্রকাশের একটা স্থযোগ পেলেন। তিনি বারবুসকে লিখলেন যে, চিরদিনই তিনি লক্ষ্য করেছেন তথাকথিত স্বজনীমূলক প্রতিভার অধিকারীদের রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি কিঞ্চিৎ কম। ফেবিয়ান সোসাইটির যে ক্ষতি এইচ. জি. ওয়েলস করেছিলেন তা পরিষ্কার করতে তাঁকে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এর জবাবে আঁরি বারবুস জানালেন যে, তিনি ইতিমধ্যে আলবার্ট আইনস্টাইন, টমাস ম্যান, আপটন সিনক্লেয়ার, ম্যাকসিম গোর্কী, রম্যা রঁল্যার সমর্থন পেয়েছেন। বার্নাড শ'র সহযোগিতা লাভ করলে শাস্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় সহায়তা হবে।

এর এক মাস পরে লণ্ডনে এলেন মহাত্মা গান্ধী, রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। মহাত্মা গান্ধীর ওপর বার্নাড শ'র অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

নাইটসব্রিজে গান্ধীজীর সঙ্গে দশ মিনিটের জন্য আলাপ করার অনুমতি পাওয়া গেল।

গান্ধীজী মাটিতে বসে তাঁর সেই অতি-পরিচিত ভঙ্গীতে চরকায় সুতা কাটছিলেন। মাটিতেই বস্‌লেন বার্নাড শ, চরকার ঘরঘর শব্দের মধ্যেই দুজনের কথাবার্তা সুরু হল।

বার্নাড শ স্মরণ করিয়ে দিলেন—আপনার সঙ্গে আমার আগে আর একবার আলাপ হয়েছিল, মনে পড়ে?

মহাত্মাজী স্মরণ করতে পারলেন না।

শ বললেন—আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোথায় ভালো-ভাবে নাচ শেখার সুবিধা হতে পারে। নিখুঁত নর্তন-পদ্ধতির প্রতি আপনার সেদিন আগ্রহ ছিল।

গান্ধীজী হেসে বললেন—রীতিমত কেতাদুরস্ত ইংরাজ জেণ্টেলম্যান হওয়ার প্রবল বাসনা আমার মনে ছিল। আমি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে এসেছিলাম, সেই সঙ্গে চেয়েছিলাম সভ্যতার সব আশীর্বাদ (graces of civilization)। আচ্ছা, আপনাকেই কি প্রশ্ন করেছিলাম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ দরজির নাম কি?

বার্নাড শ হাসলেন।

গান্ধীজী আবার বললেন—আমি এ কথাও অনেকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কি ভাবে ইংরাজী উচ্চারণ পদ্ধতি শুদ্ধ করা যায়, শিক্ষকের সাহায্যে ইংরাজীনবীশ হওয়ার বাসনা ছিল সেদিন।

বার্নাড শ বললেন—ভাগ্যক্রমে আমরা উভয়েই সেই 'সভ্যতার আশীর্বাদ' থেকে সরে আসতে পেরেছি। সভ্যতার কবল থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি।

দেখতে দেখতে দশ মিনিট কেটে গেল।

১৯৪৮-এ গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটলো আততায়ীর গুলীতে। এ্যায়ট সেণ্ট

লরেন্সের টেলিফোন সেদিন মুহুর্মুহু বাজতে লাগল। সবাই চায় বার্নাড শ'র মুখ থেকে মহাত্মাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বাণী শুনতে। এর কিছুদিন আগেই দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে বার্নাড় শ'র দেখা হয়েছিল। তখন পরিহাস করে বার্নাড শ বলেছিলেন—তোমার বাবা আমার আছে শিশু, আমি বুড়ো হয়েছি, তোমার পিতৃদেব উপবাস প্রভৃতির দ্বারা শরীরটা যেভাবে সুস্থ রাখছেন, তাতে মনে হয় তিনি এই প্রার্থনা আর উপবাসের ফলেই অন্ততঃ দুশো বছর বাঁচবেন। তাঁকে আমার কথা জানিয়ো।

তার পরেই এল এই নিদারুণ দুঃসংবাদ। বার বার সবাই তাঁর শোকোচ্ছ্বাস জানতে চাইছে। বার্নাড শ সহসা টেলিফোনেই জানালেন—

I always said that it was dangerous to be good !

বার্নাড শ'র শোকের সঙ্গে কিছু কৌতূহলও ছিল। তিনি বার বার জানতে চাইলেন আততায়ীর কি শাস্তি হল? তাকে কি ক্ষমা করা হবে? গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম কি ভাবে সম্মানিত হবে, এই তাঁর চিন্তা!

কিছুদিন পরে জওহরলাল নেহরু তার উত্তর দিয়েছিলেন। পরে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৩১-এর ২৯শে ডিসেম্বর শার্লোট আর বার্নাড শ কেপটাউন ভ্রমণে যাত্রা করলেন। এই সফরে কোনোরকম বক্তৃতাদি করবেন না স্থির করলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীন রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন।

পোর্ট এলিজাবেথের পথে এক দুর্ঘটনায় দু'জনেরই প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ঘটেছিল। বার্নাড শ'র ধারণা ছিল, তিনি গাড়ি চালাতে অতিশয় দক্ষ, পথে এক জায়গায় নিজে ড্রাইভ করার ঝোঁক ধরলেন। বেশ জোরে চালিয়ে চলেছেন, হঠাৎ এক জায়গায় থামার প্রয়োজন হওয়ায় ব্রেকের বদলে একসিলেটরে পা দিলেন, এটা তাঁর বদ অভ্যাস ছিল। নেহাৎ ভাগ্যক্রমে গাড়ি বোঝাই মানুষ সেদিন প্রাণে বেঁচে গেল। ওয়াইলডারনেস নামক জায়গায় পৌছে তাঁদের প্রায় মাসাধিক কাল থাকতে হল। শার্লোটের অবস্থা অতি গুরুতর হয়েছিল, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

শার্লোট পিছনের সিটে ছিলেন বলেই তাঁর আঘাতটা বেশী হয়েছিল। জ্ঞান হতেই তিনি সর্বপ্রথম জানতে চাইলেন শ কেমন আছেন? যখন মিসেস

শার্লোট শ'কে ক্লিসনা নামক শহরে নিয়ে যাওয়া হল তখন তার টেম্পারেচার উঠেছে ১০৮° ডিগ্রী।

রয়্যাল হোটেল ক্লিসনা থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ এই তারিখে লেডী এ্যাস্টরকে পেনসিলে লেখা এক চিঠিতে শ লিখেছেন—

সামান্য একটু-আধটু আঘাত ছাড়া আমার তেমন কিছু হয়নি, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁরও নয়, গাড়িটারও নয়। কিন্তু, আহা বেচারী শার্লোট! মোটঘাটের স্তূপ থেকে তাকে যখন উদ্ধার করছি তখনই মনে হল বিপত্নীক হলাম। এমন সময় সে আমরা আহত হয়েছি কি না জানতে চাইল। ওর মাথাটি ভেঙেছে, চশমার রিম চোখে ঢুকেছে, বাঁ হাতের কব্জি মচকেছে, পিঠটা ছড়ে গেছে বিশ্রীরকম, আর ডানদিকের পায়ের গোড়ালিটায় একেবারে গর্ত হয়েছে। এখান থেকে হোটেল পনের মাইল দূর।

এ সব আটদিন আগেকার ঘটনা, এখন আর তেমন উদ্বেগ নেই। তবু এখনও উনি শয্যাশায়ী, পায়ের এই গর্তটার যন্ত্রণা আছে, কাল ১০৩° জ্বর উঠেছিল (আমার প্রাণ একেবারে জিভের ডগায় এসেছিল)। যাক, আজ অবস্থা ভালো, জ্বর ১০০° ডিগ্রীতে নেমেছে। বড়ই কাহিল হয়ে আছে।

এই চিঠি তোমার হাতে পৌছানোর আগেই হয়তো আমরা ওয়াইলডারনেসে গিয়ে হাওয়া বদল করবো। আমি তার না করলে জেনো আমরা সব কুশলেই আছি।"

বার্নাড শ বলেছেন, এইখানে একমাস কাল শার্লোট শয্যা আশ্রয় করে রইলেন, আমি প্রতিদিন স্নান করতাম আর *The Adventures of the Black Girl in her search for God* লিখতাম।

এইটি বার্নাড শ'র স্বল্পায়তন গ্রন্থাবলীর অন্যতম। শার্লোটের রোগশয্যায় বসে পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বাইবেলের একটি ঘটনা তাঁর মনে হল। তিনি ঈশ্বরতত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম সূত্র ধরে গ্রন্থটি রচনা করলেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর এই গ্রন্থ এক বছরে ২,০০,০০০ খণ্ড বিক্রি হয়েছে।

আফ্রিকার নগ্নদেহা এক কালো মেয়ে মশনারী মহিলার কাছ থেকে

উপহার পেয়েছিল বাইবেল। সে একদিন ঈশ্বর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। তাঁকে ধরা সহজ নয়, তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জেনেসিসে ঈশ্বরের সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন তিনি ধূলায় মিলিয়ে গেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তখন লুপ্ত। জবের ঈশ্বর জেনেসিসের ঈশ্বরকে ধ্বংস করে, তাঁর হাতে নষ্ট হয় মিকার ঈশ্বর।

বিবর্তনশীল ঈশ্বরের বিচিত্র দুর্গতি! কালো মেয়ে তত্ত্ব আর তথ্যের ধূম্রজাল ভেদ করে যেখানে পৌঁছায় সেখানেও তার প্রশ্নের জবাব মেলে না। ঈশ্বরান্বেষণ অসম্পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, যখন তাঁকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তখন আর সেই অনাবিষ্কৃত দেবত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। বার্নাড শ'র মতো একজন সাদা মানুষকে বিবাহ করে বহু সন্তানের জননী হয়ে সে সুখে দিন কাটায়। ইডেন উদ্যানে আদিজননী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার চেয়ে এক ফোঁটা বেশী জ্ঞান-লাভ তার অদৃষ্টে ঘটে না!

বার্নাড শ তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে কালো মেয়ে নির্বাচন করেছিলেন, তার কারণ বাইবেল সম্পর্কে তার মন সংস্কারমুক্ত—an unbiassed contemplation of the Bible with its series of Gods marking Stages in the development of the conception of God from the monster Bogey-man, the everlasting Father to the Prince of Peace.

তাই সেই কালো মেয়ে এক মাইল যাওয়ার পর দেখে জনৈক ধীবর কাঁধে নিয়ে চলেছে এক বিরাট গির্জাঘর।

দৌড়ে যায় কালো মেয়ে তাকে সাহায্য করতে, বলে—হুঁসিয়ার, তোমার কাঁধটা না ভেঙ্গে যায়।

প্রাচীন ধীবর হেসে বলে—ভয় নেই, আমি হলাম পাহাড়, আমার ওপর এই চার্চ গড়া হয়েছে।

উদ্বিগ্ন কালো মেয়ে বলে উঠে—কিন্তু সত্যিই তো তুমি আর পাহাড় নও, এই গির্জা অতিশয় ভারী, তুমি কি করে বইবে?

তার মনে সর্বদাই ভয়, লোকটি এই গুরুভারে ধ্বসে পড়বে।

ধীবর মধুর ভঙ্গীতে হেসে বলে—ভয় নেই, কিছু হবে না, এই গির্জাটা কাগজের তৈরী।

এই বলে সে নৃত্যের তালে তালে চলে যায়, চার্চের সব ঘণ্টাগুলি বেজে ওঠে।...

The Adventures of the Black Girl in her search for God-এ বার্নাড শ দেবত্বের বিভিন্ন ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। এই সবেরই পরিণতি কিন্তু স্থূল বা অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। বার্নাড শ'র ঈশ্বরের ব্যক্তিস্বরূপ স্বল্প এবং তিনি এখনো চরমতম পর্যায়ে পৌছে সর্বাঙ্গসুন্দর হননি। মাথার চুল গণনা করা বা পাখির মৃত্যু লক্ষ্য করার মত অবসর তাঁর নেই। আসল কথা, তিনি এখনও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেন নি। তিনি বিবর্তনশীল ঈশ্বর, আমরা যেমন পদে পদে ভুল করে শিখি, তিনিও এখনো শিখছেন, ত্রুটি সংশোধন করছেন।

বার্নাড শ'র মতে তাই ঈশ্বরেরও ভুল হয়। *Man and Superman* সম্পর্কে যখন টলস্টয়ের সঙ্গে পত্র বিনিময় হয় তখন টলস্টয় তাই বার্নাড শ'কে লিখেছিলেন—You seem yourself to recognise a God who has definite aims comprehensible to you—শ'র চটুলতায় বিরক্ত হয়ে তিনি সেদিন অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। বার্নাড শ কিন্তু চটুল নন, এবং তাঁর ঈশ্বরও টলস্টয়ের বিশ্বাসমাফিক বস্তু নন। *Methuselah* প্রকাশিত হওয়ার পর বার্নাড শ'কে প্রশ্ন করা হয়—Do you believe there must be some-body behind something? তার জবাবে সেদিন তিনি বলেছিলেন—No. I believe there is something behind the somebody. All bodies are product of the Life force.

বার্নাড শ তাই নির্দেশ দিয়েছেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বর কে? উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—আমিই ঈশ্বর! এই সেই ঈশ্বর! এই ঈশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নন, এখনও ক্রমবিকাশের পথে।

কালো মেয়ে আইরিশ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে—তাহলে তুমি ঈশ্বর অনুসন্ধানে আসোনি?

আইরিশ ভদ্রলোক বলে, সন্ধান চুলোয় যাক্, ঈশ্বরের যদি প্রয়োজন থাকে তিনি আমাকে সন্ধান করে নিন। আমার নিজের ধারণা তিনি তা নন যা হতে চান। এখনো তাঁকে ঠিকমত গড়া হয়নি, তিনি অসম্পূর্ণ। আমাদের

অন্তর্নিহিত কোনো বস্তু তাঁর দিকে চলেছে আর আমাদের অন্তর-বহির্ভূত কোনো পদার্থ তাঁর অভিমুখী হয়ে আছে। একথা সুনিশ্চিত। আর একথাও সত্য যে, তাঁর অভিমুখী হতে গিয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ঘটছে। আমাদের সাধ্যমত একটা পথ খুঁজে বার করা উচিত। কারণ অনেক লোক নিজেদের উদর ভিন্ন আর কোনো কিছুর কথা ভাবেই না।

এই কথা বলে নিজের হাতেই নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে তিনি খনন কর্মে ব্যস্ত হলেন।

বার্নাড শ'র সেক্রেটারি শ্রীমতী ব্লাঙ্কি প্যাচ বলেছেন, ডিসেম্বর মাসে (১৯৩২) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, ভীষণ সাফল্য লাভ করল। বড়দিনের উপহার হিসাবে প্রদত্ত হল। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাঁচ বার মুদ্রিত হল। জন ফারলে অঙ্কিত সুন্দর কাঠ খোদাই চিত্র বইটির সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছিল। এই সময় জনৈক ক্যাথলিক বার্নাড শ'কে বললেন—এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করুন। বার্নাড শ বললেন—১,০০,০০০ কপি ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়েছে, পঠিত হয়েছে, সুতরাং যদি কোনো ক্রটি হয়ে থাকে তা হয়েছে। তিনি বললেন, দেবত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। তিনি সেই নিরামিষ-বিরোধী দেবতাকে বিশ্বাস করেন না—যিনি সমগ্র মানবজাতিকে প্লাবনে ধ্বংস করে পোড়া মাংসের গন্ধে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

বাইবেলে আছে—And Noah builded an altar unto the Lord; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour.

বার্নাড শ বিশ্বাস করেননি যে নোয়ার ভগবানের কোনো অস্তিত্ব ছিল, বা থাকতে পারে।

বার্নাড শ ক্যাথলিকের অভিযোগের উত্তরে লিখলেন—You think you believe that God did not know what he was about when he made me and inspired me to write the Black Girl, for what happened was that when my wife was ill in Africa, God came to me and said—'There are women plaguing me night and day

with their prayers for you. What are you good for any how?' So I said I could write a bit but was good for nothing else. God said then 'take your pen and write what I shall put on your silly head'—and that was how it happened.

বার্নাড শ'র ঈশ্বর তাই খ্রীষ্টানের ঈশ্বর নয়, মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া মানবিক দেবতা। যা আনন্দ তাই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর আনন্দের প্রতীক, আদর্শের প্রতীক।

॥ পনেরো ॥

আরবের লরেন্স

বার্নাড শ'র নতুন নাটক *Too True To Be Good* লেখা হয়েছিল 'ম্যালভারন ফেস্টিভ্যালে'র অনুরোধে। এই ম্যালভারন নাট্য উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা বার্মিংহাম রেপারটরি থিয়েটরের স্যার ব্যারী জ্যাকসন। তিনি ভেবেছিলেন, বার্নাড শ'র নাটককে কেন্দ্র করে ম্যালভারন উৎসব জমিয়ে তুলবেন। বার্নাড শ সানন্দে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন।

ম্যালভারন উৎসবের উদ্দেশ্য নতুন কিছু করার। তাঁরা প্রতি বছর বার্নাড শ'র একটি করে নতুন নাটক অভিনয় করবেন। বার্নাড শ'র প্রতিভার প্রতি এ এক বিচিত্র প্রশস্তি, বুড়া বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা। বার্নাড শ এদের জন্য প্রথম নাটক রচনা করেন *Apple Cart*, তার কথা আগে বলা হয়েছে।

নতুন নাটক *Too True To Be Good* নাটকে বার্নাড শ দেখাতে চেয়েছেন, অতিমানব যে কোন অবস্থার মধ্যে পড়লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। যে টি, ই, লরেন্সের মতো মানুষ সে নিম্নতম পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তার ওপরওলাদের চালিত করবে। এই জাতীয় মানুষ বার্নাড শ ডকশ্রমিক, খনিশ্রমিক, রেলকর্মী ও কেরানিদের মধ্যে দেখেছেন। তারা সেই নিম্নতম অবস্থা থেকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছে।

আগস্টস জন অঙ্কিত বার্নাড শ'র ছবির মাধ্যমে টি, ই, লরেন্স ও জর্জ বার্নাড শ'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সময় আগস্টস জন ও এই বিখ্যাত মানুষের বিশেষ পারস্পরিক আকর্ষণ ছিল। লরেন্সেরই সাতখানি ছবি আগস্টস জন এঁকেছিলেন, আর বার্নাড শ'র তিনখানি। তার মধ্যে একটি ইংলণ্ডের রাণী কিনেছিলেন, স্যার সিডনী ককার একটি নিয়েছিলেন কেম্‌ব্রিজের ফিজউইলিয়াম ম্যুজিয়মের জন্য, আর একটি এ্যায়টের বাসভবনে ছিল।

যেদিন এডেলফী-টেরাসের বাসায় এই ছবিটি নিতে এসেছিলেন স্যার সিডনী (২৫শে মার্চ, ১৯২২) তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন টি, ই, লরেন্স। বার্নাড

শ'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু দূর থেকেই বড়মানুষ দেখা ভালো, লরেন্স এই নীতির সমর্থক ছিলেন। তাই প্রথমে যেতে চাননি। আশা করেছিলেন শ হয়তো বাড়ি থাকবেন না, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখা গেল শ বেরোবার উদ্যোগ করছেন।

প্রথম দর্শনেই প্রেম—friends from the first বলেছেন স্যার সিডনী। এই দিনটির পর সেপ্টেম্বর মাসে '*Seven Pillars of Wisdom*' নামক লরেন্সের বিখ্যাত গ্রন্থ এসে হাজির। পাণ্ডুলিপিটি বার্নাড শ'কে পড়তে অনুরোধ করেছেন লরেন্স।

আরবে ১৯১৪-র যুদ্ধে লরেন্সের বিচিত্র ভূমিকা এই গ্রন্থের উপজীব্য। ৩,০০,০০০ শব্দবিশিষ্ট এই বিরাট পাণ্ডুলিপি পড়া কঠিন। দশ সপ্তাহের মধ্যে একটি লাইনও পড়েননি শ, কিন্তু লরেন্সের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত সবটুকু পড়ে ফেলে বড়দিনের সময় লিখলেন—*A Great Book*।

বার্নাড শ অনেক পরিবর্তন করেছেন, নিজে প্রুফ দেখে দিয়েছেন। লরেন্স বলেছেন—Left no paragraph without improvement—মিসেস শ লরেন্সের এই গ্রন্থে অনেক মূল্যবান মন্তব্য ও উপদেশ দিয়েছেন। প্রুফের মুখেও সাহায্য করেছেন, তাই উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকলেও একটি মধুর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ্যায়ট থেকে লরেন্সের ঠিকানায় নিয়মিত চিঠিপত্র আসত।

Too True to be Good নাটকে অনেকগুলি কার্যকরী পরিবর্তনের উপদেশ দেন লরেন্স। বার্নাড শ তাঁকে প্রতিটি অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন।

প্রাইভেট মিক চরিত্রটি লরেন্সের ব্যক্তিমানসের রূপায়ণ। লরেন্স এই নাটক শোনার চাইতে অভিনয় দেখে আরো সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কর্ণেল লরেন্স যখন টি, ই, শ হয়েছিলেন তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে, তিনি বার্নাড শ'র আত্মীয়। লরেন্স সম্পর্কে শ-দম্পতির অনুরাগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছিল। শার্লোট, শ এবং লরেন্সের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক, লরেন্স তাঁকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা বৃটিশ মিউজিয়মে রাখা আছে।

লরেন্স করাচী থেকে ফেরার পর বার্নাড শ ও শার্লোট একটি মোটর-সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন পরিচয় অজ্ঞাত রেখে। সেই মোটর-সাইকেলই লরেন্সের

মৃত্যুর কারণ হল, তার ছ' বছর পরে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় টি, ই, লরেন্সের মৃত্যু শ-দম্পতির কাছে পুত্রশোকের মর্মান্তিক জ্বালা বহন করে এনেছে।

আগস্টস জনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বার্নাড শ'র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জেনারেল মণ্টগোমারীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্ম আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন শ। মণ্টগোমারী আগস্টস জনকে ৫০০ পাউণ্ড ফি দিয়ে এক পোর্টরেট্ আঁকাচ্ছিলেন। প্রতিদিন রোলস রয়েসে চড়ে চেলসিয়ার টাইটে স্ট্রীটে আগস্টস জনের স্টুডিয়োতে আসতেন মণ্টগোমারী। সঙ্গে থাকতেন তাঁর দেহরক্ষী এ, ডি, সি। শিল্পী ক্যানভাসে রঙ দিতেন আর জেনারেল টান হয়ে বসে থাক্তেন তাঁর রণভূমির বিচিত্র পোশাকে সেজে।

এই দৃশ্য একদিন চোখে পড়ল বার্নাড শ'র। তিনি একদিন স্টুডিয়ো এসে হাজির। সেদিন আর ছবি আঁকার কাজ তেমন এগোল না। দুজনেরই দুজনকে অনেক বলার ছিল, অনেক শোনার ছিল। শান্তিবাদী বার্নাড শ সংগ্রামশীল জেনারেলকে সহসা বললেন—জেনারেল, যুদ্ধ কবে শেষ হবে আমি বল্তে পারি।

মঞ্চে উপবিষ্ট জেনারেল বল্লেন—সত্যি ?

শ বললেন—টাকার দাম যখন শতকরা পাঁচ টাকা নেকে যাবে, তখনই যুদ্ধ থামবে।

হাল্কা কথায় উভয়ের রাজনৈতিক আলোচনা জমে উঠ্লো।

শ আবার বল্লেন—"মাত্র পাঁচ পার্সেণ্ট মানুষ রাষ্ট্র শাসনের উপযুক্ত। তাঁদের আবার খুঁজে পাওয়া কঠিন, খুঁজে নিয়ে উপযুক্ত করে গড়া প্রয়োজন উচ্চপদের জন্ম তেমন যোগ্য লোক নেই।"

মণ্টগোমারী বল্লেন—আপনার মতে কি পাঁচ পার্সেণ্ট জেনারেল বেশ দক্ষ ?

শ জবাবে বল্লেন—না, তা নয়। ঠিক তা নয়।

এইভাবে দুজনের আলাপাচার চল্তো।

দু'একঘণ্টা পরে মণ্টগোমারীর ড্রাইভার সবিস্ময়ে দেখতো শাদা দাড়িওলা এক বৃদ্ধ গাড়িতে এসে বসে পড়তেন। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে গ্রামের বাড়িতে। জেনারেলের আদেশ। যাত্রীর বয়সের বিবেচনায় ড্রাইভার ধীরে

গাড়ি চালায়। আর সেই বৃদ্ধ যাত্রী বার বার তাগিদ দেন ষাট মাইল বেগে চালাও। ষাট মাইল চালানোর পর ড্রাইভারকে তাক লাগিয়ে বৃদ্ধ বলেন—এর বেশী আর পারেনা নাকি তোমার গাড়ি ?

বুড়ো খোকার স্পীড চাই। মোটরের গতিবেগ বাড়ে। বাড়ি পৌছে খুশিতে মন ভরে উঠে বার্নাড শ'র, তিনি ড্রাইভারকে দুটি হাফ-ক্রাউন বকশিশ দেন।

সেইদিনই আগস্টস জনকে লিখলেন বার্নাড শ—

প্রিয় আগস্টস জন, আজ অপরাহ্নে তোমার সীটারকে (ছবির বিষয়) খুশি রাখার জন্য অনেক আজে বাজে বকেছি। নানা ঝঞ্ঝাটে থেকে ওঁর মনকে মুক্ত রাখাই আমার লক্ষ্য ছিল। আসল যুদ্ধের যন্ত্রণা কম নয়। আমি একচোখে ওঁকে আর একটি চোখে তোমাকে দেখছিলাম—দুই মহাপুরুষ। তোমাদের দুজনের মিল লক্ষ্য করলাম। তুমি লম্বা, চওড়া, বিরাট আর উনি তোমার পাশে যেন ইস্পাতের বাণ্ডিল,.যেন পকেট থেকে বার করেছো ওঁকে।

...উত্তর দিতে হবে না। যেমন খুশি গ্রহণ করো বা বর্জন করো।

কী নাক! আর কী চোখ! তোমার ছবির নাম দাও—'Infinite Horizons and One Man'

একবার ভেবে দেখো সেনাবাহিনীর মানুষ হয়েও কত বুদ্ধিমান, তোমার হাতের আঁকা ছবি চান, আবার আমার সঙ্গেও কথা বললেন। তোমার—

জি, বি, এস।"

পরদিন—২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ বার্নাড শ আবার লিখলেন—"The worst of being 87-88 is that I never can be quite sure whether I am talking sense or old man's drivel. I must leave the judgment to you. As ever, but doddering.—G. Bernard Shaw."

জরাক্রান্ত বার্নাড শ তখনও শক্তিমান ও মনোহর পত্রলেখক।

এই অংশটুকুতে ১৯৪৪-এর বার্নাড শ-চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আগস্টস জনকে তিনি শিল্পী হিসাবে অনেক বড়ো বলে স্বীকার করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

॥ ষোল ॥

শার্লোটের মৃত্যু

১৯৩৩-এ ম্যালভারন ফেস্টিভ্যালে বার্নাড শ কোনো নতুন নাটক দিতে পারলেন না। স্যার ব্যারী জ্যাকসন সেই বছর জেমস ব্রিডি নামক জনৈক তরুণ নাট্যকারের *A Sleeping Clergyman* মঞ্চস্থ করলেন। সেই নাটক সফল হল। বার্নাড শ'র সেই বছরের নাটক *On The Rocks* লণ্ডনের উইনটারগার্ডেন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। এই নাটকে বার্নাড শ আঘাত করলেন গণতন্ত্রকে। প্রধানমন্ত্রী স্যার আর্থার চ্যাভেণ্ডার এই নাটকের প্রধান চরিত্র, তিনি তেমন জবরদস্ত সমাজসেবক নন বলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই নাটকের ভূমিকায় বার্নাড শ লিখলেন যে, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে খতম (extermination) করা সম্পর্কে নাটকে যে কথা তিনি বললেন, সে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, নিছক রসিকতা মাত্র নয়।

রাশিয়া ভ্রমণকালে শ শুনেছিলেন জনৈক কবি কমিশার যানবাহন বিভাগের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। যে সব স্টেশন মাস্টার তাঁর আদেশ এবং নির্দেশ পালন করেননি, তাদের তিনি স্বহস্তে গুলি করেন। এই লৌহ-মানবীয় ভঙ্গী বার্নাড শ'কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেছেন—"If we desire a certain type of civilization and culture we must exterminate the sort of people who do not fit in it."

যাই হোক, বার্নাড শ'র এই উপদেশ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হয়নি, তাহলে এক পারস্পরিক নিধনযজ্ঞে যাকে যার অপছন্দ হত তাকে বলি দেওয়া হত, এবং তার হাত থেকে বার্নাড শ স্বয়ং হয়তো নিষ্কৃতি পেতেন না।

সমুদ্র পথে ভ্রমণকালে *Man and Superman*-এর ভঙ্গীতে একটি ক্ষুদ্র নাটক *Village Wooing* রচনা করলেন। বার্নাড শ প্রতিভার স্বতোৎসারিত

স্বচ্ছধারা এতদিনে শুকিয়ে এসেছে, এই নাটকের সংলাপ ক্লান্তিকর এবং গতি অতি ধীর। এই নাটক তাই বিশেষ খ্যাতিলাভ করেনি।

এর পর শ দম্পতি নিউজিল্যাণ্ড সফরে বেরোলেন। এই সময় নাকি বার্নাড শ শার্লোটের জনৈক বান্ধবীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলেই এই দেশান্তরের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সফর অবশ্য উভয়ের কাছে তেমন তৃপ্তিকর হয়নি। তবে প্রখর সূর্যকিরণ শার্লোটের ভারী ভালো লেগেছিল। এইকালে বার্নাড শ *The Millionairess* নাটক রচনায় হাত দেন। এই নাটকের নায়িকা-চরিত্রে তাঁর এক বান্ধবীর প্রকৃতি রূপায়িত করা হয়েছে। কাজ বেশী অগ্রসর হয়নি, কারণ এই কালে বার্নাড শ'র শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

The Simpleton of the Unexpected Isles নামক নাটক রচনা করেন বার্নাড শ ১৯৩৫-এ—এই নাটকের বিষয়বস্তু আবার সেই প্রজনন-সমস্যা। আয়ের সমতা যদি থাকে, যদি অবাধ বিবাহ চালু হয় তার ফলে জাত সন্তান কেমন হবে? প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের পর বার্নাড শ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণে এক নব অতিমানবের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন।

এই নাটক নিউ ইয়র্কের থিয়েটার গিলডে প্রযোজিত হয় এবং ম্যালভারনেও মঞ্চস্থ হয়। আমেরিকায় তেমন সাফল্যলাভ করেনি এই নাটক। ম্যালভারনে অবশ্য বার্নাড শ'র এই নাটক অভিনন্দিত হল। প্রতীকধর্মী নাটক হিসাবে আদর্শস্থানীয় বিবেচিত হল। কারণ সেখানকার সবাই গুনমুগ্ধ ভক্ত।

আশীর কোঠায় পৌঁছে বার্নাড শ নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য মগজে সন্ধান না করে কাগজের পৃষ্ঠা থেকেই নাটকীয় ঘটনা চয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড যখন সিংহাসনত্যাগে বাধ্য হলেন মার্কিনী সাধারণ রমণী এবং ডিভোর্সি মিসেস সিম্পসনের পানিপীড়নের লোভে, তখন বার্নাড শ সংবাদপত্রের সেই ঘটনা অবলম্বন করে এক কল্পিত সংলাপ রচনা করে *Evening Standard* পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। তাঁর সহানুভূতি ছিল সম্রাটের দিকে। এই সংলাপে তিনি সম্রাটকে করেছেন কিং ম্যাগনাস। সেই ম্যাগনাস তাঁর চমকপ্রদ উক্তিতে আর্চবিশপকে স্তম্ভিত করলেন—

"As she was an American, she had been married twice before and was therefore likely to make excellent wife for a king who had never been married before".

পশ্চিমে আবার মহাযুদ্ধের ঘনঘটা, সর্বত্র একটা সন্ত্রস্তভাব। আঁরি বারবুস এই সময় বার্নাড শ'কে আবার অনুরোধ করলেন বিদগ্ধজনের একটা আন্তর্জাতিক সমিতি গড়ে তুল্‌তে যাঁরা যুদ্ধবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে পারবেন। বার্নাড শ'র ধারণা বাতুলে পরিপূর্ণ সংসারে যে কয়জন মানুষ এখনও সজ্ঞানে আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর নতুন গ্রন্থ *Genera* এক বিচিত্র পরিকল্পনায় রূপায়িত। আন্তর্জাতিক বিচারশালায় পৃথিবীর সকল মতের রাজনীতিক নেতাদের তিনি জড়ো করলেন, এমন কি ডিক্‌টেটররাও বাদ রইলেন না। সেই নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে এমন একটা আন্তর্জাতিক দুঃসময়কে ব্যঙ্গ করার মতো সাহস ও শক্তি শুধু বার্নাড শ'রই ছিল। মানবজাতির প্রতি বার্নাড শ'র সকল করুণা ও মমতা এতদিনে শুষ্ক, ছিল শুধু মানসিক দৃঢ়তা। তাই তিনি বল্‌লেন—

God has sent certain persons to His call. They are not chosen by the people ; they must choose themselves, that is part of their inspiration.

যা ঈশ্বরের কর্ম, কঠিনতম কর্ম, রাজনৈতিক কর্ম, সে তো আর সবাই করতে পারে না, তাদের সে মস্তিষ্ক নেই, অবসর নেই, আর দৈববলও তারা পায়নি, সুতরাং—

বার্নাড শ'র বন্ধুরা তো বিস্মিত। তিনিও স্বয়ং বললেন নিজের নাটক দেখে—"It made me quite ill. It is a horrible play." এমন কি বিদূষক বার্নাড শ স্বয়ং বলতে বাধ্য হলেন যে পৃথিবীর ওপর যে কৃষ্ণ-যবনিকা নেমে আসছে তা হাসি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এই নাটক য়ুরোপের মদমত্ত ডিক্‌টেটরদের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। বার্নাড শ এই নাটক শেষ করেই শয্যাশায়ী হলেন কঠিন রক্তাল্পতা ব্যাধিতে।

ডীন ইনজ (Inge) বার্নাড শ'র এই নাটক পড়ে শ'কে লিখলেন—

"I read it aloud to my wife and we were as much amused as it is possible to be in this ghastly time."

কিন্তু বার্নাড শ'র ভক্ত, এবং তাঁর নাট্যসমালোচক ডেসমণ্ড ম্যাক্‌কার্থী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লিখলেন—"The books of the old are apt to be ramshackle, garrulous and repetitive."

বার্নাড শ'র এর জবাবে শুধু বললেন—

"Old age is not enough ; youth is not enough ; patriotism is not enough ; wisdom is not enough ; what is enongh ? Faith to go through life without losing one's faith."

বার্নাড শ'র মতে মানবজীবনের সব অসাফল্য, সব বিচ্যুতির মূল কারণ আমাদের মানসিক অপূর্ণতা। শুধুমাত্র চাই বিশ্বাস। বিশ্বাসে অবিচল থাকলে মানবিক মানসিকতা সম্পূর্ণতা লাভ করে।

Geneva সংক্রান্ত বাদানুবাদ অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা সৃষ্টি করেছিল। বার্নাড শ'র অনুরাগী বন্ধু লরেন্স ল্যাংনার বিশেষ করে হিটলারের ইহুদী দলন নীতি সম্পর্কে লঘু আলোচনায় অন্তরে বিশেষ বেদনা বোধ করেন, এবং বার্নাড শ'কে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। চিঠিখানি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। লরেন্স ল্যাংনার প্রণীত *The Magic Curtain* গ্রন্থে এই চিঠি ও বার্নাড শ'র উত্তর একত্রে দেওয়া আছে।

বার্নাড শ পরবর্তী সংস্করণে একটি চতুর্থ অঙ্ক যোগ করেন, সেই অঙ্কে অনেক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে।

Geneva নাটকের পর লিখিত হয় মনোরম নাটিকা '*In Good King Charles's Golden Days*', এই নাটিকাটি দুটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটিকায় বহু মূল্যবান উক্তি আছে। প্রথম অঙ্কটির স্থান স্যার আইজাক নিউটনের বাসগৃহ এবং সুদীর্ঘ, দ্বিতীয় অঙ্ক ক্যাথারিন অফ ব্রাগানজা'র প্রকোষ্ঠে এবং সংক্ষিপ্ত। এই নাটকে বার্নাড শ তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁর প্রতিভার ভাণ্ডার যে শূন্য হয়নি, এই নাটক তার প্রমাণ। কিন্তু শরীর তাঁর জীর্ণ হয়ে আস্‌ছে, মানসিক তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, অতি

সহজেই তিনি মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কাজকর্মে স্পৃহাও অনেক কমে গেছে। অথচ একদা তাঁর মানসিক প্রশান্তি বন্ধুজনের কাছে প্রশংসা পেয়েছে। স্বামীর এই শারিরীক অবনতিতে শার্লোট অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ১৯৪০-এ বার্নাড শ'র ডাক্তারে এই রোগ 'pernicious anemia' বলে সিদ্ধান্ত করলেন।

স্বামীর অক্লান্ত সেবা করে শার্লোট সুস্থ করে তুললেন বার্নাড শ'কে, কিন্তু তাঁর নিজের শরীরও জীর্ণ হয়ে এসেছিল। তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন, স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল, শ্রবণশক্তি দুজনেরই কমে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালটিতে বার্নাড শ লিখেছেন—'*Everybody's Political What's What*, এতদিন ধরে যে-কথা বলেছেন এ যেন তারই সঞ্চয়ন। কার জন্য এতসব লিখছেন সে কথা বার বার ভেবেছেন শ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের পাঠক আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পাঠক এক নয় তিনি জানতেন।

এতদিন বার্নাড শ মনে প্রাণে তরুণ ছিলেন। সেই ভাব তাঁর আচরণে এবং বক্তব্যে, এখন কিন্তু তাঁর উক্তি বৃদ্ধের বচন! যে অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে, সেই শুধু অতীতের কথা বলে।

১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে বিয়েট্রিস ওয়েবের মৃত্যু ঘটে। সংবাদটি শুনে বিচলিত হলেন শ। এই মহিলাটি তাঁর প্রতি তেমন প্রসন্ন ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি নিয়মিত ডায়েরী লিখতেন। কি লিখে গেছেন তিনি বার্নাড শ সম্পর্কে কে জানে!

শার্লোটকে তিনি এই মৃত্যুর সংবাদ দিলেন না। কারণ শার্লোট এবং বিয়েট্রিস ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শার্লোটের শরীর এতদিনে একবারে ভেঙে পড়েছে।

সেই বছরই ওঁরা এ্যায়টের বাসা ছেড়ে লণ্ডনে এলেন। শার্লোট রোগশয্যায়। বার্নাড শ পথে পথে ঘুরে সমরবিধ্বস্ত বিরাট প্রাসাদগুলি দেখে বেড়ান শিশুর মত কৌতূহলে।

শার্লোট আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নানারকম অলৌকিক ভয় পেতে সুরু করলেন, মনে হত তাঁর শয্যার আশপাশে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন এঁদের আসা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

একদিন শার্লোটকে বড়ো সুন্দর মনে হল, এমনটি অনেকদিন দেখা যায়নি, যেন বয়স কত কমে গেছে। শ মনে করলেন যে লণ্ডনে এসে ভালো হয়েছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে তাঁকে ঘরে রেখে বার্নাড শ একটু বেড়াতে গেলেন।

পরদিন ভোরে দাসী এসে দেখে বিছানার নীচে শার্লোট পড়ে আছেন, হাতে একটি ঘড়ি ধরা রয়েছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। বিয়েট্রিসের মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে, ১২ই সেপটেমবর ১৯৪৩, শার্লোট পরপারে চলে গেলেন।

সেইদিন সকালে দেখা করতে এসেছিলেন মিস এলিনর ও'কনেল। শ পরিবারের তিনি বন্ধু, আর ছিলেন মিঃ জন ওয়ার্ডরপ। তাঁর সঙ্গে কপিরাইট সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন শ।

সহসা বলে উঠলেন—এলিনর, আজ কিছু নতুনত্ব লক্ষ্য করছ ?

মিঃ ওয়ার্ডরপ বললেন—নতুন জুতো পরেছেন দেখছি।

শ বললেন—না না, ও জুতো আজ দশ বছর পরছি। আমার সব পোশাকেরই বয়স ঐ রকম। আমি ভেবেছিলাম আমার মধ্যে কিছু নতুনত্ব দেখবে তোমরা, কাল রাত আড়াইটের সময় আমি বিপত্নীক হয়েছি।

স বা ই স্ত ম্ভি ত।

বার্নাড শ বলতে লাগলেন—শুক্রবার একটু পরিবর্তন দেখেছিলাম। বেশ হাসিখুশি ভাব। আমাকে বললেন, কোথায় ছিলে দুদিন ? দেখিনি কেন ? আমি যখন বললাম কাছেই ত ছিলাম তোমার, তখন একটু হাসলেন। অল্প বয়সে যেমন মধুর হাসতেন, সেই হাসি। আমি দেখলাম তাঁর সৌন্দর্য ফিরে আসছে, বললাম, এইবার তোমার সব অসুখ সেরে যাবে। তিনি অনেক অসংলগ্ন কথা বললেন। সব কথার অর্থ হয় না। তারপর এ্যায়টের বাড়িতেই আছেন মনে করে বললেন, ওপরে নিয়ে চলো। আমি কিছু না বলে ওঁকে হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটু আগেই শুইয়ে দিলাম বলা যায়। উনি প্রতিবাদ করলেন না। ভোরে দাসী ডেকে তুলে বলল—শার্লোট বিছানার নীচে পড়ে আছেন। কপালে রক্ত। আমরা গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। নার্স এল। বড় কষ্ট পেলেন, শ্বাসকষ্ট। মুখের সৌন্দর্য কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ফিরে আসছিল। উনি জানতেন না শেষ সময় আসন্ন। অনেক কথা হল। বেশ

খুশি হলেন। আজ সকালবেলা নার্স আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে খবর দিল—আপনার স্ত্রী রাত আড়াইটের সময় মারা গেছেন। দেখতে গেলাম। মনে হল যেন এক শীর্ণা তরুণী ঘুমিয়ে আছেন। আমার মনেই হল না, তিনি চলে গেছেন। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলাম ওঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে কি না। আমার কেমন যেন মনে হল উনি কিছু বল্‌ছেন।"

গোলডার্স গ্রীনে শার্লোটের অন্ত্যেষ্টি সমাধা হল। পোড়ানোর সময় সব অনুষ্ঠান দেখতে পেলেন না বলে হতাশ হলেন শ। সঙ্গে ছিলেন সেক্রেটারি ব্লানচ প্যাচ আর লেডী এ্যাসটর। সমাধিকালে প্রথমে হ্যাণ্ডেলের *Largo*-সুর বাজানো হলো, তারপর প্রার্থনা-সঙ্গীত—"I Know That My Redeemer Liveth"—গীত হল। বার্নার্ড শ বাহু প্রসারিত করে আবেগভরে মৃদুগলায় গান গাইলেন।

হোয়াইট হল কোর্টে ফেরার পথে লেডী এ্যাসটর তাঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য আহ্বান করায় বললেন—তোমার বাড়িতে গিয়ে শান্তি কোথায়, অন্ততঃ ত্রিশজন মেয়ে বসে আছে। আর এই মুহূর্তে লণ্ডন শহরে আমার মতো যোগ্য পাত্র ক'টি আছে?"

শার্লোট বলেছিলেন যদি বার্নাড শ'র আগেই তিনি মারা যান তাহলে যেন তার ভস্মরাশি আয়ার্ল্যাণ্ডে থ্রি রক মাউনটেনে ছড়ানো হয়। এর মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হল। আয়ার্ল্যাণ্ড যাত্রা সহজ নয়। তাই বার্নাড শ বললেন—আমি নিজেই তোমার ছাই রেখে দেব। আর নির্দেশ দিয়ে যাব আমার মৃত্যুর পর আমাদের দুজনের ছাই একত্র মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বার্নাড শ *The Times* পত্রিকায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন স্তম্ভে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন অসংখ্য সমবেদনা পত্রের উত্তরে:

"প্রতিটি চিঠির জবাব দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, তাই এই বিজ্ঞপ্তি। সুদীর্ঘ জীবনের পর সুখে ও শান্তিতে তাঁর জীবনের অবসান ঘটেছে, এখন আমি, আমার পালার জন্য, প্রতীক্ষমান।"

॥ সতেরো ॥

শ ও সোস্যালিজম

বার্নাড শ বলতেন আমার পঞ্চদশবিধ সদ্‌গুণ আছে, অর্থাৎ এই পনেরটি সদ্‌গুণের খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন। এই খ্যাতির মধ্যে সোস্যালিস্ট হিসাবে বার্নাড শ'র খ্যাতি সর্বাধিক। প্রায় ষাট বছর ধরে বার্নাড শ সোস্যালিজমের নীতি সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেছেন। অধুনিক কালের মাপকাঠিতে কিন্তু তাঁর এই জীবনব্যাপী সাধনা ভেসে যায়। তরুণ বয়সে তিনি একদল অর্ধপক্ক সোস্যালিস্টদের দলে ভিড়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর ধারণা ছিল শুধু বাণীর মাধ্যমে এবং কিঞ্চিৎ কৌশল প্রয়োগে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব। বৃদ্ধ বয়সে সেই বার্নাড শ সন্ত্রাসের সমর্থন করেছেন, হিংসাকে ক্ষমা করেছেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে সিডনি ওয়েব এবং বার্নাড শ এই সমিতিতে যোগদান করেন। এই সমিতি কয়েকজন ভিক্টোরীয় যুগের-বিদগ্ধ মানবের এক গোষ্ঠি। জনমতকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষমতা যে কোনো বিদগ্ধ সমাজের পক্ষে যতটুকু সম্ভব, এঁরা তাই করেছেন। সেই ছিল তাঁদের প্ল্যান। এই দল সর্বহারা দল নয়, এবং শুধু সেই কারণেই উপেক্ষণীয় নয়, কারণ বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধদেরও সমাজে বিচরণের অধিকার আছে। ফেবিয়ান সোসাইটি কিন্তু কোনো রাজনীতিক দল নয়। এঁদের পার্টি-সংগঠন নেই, এবং 'পার্টি লাইনের' বাঁধা-বিধিতে এঁরা আবদ্ধ নন। বহু বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে বিরাট মত-পার্থক্য ছিল। শুধু মাত্র সোস্যালিস্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্পর্কে ঐক্য ছিল।

বার্নাড শ কোনোদিন মার্কসের কাছে তাঁর ঋণ অস্বীকার করেননি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস এবং হেনরী জর্জের সঙ্গে তাঁর সোস্যালিজমে হাতেখড়ি। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে বার্নাড শ অবহিত হ'ন জর্জের বক্তৃতা শুনে, তারপর *Kapital* প্রথম খণ্ড পাঠ করে তাঁর সেই ধারণা আরো বদ্ধমূল

হয়। পরবর্তীকালে বার্নাড শ আপনাকে '*Old Marxist*' বলে উল্লেখ করতেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা '*Fabian Quarterly* পত্রিকায় বার্নাড শ লিখেছেন—"Socialists who are not essentially Marxist are not Socialists at all"। মনে হয় মার্কসীয় নীতি হিসাবে তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং আপোষহীন সমূহবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। আর মনে হয়, *Communist Manifesto* এবং *Kapital I-II* ব্যতীত বার্নাড শ আর কোনও মার্কসীয় সাহিত্য পাঠ করেন নি। আর যাঁরা মার্কামারা মার্কসিস্ট তাঁরা সকলেই বার্নাড শ এবং ফেবিয়ানিজমকে উপেক্ষা করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীলরা যা বলেননি তাঁরা তা বলেছেন, অর্থাৎ ফেবিয়ানরা নিরর্থক এবং পুঁথিজীবী।

ফেবিয়ানতত্ত্বের সুরু ও শেষ আবেদনে। এই আবেগময় আবেদন সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবীতে। ফেবিয়ানরা কোনোদিন যা ধারণা করেন নি তাঁদের সেই বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে বার্নাড শ'র *Intelligent Woman's Guide to Socialism* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে অর্থনৈতিক সমতার দাবী আছে। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে এর মৌল-প্রভেদ আছে।

প্রথম যুগের মার্কসবাদীদের সঙ্গে ফেবিয়ান বিরোধ দুটি মূল মার্কসীয় নীতি বিষয়ে—শ্রমিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শ্রমিকতত্ত্ব এবং শ্রেণীসংগ্রাম। এই দুই বিষয়গত বিরোধে নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন বার্নাড শ স্বয়ং।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লব বার্নাড শ'র দিব্যচক্ষু উন্মীলন করে দেয়। এঙ্গেলসের বিখ্যাত উক্তি—'মহাযুদ্ধ সামাজিক পরিবর্তনের ধাত্রী'—বোধকরি তিনি এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলেছেন, বিপ্লবের অনুকূল কাল এখনো আসেনি। কিন্তু ১৯২০-র পরবর্তীকালে তিনি সংশয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে ইংরাজদের এখন তৈরী হওয়া উচিত—

"I am afraid our property system will not be settled without violence unless you make up your minds that, if it is defended by violence, it will be overthrown by violence."

নাৎসী জার্মানী যে কালে হিংসার দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা করছিল, সেই কালের কিছু আগে বার্নাড শ এই উক্তি করেন। বার্নাড শ'র মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার চিন্তা আর কোনো ফেবিয়ানের ছিল না। ওয়েব দম্পতির দীর্ঘদিন ধারণা

ছিল পুঁজিবাদীদের সমাজবাদে টানা যাবে। এই চিন্তা বার্নাড শ'র মতবাদের বিরোধী। অবশ্য সর্বদাই ওয়েবদম্পতি ফেবিয়ানদের নেতৃত্ব করেন নি, হিংসা বা ত্রাসের ব্যাপারে নেতৃত্ব ছিল বার্নাড শ'র, ওয়েবদম্পতি পরে এসে যোগ দিলেন। ওয়েবদম্পতি বার্নাড শ'কে সুদক্ষ সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চোখে বার্নাড শ ফেবিয়ান সেবক মাত্র—নেতা নন।

বহু মানুষের ধারণা বার্নাড শ মুসোলিনী ও হিটলারের সমর্থন করেছেন কয়েকবার তিনি প্রকাশ্যে তাদের বাহবা দিয়েছেন, জনসাধারণ সেইটুকু মাত্র দেখেছেন। বার্নাড শ চিরদিনই প্রকাশ্যে এবং সংবাদপত্রে বিস্ময়কর এবং চমকপ্রদ উক্তি করেছেন, কিন্তু ফ্যা সি বা দ সম্পর্কে বার্নাড শ যে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন—সে কথা অনেকের নজরে পড়েনি।

Everybody's Political What's What নামক গ্রন্থের এই উদ্ধৃতিটুকু লক্ষণীয় :—

Now-a-days Capitalist cry is : 'Nationalize what you like ; municipalize all you can ; turn the courts of Justice into Courts martial and your Parliaments and Corporations into boards of directors with your most popular mob orators in the chair, provided the rent, the interest, and the profits come to us as before, and the proletariat still gets nothing but its keep'.

বার্নাড শ'র মতে এই নীতি সমাজতন্ত্রের স র্ব শ্রে ষ্ঠ শত্রু।

"This is the great corruption of Socialism which threatens us at present. It calls itself Fascism in Italy, National Socialism (Nazi for short) in Germany, New Deal in the United States, and is clever enough to remain nameless in England, but everywhere it means the same thing ; Socialist production and Unsocialist distribution—so far, out of the frying pan into the fire."

বার্নাড শ'র মতে ফ্যাসিজমের নাম সংক্ষেপে—State Capitalism—তার ফলে মহাসমর ঘটে। এই যুদ্ধের বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, কারণ রাশিয়া এক সময় Western Fascists-দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়েছে। তারপর যারা যুদ্ধরত তারা লড়ে—'For their own sides, Plutocracy against Democracy, Fascism against Communism'। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত ষ্ট্যালিনী নীতিকে ডেমোক্রেসী এবং কম্যুনিজমের সঙ্গে সংযুক্ত করে গৃহীত হয়েছে। তবু এই উক্তিকে ফ্যাসিবাদের সমর্থক বলা চলে না। ফ্যাসিজম সম্বন্ধে সেভিয়ান বিশ্লেষণ কতকাংশে মার্কসীয় রীতিতে গঠিত—বিশেষতঃ ফ্যাসিজমকে state capitalism আখ্যা দান। বার্নাড শ'র শুধু ভুল হয়েছে জার্মানী এবং ইতালীর ফ্যাসিবাদে জনসাধারণের সমর্থন আছে, এই ধারণা। এই ধারণা মার্কসীয় রীতিবিরোধী। আশাবাদীদের মতে average citizen (সাধারণ নাগরিক) is a liberal (উদারনীতিক)। বার্নাড শ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, average citizen is a fascist.

বার্নাড শ বলেছেন, পুঁজিবাদের অভিশাপ সম্পর্কে শুধু পুঁজিবাদীদের দোষ দিলেই চলবে না, তারা সবাই যা চায় তাই করে। অপরাধ শ্রমিকের, তারা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, ভীরুতা ইত্যাদির দ্বারা পুঁজিবাদীদের সহায়তা করে। আধুনিক সভ্যতার এটি চূড়ান্ত অসাফল্য।

বার্নাড শ ফ্যাসি-বিরোধী। ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিরও বিরোধী। এই দুই নীতি আমাদের সমষ্টিগত জীবন যাপনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছ। কোনো দায়-দায়িত্ব বা পরিকল্পনা সাধারণের হাতে নেই। সুতরাং এই নীতি সমাজবিরোধী। ফ্যাসিজমের অঙ্গে আছে সোস্যালিজমের সুযোগ। এরা সমাজবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সমর্থক কিন্তু ক্যাপিটালিজমের জোয়াল-মুক্ত হয়ে সমাজবাদী বণ্টন-ব্যবস্থায় রাজী নন। ঊনবিংশ শতাব্দীর উদার-নীতির আকৃতি—Liberty = Free Enterprise। সংক্ষেপে, বার্নাড শ'র মতে, লিবারেলইজম আর ফ্যাসিজম, ক্যাপিটালিজমের নামান্তর। মাঝে মাঝে হয়তো সর্বহারা কিছু সুবিধা পায়, আর যারা কর্তৃপক্ষ তারা পায় বুরো-ক্রেটিক মর্যাদা, আগে এরা ছিল ঠিকা কর্মচারী, তারাই সরকারী পদে অধিষ্ঠিত

হয়ে সর্ববিধ কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে সমাজতন্ত্র ব্যাহত হয়, সমাজ সেখানে সর্বপ্রধান নয়, ব্যক্তিই সেইখানে সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ব্যক্তিগত মত, সেইখানে আইন।

আসলে বার্নাড শ মানসিকতার দিক থেকে ম্যাকিয়াভেলী অপেক্ষা রুশোর সমর্থক। আধুনিক কালের সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে বার্নাড শ'কে বিপ্লবী মনে হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী পাঠকের কাছে রুশোর মতো বার্নাড শ একজন নিয়ামক মনোভাবাপন্ন মানুষ। রুশো বা শ'কে আমরা যথার্থ বিচার করতে পারবো না যদি একথা না স্মরণে রাখি liberty কথাটি বিপরীতার্থক। কারণ বিধিনিষেধ ভিন্ন মুক্তি অর্জন করা যায় না।

নিটশের জরথুষ্ট্রে বলা হয়েছে—'I labour not for my happiness, I labour for my work', আর রাস্কিন বলেছেন—'Life without work is robbery, work without art is brutality.'

রাস্কিনের মতবাদের সূত্র ধরেই বার্নাড শ'র বক্তব্য তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্ট হয়েছে—"Government and co-operation are in all things the laws of life; anarchy and competition the laws of death."

কার্লাইল, রাস্কিন ও বার্নাড শ'র সমাজবাদ বা সোস্যালিস্ট চিন্তা ব্রিটিশ অভিজাত শ্রেণীর চিন্তাভাবনাকে অতিক্রম করেনি, সেই ভাবনা তাই scientific নয়, বার্নাড শ'র সোস্যালিজম ethical, যে-মানবিকতায় এঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সে মানবিকতা সাধারণ মানুষের (Common-man) নয়, তা ভদ্রলোকের (Gentleman)। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায় অভিজাত এবং ডেমোক্রাটের সংমিশ্রণ।

ওরা একাধারে গুরু ও চেলা।

॥ আঠারো ॥

ভারত ও শ

১৯৩১-এ রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সের সময় মাত্র দশ মিনিট সময় পেয়েছিলেন বার্নাড শ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের।

লণ্ডনের নাইটসব্রীজে গান্ধীজীর সঙ্গে যখন বার্নাড শ'র দেখা হল, গান্ধীজী মাটিতে বসে চরকা কাটছিলেন। চার্চিলের ভাষায় ভারতের "*Naked Fakir*" —নগ্ন ক্ষপণক, আর সারা ভারতের অন্তরদেবতা, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং অন্যপক্ষে সমাজসেবক, নাট্যকার, আদর্শবাদী, বাতুল-বিদূষক। জর্জ বার্নাড শ। সেইদিন দুজনের কি যে আলাপ হয়েছিল সঠিক জানার উপায় নেই। আগেই বলেছি, বার্নাড শ নাকি বলেছিলেন আর একবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন বলনাচ শেখার ভালো স্কুল কোথায় জানতে চেয়েছিলেন। মনে আছে?

গান্ধীজী জবাবে বলেছিলেন, ব্যারিস্টারী পড়তে এসেছিলাম। সভ্যতার সবটুকু আকণ্ঠ পান করতে চেয়েছিলাম, আপনার কাছেই হয়তো জান্‌তে চেয়েছিলাম কোথায় ইংরাজী উচ্চারণ ভালো শেখা যাবে। কোথায় পাওয়া যাবে, ভালো দরজী?

বার্নাড শ তখন বলেছিলেন, সৌভাগ্যের কথা আমরা দুজনেই সভ্যতার আশীর্বাদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি।

এই ধরনের আলাপেই দশ মিনিট কেটেছিল। এসব কথা আগে বলা হয়েছে।

১৯৪৭-এর ১৫ই অকটোবর সিডনী-ওয়েবের মৃত্যু ঘটে, সেই ধাক্কা না সামলাতেই ১৯৪৮-এর জানুয়ারী মাসে এল মহাত্মাজীর হত্যার নিদারুণ সংবাদ। রেডিয়ো মারফৎ বার্নাড শ এই দুঃসংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এ্যাবট সেন্ট লরেন্সের টেলিফোন ঘন ঘন বেজে ওঠে, সারা পৃথিবী জর্জ বার্নাড শ'র অভিমত জানতে চায়, এতবড় সাধু মানবের মৃত্যুতে বার্নাড শ'র বাণী শোনার জন্য সকলের আগ্রহ।

মাত্র কয়েক মাস আগে গান্ধীজীর শরীরের সংবাদ শুনে বার্নাড শ বলেছিলেন, উপবাস ও প্রার্থনার ফলে তিনি দুশো বছর বাঁচবেন সন্দেহ নেই। সেই মানুষের এই আকস্মিক মৃত্যু।

বাণী দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা তখন নয়। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর সহসা সেই বিখ্যাত উক্তি করলেন—I always said that it was dangerous to be good.

গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একদা বলেছিলেন যে, গান্ধীজী টলস্টয়, থোরো এবং হেনরী সল্টের কাছে তিনি প্রেরণা লাভ করেছেন। আপনাদের দেশে সাধুরা পূজনীয়। সাধুরা আমাদের দেশে উপহাসের বস্তু।

তখনো কিন্তু গান্ধীজীর নামের আগে 'মহাত্মা' কথাটি শোভা পায়নি।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতি বার্নাড শ'র কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু। তাই তিনি বার বার খোঁজ নিয়েছেন, গান্ধীহত্যাকারীর কি পরিণাম হবে? তাকে কি ফাঁসী দেওয়া হবে? না, ছেড়ে দেওয়া হবে? ক্ষমা করা হবে? "Would they forgive him as Gandhi had already done?"

এই ছিল তাঁর প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নয়া দিল্লী থেকে লেখা ৪ঠা সেপটেমবর ১৯৪৮ তারিখের নিম্নলিখিত চিঠিখানি পঠিতব্য :—

"আপনাকে কেন এই চিঠি লিখছি জানি না, আমরা উভয়েই কর্মব্যস্ত মানুষ, আপনার কাজ বাড়ানোর বাসনাও আমার নেই। ১৬ই জুলাই তারিখে লেখা আপনার চিঠিখানি দেবদাস গান্ধী আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই চিঠিতেই পেয়েছি এই পত্ররচনার প্রেরণা।

চল্লিশ বছর আগে, তখন আমার বয়স আঠারো, আমি কেম্ব্রিজের

আনডারগ্রাজুয়েট, সেখানে একসভায় আপনার বক্তৃতা শুনেছিলাম। তারপর আর দেখিনি আপনাকে, কখনো চিঠিও লিখিনি। তবে, আমার কালের আরও বহুতর মানুষের মতো আপনার রচনা ও গ্রন্থাবলীর সান্নিধ্যে আমরা পুষ্ট হয়েছি। আমার বিশ্বাস, আমার একাংশ, আজ আমি যা হয়েছি, সে আপনার রচনাপ্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। এই কথায় অবশ্য আপনার গৌরব বৃদ্ধি হবে কিনা জানি না।

এক হিসাবে, যেহেতু, আপনি আমার কাছের মানুষ, বা আপনার সঙ্গে আমার মানসিকতার নৈকট্য অনুভব করেছি, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে আপনার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি, এবং সাক্ষাৎ করি। সে সুযোগ আসেনি, তাই স্থির করেছিলাম আপনার রচনাপাঠের মাধ্যমে আপনাকে পাওয়াই শ্রেয়।

গান্ধীজীর ঘাতক সম্পর্কে আমাদের কি কর্তব্য দেবদাস সম্ভবতঃ আপনার কাছে জানতে চেয়েছিল। হয়তো তার ফাঁসী হবে। আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো না এ কথা নিশ্চিত। আগে আগে আমি মৃত্যুদণ্ড বিলোপের স্বপক্ষে অনেক বলেছি তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া এমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ১৫ বা ২০ বছর কাউকে জেলে রাখার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় কিনা সেই বিষয়ে আমার মনে এখন সংশয় জেগেছে।

এখন জীবন এমনই সুলভ হয়েছে যে দু চারজন দুর্বৃত্তকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। মাঝে মাঝে ভাবি হয়তো যাবজ্জীবন দণ্ডটাই চরমতম শাস্তি।

আমার যে সব স্বদেশবাসী মাঝে মাঝে আপনার কাছে ভারত সম্পর্কে মতামত জানার জন্য বিরক্ত করে তাদের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা অনেকেই অপরের প্রশংসাপত্রের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এর কারণ হয়তো আত্মবিশ্বাসের কিঞ্চিৎ অভাব। ঘটনাস্রোত আমাদের বিশেষভাবে চঞ্চল করে, আগামী কাল যেমন উজ্জ্বল হওয়ার আশা ছিল এখন আর তেমন মনে হয় না।

দু-তিন সপ্তাহের জন্য আগামী অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড যাবো। আপনার দর্শনলাভে আনন্দ পাবো, তবে তার জন্য আপনার দৈনন্দিন বাঁধা কাজের

ক্ষতি করবো না, আপনাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করবো না। বহু প্রশ্ন মনে উদিত হয় কিন্তু তার যোগ্য উত্তর পাওয়া যাবে মনে হয় না, আর যদি কোনো উত্তর থাকে, সেই উত্তর কার্যকরী করা যাবে না। যারা কার্যকরী করতে পারে সেই সব মানুষের জন্যই তা সম্ভব হবে না। যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের সুযোগ লাভ করি তাহলে সেই স্মৃতি আমাকে আরো কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ করে তুলবে।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

৪ঠা সেপ্টেম্বরের এই চিঠি পেয়েই জওহরলালকে ১৮ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন থেকে জর্জ বার্নাড শ লিখলেন,—

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আমার রাজনৈতিক রচনাবলীর সঙ্গে আপনি পরিচিত জেনে আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম। আপনার আগমনে আমি সম্মানিত হবো একথা বলা বাহুল্য। এই সুদূর পল্লীতে আপনার বহুমূল্য সময় নষ্ট করে অপরাহ্ণ যাপন করা আপনার পক্ষে সার্থক হবে কিনা জানি না। এসে দেখবেন বার্নাড শ'র আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তিনি এখন শীর্ণ কঙ্কালমাত্র, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল।

একবার বোম্বাই শহরে এক সপ্তাহ ও আর-এক সপ্তাহ সিংহলে যাপন করেছি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই আমার যা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমার মনে হয়েছে সিংহল মানবজাতির শৈশবের দোলনা, কারণ সেখানে সবাইকেই বেশ মৌলিক মনে হয়। আর সব জাতি নিঃসন্দেহে প্রচুর উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ফল।

যদিচ সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদ ভিন্ন ভারত সম্পর্কে আমার আর কিছু জানা নেই, আমার মনে হয় আমি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ভারতকে বিচার করতে পারি, কারণ আমি আইরিশ, ইংরাজ নয়। ইংরাজ-শাসনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সুদীর্ঘ সংগ্রাম দেখেছি, আর সেই দেশকে আয়ার এবং নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ড নামক দুই অংশে বিভক্ত হতে দেখেছি, এ হলো

হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের পশ্চিমা সংস্করণ। আপনি কেম্ব্রিজে যেমন বিদেশী ছিলেন আমিও ইংলণ্ডে সেইরকম বিদেশী। ইতি—

জর্জ বার্নাড শ

বার্নাড শ'র এই চিঠিখানি দিল্লীতে এসে পৌছল পনেরই অকটোবর, তখন তিনি ইংলণ্ডে চলে গেছেন, চিঠিখানি খুলে তার উপর নির্দেশ দেওয়া হলো তাড়াতাড়ি লণ্ডনে পাঠানোর জন্য। অনেক দেরী হয়ে সেই চিঠি কিন্তু জওহরলাল নেহরুর হাতে পৌছালো ১৯৪৮ এর ২৮শে নভেম্বর তারিখে, তিনি তখন প্যারী শহরে।

সেই দিনই চিঠির জবাব দিলেন পণ্ডিতজী—

…আপনার চিঠি অনেক ঘুরে প্যারী শহরে আজ এসে পৌছাল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কেন যে এত দেরী হল এই চিঠি পৌছাতে জানি না।

আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভারী আনন্দ হতো, এ কথা আগে লিখেছি। অনেক কাজ ছিল, প্রোগ্রামও সেইভাবে তৈরী ছিল, তবে নিশ্চয়ই সময় করে যেতাম। আপনার চিঠির জবাব না পেয়ে বুঝিনি আমার আগমন আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে কিনা, তাই ইতঃস্ততঃ করে আপনাকে আর বলিনি। এখন আমি দিল্লী ফেরার পথে, গভীর দুঃখ মনে রইল। আপনাকে দর্শনের সুযোগ নষ্ট হল। তবে আশা আছে, ভবিষ্যতে হয়ত আবার এই সুযোগ পাবো। * * *

বার্নাড শ এর জবাব দিয়েছিলেন ১৯৪৮-এর ১২ই নভেম্বর তারিখের লিখিত পত্রে—

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

আমি হতাশ হইনি। আপনাকে পত্র লেখার সময় জানতাম এই দুরধিগম্য গ্রামে এসে আপনার পক্ষে একটি অপরাহ্ণ কাটানো সম্ভব হবে না, লণ্ডন অবস্থানকালে আপনাকে সকলেরই প্রয়োজন হবে। সেই সূত্রে অবশ্য জানিয়েছি যে আপনি এলে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি হিসাবে গৃহীত হবেন।

কন্‌ফারেন্সে আপনার উপস্থিতি ব্যক্তিগত দিক থেকে আপনার পক্ষে বিশেষ সাফল্যজনক। আপনার বেতার-ভাষণটি, অপরের বেতার-বক্তৃতার

তুলনামূলক সমালোচনায়, বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হয়েছে, আপনার পরবর্তী বক্তৃতাবলীতে আপনি নিঃসন্দেহে ষ্ট্যালিনের এশিয়া সংস্করণ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবিলম্বে কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই, আপনার এই আশ্বাস বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছে।

আমাদের মন্ত্রীরা মূর্খ নয়, তবে তাঁরা কি বল্‌ছেন সে বিষয়ে অবহিত নন। ইতি—

জি, বার্নাড শ

বার্নাড শ'র সেক্রেটারী মিস্ ব্লানচ প্যাচ লিখেছেন শেষদিন পর্যন্ত বার্নাড শ'কে কেউ না কেউ দেখতে আস্‌তো। সোভিয়েট মহল থেকে প্রচারিত উক্তি যে বার্নাড শ "living lonely and forgotten near London"—কথাটি ঠিক নয়।

বার্নাড শ নিঃসঙ্গ এই কথাটি অপছন্দ করতেন এবং তীব্র প্রতিবাদ করতেন। বার্নাড শ বেশী লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না ইদানীং অপরাহ্ণে পরিচিত বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ আস্‌ত, তা ছাড়া সকালে কাজের সময় কারো সঙ্গে দেখা করতেন না।

পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৯-এ যখন কমনওয়েলথ প্রধানদের কনফারেন্সে যোগদান করতে এলেন তখন তাঁর পক্ষে সকাল ছাড়া দেখা করার আর সময় হাতে ছিল না। বার্নাড শ অনুমতি দিলেন।

বার্নাড শ জওহরলালের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিশেষতঃ এর আগেরবার দেখা হয়ে উঠেনি।

আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ফিরে উনি এ্যায়টে এলেন এবং দুজনে অনেক কথা হলো। বার্নাড শ নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিলেন। তিনি জওহরলালকে ভারতীয় ধর্ম থেকে সুরু করে একজনে ক'টি আম খেতে পারে ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় প্রশ্ন করেছিলেন।

বার্নাড শ বলেছিলেন—ভারতের জৈনমন্দির ও জৈনধর্ম সম্পর্কে আমার বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ। ভারতের মন্দিরে যে পশুর মূর্তি আছে এবং সেই মূর্তিকে মানুষ পূজা করে এ আমার কাছে অতিশয় আনন্দের বস্তু।

কথাপ্রসঙ্গে রাশিয়া এবং আর একটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা হলো।

নেহরু বললেন—রাশিয়া আর একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়।

বার্নাড শ বললেন—সে কথা ঠিক। তবে এটম বোমা কোনো পক্ষেরই ব্যবহার করা উচিত নয়। ১৯১৪-এর বিষাক্ত গ্যাসের মতো তাতে ব্যবহার-কারীরই ক্ষতি হবে। এমন বোমা প্রস্তুত হওয়া উচিত যা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে শুধু ধূম উদ্গীরণ করবে।

বার্নাড শ'র এই উক্তির অর্থ মিস প্যাচ্ বা জওহরলাল নাকি বুঝতে পারেন নি।

পণ্ডিত নেহরু হলঘরে রক্ষিত পুষ্পাধারে টিউলিপ ফুলের তারিফ করেন। এ্যায়টের বাগানটি পরিদর্শন করানোর জন্য নেহেরুজী মিস প্যাচকে অনুরোধ করলেন।

চমৎকার বাসন্তী সকাল। বাগানটিও পরিপূর্ণ গরিমায় সুন্দর ও বিকশিত, তবে একমাত্র সেণ্ট জোনের প্রতিমূর্তি ছাড়া আর কিছু দর্শনীয় ছিল না। এই মূর্তি সম্পর্কে নেহরু কোনো কথা বলেন নি।

বার্ণাড শ'র জন্য এক ঝুড়ি ভারতের অমৃত ফল আম উপহার নিয়ে এসেছিলেন পণ্ডিতজী, কিভাবে সেগুলি খাওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দিলেন।

ভারতীয় সংবিধান রচিত হওয়ার পর *Amrita Bazar Patrika*-র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত সুন্দর কাবাদী বার্নাড শ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেই সময় *Amrita Bazar Patrika*তে এই সাক্ষাৎকারের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়ঃ—

প্রথমেই কাবাদী প্রশ্ন করেনঃ—ভারতীয় সংবিধান রচনায় মার্কিনী নীতি "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার" (Of the people, By the people, For the people) গ্রহণ করা হয়েছে। আপনি যদি কোনো মৌলিক সংবিধান রচনা করতেন তাহলে ভিত্তিগত নীতি হিসাবে কি পন্থা গ্রহণ করতেন?

বার্নাড শ'র উত্তর—জনগণের সরকার, তবে জনগণের দ্বারা চালিত

সরকার নয়। সেই সরকার চালিত হতো উপযুক্ত এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলী (cabinet) দ্বারা, জনসাধারণের হাতে তাঁদের নির্বাচনের ভার থাকবে।

কাবাদীর দ্বিতীয় প্রশ্ন—আবার যদি ভারতীয় হিসাবে আপনার পুনর্জন্ম হতো দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা দিতেন ?

বার্নাড শ উত্তরে বলেন—সেই পুনর্জন্ম যখন ঘটেনি আমার কিছুই বলার নেই তবে সাধারণ হিসাবে বলতে পারি সকল ভারতীয়কে তাড়াতাড়ি লিখতে এবং পড়তে শেখানো উচিত।

তৃতীয় প্রশ্ন—ধর্মগত, ভাষাগত, জাতিগত, প্রদেশগত, ঐতিহ্যগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শাসকবর্গ মাত্র তিন বছরে সারা য়ুরোপের জনসংখ্যারও অধিক মানুষের সংবিধান রচনা করেছেন। পাঁচশত দেশীয় রাজন্যবর্গ, তার মধ্যে হায়দ্রাবাদের মত বিরাট রাজ্যও আছে, শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আপনার কি মনে হয় না গত একশত বৎসরে য়ুরোপে যে সব রাষ্ট্রনেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, এই কর্ম তাঁদের কীর্তিকেও ম্লান করে দিয়েছে ?

বার্নাড শ'র উত্তর—না, যে-কোনও ব্যক্তি পৃথিবী বা স্বর্গরাজ্যের জন্য যা হয় একটা উদ্ভট সংবিধান রচনা করতে পারে। আসল সমস্যা ও প্রশ্ন হল যোগ্য শাসকের।

কাবাদীর চতুর্থ প্রশ্ন—কোনো কোনো পশ্চিমা লেখক বলেছেন, ভারত ও অন্যান্য এশিয়াস্থ দেশগুলির অভ্যুদয়ের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গৌরব হ্রাস পাবে, আপনিও কি সেই মত সমর্থন করেন ?

উত্তরে বার্নাড শ বল্‌লেন—না, এই জাতীয় হ্রাস বা অবক্ষয় রাজনৈতিক চক্রান্ত বা সামরিক সাম্রাজ্যের ফলে ঘটে, কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের এই অবস্থা হয় না।

সুন্দর কাবাদী অতঃপর প্রশ্ন করেন ঃ—ভারতীয় সংবিধান সংসদ স্থির করেছেন আগামী পনের বছর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ভাষা ইংরাজী থাকবে, তারপর তার স্থান গ্রহণ করবে হিন্দী। এতদ্বারা ভারতে লিখিত ও কথ্য ইংরাজীর ব্যাপক প্রচার ক্ষুণ্ণ হবে। আপনার কি মনে হয় অধিকসংখ্যক

ভারতীয় আপনার নাটকাবলীর ভূমিকাগুলি মূলভাষায় পড়ার সুযোগ লাভ না করার ফলে, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষ কি তেমন অগ্রসর হতে পারবে?

বার্নাড শ বল্লেন—আমার রচনাবলী ভারতের প্রচলিত এগারোটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। এই সব ভাষা অতঃপর ধ্বংস পাবে তার স্থান গ্রহণ করবে ইংরাজী বা হিন্দী। আমার রচনাবলী কেউ যদি পড়ে সে ইংরাজীতেই পড়বে।

সুন্দর কাবাদীর ষষ্ঠ প্রশ্ন :—ভারতের ১৬০ কোটি নির্বাচকের অধিকাংশই অন্ততঃ কিছুকাল নিরক্ষর থাকবে, তারা কেউ জর্জ বার্নাড শ'র রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থনীতির অভিমত সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই কারণে নির্বাচক হিসাবে তাদের মূল্য হ্রাস পাবে। এতদ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, অল্প-শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মানুষরা, অনগ্রসর দেশসমূহের চাইতেও পৃথিবীর প্রগতির পক্ষে ভয়ংকর?

বার্নাড শ এর উত্তরে জানালেন—নিশ্চয়ই! যে-কোনো মানুষের জন্য সমগ্র জনগণের ভোট অতি শয়তানী-ব্যবস্থা—(Votes for Anybody by Everybody are the very Devil), এইসূত্রে আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছি দেখুন।

সুন্দর কাবাদী অতঃপর প্রশ্ন করলেন—ভারতীয় সংবিধান পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, যাঁরা দেশের শাসক যদিচ তাঁদের জন্য যোগ্যতার মান অতি উঁচুপর্দায় বাঁধা, যাঁরা পরিষদের সদস্যপদপ্রার্থী তাঁদের গুণ বিচারের কোনও মাপকাঠি স্থির করা যায়নি। এই কথার অর্থ—আর সব গণতান্ত্রিক দেশের মত ভারতেও যে-কোনো চতুর চূড়ামণি (Clever Rogue) অনায়াসে এম, পি, নির্বাচিত হতে পারবেন।

পার্লামেণ্টারি গভর্ণমেণ্টে এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে হবে?

বার্নাড শ এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন—এই সমস্যা সমাধান হবেনা, যদি আমরা বিশ্বাসযোগ্য পন্থা (anthopometic system) উদ্ভাবন করতে না পারি, সমস্যাটি থাকবেই। তবে কাজ সুরু করতে হবে, সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মেও সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে।

উপস্থিত ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ স্বপ্নবিলাসীর চাইতে চতুর চূড়ামণি বরং শ্রেয়। তারা অন্ততঃ এই মৌল নীতিটুকু জানে—'সাধুতাই শ্রেষ্ঠপন্থা', এই নীতি না মেনে চললে তাদের সমগ্র স্বার্থপর পরিকল্পনা ব্যর্থ এবং অসম্ভব হবে।

ভারতীয় সংবিধানের উপর বার্নাড শ'র এই উত্তরগুলি নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হবে। সংবিধান গৃহীত হওয়ার এতদিন পরে বার্নাড শ'র উক্তির অর্থ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

বার্নাড শ'র মৃত্যু সংবাদ ভারতে পৌঁছানোর সঙ্গেই ভারতীয় লোকসভার অধিবেশন স্থগিত রেখে সমগ্র ভারতের জনগন এই মহামানবের প্রতি নবীন ভারতের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল। ভারতের সঙ্গে বার্নাড শ'র আত্মিক সংযোগের ফলে এই স্বতোৎসারিত শ্রদ্ধা প্রকাশ।

॥ উনিশ ॥

দীপ নির্বাণ

শ স্থির করলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর বসতবাড়ি ন্যাশানাল ট্রাস্টকে দেওয়া হবে। বাড়িটি আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি সেণ্ট জোনের একটি ব্রোঞ্জমূর্তি তাঁর বাগানে প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। এই মূর্তিটি সাধারণ আকারের চাইতেও বড়ো হবে।

প্রতিদিন বাতায়ণ পথে যে-ইংলণ্ডীয় গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য বার্নাড শ তু' চোখ ভরে পান করেছেন সেই দৃশ্যের দিকে থাকবে জোনের দৃষ্টি। যে-শিল্পী কিছুকাল আগে তাঁর ছবি এঁকেছিলেন সেই শিল্পীকেই আমন্ত্রণ জানালেন শ, মূর্তি নির্মাণের ভার দিলেন তাঁর হাতে।

মূর্তিটি গড়া শেষ হলে বার্নাড শ লিখলেন—

"Europe is crowded with images of Joan of Arc, and this is by far the best statue of the maid I have ever seen, and the only one I would let into my garden to live with."

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে The Author নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হলো বার্নাড শ তাঁর উইল তৈরী করছেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জাতির জন্য দান করছেন, আর ৪২টি অক্ষর বিশিষ্ট ব্রিটিশ বর্ণমালার সংস্কার সাধন করা তাঁর উদ্দেশ্য। ধ্বন্যাত্মক উচ্চারণ-প্রভেদ বোঝানোর পক্ষে এই বর্ণমালা সহজ। বর্তমান ২৬টি অক্ষরে পরিপূর্ণভাবে সেই ধ্বনির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না। এই বর্ণমালা গৃহীত হলে সময়, শ্রম এবং খরচ বাঁচবে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, কলেজ, স্কুল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। সে আহ্বান উপেক্ষিত হলো।

বার্নাড শ'র এই আজীবন সঙ্কল্প কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষের মনে এতটুকু দাগ কাটেনি। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন কর্ম। তবে তাঁরা বর্তমান ভঙ্গীর কোনও পরিবর্তন পছন্দ করেন না।

বার্নাড শ ছাড়বার পাত্র নন। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন শুধুমাত্র ইংরাজী—'Though' কথাটির শেষ তিনটি অক্ষর বাদ দিলে বহু সময় এবং শ্রম বাঁচবে। প্রশ্ন উঠতে পারে এইভাবে অর্জিত সময় কি ভাবে ব্যয়িত হবে। Phonetics যদি বানানে চালু হয়, তাহলে ছেলেরা কেউ আর বানান শিখবে না। শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করবে না। তবে আর একটি দিক আছে, নর্থ আমেরিকায় বার্নাড শ'র এই পদ্ধতিতে কোটি কোটি ঘণ্টা সময় বাঁচে। সেখানে বানান সমস্যা সরল করা হয়েছে।

বার্নাড শ'র উইলে তিনি বলেছেন "স্বর্গীয় হেনরী স্যুইট (অকসফোর্ডের ফনেটিকসের অধ্যাপক) প্রবর্তিত মাত্র ৪২টি ধ্বনিতে যদি বর্ণমালা তৈরী করা যায় তো ভালো, নতুবা আমার মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে আমার সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে।"

বার্নাড শ'র উইল অনুসারে ব্রিটিশ বর্ণমালা সংস্কারের জন্য নির্দিষ্ট পুরস্কার জানুয়ারী ১৯৬০-এ চারজনের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। এঁরা তিনজন ব্রিটিশ এবং একজন ক্যানাডিয়ান। তাঁদের নাম যথাক্রমে মিঃ মাগরাথ (ইনি ট্রেনে ভ্রমণরত অবস্থায় বর্ণমালা সংস্কার সংক্রান্ত কাজ করেছেন), মিঃ পাগমায়ার (মনোসমীক্ষক), মিঃ রীড এবং মিসেস বাররাট।

বার্নাড শ দুঃখ করতেন ইংরাজীতে তাঁর নাম শ লিখতে চারটি অক্ষর লাগে অথচ রাশিয়ান ভাষায় দু অক্ষর। জনৈক বাঙালী ভক্ত বার্নাড শ'কে কথাপ্রসঙ্গে যখন বলেন বাংলাভাষায় মাত্র একটি অক্ষর লাগে "শ" কথাটি লিখতে, তখন তিনি নাকি অতিশয় বিস্মিত হ'ন। বর্ণমালা সংস্কারে উচ্চারণ এবং বানান সহজ করাটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

শীঘ্রই হয়ত *Androcles and the Lion* নাটকটি এই নব-উদ্ভাবিত বর্ণমালায় প্রকাশিত হবে, অবশ্য সহজে তা বোঝা যাবে কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।

জর্জ বার্নাড শ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পড়লেন। স্ত্রীবিয়োগের পর শরীর আর তেমন নেই, বন্ধুরাও একে একে পরপারে গেছেন। কানে কম শোনেন, এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সে দর্শনপ্রার্থীর ভীড় ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

তাঁর জীবনীকার ও বন্ধু হেসকেথ পীয়রসন আর ভক্ত মিস এলিনর ও'কনেল মাঝে মাঝে আসতেন। এই কালের কথা এবং কিছু কিছু মূল্যবান উক্তি তাঁরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর আছে তাঁর সেক্রেটারী মিস্ ব্ল্যানচ প্যাচ লিখিত ত্রিশ বছরের ইতিহাসে।

হেসকেথ পীয়রসন একদিন বললেন—আচ্ছা, শুনেছি যে মিসেস ক্যাম্বেল আপনাকে *The Apple Cart* নাটকের ওরিনথার মতো বাড়ি যেতে বাধা দিতেন, সত্যি ?

—নিশ্চয়ই।

—সত্যি কোনোদিন আপনাকে আটকাতে পেরেছিলেন ?

—ম্যাগনাস এবং ওরিনথার মেজেয় গড়াগড়ি দেওয়ার দৃশ্যটা জীবন থেকেই নেওয়া।

অনেক ইতস্ততঃ করে আর এক সময় প্রশ্ন করলেন পীয়রসন—আচ্ছা, আকৃতির দিক থেকে মিসেস বেসাণ্ট কি আপনাকে আকৃষ্ট করেছিলেন ?

শ বললেন—না, কোনোরকম যৌন আবেদন তাঁর ছিল না। আমি কি বলিনি *Arms and The Man* নাটকের Raina চরিত্র মিসেস বেসাণ্টের ?

হেসকেথ পীয়রসন আরেকটি সন্দেহ ভঞ্জন করতে চান। সবিনয়ে বললেন—লোকে যে বলে ইসাডোরা ডানকান আপনাকে বলেছিলেন, যেহেতু আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর তিনি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আপনাদের উভয়ের সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, আর আপনি নাকি তাতে বলেছিলেন—আমার আকৃতি ও তোমার প্রকৃতিও তো হতে পারে। এই কথাটি কি ঠিক ?

বার্নাড শ বললেন—দেখ, ধূমাৎ বহ্নি,—ধূম থেকে আগুন, আগুন থেকে ধোঁয়া। আমার মনে হয় একটি ঘটনার পর এই মুখরোচক রটনা সুরু হয়েছে। লেডী কেনেট অফ ডেনে একদিন একটা পার্টি দিয়েছিলেন। সেখানে এক চকোলেট মার্কা রমণী দেখলাম, তিনিই ইসাডোরা। পরিচয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাহু প্রসারিত করে বল্লেন—'I have loved you all my life.—Come !' আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই বসলাম। একত্রে

দুজনে এক সোফায় বসেছিলাম। পার্টির সবাই সেইখানে ভেঙে পড়ল, যেন নাটকাভিনয় দেখছে। তারপর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বল্লেন—একদিন তাঁর বাড়ি যেতে, তাহলে তিনি আমার জন্য নিরাবরণ দেহে নৃত্য করবেন। আমি রাজী হয়েছিলাম, পরে সে সব কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই পর্যন্ত।

হেস্‌কেথ পীয়রসন কিভাবে লেডী এ্যাস্টরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় জানতে চান।

বার্নাড শ বল্‌লেন--প্রথম প্রথম তিনি আমাকে যত নিমন্ত্রণ করতেন আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। তারপর একদিন কোনো এক বন্ধুর বাড়ি দেখা হয়ে গেল। দেখলাম মানুষটি ভালো। সেই থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি।

পীয়রসন বলেছেন, লেডী এ্যাস্টর বার্নাড শ'র জীবনে বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কাজ করেছেন। *The Times* পত্রিকায় জর্জ বার্নাড শ লিখিত চিঠিপত্র প্রকাশের মূলেও লেডী এ্যাস্টরের প্রভাব ছিল। বার্নাড শ'র কাছে এই সম্মান রাজ সম্মানের চাইতে বেশী, ডিউক পদের চেয়েও মূল্যবান।

শ'র বিশেষ বন্ধু সিডনী ওয়েব (পরে লর্ড প্যাসফিলড্‌) ১৯৪৭-এর শরৎকালে পরলোকগমন করলেন। তৎক্ষণাৎ বার্নাড শ *The Times* পত্রিকায় লিখলেন—"May I claim Westminister Abbey for the ashes of Sydney Webb, even should St. Paul's demand him as greatest cockney ?'

বার্নাড শ'র এই প্রচেষ্টা সার্থক হলো, সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের ভস্মাবশেষ ওয়েস্টমিনিস্টারে রাখা হলো।

এর পরের বছর মার্চ মাসে এলিনর ও'কনেল বার্নাড শ'র সঙ্গে একদিন দেখা করতে এসেছেন।

বার্নাড শ কথাপ্রসঙ্গে মিস ও'কনেলকে প্রশ্ন করলেন—আমেরিকা যাচ্ছ কেন ?

—বর্তমান ইংলণ্ডের চাইতে সেখানে বেশী স্বাধীনতা। আমি তাই চাই।

—একমাত্র রাশিয়ায় তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। একালের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব ষ্ট্যালিন, আর একজন ছিলেন মাসারিক, সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। রাশিয়া আর যুদ্ধ চায় না। খবরের কাগজে যা পড়ো তা ঠিক নয়। ষ্ট্যালিন জানেন যে আর একটি যুদ্ধ মানে রাশিয়ার ধ্বংস, তিনি ভুল করবেন না, কারণ সে ভুলের চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। রাশিয়ার মানুষ তাহলে তাঁকে গুলি করে মারবে। জোর গলায় একথা বললেন বার্নাড শ।

মিস ও'কনেল বল্লেন—আপনি যদি ইংলণ্ডে না থেকে রাশিয়ায় কাটাতেন এতদিনে কবে গুলি খেতেন।

বার্নাড শ জবাবে বললেন—ষ্ট্যালিন একজন খাঁটি ফেবিয়ান।

এই আলাপচার ক্রমশঃ ব্যক্তিগত আলোচনায় পৌছাল। সহসা বার্নাড শ বলে উঠলেন—"I am waiting to die, I have nothing more to do. And I am very tired."

দিন শেষ হয়ে আসছে বার্নাড শ'র এই ধারণা দীর্ঘ দিনের। যখন মাত্র চল্লিশ বছর বয়স তখন তিনি বলেছেন—'younger generation knocking at the door'; তেষট্টি বছর বয়সে বলেছেন—'Sands are running out'; যখন অষ্টআশী তখন ম্যালভারণ ফেষ্টিভ্যালের আমন্ত্রণে বলেছেন—'the only visit I am now young enough to contemplate is to the Golders' Green Crematorium'; উননব্বুই বছরে লিখেছেন—'my days are too narrowly numbered'; আর তিরানব্বই বছরে বলেছেন—'Death now knocking at the door and is no unwelcome guest," সুতরাং এই কথার কেউ গুরুত্ব দান করেনি সেদিন।

১৯৪৯ এর আগস্ট মাসে ম্যালভারনে মিঃ এসমে পারসির চেষ্টায় তাঁর নতুন নাটক *Buoyant Billions* সুন্দরভাবে প্রযোজিত হল। এই নাটক পাঁচ সপ্তাহ চলেছিল। সেই বছর অকটোবরে নাটকটি লণ্ডনে মঞ্চস্থ হল।

এই ১৯৪৯-এ *Farfetched Fables* প্রকাশিত হলো, আর সেই বছরই প্রকাশিত হল *Sixteen Self Sketches*, শেষোক্ত গ্রন্থটিতে অনেক আত্মজীবনী মূলক তথ্য আছে।

এর পরবর্তী গ্রন্থ *Shakes Versus Shaw*। এই ছোট্ট নাটক নিজের অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই তিনি লিখেছিলেন।

তাঁর শেষতম রচনা '*Why She Should Not*'—বেশী দূর অগ্রসর হয়নি, ষষ্ঠ দৃশ্যের যেটুকু পর্যন্ত লিখেছেন তার শেষ কথা—'The world will fall to pieces about your ears'.

সেদিন রবিবার, ১৯৫০-এর ১০ই সেপটেমবর, বার্নাড শ বাগানের একটি গাছের ডাল ধরে টান দিলেন, বাগানে নিয়মিত কাজ করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিছল। এই ডালটি একেবারে শুখনো থাকায় সহসা খসে পড়লো।

বার্নাড শ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুতে আঘাত লাগলো, ভেঙে গেল। তখনই তাঁকে এমবুলান্সে Luton and Dunstable Hospital-এ পাঠানো হলো। জীবনে বার বার এমনই হঠাৎ পড়ে আঘাত পেয়েছেন তিনি।

সোমবার রাতে অপারেশন করা হলো তাঁর পায়ে।

বার্নাড শ একটু সুস্থ বোধ করলেন। রসিকতা করে ডাক্তারকে বললেন—"আমি সেরে উঠলে তোমার ত' তেমন সুবিধে হবে না ডাক্তার। ডাক্তারের খ্যাতি কি করে বাড়ে জানো? কতজন খ্যাতিমান ব্যক্তি তাঁর হাতে পরপারে গেছেন সেই হিসেবে।"

এলিনর ও'কনেল হাসপাতালে দেখা করতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কেমন আছেন?"

শ বললেন—"সবাই ওই কথা বলে। এখন আমি মরতে চাই, কিন্তু এমনই আমার শরীরের সামর্থ্য যে কিছুতেই আমাকে মরতে দেবে না।"

—"আপনি কি সত্যি মরতে চান?"

—"নিশ্চয়ই। যদি মরতে পারতাম (If only I could die), এ সবই অপচয়, সময়ের অপচয়, আহার্যের অপচয়, ইত্যাদি।"

৪ঠা অকটোবর হাসপাতাল হতে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। এখন অনেক সুস্থ। জীবনের শেষ মাসটি বেশ শান্তিতে কাটালেন। সব সময় চুপচাপ শুয়ে থাকতেন।

এই সময়টা তিনি খুব বেশী ঘুমাতেন।

তারপর ২রা নভেম্বর ১৯৫০ তাঁর সেই ঘুম আর ভাঙলো না।

শতাব্দীব্যাপী প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান সাধনার অম্লান দীপশিখা এতদিনে নির্বাপিত হল। বাতুল-বিদূষকের মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখরতা এতদিনে নীরব, স্তব্ধ, বাঁশী সঙ্গীতহারা।

বার্নাড শ'র মৃত্যুসংবাদে সেদিন ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত হল, ব্রডওয়ের আলো ম্লান করা হল। *The Times* পত্রিকায় প্রথম সম্পাদকীয় রচিত হল তাঁর সম্বন্ধে। এই মহামানবের মৃত্যুতে সারা পৃথিবী আত্মীয়-বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিল।

বিখ্যাত সমালোচক ডেসমণ্ড ম্যাক্‌কার্থী, নভেম্বর ১৯৫০-এ বলেছেন—
"What Voltaire was in Europe in 1778, the year of his death, Shaw is in the world to-day. Like Voltaire, he has been all his long life a perpetual fountain of wit, intellectual energy and controversy. ...Only unlike Voltaire, Shaw was as free as a saint from pettiness and spite."

বার্নাড শ'র রচনাবলীর মতো তাঁর 'উইল' একটি বিখ্যাত বস্তু, আর কোনো লেখকের উইল নিয়ে এত আলোচনা ও বিতর্ক হয়নি কোনোদিন।

যে-মানুষ লণ্ডনে প্রথম ন' বছরে মাত্র ৬ পাউণ্ড উপার্জন করেছিলেন মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মোট মূল্য ৩৬৭,২৩৩ পাউণ্ড ১৩ শিলিং। সম্পত্তি কর ইত্যাদি দিতে হল মোট ১৮০,৫৭১ পাউণ্ড ৪ পেন্স। পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্য-সেবক এত বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন নি, এবং তাঁর মত নিরাসক্তভাবে দানও করতে পারেন নি।

বার্নাড শ'র উইলে লিপিবদ্ধ ছিল—

"আমার বাসনা আমার দেহ ভস্মীভূত করা হবে। দেহভস্ম গোলডার্স গ্রীন ক্রিমেটোরিয়মে সংরক্ষিত আমার স্ত্রীর দেহভস্মের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে আমাদের এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সের বাগানে ছড়িয়ে দিতে হবে, এখানেই আমরা দুজন পঁয়ত্রিশ বছর একত্রে যাপন করেছি। আমার উইলের অছিবৃন্দ অন্য

ব্যবস্থা সঙ্গত বিবেচনা করলে সেইমত কাজ করবেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার বাগানেরই পক্ষপাতি।”

ট্রস্টিরা নাকি ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবিতে দেহভস্ম সমাহিত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। বার্নাড শ’র উইলে স্পষ্ট লেখা ছিল—“সৃজনীমূলক বিবর্তনে (creative-evolution) বিশ্বাসী মানুষ হিসাবে আমার ধর্মীয় ধারণা ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ আরো বিশেষভাবে বলা যায় না। এই কারণেই আমার বাসনা যে, কোনো স্মৃতিস্তম্ভ, কিংবা শিল্পকর্ম বা শাস্ত্রোক্ত বাণী উৎকীর্ণ করে যেন আমার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা না হয়। কারণ, সেই ব্যবস্থার ফলে এমন ধারণা হতে পারে যে আমি হয়ত কোনো প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুশাসনে বিশ্বাসী ছিলাম—”

এই কথাগুলিই তাঁর অন্তিম ইচ্ছা, এবং সেই হিসাবে যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে।

দশ বছর বয়স থেকে একখানি মহৎ গ্রন্থ বার্নাড শ’কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই গ্রন্থের নাম *Pilgrims Progress*। বার্নাড শ’র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সেই গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ করলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু, স্যার সিডনী ককারেল। এই অংশেই মিঃ ভ্যালিয়াণ্ট-ফর-ট্রুথের দেহাবসানের কথা উল্লিখিত আছে।

তারপর এ্যায়টের উদ্যানে, যেখানে সেণ্ট জোনের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, তার পাদদেশে শ দম্পতির দেহভস্ম সংমিশ্রিত করে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

একটি আত্মনেপদী কবিতায় *The Pilgrims Progress*-এর লেখক জন বুনিয়ান লিখেছিলেন,—

But some there be that say he loughs too loud
And some do say his head is in a cloud.
Some say his words and stories are so dark
They know not by them to find his mark.

এই কথা ক’টি বার্নাড শ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

॥ কুড়ি ॥

শতাব্দীর অধীশ্বর

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিন শহরে জর্জ বার্নাড শ'র জন্ম। এইচ, জি, ওয়েলসের মতো বার্নাড শ শিক্ষালাভ করেছেন নিজের হাতে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এসেছেন এবং সেই আগমনের কাল থেকেই ইংরাজদের ইংরাজী শিক্ষাদানের কাজ স্থরু করেছেন। জীবনের শেষ দিন পযন্ত তিনি এই কর্ম করেছেন। কার্ল মার্কসের দর্শনে তাঁর জ্ঞান উন্মেষ, আর সেই জ্ঞান বিকশিত হয়ে ওঠে সিডনী ওয়েব, এডয়ার্ড কার্পেনটার এবং উইলিয়াম মরিসের সাহচর্যে। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ব্রিটিশ *laissez faire* (অবাধবাণিজ্য) মত্ত, মৎস্য, মাংসাহার আর জীবন, শিল্প এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে কালাপাহাড়ী মনোভংগীর বিপক্ষে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

যদিচ ভক্তির চেয়ে যুক্তিমার্গে বার্নাড শ বিশ্বাসী তবু চরিত্রে তিনি 'মিষ্টিক'। এই কারণেই দারিদ্র্য তাঁর কাছে 'অপরাধ' (crime), এই অনুভূতি তাঁর রক্তে, মগজে নয়। সারাজীবন ধরে তিনি এক বিচিত্র এক-গুঁয়েমির জালে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক আবরণে তিনি আপনাকে আড়াল করে রেখেছেন। তাঁর সন্ন্যাসবৃত্তি স্বাস্থ্য-নীতির দৃষ্টিকোণে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মের গোঁড়ামিতে নয়। এই তাঁর সমগ্র জীবনের এক স্থদৃঢ় প্রতীতি। বার্নাড শ'র জীবন নীটশের দর্শনের মধ্যে একটা নীতি গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে মিশেছে ইবসেনের নাটকের বক্তব্য আর ডাবলিনের বিদগ্ধ সমাজের ড্রয়িং-রুমের সংলাপ। বার্নাড শ তাঁর সাহিত্য-জীবন স্থরু করেছেন শিল্প, সঙ্গীত ও পরে থিয়েটারের সমালোচক হিসাবে।

বুয়র যুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটেনের সামাজিক জীবনে নৈতিক অধঃপতন ঘটে, এই কালে বার্নাড শ তাঁর প্রচারকে কাজে লাগানোর স্থযোগ পেলেন। বার্নাড শ নবগঠিত স্টেজ সোসাইটির সহায়তা লাভ করলেন এবং পরে ভেড-

রেণে-বার্কার সম্প্রদায়ের সহযোগীতায় *John Bull's Other Island* নাটকটি প্রযোজিত করলেন। সেইদিন থেকে ইংলিশ স্টেজই সেভিয়ান স্টেজ। সুরু হল সেভিয়ান এজের বা বার্নাড শ'র যুগ। সকলেই একথা জানে এবং যে কোনো বিদগ্ধ মানুষের কাছে তাঁর নাটক পরিচিত। এই নাটকাবলীর মাধ্যমে এবং তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার জন্য গ্রন্থারম্ভে লিখিত ভূমিকার দ্বারা বার্নাড শ ব্রিটিশ জনসাধারণকে প্রচণ্ড কষাঘাত করেছেন।

তাই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী কবি প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—

> "এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
> হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।"

বার্নাড শ'র উক্তি দুর্বাশার দুর্ভাষা, কিন্তু তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনোকালে মেজাজ খারাপ করেন নি। তাঁর সেক্রেটারী মিস্ প্যাচ লিখেছেন—"দীর্ঘ ত্রিশ বছরে তিনি মাত্র দুবার মাত্র চটে উঠেছেন। কদাচিৎ কটুভাষা প্রয়োগ করেছেন। মাঝে মাঝে বড়জোর বলতেন—'What the devil does he mean by that ? কিংবা 'Damn his impertinence !' কিন্তু মাত্র দুবার বলেছেন 'Bloody', একবার *Pygmalion* নাটকে আর একবার *The Intelligent Women's Guide* গ্রন্থ শেষ করার পর উৎসাহের আতিশয্যে।"

বার্নাড শ সমগ্র জগতের প্রিয় মানব, তাঁর বাণী জাতির জীবনে গৃহীত হয়েছে। সাংবাদিক ও বক্তা হিসাবেও বার্নাড শ ছিলেন অনন্যসাধারণ। আইরিশ কণ্ঠের মাধুর্য্য, বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি, সরসতা এবং যুক্তির অপূর্ব সমন্বয় জর্জ বার্নাড শ'র বক্তৃতাবলীকে আকর্ষণীয় করেছিল তাই তাঁর বক্তৃতার কথা ইংলণ্ডে আজ কিংবদন্তীর সম্মান লাভ করেছে।

বার্নাড শ অতি-প্রাকৃত উদ্ভটত্বকে পরিহাস করেছেন, কবিতার হেঁয়ালি-পানাকে বিদ্রুপ করেছেন কিন্তু তাঁর গদ্য রচনার স্বচ্ছতা, তাঁর সংলাপের স্বতাৎসারিত ধ্বনি-মাধুর্য, কবিতা এবং কাব্যেরই অভিব্যক্তি। বারে বারে লজিকের কঠিন আবরণ ভেদ করে বার্নাড শ'র নাটক পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছেচে, সেইখানেই তাঁর কবিমানসের আত্মপ্রকাশ।

আইরিশ নাট্যকার সিয়ান ও'কেসী বার্নাড শ সম্পর্কে লিখেছেন—"He will live in the life that follows his own for his grand plays, for his astounding Social wisdom, for his courage, for his fine criticism of music and theatre, for his uncanny knowledge of children, so far exceeding Peter-Panism of Barrie, for his fight for fame of Ibsen, for his love of Wagner and for his brilliant leadership of men—a wonderful man is SHAW, Lord of a century of good deeds and great work."

জীবন সংগ্রামের দুঃসাহসী সৈনিক, সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শে অবিচল, দৃঢ়চিত্ত সুজন, সামাজিক বৈষম্যের অবসান চেষ্টায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, বিপ্লবী সমাজবাদী, প্রেম ও করুণার প্রাণরসে উচ্ছল প্রেমিক, নির্ভীক সমালোচক, নব নাট্য-সাহিত্যের উদ্গাতা, জর্জ বার্নাড শ'র নাম বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হয়েছে।

একই মানুষের মধ্যে পঞ্চদশবিধ সদ্‌গুণের সমন্বয় যে কোনো কালের পক্ষেই বিস্ময়ের বস্তু, শতাব্দীর অধীশ্বর জর্জ বার্নাড শ তাই অবিস্মরণীয়।

সমাপ্ত

গ্রন্থ ঋণ স্বীকৃতি

G. K. Chesterton — George Bernard Shaw (1909).

Julius Blub — Bernard Shaw (1909).

Renee M. Deacon — Bernard Shaw-as Artist-Philosopher (1910).

Joseph McCabe — George Bernard Shaw (1914).

John Palmer — Bernard Shaw—an Epitaph (1915).

P. P. Howe — Bernard Shaw (1915).

H. C. Duffin — The Quintessence of Bernard Shaw (1920).

J. S. Collis — 'Shaw' (1925)

George Whitehead — Bernard Shaw Explained (1925).

Leon Trotsky — Whither England ? (1925).

H. G. Wells — The Way the World is Going— (1928).

H. M. Hyndman — Bernard Shaw & Karl Marx— (1930).

Gordon Craig — Henry Irving (1930).
Ellen Terry and Her secret Life (1931).

Christopher St. John — Ellen Terry & Bernard Shaw—A Correspondence (1931).

Frank Harris — Bernard Shaw (1931).

Archibald Henderson — Bernard Shaw, Playboy & Prophet (1932).

R. F. Rattray — Bernard Shaw—A Chronicle and an Introduction—(1934)

Christopher Claudwell — George Bernard Shaw—A study of the burgeois Superman.
(Studies in a Dying Culture 1938)

Hesketh Pearson—G. B. S.— His Life and Personality (1942).
— G. B. S—A Postscript (1951).

C. E. M. Joad. — Shaw (1949).
Shaw's Philosophy—(1946)

Bernard Shaw — Sixteen Self Sketches (1949).

Blanche Patch — 30 years with G. B. S. (1951)

Desmond McCarthy. — Shaw (1951)

Bernard Shaw — Touring Russia (Nash's Pall Mall Magazine, Jan. & Feb : 1931)

G. K. Chesterton — Sins of Sovietism (- do - Feb. 1931)

Winston Churchill — George Bernard Shaw - (Nash's Pall Mall Magazine - 1931).

Bernard Shaw — Barker, Shaw & Shakespeare—(Strand Magazine Oct. - 1947)

Bernard Shaw — Fascism—(Story-Magazine. — October 1937.)
Sovietism—(do - December,1937)

Bernard Shaw — Barker's Wild Oats—Harper's Magazine (1947)

Alan Moorhead — Montgomery (1959).

Stephen Weston — Jesting Apostle (1956).
Days with Bernard Shaw (1951).

St. John Irvine — Bernard Shaw-His Life, Work & Friends (1956).

Sean O'Casey — Green Crow (1959).

James Hunekar — "The Quintessence of Bernard Shaw"—(1906)

W. H. Auden — The Fabian Figaro (1942)

Max Beerbohm — Around Theatres—(1932)

James Fuchs — The Socialism of Bernard Shaw—(1926)

G. Bernard Shaw — Prefaces by Bernard Shaw to "London Music" and "Immaturity."